পরকাল

ড. মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আরিফী



ভাষান্তর ও বিন্যাস

উমাইর লুৎফর রহমান

পরকাল

(মহাপ্রলয়-২)

LIFE AFTER LIFE

অনলাইন সংস্করণ

প্রথম প্রকাশ – ১/১/২০১৬

উমাইর লুৎফর রহমান

880 1766 257930

Facebook- Umair Lutfor Rahman

MAKTABATUL HERA

مكتبة الحراء

মাকতাবাতুল হেরা

৮২/১২ উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪।

(যাত্রাবাড়ী চৌরাস্তায় ডেমরা রোড সংলগ্ন শহীদ জিয়া স্কুল এন্ড কলেজের উত্তর পার্শ্বে)

মোবাইল : ০১৯৬১-৪৬৭১৮১, ০১৯৫৫-২৪২৫২৩

১১ ইসলামী টাওয়ার (আন্ডারগ্রাউন্ড), দোকান নং-৩, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

মোবাইল : ০১৯৬১-৪৬৭১৮১, ০১৯৫৫-২৪২৫২২

ISBN: 978-984-91123-1-0

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

একটি ঘটনা...

জনৈক তরুণ বারবার আমাকে "কল" দিচ্ছিল। ব্যস্ততার দরুন "কল" রিসিভ করতে বিলম্ব হওয়ায় বারবার সে আমাকে মেসেজ করছিল।

"কল" ব্যাক করলাম, সে প্রশান্তচিত্তে কথা শুরু করল। ধীরে ধীরে তার কণ্ঠস্বর ভারী হতে লাগল। তাকে খুবই চিন্তিত বোঝাচ্ছিল।



এক পর্যায়ে জিজ্ঞেস করল, শায়খ, মৃত্যুর পর আমাদের গন্তব্য কোথায়?

বললাম, কী আশ্চর্য! স্বভাবতই আমরা মৃত্যুর পর কবরে যাব, অতঃপর পুনরুত্থিত হব, হাশর কায়েম হবে, আল্লাহর কাছে আমাদেরকে কৃতকর্মের জবাব দিতে হবে... ইত্যাদি..!

সে কথার মাঝে ভেটো দিয়ে অস্থির কণ্ঠে বলতে লাগল, "বিশ্বাস করি না.. বিশ্বাস করি না!"

বলার ধরণ শুনে আন্দাজ করলাম, অবশ্যই কোনো পুস্তক, রচনা কিংবা কোনো ওয়েবসাইটের আর্টিকেল পড়ে সে প্রভাবিত হয়েছে অথবা জ্ঞানশূন্য পেয়ে নাস্তিকদল যুক্তির বেড়াজালে আবদ্ধ করে তাকে পরাজিত করেছে।

বললাম, কেন তুমি বিশ্বাস করছ না!!?

বলল, শায়েখ, ইহ-পরকাল সম্বন্ধে আলোচনা হয় এমন কিছু ব্লগিং সাইটে কতিপয় অপরিচিত ব্যক্তির সাথে আমার বিতর্ক হয়। আমার শৈশব, আমার ধর্মীয় আক্বীদা, জান্নাত, জাহান্নাম, সিরাত, হিসাব.. এগুলোর বিশ্বাস বুকে লালন করে আমার বেড়ে ওঠা। আসলে এগুলো কী?!

বললাম, শুন! শান্ত হও! পরিপূর্ণ জ্ঞানার্জন না করে কোনো বিষয়ে বিতর্ক করতে যেয়ো না।

আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَا تَقۡفُ مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٌۚ﴾ الإسراء: ٣٦

"যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই তার পেছনে পড়ো না" (সূরা ইসরা-৩৬)

অজানা বিষয়ে বিতর্ককারী অবশ্যই সংশয়ে পড়বে। ভ্রষ্টকারীদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হবে।

শুন! তাওহীদ, ঈমান ও ইসলামের আক্বীদাই তো আমাদের সৃষ্টির মূল। এগুলো ব্যতীত অন্তর প্রশান্তি পাবে না। দেখবে, ইসলামে প্রবেশকারীদের সংখ্যা দিনদিন বাড়ছে বৈ কমছে না।

সাধারণ লোকদের পাশাপাশি ভার্সিটির ডক্টর, বিজ্ঞানী, আবিষ্কারক, বিখ্যাত মন্ত্রী এমনকি বিভিন্ন দেশে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূতগণ পর্যন্ত ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিচ্ছে।

জান্নাত, জাহান্নাম, হিসাব, সিরাতের ধারক-বাহক এ মহান ধর্মে প্রবেশ করতে কীসে তাদের বাধ্য করল?! কেউ তো তাদের বাধ্য করেনি! প্রলোভন দেখিয়ে প্ররোচিত করেনি!

এটিই তাওহীদ। এটিই স্বভাবজাত প্রক্রিয়া। এটিই আত্মার প্রশান্তি এবং অন্তরের আস্থা।

একটিমাত্র আত্মা থেকে আমাদের সৃষ্টি। আদম আ.। এরপর মাতা হাওয়া আ.। অতঃপর পৃথিবীকে আবাদ করতে তাদের থেকে আল্লাহ তা'লা সকল মানুষ সৃষ্টি করলেন। যেন এ পৃথিবীকে আমরা আবাদ করি। আল্লাহর এবাদত করি। মানুষের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করি। সৌভাগ্যশীল হয়ে সন্তুষ্টচিত্তে জীবনযাপন করি। এরপর আমাদের মৃত্যু হবে। অতঃপর পুনরুত্থান। এরপর হিসাবনিকাশ..! এগুলোর সম্যক বাস্তবতার পেছনে অসংখ্য যৌক্তিক এবং অগণিত বর্ণনাভিত্তিক প্রমাণ রয়েছে..” কথাগুলো বললাম!

মনোযোগ সহকারে সে শুনছিল। দীর্ঘ নীরবতার ফলে সে কল কেটে দিয়েছে ভেবে বারবার জিজ্ঞেস করছিলাম “আমার কথা শুনছো?” “আছো?” ইত্যাদি।

চিন্তাশীল ব্যক্তির ন্যায় গভীর নীরবতার সাথে সে কথাগুলো শুনছিল। ভাবলাম, তার মতো অসংখ্য যুবক আজ এ মরণ-

ব্যাধিতে আক্রান্ত। ফেতনা ফাসাদ এবং দ্বীন নিয়ে অবহেলার এ যুগে শত্রুদের আক্রমণের শিকার হয়ে অগণিত মানুষ আজ এ কঠিন ব্যথায় জর্জরিত। ফলে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি লেখার উদ্যোগ নিলাম "আল-আলামুল আখীর" ("পরকাল")

আল্লাহ যেন আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস কবুল করেন এবং উম্মতের জন্য একে উপকারী বানান.. আমীন..!!

ড. মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান আরীফী
উসতায, কিং-সউদ ইউনিভার্সিটি, রিয়াদ
নভেম্বর ২০১১ হিঃ

অনুবাদকের কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহর। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক নবী মোহাম্মাদ সা. এবং তাঁর সকল নিষ্ঠাবান অনুসারীর উপর।

দুনিয়া এবং আখেরাতে চির সৌভাগ্যের একমাত্র উপায় হলো, বিনম্র হয়ে আল্লাহর আনুগত্যের দিকে চলে আসা। আল্লাহর সান্নিধ্য লাভে মনোনিবেশ করা। এভাবেই মানুষ আল্লাহর ইবাদতের স্বাদ উপভোগ করে এবং ধীরে ধীরে তাঁর প্রিয়পাত্র হয়ে যায়।

আল্লাহ বলেন,

﴿أَمَّنْ هُوَ قَٰنِتٌ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَآئِمًا يَحْذَرُ ٱلْـَٔاخِرَةَ وَيَرْجُوا۟ رَحْمَةَ رَبِّهِۦ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿٩﴾﴾ الزمر: ٩

“যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সেজদার মাধ্যমে অথবা দাঁড়িয়ে এবাদত করে, পরকালের আশংকা রাখে এবং তার পালনকর্তার রহমত প্রত্যাশা করে, সে কি তার সমান, যে এরূপ করে না; বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না; তারা কি সমান হতে পারে?

চিন্তা-ভাবনা কেবল তারাই করে, যারা বুদ্ধিমান।” (সূরা যুমার-৯)

এটাই মানুষকে পরকাল বিশ্বাসে সহায়তা করে। এভাবেই পরকালের বাস্তবতা ধীরে ধীরে হৃদয়ঙ্গম হতে থাকে।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি আরবী “আল-আলামুল আখীর” এর বাংলা-রূপ। আরব বিশ্বের প্রখ্যাত দাঈ ও সুলেখক ড. মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান আরীফীর অন্যসব বইয়ের ন্যায় এটিও আরব-বিশ্বে ব্যাপক প্রচার ও প্রসিদ্ধি পেয়েছে। পাঠকালেই অনুবাদের সংকল্প নিয়েছিলাম। দীর্ঘ পরিশ্রমের পর তা আজ আপনাদের হাতে।

হাদিসের উদ্ধৃতিগুলো প্রসিদ্ধ “মাকতাবায়ে শামেলা” থেকে সংগৃহীত।

অনুবাদ ও সম্পাদনার কাজে যারাই আমাকে সহযোগিতা করেছেন, সকলের জন্য কৃতজ্ঞভরা দুয়া, আল্লাহ তা‘লা সকলের সহযোগিতা কবুল করুন ও বইটিকে উম্মতে মুসলিমা’র জন্য উপকারী করুন এবং পরকালে আমার নাজাতের অসিলা বানান! যেকোনো সুপরামর্শ বা মন্তব্য লিখে পাঠানোর অনুরোধ রইল।

উমাইর লুৎফর রহমান
880 1766 257930
facebook- Umair Lutfor Rahman
email- kothamedia@outlook.com

“সংস্কারকবৃন্দ”

নিত্যদিন আপনার জন্য তৈরি করছে

প্রয়োজনীয় ইসলামী জ্ঞানসম্বলিত

অত্যাধুনিক গ্রাফিক পোস্টার

ফেসবুকে আমাদের সঙ্গেই থাকুন

facebook.com/moslehoon.bn

সূচী

Contents

কেন.. পরকাল?



সকল প্রশংসা আল্লাহর, দরূদ ও সালাম শ্রেষ্ঠনবী, তাঁর পরিবার, তার নিষ্ঠাবান সহযোগী এবং কেয়ামত পর্যন্ত আগত তাঁর সকল অনুসারীর উপর।

মানুষ একদিন মৃত্যুবরণ করবে, অতঃপর কর্মের প্রতিফল প্রদানের উদ্দেশ্যে তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে, অত্যাচারী তার অত্যাচারের সাজা ভোগ করবে এবং সৎ নিষ্ঠাবানগণ পুরস্কৃত হবে একথার উপর সকল নবী একমত ছিলেন। কারণ, পৃথিবী কারো স্থায়ী ঠিকানা নয়!

আল্লাহ তালা বলেন,

﴿أَمۡ نَجۡعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ كَٱلۡمُفۡسِدِينَ فِي ٱلۡأَرۡضِ أَمۡ نَجۡعَلُ ٱلۡمُتَّقِينَ كَٱلۡفُجَّارِ ٢٨﴾ ص: ٢٨

"আমি কি বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীলদেরকে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কাফেরদের সমতুল্য করে দেব? না খোদা-ভীরুদেরকে পাপাচারীদের সমান করে দেব?" (সূরা ছাদ-২৮)

অন্য আয়াতে বলেন,

﴿قُلۡ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبۡعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلۡتُمۡۚ وَذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٞ ٧﴾

التغابن: ٧

"বলুন! অবশ্যই হবে, আমার পালনকর্তার কসম, তোমরা নিশ্চয় পুনরুত্থিত হবে। অতঃপর তোমাদেরকে অবহিত করা হবে যা তোমরা করতে। এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ।" (সূরা তাগাবুন-৭)

পরকালের উপর বিশ্বাস হলো ঈমানের মূল ভিত্তি। যে পুনরুত্থানকে মিথ্যারোপ করল, সে আল্লাহর বাণী অস্বীকার করে কাফের হয়ে গেল।

আল্লাহ তা'লা বলেন,

﴿ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبۡغُونَهَا عِوَجٗا وَهُم بِٱلۡأٓخِرَةِ كَٰفِرُونَ ٤٥﴾

﴿ الأعراف: ٤٥

"যারা আল্লাহর পথে বাধা দিত এবং তাতে বক্রতা অন্বেষণ করত, তারা পরকালের বিষয়েও অবিশ্বাসী ছিল।" (সূরা আরাফ-৪৫)



তাহলে

* পরকাল কী?
* মৃত্যু কী?
* কবরে কীসের সম্মুখীন হতে হবে?
* হাউযে কাউসার কী? মীযান কী?

* পুলসিরাত কী? আমলনামা কী?

* জান্নাত-জাহান্নামের বৈশিষ্ট্য কী?

* পরকালের অত্যাশ্চর্য বিষয়গুলো কী? সেখানে মানুষের অবস্থা কীরূপ হবে?

* পরকালে কখন আমরা আল্লাহর সাক্ষাত লাভ করব? কখন তাঁকে প্রাণভরে দেখব?

আসুন.. অল্প সময়ের জন্য.. পরকালের এই ছোট্ট ভ্রমণে..!

কেন.. পরকালে বিশ্বাস?

আল্লাহ তা'লা ইহকালের পর পরকাল নির্ধারিত করে সেখানকার পরিস্থিতি মানুষকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। তাদেরকে উপদেশ করেছেন। তাতে বিশ্বাস রাখা আবশ্যক করেছেন। এর জন্য সঠিক ও যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণে মনোনিবেশ করতে জোর তাগিদ করেছেন।

পরকাল-স্মরণ সৎ ও কল্যাণকর কাজে উৎসাহ দেয়। অন্তর থেকে সন্দেহ-সংশয় দূর করে। অত্যাচার থেকে বারণ করে এবং দুর্বলের উপর আক্রমণ থেকে নিবৃত্ত রাখে।

যেমনটি আল্লাহ বলেন,

﴿وَنَضَعُ ٱلۡمَوَٰزِينَ ٱلۡقِسۡطَ لِيَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ فَلَا تُظۡلَمُ نَفۡسٞ شَيۡـٔٗاۖ وَإِن كَانَ مِثۡقَالَ حَبَّةٖ مِّنۡ خَرۡدَلٍ أَتَيۡنَا بِهَاۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَٰسِبِينَ ٤٧﴾

الأنبياء: ٤٧

"আমি কেয়ামতের দিন ন্যায়বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব। সুতরাং কারও প্রতি জুলুম হবে না। যদি কোনো আমল সরিষার দানা পরিমাণও হয়, আমি তা উপস্থিত করব এবং হিসাব গ্রহণের জন্যে আমিই যথেষ্ট।" (সূরা আম্বিয়া-৪৭)

অন্য আয়াতে বলেন,

﴿ ۞ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَيِّ ٱلْقَيُّومِۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿١١١﴾ ﴾

طه: ١١١

"সেই চিরঞ্জীব চিরস্থায়ীর সামনে সব মুখমণ্ডল অবনমিত হবে এবং সে ব্যর্থ হবে যে জুলুমের বোঝা বহন করবে।" (সূরা ত্বাহা-১১১)

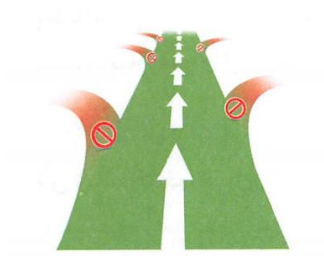
নবী করীম সা. বলেন,

من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه

"কেউ যদি কারো উপর অত্যাচার করে থাকে বা কারো মানহানি করে থাকে, আজই যেন সে তার থেকে দাবী ছুটিয়ে নেয় সেদিন আসার পূর্বেই, যেদিন কোনো দীনার-দিরহাম (মুদ্রা) থাকবে না। সৎকর্ম থাকলে অত্যাচার পরিমাণ কেটে নেয়া হবে। না থাকলে অত্যাচারিতের কৃত পাপের বোঝা তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে।" (বুখারী-২৩১৭)







পরকালে বিশ্বাস মানুষকে বিশৃঙ্খলা ও নাস্তিকতা থেকে বিরত রাখে। পক্ষান্তরে যে কাফের, সে ভালমন্দ যাচাইয়ের যোগ্যতা রাখে না। যেমনটি আল্লাহ তালা বলেন,

﴿ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَٰطِ لَنَٰكِبُونَ ﴿٧٤﴾ ﴾

المؤمنون: ٧٤

“আর যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তারা সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে।” (সূরা মুমিনূন-৭৪)

পরকালে বিশ্বাস মানুষের চরিত্র সংশোধন করে, বিপদে ধৈর্যের শিক্ষা দেয়, অনর্জিত বস্তুর লোভ থেকে নিবৃত্ত রাখে। কারণ, পরকালের পুরস্কার তো বিশাল ও অসীম। নবী করীম সা. বলেন,

ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها

“কোনো মুসলিম বিপদগ্রস্ত হলে বিনিময়ে আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করেন, এমনকি যদি একটা কাঁটাও বিঁধে..!” (বুখারী-৫৩১৭)

পরকালে বিশ্বাস মানুষকে অপরাধ স্বীকারে বাধ্য করে, তাকে পরিত্রাণ দিতে সহায়তা করে। যার ফলে সাহাবায়ে কেরাম আত্মশুদ্ধি অর্জনে আদর্শ স্থাপন করে গেছেন।

একটি ঘটনা..

মায়িয বিন মালিক রা. একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী। একদা শয়তান তাকে প্ররোচনা দিয়ে এক আনসারী সাহাবীর কৃতদাসীর প্রেমে জড়িয়ে দেয়। অতঃপর তারা উভয়ে নির্জনে গমন করলে শয়তান তাদের উভয়কে পরস্পরের জন্য সুন্দর করে উপস্থাপন করে, ফলে তারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। অতঃপর যখন মায়িয তার মনোবৃত্তি পূরণ করে নেয় এবং শয়তান তাদের থেকে দূরে সরে যায়, তখন সে কাঁদতে থাকে। দুশ্চিন্তায় পড়ে যায়। নিজেকে তিরস্কার করতে থাকে। আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করতে থাকে। দুশ্চিন্তায় ইহজীবন তার বিস্বাদ হয়ে উঠে। অপরাধ তাকে বেষ্টন করে ফেলে। ঠিক তখনই সে মহা-চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়। নবীজীর সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলতে থাকে, হে আল্লাহর রাসূল, অধম ব্যভিচার করেছে! আমাকে পবিত্র করুন! নবীজী তাকে এড়িয়ে যান। সে অপর-পাশে এসে পুনরাবৃত্তি করে, হে আল্লাহর রাসূল, আমি ব্যভিচার করেছি, আমাকে পবিত্র করুন! নবীজী বলেন, ধিক তোমার! ফিরে যাও! আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও! তাওবা কর!

অতঃপর কিছুদূর গিয়ে সে আবার ফিরে এসে বলতে থাকে, হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে পবিত্র করুন! নবীজী উচ্চস্বরে বললেন, ধিক তোমার! তুমি কি জান- ব্যভিচার কী? দূরে

সরানোর আদেশ করা হলে তাকে দূরে সরিয়ে দেয়া হলো। দ্বিতীয়বার আবার ফিরে এসে বলতে থাকে, হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে পবিত্র করুন! নবীজী উচ্চস্বরে বললেন, ধিক তোমার! তুমি কি জান- ব্যভিচার কী? দূরে সরানোর আদেশ করা হলে তাকে সরিয়ে দেয়া হলো। এরপর তৃতীয়বার.. চতুর্থ বারও এমন করল। অতিরিক্ত জোরাজোরির ফলে নবীজী জিজ্ঞেস করলেন, সে কি পাগল? সবাই বলল, না! তার ব্যাপারে তো কোনো সমস্যা শুনিনি আমরা। নবীজী বললেন, সে কি মদপান করেছে? একজন দাঁড়িয়ে তার মুখের গন্ধ শোঁকে মদের কোনো ঘ্রাণ পেল না। নবীজী বললেন, তুমি কি জান- ব্যভিচার কী? সে বলল, জি, আমি অন্যায়ভাবে এক নারীর সাথে এমন কাজ করেছি, যা হালাল রূপে কেউ তার স্ত্রীর সঙ্গে করে থাকে। নবীজী বললেন, একথার মাধ্যমে তুমি কী চাও? সে বলল, আমি চাই আপনি আমাকে পবিত্র করে দিন। নবীজী বললেন, আচ্ছা! অতঃপর তাকে প্রস্তর নিক্ষেপের আদেশ করলেন। প্রস্তর নিক্ষেপ করা হলে সে মৃত্যুবরণ করল।

জানাজা ও দাফন শেষে নবীজী সাথীদের নিয়ে ফিরছিলেন, এমন সময় শুনতে পেলেন জনৈক ব্যক্তি অপরকে বলছে, “দেখ এই ব্যক্তিকে; আল্লাহ তার অপরাধ গোপন করেছিলেন, কিন্তু তার হৃদয় তাকে তা গোপন করতে দেয়নি। ফলে কুকুরের মতো প্রস্তরাঘাতে তাকে হত্যা করা হলো।” নবীজী সেখানে তাদেরকে কিছু না বলে অল্প-সময় চললেন। পথিমধ্যে পড়ে

থাকা একটি গাধার মৃতদেহের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, প্রখর রোদে গাধার চেহারা ফোলে উঠেছিল, পা স্ফীত হয়ে গিয়েছিল। বলতে লাগলেন, অমুক অমুক ব্যক্তি কোথায়? উভয়ে বলল, আমরা এখানে হে আল্লাহর রাসূল! বললেন, তোমরা অবতরণ কর এবং গাধার এই মৃতদেহ ভক্ষণ কর! উভয়ে বলল, হে আল্লাহর নবী, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন, কোনো মানুষ কি এই মৃতদেহ খেতে পারে? তখন নবীজী বলতে লাগলেন,

ما نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أكل الميتة .. لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها

"কিছুক্ষণ পূর্বে তোমাদের ভাই সম্পর্কে তোমরা যে কথা উচ্চারণ করেছ, তা এই মৃতদেহ ভক্ষণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট। অবশ্যই মায়িয এমন তাওবা করেছে, যদি তার তাওবা পুরো জাতির মাঝে বণ্টন করা হয়, তবে সকলের মুক্তির জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, নিশ্চয় এ মুহূর্তে সে জান্নাতের নদীসমূহে সাঁতার কাটছে!"

সাধুবাদ হে মায়িয বিন মালিক! হ্যাঁ.. সে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে নিজের গোপনীয়তা প্রকাশ করেছে। কিন্তু যখন সে তার কৃত পাপ সমাধা করেছে, তখন সকল স্বাদ উধাও হয়ে কেবল দুঃখই তার রয়ে গেছে। তবে সে এমন তাওবা করেছে, তা যদি পুরো

জাতির মাঝে বণ্টন করা হয়, তবে সবার মুক্তির জন্য সেটি যথেষ্ট হয়ে যাবে।

পরকালে বিশ্বাস মানুষকে বিশ্বস্ততা রক্ষায় অভ্যস্ত করে। আত্ম-প্রদর্শন থেকে বিরত রাখে। যেমনটি আল্লাহ তালা বলেন,

﴿ إِنَّمَا يَعۡمُرُ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ مَنۡ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَلَمۡ يَخۡشَ إِلَّا ٱللَّهَۖ فَعَسَىٰٓ أُوْلَٰٓئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلۡمُهۡتَدِينَ ١٨ ﴾ التوبة: ١٨

"নিঃসন্দেহে তারাই আল্লাহর মসজিদ আবাদ করবে যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি ও শেষদিনের প্রতি এবং কায়েম করেছে নামায ও আদায় করে যাকাত; আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে ভয় করে না। অতএব, আশা করা যায়, তারা হেদায়েত-প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" (সূরা তাওবা-১৮)



মনে রাখবেন,

পরকালে বিশ্বাসই হচ্ছে দুনিয়ায় শান্তি এবং আখেরাতে সুখের একমাত্র উপায়।

কেয়ামত

“কেয়ামত” শব্দটি দু'টি অর্থে ব্যবহৃত। এক, যা আমাদের চোখের সামনে ঘটে বা সচরাচর আমরা দেখে থাকি। দুই, যা কেবল একবারই ঘটবে, তা দেখে সকল সৃষ্টি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যাবে। সুতরাং কেয়ামতকে আমরা দু'টি ভাগে বিভক্ত করতে পারিঃ

* ছোট কেয়ামত
* বড় কেয়ামত

ছোট কেয়ামত

এটি হচ্ছে বিশেষ এক কেয়ামত। কেননা, যখন কোনো মানুষ মৃত্যুবরণ করে, তখনই তার কেয়ামত ঘটে যায়। যেমনটি মুগীরা বিন শু'বা রা. বলেন,



يقولون : القيامة .. القيامة ، وإنما قيامة أحدهم موته

"সবাই বলাবলি করে- কেয়ামত.. কেয়ামত.. কেয়ামত..! আরে.. ব্যক্তির মৃত্যুই তো তার জন্য কেয়ামত..!"

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত হাদিসে এই ছোট কেয়ামতের প্রতিই ইঙ্গিত এসেছেঃ

كان رجال من الأعراب جفاة يأتون النبي ﷺ فيسألونه : متى الساعة؟ فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول: إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم

"জীর্ণশীর্ণ কতিপয় বেদুইন নবীজীর কাছে এসে জিজ্ঞেস করেছিল, কেয়ামত কখন? নবীজী তাদের সর্বকনিষ্ঠের দিকে ইঙ্গিত করে বলেছিলেন, এ বৃদ্ধ হওয়ার আগেই তোমাদের কেয়ামত এসে যাবে।" (বুখারী-৬৫১১)

অর্থাৎ এই ছেলেটি বৃদ্ধ হওয়ার আগেই তোমরা মৃত্যুবরণ করবে।

বড় কেয়ামত

এ হচ্ছে মহা প্রলয়। যার প্রতিফলন সকল সৃষ্টিকে নির্জীব করে দেবে। যার পরক্ষণেই হিসাব-নিকাশের জন্য মহান আল্লাহ সৃষ্টির পুনরুত্থান ঘটাবেন। তাদের



জন্য জান্নাত অথবা জাহান্নাম নির্ধারণ করবেন।

উভয় প্রকার কেয়ামতকেই আল্লাহ তা'লা কুরআনুল কারীমে এভাবে বর্ণনা করেছেনঃ

﴿ثُمَّ أَمَاتَهُۥ فَأَقْبَرَهُۥ ۝٢١ ثُمَّ إِذَا شَآءَ أَنشَرَهُۥ ۝٢٢﴾ عبس: ٢١ - ٢٢

"অতঃপর তার মৃত্যু ঘটান এবং তাকে কবরস্থ করেন। এরপর যখন ইচ্ছা করবেন তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন।" (সূরা আবাছা-২১-২২)

ছোট কেয়ামত সম্পর্কে নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা আসছে..

মনে রাখবেন, যে ব্যক্তি ছোট কেয়ামতের প্রস্তুতি সম্পন্ন করল, বড় কেয়ামতের কঠিন মুহূর্তগুলো তার জন্য সহজ হয়ে যাবে।

সূচনা..

ছোট কেয়ামত

ভূমিকা

ছোট কেয়ামত হলো মৃত্যু তথা আত্মার দেহ-বিচ্ছেদ। জীব মাত্রই মৃত্যু আস্বাদন করবে। সকলের জন্যই তাতে কিছু শিক্ষা, কিছু উপদেশ এবং কিছু সূক্ষ্ম বার্তা রয়েছে..!

* ছোট কেয়ামতের মুহূর্তে মানুষের অবস্থা কীরূপ হয়?
* অন্তিম মুহূর্তে কতিপয় ব্যক্তিদের কিছু দুর্লভ ঘটনা
* সুসমাপ্তি এবং কুসমাপ্তির নিদর্শনগুলো কী?
* আত্মা কী?

এ হলো মৃত্যু..



বর্ণিত, আল্লাহর নবী হযরত দাউদ আ. এর একজন মর্যাদাসম্পন্ন উপদেষ্টা ছিল। দাউদ আ. এর মৃত্যুর পর সে সুলাইমান আ. এর বিশেষ উপদেষ্টার পদ লাভ করে। একদিন সূর্যোদয়ের খানিক পর সুলাইমান আ. এ উপদেষ্টাকে নিয়ে বসা ছিলেন। এমন সময় একজন অপরিচিত লোক সালাম দিয়ে এসে সুলাইমান

আ. এর সাথে কথা বলতে শুরু করে এবং উপদেষ্টার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকাতে থাকে। লোকটির এমন অদ্ভুত তাকানো দেখে উপদেষ্টা ভয় পেয়ে যায়। লোকটি বেরিয়ে যাওয়ার পর উপদেষ্টা বৈঠক থেকে দাঁড়িয়ে সুলাইমান আ. কে জিজ্ঞেস করে, হে আল্লাহর নবী, লোকটি কে? তার দৃষ্টি আমাকে হতভম্ব করে দিয়েছে। সুলাইমান আ. বললেন, এ হলো মৃত্যুর ফেরেশতা। মানবরূপে আমার কাছে এসেছে! এ কথা শুনে উপদেষ্টা ভয়ের আতিশয্যে কাঁদতে আরম্ভ করে। বলতে থাকে, হে নবী, আল্লাহর দোহাই যদি বাতাসকে বলেন আমাকে দূরে কোথাও রেখে আসতে! হিন্দুস্তানে পৌঁছে দিতে! সুলাইমান আ. তার কথামতো বাতাসকে আদেশ করলেন তাকে হিন্দুস্তানে ছেড়ে আসতে..।

পরদিন মৃত্যুর ফেরেশতা আবার আসলে সুলাইমান আ. তাকে জিজ্ঞেস করলেন, গতকাল আমার সাথীকে তুমি ভয় দেখিয়েছ! তার দিকে অদ্ভুত-রূপে তাকাচ্ছিলে কেন?

মৃত্যুদূত বলে, হে আল্লাহর নবী, সূর্যোদয়ের কিছুক্ষণ পর আমি আপনার কাছে এসেছিলাম, আর সেদিন দুপুরে আল্লাহ তা'লা আমাকে হিন্দুস্তানে তার রূহ কবজা করার আদেশ করেছিলেন। আর তাকে আপনার কাছে দেখে আমি অবাক হয়েছিলাম। সুলাইমান আ. বললেন, তারপর কী করলে? সে বলে, তারপর আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী হিন্দুস্তানের সেস্থানে তার রূহ কবজা করতে গিয়ে দেখি সে ওখানেই উপস্থিত। অতঃপর তার রূহ কবজা করি।

হ্যাঁ.. এ হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ..!

﴿قُلۡ إِنَّ ٱلۡمَوۡتَ ٱلَّذِي تَفِرُّونَ مِنۡهُ فَإِنَّهُۥ مُلَٰقِيكُمۡۖ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ٨﴾ الجمعة: ٨

"বলুন, তোমরা যে মৃত্যু থেকে পলায়নপর, সেই মৃত্যু অবশ্যই তোমাদের মুখোমুখি হবে, অতঃপর তোমরা অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞানী আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে। তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন সেসব কর্ম, যা তোমরা করতে।" (সূরা জুমুআ-৮)

রাজা-বাদশাহ, মন্ত্রী-উপদেষ্টা, মর্যাদাবান-অমর্যাদাবান, ধনী-দরিদ্র বরং নিকটবর্তী ফেরেশতাগণ, জ্বিন-শয়তান এমনকি সকল জীবজন্তু আল্লাহর এই চ্যালেঞ্জের সামনে অসহায়।



﴿قُلۡ فَٱدۡرَءُواْ عَنۡ أَنفُسِكُمُ ٱلۡمَوۡتَ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ ١٦٨﴾ آل عمران: ١٦٨

"তাদেরকে বলে দিন, এবার তোমরা নিজেদের উপর থেকে মৃত্যুকে সরিয়ে দাও যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।" (সূরা আলে ইমরান-১৬৮)

﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا۟ يُدْرِككُّمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِى بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ۗ ﴿٧٨﴾ ﴾ النساء: ٧٨

"তোমরা যেখানেই থাক না কেন, মৃত্যু তোমাদেরকে পাকড়াও করবেই" (সূরা নিসা-৭৮)



কোথায় বিশাল সেনা বহর? কোথায় রাজত্ব? কোথায় অহংকার?

কোথায় সেই প্রতাপশালী পারস্য রাজা? কোথায় অহংকারী রোম সম্রাট?

কোথায় অধিপতিরা? কোথায় ধনী ব্যক্তিবর্গ? বরং কোথায় খ্যাতিমান বিজ্ঞানী-সকল?

মনে রাখবেন, মৃত্যুই হলো পরকালের সূচনা।

মৃত্যুর উপস্থিতি

মৃত্যুর উপস্থিতি এবং আত্মা বহির্গমনের সেই মুহূর্ত কতই না কঠিন! প্রতিটি জীবকেই এর মুখোমুখি হতে হবে।

মৃত্যু কোন পরিচ্ছন্ন জীবনকে এলোমেলো করে দেয়নি..?! মৃত্যু কোন সদা আন্দোলিত পা'কে থামিয়ে দেয়নি..?! পূর্বপুরুষদের সে কি ক্ষমা করেছে? বন্ধুত্বের বিচ্ছেদ ঘটায়নি? স্ত্রীদের বিধবা করেনি? সন্তানদের এতিম করেনি?



মৃত্যুর উপস্থিতি এবং আত্মার বিচ্ছেদ-মুহূর্তে কতসব আশ্চর্য বিষয় লক্ষ্য করা যায়..!

নবী মোহাম্মাদ সা. এর মৃত্যু

বিদায় হজ্জ্ব থেকে ফেরার পর নবী করীম সা. এর মৃত্যুকালীন ব্যাধির সূচনা হলো। ধীরে ধীরে তা বাড়তে লাগল। বিভিন্ন অসিয়ত উচ্চারণ করে তিনি উম্মতকে বিদায় জানাচ্ছিলেন।



জ্বর যখন তীব্র থেকে তীব্রতর হতে লাগল, পরকালের দিকে যাত্রা নিশ্চিত জানতে ও বুঝতে পারলেন, তখন লোকদের থেকে বিদায় নেয়ার ইচ্ছা করলেন। সাদা কাপড়ে মাথা পেঁচিয়ে নিলেন। ফাযল বিন আব্বাসকে নির্দেশ দিলেন সবাইকে মসজিদে সমবেত করতে। তিনি গিয়ে সকলকে মসজিদে জমায়েত করলেন। দু'জনের কাঁধে ভর করে নবী করীম সা. মসজিদের মিম্বরে এসে বসলেন। আল্লাহর যথাযোগ্য প্রশংসা করে বলতে লাগলেন,

أما بعد .. أيها الناس .. إنه قد دنى مني خلوف من بين أظهركم .. ولن تروني في هذا المقام فيكم.. ألا فمن كنت جلدت له ظهرا .. فهذا ظهري فليستقد منه .. ومن كنت أخذت له مالا .. فهذا مالي فليأخذ منه .. ومن كنت شتمت له عرضا .. فهذا عرضي فليستقد من شأني ولا يقولن قائل إني أخشى الشحناء .. ألا وإن الشحناء ليست من شأني .. ولا من

خلقي .. وإن أحبكم إلي من أخذ حقا .. إن كان له علي .. أو حللني فلقيت الله عزوجل .. وليس لأحد عندي مظلمة .

"হে লোকসকল, আমার উপর তোমাদের কিছু পাওনা আছে বলে মনে হচ্ছে। এই স্থানে তোমরা আর কোনোদিন আমাকে দেখতে পাবে না। ভালো করে শুন! আমি যদি কারো পিঠে বেত্রাঘাত করে থাকি, তবে এই আমার পিঠ, সে যেন প্রতিশোধ নিয়ে নেয়। কারো থেকে যদি কোনো সম্পদ নিয়ে থাকি, তবে এই হলো আমার সম্পদ, সে যেন সমপরিমাণ নিয়ে নেয়। যদি কারো মানহানি করে থাকি, সে যেন এর বদলা নিয়ে নেয়। কেউ যেন শত্রুতার ভয়ে অন্তরে কিছু লুকিয়ে না রাখে। শত্রুতা আমার অভ্যাস নয়, আমার স্বভাবও নয়। বরং যে আমার কাছে কিছু পাবে এবং সে নিজের প্রাপ্য নিয়ে নেবে বা সমাধা করে ফেলবে, তাকেই আমি বরং অধিক আপন ভাববো। যেন আল্লাহর সাথে সাক্ষাতকালে আমার উপর বিন্দুমাত্র কোনো পরাধিকার না থাকে..!" (তাবারানী-৭১৮)

অতঃপর নবীজী মিম্বর থেকে নেমে নিজের ঘরে চলে গেলেন।

নবী করীম সা. এর মৃত্যুকালীন রোগ

দিনদিন জ্বর তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছিল। খুব কষ্ট করে মসজিদে মানুষদের নিয়ে নামায পড়তেন। জুমুআর দিন সাথীদের নিয়ে মাগরিব আদায় করে ঘরে প্রবেশ করলেন। জ্বর

আরো তীব্র হলো। সাথীগণ বিছানা করে তাঁকে শুইয়ে দিলেন। বিছানায় থাকা অবস্থায়ই মৃত্যুজনিত রোগ ধীরে ধীরে তাঁর উপর ভর করতে লাগল।

মানুষ ইশা'র নামাযের জন্য নবীজীর ইমামতির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল। এদিকে অসুস্থতাও বাড়ছিল। বিছানা থেকে উঠার চেষ্টা করছিলেন, পারছিলেন না। বিলম্ব হওয়ায় কিছু মানুষ "নামায, নামায" বলে ঘোষণাও দিলেন। নবীজী তাদের কণ্ঠ শুনে কাছের লোকদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, সবাই কি নামায পড়ে ফেলেছে? তারা বলল, না হে আল্লাহর রাসূল! সকলেই আপনার অপেক্ষায়! নবীজী মসজিদের দিকে তাকিয়ে উঠতে চাইলেও শরীরের অত্যধিক তাপমাত্রা তাঁকে সে সুযোগ দেয়নি। নবীজী বললেন, বড় পাত্র দিয়ে পানি ঢালো! সবাই তাঁর জন্য পানির ব্যবস্থা করে শরীরে পানি ঢালতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পানি ঢালার পর কিছুটা উদ্যমতা অনুভব করলে "যথেষ্ট হয়েছে" ইঙ্গিত দিলেন। পানি সরিয়ে নেয়া হলো। দুই হাতে ভর করে উঠতে চেষ্টা করলেন, এমনসময় অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর জ্ঞান ফিরলে প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন, সবাই কি নামায পড়ে ফেলেছে? তারা বলল, না হে আল্লাহর রাসূল! সবাই আপনার অপেক্ষায়! বললেন, বড় পাত্র দিয়ে পানি ঢালো!

অতঃপর সবাই তাঁর জন্য পানির ব্যবস্থা করে সারা গায়ে পানি ঢালতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পানি ঢালার পর আবারো কিছুটা উদ্যমতা অনুভব করলে দুই হাতের উপর ভর করে উঠতে যেয়ে আবার অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর জ্ঞান ফিরলে প্রথমেই আবার জিজ্ঞেস করলেন, সবাই কি নামায পড়ে ফেলেছে? বলল, না হে আল্লাহর রাসূল! সবাই আপনার অপেক্ষায়! বললেন, বড় পাত্র দিয়ে পানি ঢালো!

আবারো পানির ব্যবস্থা করে সারা গায়ে অধিক পরিমাণে ঠাণ্ডা পানি ঢালা হলো। কিছুক্ষণ পানি ঢালার পর "যথেষ্ট হয়েছে" ইঙ্গিত করলেন। আবারো দুই হাতে ভর করে উঠতে যেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। পরিবারের সদস্যগণ তাঁর দিকে মায়াভরে তাকিয়ে ছিলেন। অন্তরগুলো তাদের ধুকধুক করছিল। চোখে অশ্রু টলমল করছিল। সবাই মসজিদে নামাযের জন্য তাঁর অপেক্ষায়। তাকে ইমাম হিসেবে দেখতে, তাঁর সঙ্গে তাকবীর বলে, তাঁর সঙ্গে রুকু সেজদা করে নামায আদায় করবে.. এ আশায় সকলেই অধীর আগ্রহে বসে ছিলেন। এদিকে নবীজী অচেতন।



কিছুক্ষণ পর হুঁশ ফিরে এলে প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন, সবাই কি নামায পড়ে ফেলেছে? সবাই বলল, না হে আল্লাহর

রাসূল! তারা আপনার অপেক্ষায়!

হ্যাঁ.. সেই পবিত্র দেহ, যা আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্য করেছে, পালনকর্তার জন্য সদা প্রাণ বাজি রেখে যুদ্ধ করেছে। সেই পবিত্র দেহ, যা স্রষ্টার এবাদতে বহু রাত বিনিদ্র কাটিয়েছে, জীবনে সকল কঠিন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছে। সেই পবিত্র দেহ, আল্লাহর ভয়ে যার দু'চোখ অঝোর ধারায় অশ্রু বর্ষণ করেছে। আল্লাহর রাস্তায় শাস্তি ভোগ করেছে, ক্ষুধার্ত থেকেছে, যুদ্ধ করেছে..।

নবীজী নিজের শারীরিক অবস্থা বুঝতে পেরে সাথীদের বললেন, "আবু বকরকে বল সকলকে নিয়ে নামায আদায় করে নিতে"। বেলাল রা. নামাযের ইকামাত বললেন। আবু বকর রা. নবীজীর মেহরাবে দাঁড়িয়ে নামাযের ইমামতি করলেন। প্রচণ্ড কান্নার দরুন সাহাবীগণ তার কেরাত ভালো করে বুঝতে পারলেন না। এভাবেই এশার নামায শেষ হলো।

পরদিন ফজরের নামায আদায়ের জন্য সবাই জমায়েত হলেন। আবু বকর রা. ইমামতি করলেন। নবীজীর মৃত্যুশয্যায় আবু বকর রা. এভাবে দিন-কয়েক নামাযের ইমামতি করেছিলেন।

জামাতে নামায

সোমবার-দিন জুহর এবং আসরের সময় নবীজী কিছুটা সুস্থতা অনুভব করলে আব্বাস ও আলী রা. কে ডেকে উভয়ের কাঁধে

ভর করে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বের হলেন, একটু অগ্রসর হয়ে পর্দা উঠিয়ে দেখলেন যে, জামাত দাঁড়ানো, সকলেই নামাযে মগ্ন।

দেখলেন, সাথীরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে। উজ্জ্বল চেহারা আর পবিত্র দেহ।



এই লোকদের নিয়েই তো তিনি কত নামায আদায় করেছেন! তাদেরকে সাথে নিয়ে জিহাদ করেছেন! দিনরাত তাদের সাথে উঠা-বসা করেছেন! কত রাত তাদের নিয়ে দীর্ঘ নফল পড়েছেন! কতদিন তাদের নিয়ে রোযা পালন করেছেন! কতই না ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে তারা তাঁর সাথে। নিষ্ঠার সাথে দোয়া করেছে আল্লাহর কাছে। দ্বীনকে বিজয়ী করতে কত সময় তারা পরিজনকে দূরে রেখেছে। বন্ধু-বান্ধব এবং দেশকে পরিত্যাগ করেছে। তাদের মধ্যে আবার অনেকেই শহীদ হয়ে গেছে আবার অনেকেই শাহাদাতের অপেক্ষায়..। বাস্তবেই, একটুও বদলায়নি তারা। আজ তিনিই তাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন পরকালের উদ্দেশ্যে, যেখানকার সুখ-শান্তির কথা শুনিয়েছেন তাদের সারা জীবনভর।

তাদেরকে নামাযে দেখে খুবই আপ্লুত হলেন, আনন্দে মুচকি হাসলেন। মনে হচ্ছিল তাঁর চেহারা যেন এক টুকরো চাঁদ। অতঃপর পর্দা নামিয়ে বিছানায় ফিরে এলেন। আসমান হতে মৃত্যুর ফেরেশতাগণ অবতরণ করলেন সর্ব পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ আত্মাকে নিয়ে যেতে।

নবীজীর উপর মৃত্যু-যন্ত্রণা

ধীরে ধীরে মৃত্যু-যন্ত্রণা শুরু হতে লাগল। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. বলেন,

“মৃত্যুর সময় আমি নবীজীকে দেখেছি, তিনি পাশে রাখা পানি-ভর্তি পাত্রে হাত ভিজিয়ে চেহারা মুছতে মুছতে বলছেন, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই! অবশ্যই মৃত্যুর যন্ত্রণা আছে! ফাতেমা রা. পাশে বসে কেঁদে কেঁদে বলছিলেন, আব্বুর উপর কী বিপদ..! নবীজী ফাতেমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আজকের পর থেকে তোমার আব্বুর কোনো বিপদ থাকবে না। আমি তাঁর চেহারা মুছে দিচ্ছিলাম আর সুস্থতার দোয়া করছিলাম। তিনি বললেন, না! বরং আমি সর্বোন্নত সাথী আল্লাহকে চাই; জিবরীল, মিকাঈল এবং ইসরাফীলের সাথে..!

অতঃপর যখন নিঃশ্বাস ভারী হয়ে আসছিল, যন্ত্রণা তীব্রতর হচ্ছিল, তখন সর্বশেষ কথাগুলো তিনি উচ্চারণ করছিলেন।

সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো বলছিলেন, শিরক থেকে উম্মতকে সতর্ক করছিলেনঃ

لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد

"ইহুদী খৃস্টানদের উপর আল্লাহর অভিশাপ, নবীদের কবরগুলোকে তারা মসজিদ বানিয়েছে"

اشتد غضب الله على قوم جعلوا قبور أنبياءهم مساجد

"ঐ জাতির উপর আল্লাহর ক্রোধ অধিক হয়েছে, যারা তাদের নবীদের কবরগুলোকে মসজিদ বানিয়েছে"

নবীজীর সর্বশেষ উচ্চারিত ছিল

الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم

"নামায.. নামায.. এবং তোমাদের আয়ত্তাধীন কৃতদাস..!"

এরপর নবীজী ইন্তেকাল করলেন (আমার পিতা-মাতা এবং আমার আত্মা তার জন্য উৎসর্গ হোক) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

হ্যাঁ.. সর্বশেষ নবী, শ্রেষ্ঠ রাসূল, হেদায়েত-প্রাপ্তদের ইমাম এবং রাব্বুল আলামীনের প্রিয়পাত্র দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছেন। কেউ তার প্রতি কোনোরূপ জুলুমের অপবাদ দেয়নি, কথার মাধ্যমে কাউকে আঘাত দেয়ার অভিযোগ করেনি, হারাম পথে উপার্জনের সাক্ষ্য দেয়নি, কখনো কেউ তাকে পরনিন্দা বা অপরাধ করতে দেখেনি। বরং তিনি তো ছিলেন আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বানকারী, আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনাকারী, নামায

ও এক আল্লাহর দিকে এবাদতের আদেশকারী এবং শিরক ও মূর্তিপূজা থেকে বারণকারী মহান ব্যক্তিত্ব।

পালনকর্তা তাঁর গুণ বর্ণনায় সত্যই বলেছেন,

﴿لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ١٢٨﴾ التوبة: ١٢٨

"তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তার পক্ষে দুঃসহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়।" (সূরা তাওবা-১২৮)

খলীফা উমর রা. এর ইন্তেকাল

চলুন, ইসলামের কেন্দ্র-ভূমি মদিনার দিকে একটু চোখ বুলাই। দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা.। যিনি দ্বীনকে নুসরাত করেছেন, পালনকর্তার সন্তুষ্টি কামনায় জিহাদে অংশ নিয়েছেন। অগ্নিপূজকদের রাজত্বের অগ্নিশিখা চিরতরে নিভিয়ে দিয়েছেন। শত্রুরা সেই উমর রা. এর উপর প্রতিহিংসা করল। অগ্নিপূজক আবু লুলু ছিল একজন কামার। কাঠমিস্ত্রির কাজে অভ্যস্ত এ কৃতদাস মদিনাতেই বসবাস করত। চাউল ভাঙ্গানোর কাজে ব্যবহৃত চাক্কি তৈরি করত।

উমর রা. থেকে প্রতিশোধ গ্রহণে সে প্রায়ই সুযোগ খুঁজত। একদিন পথের মধ্যে আবু লুলুর সাথে উমর রা. এর সাক্ষাত

হলে তিনি বললেন, শুনেছি তুমি নাকি বল, “চাইলে এমন চাক্কিও আমি তৈরি করতে পারব, যা বাতাসে ঘুরালেও আটা তৈরি করবে।” কৃতদাস উমরের দিকে ভ্রুকুঞ্চিত করে তাকিয়ে বলল, অবশ্যই! আমি আপনার জন্য এমন চাক্কি তৈরি করব, যার সুনাম প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে আলোচিত হবে। উমর রা. সাথীদের দিকে তাকিয়ে বললেন, শুনে রাখো, সে কিন্তু আমাকে ওয়াদা দিচ্ছে!

অতঃপর আবু লুলু দু'মুখো একটি ধারালো ছুরি তৈরি করল, উভয় দিক দিয়ে আক্রমণের সুবিধার্থে কব্জা মাঝখানে স্থাপন করে পুরো ছুরিতে বিষ মাখিয়ে নিলো। আক্রমণ দুর্বল হলেও যাতে বিষক্রিয়ায় কাজ সমাধা করতে পারে।



অতঃপর রাতের আঁধারে এসে মসজিদে নববীর এক কোণায় উঁৎ পেতে বসে রইল। উমর রা. মসজিদে প্রবেশ করে নামায শুরু করতে বললেন। ইকামত শেষ হলে তিনি সামনে গিয়ে ‘তাকবিরে তাহরিমা’ বললেন। অতঃপর যখন কেরাত শুরু করলেন, তখনই সে তার উপর এলোপাথাড়ি আক্রমণ করে মুহূর্তের মধ্যেই বক্ষে, বুকের একপাশে এবং নাভির সামান্য নীচে তিন-তিনটি ছুরিকাঘাত বসিয়ে দিল।

উমর রা. চিৎকার করে

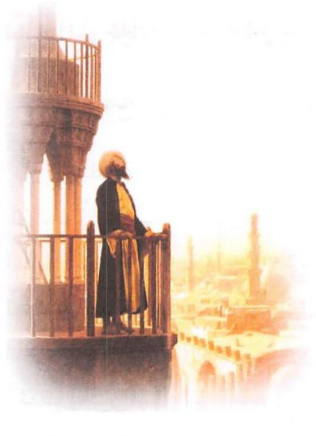
﴿وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا ﴿٣٨﴾﴾ الأحزاب: ٣٨

"আল্লাহর আদেশ নির্ধারিত, অবধারিত" (সূরা আহযাব-৩৮) আয়াতটুকু পড়তে পড়তে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। আব্দুর রহমান বিন আউফ সামনে এগিয়ে নামায পূর্ণ করলেন। এদিকে কৃতদাস উমর রা. কে আহত করে পাগলপ্রায় হয়ে মুসল্লিদের কাতার ভেদ করে পালাতে চেষ্টা করল। সামনে যেই পড়ছিল, তাকেই আহত করছিল। প্রায় তেরো জনের মতো আহত এবং সাতজনকে নিহত করল। সাহস করে একজন চাদর দিয়ে মুখ ঢেকে তাকে জড়িয়ে ধরলে গ্রেফতার নিশ্চিত ভেবে আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে নিজের পেটে ছুরিকাঘাত করলে প্রচণ্ড রক্তক্ষরণে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হলো। এদিকে উমর রা. কে অচেতন অবস্থায় ঘরে নিয়ে আসা হলো। আমীরুল মুমিনীনের উপর আচমকা এ দুর্ঘটনায় সকলেই কাঁদতে লাগলেন। সূর্যোদয় পর্যন্ত এভাবেই তিনি অজ্ঞান হয়েছিলেন।

সবাই কি নামায পড়ে ফেলেছে?

জ্ঞান ফেরার পর পাশে থাকা মানুষদেরকে প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন, সবাই কি নামায পড়ে ফেলেছে? বলল, হ্যাঁ.. আমীরুল মুমিনীন! বললেন, আলহামদুলিল্লাহ! যে নামায ত্যাগ করল, ইসলামে তার কোনো অংশ নেই। অতঃপর ওযুর পানি আনতে

বললেন। ওযু শেষ করে নামাযের উদ্দেশ্যে দাঁড়াতে চাইলেন। পারলেন না। পুত্র আব্দুল্লাহকে ধরে নিজের পেছনে বসালেন। ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরছিল।



আব্দুল্লাহ বলেন, আমি ক্ষতস্থানে আঙ্গুল রেখে রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে চাইলাম। অনেক চেষ্টা করেও পারলাম না। অতঃপর পাগড়ির কাপড় দিয়ে ভালোভাবে বেঁধে দিলাম। তিনি ফজরের নামায আদায় করলেন। অতঃপর ইবনে আব্বাস রা. কে উদ্দেশ্য করে বললেন, দেখ হে ইবনে আব্বাস! একজন অগ্নিপূজক কৃতদাস আমাকে গুরুতর আহত করেছে। অতঃপর অনেককেই ক্ষতবিক্ষত করে পরিশেষে আত্মহত্যা করেছে। এরপর বললেন, "আল্লাহর প্রশংসা, আমার হত্যাকারীকে তিনি সেজদাকারী বানাননি যে, আল্লাহর কাছে সেজদার বিনিময়ে সে আমার বিরুদ্ধে প্রমাণ দাঁড় করাবে।"

অতঃপর চিকিৎসার জন্য ডাক্তার এলো, আঘাত পাকস্থলী পর্যন্ত পৌঁছুল কিনা যাচাই করতে ডাক্তার উমর রা. কে খেজুর মিশ্রিত পানি পান করাল। পানি মুখ দিয়ে প্রবেশ করে পাকস্থলী দিয়ে বের হয়ে গেল। ডাক্তার ভাবল, হয়ত রক্তপিণ্ড বের হচ্ছে।

অতঃপর দুধের পাত্র এনে দুধ পান করালে দুধও নাভির নীচ দিয়ে নির্গত হয়ে গেল। ডাক্তার বুঝতে পারল, এলোপাথাড়ি আঘাতে তাঁর দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে, ফলে পেট কোনো খাদ্য বা পানীয় বহন করতে পারছে না। ডাক্তার বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি অসিয়ত করতে পারেন। আমার ধারণা, আপনি আর একদিন বা অর্ধদিন বেঁচে থাকবেন। উমর রা. মৃত্যুর উপর পূর্ণ বিশ্বাস রেখে বলতে লাগলেন, তুমি সত্যই বলেছ। অন্য কিছু বললে তোমাকে মিথ্যুক ভাবতাম। অতঃপর বললেন, "আল্লাহর শপথ, পুরো বিশ্ব যদি আমার আয়ত্তাধীন হতো, তবে আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর পরিবর্তে আমি তা মুক্তিপণ হিসেবে দিয়ে দিতাম।"

ইবনে আব্বাস রা. এর প্রশংসা জ্ঞাপন

তার এই নম্রতা-পূর্ণ ও আল্লাহর প্রতিশ্রুত বিষয়াবলীর প্রতি অতি আগ্রহপূর্ণ কথাগুলো শুনে ইবনে আব্বাস রা. বলতে লাগলেন,

"আপনি যা বলছেন, তার জন্য আল্লাহ আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। নবী করীম সা. কি আপনার মাধ্যমে দ্বীনের মর্যাদা বৃদ্ধি করার দোয়া করে যাননি? মক্কায় মুসলমানগণ ভয়ে দিন কাটাতেন। আপনি যখন মুসলমান হলেন, আপনার মাধ্যমে ইসলাম শক্তি সঞ্চয় করল। আপনি যখন হিজরত করেছিলেন,

সে ছিল এক মহাবিজয়। এরপর আপনি নবীজীর সাথে মুশরিকদের বিরুদ্ধে সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। নবীজীর মৃত্যুকালে তিনি আপনার উপর পূর্ণ সন্তুষ্ট ছিলেন। নবীজীর পরবর্তী খলীফার প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন। তিনিও মৃত্যুকালে আপনার উপর সন্তুষ্ট ছিলেন। অতঃপর শাসক নিযুক্ত হলেন। আপনার মাধ্যমে মুসলমানদেরকে আল্লাহ অসংখ্য দেশ-বিজয়ের সুসংবাদ শুনিয়েছেন। অঢেল ধনসম্পদের অধিকারী বানিয়েছেন। শত্রুদের দেশান্তরিত করিয়েছেন। পরিশেষে আপনার জন্য শাহাদাত লিখে রেখেছেন। আপনার জন্য অজস্র সংবর্ধনা!

কথা শেষ হলে উমর রা. বললেন, আমাকে বসাও! বসানোর পর তিনি ইবনে আব্বাসকে বললেন, কী বলেছ আবার বল! কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করলে উমর রা. বললেন, "আল্লাহর শপথ, তোমার কথায় তো মানুষ কঠিন ধোঁকায় পড়ে যাবে।" ইবনে আব্বাসের জ্ঞান ও খোদাভীরুতা সম্পর্কে তিনি ভালোরকম অবগত ছিলেন। তার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি যা বলছ, আল্লাহর সাথে সাক্ষাতকালে কি এরকম বলতে পারবে? ইবনে আব্বাস বললেন, জি হ্যাঁ..! উমর রা. খুশি হয়ে বললেন, তোমার জন্যই প্রশংসা হে আল্লাহ! অতঃপর সবাই একে একে তাঁর প্রশংসা করতে লাগল। তাকে বিদায় জানাতে লাগল।

অন্তিম উপদেশ

এক যুবক উমর রা. এর কাছে এসে বলতে লাগল, সুসংবাদ গ্রহণ করুন হে আমীরুল মুমিনীন! নবী করীম সা. এর সাহচর্য পেয়েছেন, মুসলমানদের শাসক হয়ে ন্যায়বিচার করেছেন, পরিশেষে শাহাদাতের মর্যাদা পাচ্ছেন। উমর রা. বললেন, "আমি চাই যৎসামান্য নিয়েই আমি দুনিয়া থেকে বিদায় হই। আমার উপর কোনো পাওনা না থাকে। আমার জন্য কারো দুঃখবোধ না হয়।"

যুবকটি চলে যাওয়ার সময় উমর রা. লক্ষ্য করলেন তার পাজামা মাটি স্পর্শ করছে। বললেন, তাকে নিয়ে এসো! যুবক ফিরে এলে উমর তাকে উপদেশ দিচ্ছিলেন, "হে ভ্রাতুষ্পুত্র, কাপড় উপরে উঠাও! তাহলে বস্ত্রও পরিষ্কার থাকবে, আল্লাহর আদেশও পালন হবে।"



ব্যথা তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছিল। প্রায়সময়ই অজ্ঞান হয়ে পড়ছিলেন। পুত্র আব্দুল্লাহ রা. বলেন, অচেতন হয়ে পড়লে আব্বাজানের মাথাটুকু ধরে আমার কোলে রাখলাম। চেতনা ফেরার পর বললেন, আমার মাথা জমিনে রাখো! অতঃপর আবার অচেতন হয়ে পড়লেন। চেতনা ফেরার পর মাথা আমার কোলে দেখে আবারো বললেন, মাথা জমিনে রাখো! বললাম, আমার কোল এবং জমিন

তো একই আব্বাজান! বললেন, আমার চেহারাটুকু মাটির দিকে করে দাও! হয়ত আল্লাহ অধমের অবস্থা দেখে দয়াপরায়ন হবেন। মৃত্যু হলে দ্রুত আমায় কবরস্থ করো! হয়ত কোনো কল্যাণ-স্থলে আমাকে প্রেরণ করছ অথবা কোনো অকল্যাণকর বোঝা তোমরা কাঁধ থেকে নামিয়ে ফেলছ। অতঃপর বলতে লাগলেন, ধিক উমরের! ধিক তার মায়ের..! যদি ক্ষমাপ্রাপ্ত না হয়।

অতঃপর ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ভারী হচ্ছিল, মৃত্যুযন্ত্রণা তীব্র হচ্ছিল। অবশেষে তিনি ইন্তেকাল করলেন। নবীজী এবং আবু বকর রা. এর পাশেই তিনি কবরস্থ হলেন।

হ্যাঁ.. সত্যিই উমর মৃত্যুবরণ করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরকম লোকের মৃত্যু হয় না। জীবনভর সৎকর্ম করেছেন। উন্নত আসন লাভ করেছেন। কবরে সাথে নিয়ে গেছেন তিনি কুরআনের তিলাওয়াত, আল্লাহর ভয়ে অধিক ক্রন্দন। বিপদে নামায যাকে আনন্দ দিত। তার জিহাদ তার মর্যাদা উঁচু করত। দুনিয়াতে অল্প পরিশ্রান্ত হলেও আখেরাতে কিন্তু ঠিকই তিনি চিরসুখী হয়ে গেলেন।

নবী করীম সা. তাকে জান্নাতের সুসংবাদ-প্রাপ্তদের অন্যতম বলে গেছেন। নবীজী বলেন,

بينا أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت : لمن هذا القصر؟ فقالوا : لعمر بن الخطاب . فذكرت غيرته فوليت مدبرا . فبكى عمر وقال : أعليك أغار يا رسول الله؟!!

"একদা নিদ্রায় আমি নিজেকে জান্নাতে আবিষ্কার করলাম। দেখি এক মহিলা বড় প্রাসাদের পাশে ওযু করছে। জিজ্ঞেস করলাম, প্রাসাদটি কার? বলল, উমরের। তখন উমরের আত্ম-মর্যাদাবোধ স্মরণ করে আমি চলে এলাম। একথা শুনে উমর রা. কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলেন, আপনার উপর আমি আত্ম-মর্যাদাবোধ দেখাব হে আল্লাহর রাসূল?!" (বুখারী-৩০৭০)

আবু বাকরা রা.



আবু বাকরা রা. এর মৃত্যুশয্যায় সন্তানগণ ডাক্তার নিয়ে আসতে চাইলে তিনি বারণ করলেন। মৃত্যুর ফেরেশতা আসার পর সন্তানদের উদ্দেশ্যে উচ্চস্বরে বলতে লাগলেন, "কোথায় ডাক্তার? সত্যবাদী হলে মৃত্যুদূতকে ফেরাও তো দেখি!"

আমির বিন যুবাইর

তার মৃত্যুশয্যায় পরিবার পাশে বসে কাঁদছিল। মৃত্যুর যন্ত্রণা ভোগ করছিলেন এমন সময় মাগরিবের আযান হলো। কণ্ঠনালিতে নিঃশ্বাস ত্যাগের আওয়াজ শুনা যাচ্ছিল। আযান শুনে পাশের লোকদের বললেন, আমাকে উঠাও! সবাই বলল, কোথায়? বলল, মসজিদে। এই কঠিন মুহূর্তে মসজিদে? বললেন, কেন নয়? সুবহানাল্লাহ.. আযান শুনেও আমি মসজিদে যাব না?! আমাকে উঠাও! সবাই ধরে তাঁকে মসজিদে নিয়ে গেলেন। ইমামের সাথে এক রাকাত সম্পন্ন করে সেজদারত অবস্থায় ইন্তেকাল করলেন।



হ্যাঁ.. সেজদারত অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন। যে ব্যক্তি নামায কায়েম করল, আল্লাহর আনুগত্যে ধৈর্যধারণ করল, নিশ্চয় আল্লাহ তাকে সুসমাপ্তি দান করবেন।

আব্দুর রহমান বিন আছওয়াদ

সৎকর্মশীলগণ মৃত্যুকালে সৎকাজের বিচ্ছেদে অনেক আফসোস করেন। আকাঙ্ক্ষা করেন, যদি আরেকটু আয়ু পেতাম, তবে আরও সৎকর্ম বাড়িয়ে নিতাম।

আব্দুর রহমান বিন আছওয়াদ রা. মৃত্যুকালে কাঁদছিলেন। জিজ্ঞেস করা হলো, কাঁদছেন কেন? আপনি তো অমুক কাজ করেছেন, তমুক কাজ করেছেন! (অর্থাৎ অনেক এবাদত করার সুযোগ পেয়েছেন) বললেন, এজন্য কাঁদছি.. আল্লাহর শপথ, নামায এবং রোযার উপর আমার আফসোস হয় (যদি আরো বেশী করে পালন করতে পারতাম), অতঃপর কুরআনুল কারীম তেলাওয়াত করতে করতে ইন্তেকাল করলেন।

ইয়াজিদ রাকাশী

মৃত্যুর সময় তিনি কাঁদছিলেন আর নিজেকে সম্বোধন করে বলছিলেন, হে ইয়াযিদ, মৃত্যুর পর কে তোমার জন্য নামায পড়বে? কে তোমার জন্য রোযা রাখবে? কে তোমার অপরাধের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করবে? অতঃপর শাহাদাত পাঠ করতে করতে ইন্তেকাল করলেন।

আল্লাহ আমাদের সকলকে সুসমাপ্তি দান করুন.. আমীন!

Contents

উপদেশ,

﴿ ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ طَيِّبِينَ ۙ يَقُولُونَ سَلَـٰمٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُوا۟ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٢﴾ ﴾ النحل: ٣٢

"পবিত্রতম মুহূর্তে ফেরেশতারা যাদের জান কবজ করেন। ফেরেশতারা বলেন, তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। তোমরা যা করতে, তার প্রতিদানস্বরূপ জান্নাতে প্রবেশ কর।" (সূরা নাহলো-৩২)

অন্তিম উপদেশ

মৃত্যু কখনো ধনী-গরিব চেনে না। প্রেসিডেন্ট বা মন্ত্রী বলে পরোয়া করে না। ধনী কিংবা প্রভাবশালী তোয়াক্কা করে না। কতিপয় বাদশাহ মৃত্যুকালে কিছু উপদেশ শুনিয়ে গেছেনঃ

হারুনুর রশীদ



অর্ধপৃথিবী জুড়ে যার রাজত্ব বিস্তৃত ছিল। সর্বত্রই যার সেনাদল নিয়োজিত ছিল। যিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে মেঘমালাকে লক্ষ্য করে বলতেন, "তুমি হিন্দুস্তানে বৃষ্টি বর্ষণ কর কিংবা চীনে, যেখানেই বর্ষণ করবে, সেখানেই আমার রাজত্ব।"

সেই প্রতাপশালী বাদশাহ হারুনুর রশীদ একদা শিকারে বের হলেন। পথিমধ্যে বাহলুল নামক এক ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাত হলে তিনি তাকে কিছু উপদেশ শুনাতে বললেন। বাহলুল উপদেশ দিতে গিয়ে বললেন,

"হে আমীরুল মুমিনীন! কোথায় আপনার বাবা-মা? কোথায় আপনার পূর্বপুরুষ? নবীজী থেকে নিয়ে আপনার পিতা পর্যন্ত.. কোথায় তারা?

বাদশাহ বললেন, সবাই তো মারা গেছে।

বলল, কোথায় তাদের প্রাসাদ?

বাদশাহ বললেন, এগুলিই তো তাদের প্রাসাদ ছিল।

বাহলুল বললেন, এখন তাদের কবর কোথায়?

বাদশাহ বললেন, এই তো তাদের কবর।

অতঃপর বাহলুল বললেন, ওইগুলো তাদের প্রাসাদ ছিল আর এইগুলো হলো তাদের কবর! তবে তাদের সুবিশাল প্রাসাদগুলো কী উপকারে এসেছে কবরে তাদের?"

হারুন বললেন, আপনি সত্যই বলেছেন। আরো কিছু উপদেশ দিন!

বাহলুল বলতে লাগলেন, দুনিয়ায় আপনার প্রাসাদগুলো অনেক প্রশস্ত ছিল, কিন্তু কবর তো কখনই প্রশস্ত হবে না।

বাদশাহ হারুন তার কথাগুলো শুনে কাঁদছিলেন।

বাহলুল আরো বললেন, ধরুন, আপনি পারস্য সম্রাটের সকল ধনভাণ্ডারের মালিক হলেন এবং এগুলো ভোগ করার জন্য দীর্ঘ আয়ুও লাভ করলেন। পরিশেষে কবর কি আপনার ঠিকানা নয়? যেখানে সকল নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে?!"

হারুনুর রশীদ বললেন, নিশ্চয়ই..!

এরপর বাদশাহ ভ্রমণ থেকে ফিরে এসে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কিছুদিন পর তিনি মৃত্যুশয্যায়ী হয়ে গেলেন। মৃত্যুর কিছু পূর্বে তিনি চিৎকার করে তার সকল বাহিনীকে একত্র করতে বললেন। অসংখ্য অগণিত সেনাদল তরবারি আর লৌহ বর্ম পরে বাদশাহর সামনে উপস্থিত হলো। বাদশাহ তাদের দেখে কেঁদে কেঁদে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে বললেন, "ওহে যার রাজত্বের কখনো পতন ঘটে না, রাজত্বের পতন ঘটছে এমন অসহায় রাজার প্রতি একটু দয়া করুন!"

অতঃপর ক্রন্দনরত অবস্থায়ই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। অর্ধপৃথিবী জুড়ে রাজত্বকারী এই বাদশাহ'কে কবরস্থ করা হচ্ছে ছোট্ট একটি গর্তে। যেখানে তার কোনো উপদেষ্টা থাকবে না। কোনো মন্ত্রী পরিষদ থাকবে না। বিলাসিতার কোনো উপকরণ সেখানে পাওয়া যাবে না। এমনকি একটি বিছানা পর্যন্ত সেখানে বিছানো হবে না। রাজত্ব সেখানে বিন্দুমাত্র কোনো কাজে আসবে না।

আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান

খলীফা আব্দুল মালিকের যখন মৃত্যু নিকটবর্তী গেল, নিঃশ্বাস ভারী হয়ে উঠল, তখন ঘরের সকল জানালা খুলে দিতে বললেন। অতঃপর জানালার দিকে তাকিয়ে দেখলেন, একজন দরিদ্র ধোপা কাপড় পরিষ্কার করছে, জামা-কাপড়গুলো দেয়ালে মারছে। এই দৃশ্য দেখে তিনি বলতে লাগলেন,

“হায়! আমি যদি ধোপা হতাম! হায়! আমি যদি মিস্ত্রী হতাম! হায়! আমি যদি কুলি হতাম! হায়! আমি যদি আমীরুল মুমিনীন না হতাম..!” বলতে বলতে তিনি ইন্তেকাল করলেন।



হ্যাঁ.. তারা পাড়ি জমিয়েছেন এমন জগতে, যেখানে কোনো সেবক নেই। কোনো আত্মীয়-স্বজন নেই। উপদেষ্টা বা সহযোগী নেই। এমন জগত, যেখানে সাথে থাকবে শুধুই কৃতকর্ম। আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّٰمٖ لِّلۡعَبِيدِ ٤٦﴾ فصلت: ٤٦

“আপনার পালনকর্তা বান্দাদের প্রতি মোটেই জুলুম করেন না” (সূরা ফুসসিলাত-৪৬)

অপর একটি দল, যাদেরকে আল্লাহ পূর্ণ রিজিক দান করেছিলেন। শারীরিক সক্ষমতা দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিতে অবহেলা করেছে। অতঃপর মৃত্যু আকস্মিক তাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে। স্বজনদের থেকে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে। নিকৃষ্টতম কর্মের উপর তাদের মরণ হয়েছে। মৃত্যু প্রত্যক্ষকালে তারা দুনিয়ায় পুনঃপ্রত্যাবর্তন চেয়েছে। না.. কোনো ব্যবসার উদ্দেশ্যে নয়, সম্পদ অর্জনের জন্য নয়, পরিবারের

সাথে সাক্ষাতের নিমিত্তে নয়; বরং আমল সংশোধন করতে। সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে। কিন্তু.. মহান সৃষ্টিকর্তা ফায়সালা করেছেন, কখনই তারা দুনিয়াতে ফিরে যাবে না।

ব্যতিক্রমী কিছু মৃত্যু

পাপী, অপরাধী, উদাসীন ও দুনিয়ার মোহে লিপ্ত ব্যক্তিদের জন্য মরণকালে কঠিন শাস্তি অবধারিত। তাদের ও আল্লাহর মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি হওয়ার বিবরণ এসেছে।



ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন, “দুনিয়া এবং অতি প্রত্যাশার প্রতি প্রবল আসক্ত এক ব্যক্তির মৃত্যুকালে সন্তানরা তাকে বিদায় জানাচ্ছিল, কালেমা পাঠ করতে উদ্বুদ্ধ করছিল। কিন্তু সে চিৎকার করছিল আর বলছিল, অমুক ঘরটি এভাবে ঠিক কর। অমুক ক্ষেতে ওটা চাষ কর। অমুক দোকানে ওই মাল উঠাও... এ কথাগুলো বলতে বলতেই সে দুনিয়া ত্যাগ করল।”

হ্যাঁ.. সে মৃত্যুবরণ করল। কিন্তু তার দোকানগুলো তো অন্যদের ভোগদখলে। আহ.. দুঃখের কোনো সীমা রইল কি?!

মদ্যপ

ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন,

মদ্যপদের সাথে উঠা-বসায় অভ্যস্ত এক ব্যক্তির মৃত্যুকালে স্বজনরা বলল, বল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ.. (আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই) একথা শুনে তার চেহারা বিবর্ণ হয়ে ওঠল। জিহ্বা ভারী হয়ে গেল। কয়েকবার এভাবে তালকিনের পর সে চিৎকার করে বলতে লাগল, "না.. আগে তুমি পান কর, পরে আমাকে দাও! না.. আগে তুমি পান কর, পরে আমাকে দাও!" এ কথা বলতে বলতে সে মৃত্যুবরণ করল।



মুহাম্মদ বিন মুগীস মদপানে অভ্যস্ত এক পাপিষ্ঠ ব্যক্তি ছিল। অতি-অভ্যাসের দরুন মদ-বিক্রেতার ঘর থেকে সে বেরই হতো না। হঠাৎ প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে মৃত্যুশয্যায়ী হয়ে গেল। সাথীগণ তাকে বলল, শরীরে কি শক্তি পাও! চলতে পার? সে বলল, হ্যাঁ.. চাইলে এখনই মদ-বিক্রেতার বাড়ীতে যেতে পারব। সাথী বলল, নাউযুবিল্লাহ.. বরং বল, চাইলে এখনই মসজিদে যেতে পারব! একথা শুনে সে কাঁদতে কাঁদতে বলছিল, এটিই

আমার উপর প্রবল হয়ে গেছে। মানুষ যা অভ্যাস করবে, মৃত্যুর সময় তাই মুখ দিয়ে বের হবে। আমি তো কখনই মসজিদে যেতাম না।"

ইবনে আবি রাওয়াদ বলেন,

"এক ব্যক্তির মৃত্যুর সময় আমি তার কাছে উপস্থিত হলাম। পাশে থাকা সাথীগণ তাকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র তালকিন করছিল। কিন্তু তার এবং উক্ত মূল্যবান কালেমার মধ্যে অন্তরায় তৈরি হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর যখন নিঃশ্বাস ভারী হয়ে আসছিল আর সবাই বারবার তালকিন করছিল, তখন চিৎকার করে বলে উঠল, "সে লা ইলাহা ইল্লাল্লায় কাফের ছিল.." অতঃপর শ্বাস টানতে টানতে মৃত্যুমুখে পতিত হলো।

তিনি বলেন, অতঃপর দাফন শেষে আমরা পরিবারকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তারা বলল, সে ছিল মদ্যপ।" (আলজাওয়াবুল কাফী-১৬৫)

অপমৃত্যু এবং কুসমাপ্তি থেকে আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন। কবীরা গুনাহ থেকে রক্ষা করুন। দুনিয়াতে যে ব্যক্তি মদপান করবে, আখেরাতে জান্নাতের পবিত্র শরাব থেকে সে বঞ্চিত হবে; মদ্যপকে আখেরাতে "ত্বীনাতুল খাবাল" পান করানো হবে। "ত্বীনাতুল খাবাল" কী জিজ্ঞেস করা হলে নবীজী বললেন, জাহান্নামীদের দেহ-নির্গত পুঁজ।

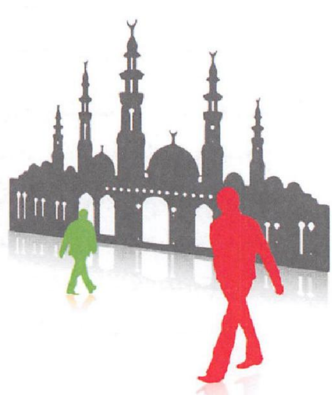
তবে যদি মৃত্যুর পূর্বেই খাঁটি-মনে তাওবা করে ফিরে আসে, তবে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। তবে অশ্লীল

সংগীত এবং নৃত্য পরিবেশনকারীদের মৃত্যুকালে কঠিন শাস্তি অপেক্ষা করছে।

নামায ত্যাগকারী

সবচেয়ে বড় অপরাধী। শয়তানের সহযোগী। একজন মানুষ আর কুফুরের মাঝে পার্থক্য কেবল নামায। মৃত্যুর মুহূর্তে তাদের অবস্থা হবে অতিশোচনীয়।

ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন,



অপরাধী এক ব্যক্তির মৃত্যুকালে লোকেরা দৌড়াদৌড়ি করে তার কাছে এসে কালেমার তালকিন করতে লাগল। রূহ কবজের মুহূর্তে চিৎকার করে বলে উঠল, “আমি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলব? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আমার কী উপকারে আসবে? আমি তো এক ওয়াক্ত নামাযও পড়িনি।” একথা বলেই সে মৃত্যুবরণ করল।

এই হলো মৃত্যু..! পরকাল ভ্রমণপথের প্রথম যাত্রাবিরতি..!

জিজ্ঞাসা

সম্পদ বিনষ্ট হলে বা মারাত্মক দৈহিক অসুস্থতার ফলে মৃত্যু কামনা বৈধ কি?

উত্তরঃ কখনই নয়। হয়ত আল্লাহ কঠিন বিপদের পর সহজ কিছুর ফায়সালা রেখেছেন। সেজন্য ধৈর্যধারণ করা এবং অধিক পরিমাণে দোয়ায় লিপ্ত থাকা আবশ্যক; মৃত্যু কামনা নয়।

قال ﷺ : لا يتمنين أحدكم الموت لضر نـزل به ، فإن كان لابد متمنيا فليقل : اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ، إذا كانت الوفاة خيرا لي .

নবী করীম সা. বলেন, "কঠিন বিপদের দরুন তোমাদের কারোর মৃত্যু কামনা বৈধ নয়। যদি বলতেই হয়, তবে এতটুকু বলবে, হে আল্লাহ, যতক্ষণ আমার জীবনে কল্যাণ থাকে, ততক্ষণ আমাকে বাঁচিয়ে রাখুন! মৃত্যুই যদি আমার জন্য কল্যাণকর হয়, তবে আমাকে মরণ দিন!" (বুখারী-৫৬৭১)

قال ﷺ : لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدع به من قبل أن يأتيه ، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله ، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا .

আরো বলেন, "তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে। আগেভাগেই যেন মরণকে আহ্বান না করে। কারণ, মৃত্যুর সাথে সাথে তার আমল বন্ধ হয়ে যায়। মুমিন যতই দীর্ঘজীবী হবে, ততই তার জন্য তা কল্যাণকর হবে।" (বুখারী-২৬৮২)

মনে রাখবেন,

ব্যক্তির কাজ ভালো হোক কিংবা মন্দ

মৃত্যুর সময় অবশ্যই তা প্রভাব ফেলবে।

মৃত্যুতে বিশ্বাস

চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, মৃত্যু এক কঠিন বিষয়, যা মানুষকে অনন্ত সুখ কিংবা চির-দুঃখের দিকে ঠেলে দেয়। হায়, যদি মৃত্যু কেবলই দেহ-বিচ্ছেদকারী অথবা স্মৃতি-বিনষ্টকারী বিষয় হতো।



মৃত্যু কোনো দুশ্চিন্তার বিষয় নয়, কারণ এ দরজা দিয়ে সকলেই একদিন প্রবেশ করবে। চিন্তা হলো মৃত্যু-পরবর্তী জীবন নিয়ে..!! জান্নাতে ও নির্ঝরিণীতে? নাকি লাঞ্ছনা ও আগুনের শাস্তিতে?

আল্লাহর চিরন্তন বিধান হলো, জীবনভর মানুষ যে কাজের উপর অভ্যস্ত থাকবে, সে কাজের উপরই তার পরিসমাপ্তি ঘটবে। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর জিকির এবং নামাযে মনযোগী ছিল, সাদকা ও দান খায়রাতে সচেষ্ট ছিল, তার পরিণতি হবে শুভ।

আর যে কল্যাণকর কাজ থেকে বিমুখ ছিল, প্রবল আশংকা যে, তার মৃত্যু সে স্বভাবের উপরই হবে।

মৃত্যু কী?



মৃত্যু এমন এক বিষয়, যা প্রাণী-মাত্রই কোনোরূপ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়াই বুঝে ফেলে। মানুষ-জ্বিন, পশু-পাখি.. সকলেই। সংক্ষেপে মৃত্যু হলো-

দেহ, আত্মা ও মনের পারস্পরিক বিচ্ছেদ।

দেহের মৃত্যু হলেও আত্মার কোনো মরণ নেই। দেহ-বিচ্ছেদের পরক্ষণেই সে হয়তো অনন্ত সুখে অথবা চিরদুঃখে প্রবেশ করে। কখনো শান্তি বা শাস্তি কেবল আত্মার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। আর কখনো আত্মা এবং দেহ উভয়ের ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে।

মৃত্যুতে বিশ্বাসের মর্ম হলো, সকল সৃষ্টি চিরঞ্জীব নয়; সবকিছু একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। সকলকেই মৃত্যুর স্বাদ নিতে হবে।

আল্লাহ বলেন,

﴿ كُلُّ شَيۡءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجۡهَهُۥۚ ﴾ القصص: ٨٨

"আল্লাহর সত্তা ব্যতীত সবকিছু ধ্বংস হবে।" (সূরা ক্বাসাস-৮৮)

অন্য আয়াতে বলেন,

﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٢٧﴾ ﴾ الرحمن: ٢٦ - ٢٧

"ভূপৃষ্ঠের সবকিছুই ধ্বংসশীল। একমাত্র আপনার মহিমায় ও মহানুভব পালনকর্তার সত্তা ছাড়া।" (সূরা আর-রাহমান ২৬-২৭)

অপর আয়াতে বলেন,

﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ﴾ آل عمران: ١٨٥

"প্রত্যেক প্রাণীকে আস্বাদন করতে হবে মৃত্যু" (সূরা আলে ইমরান-১৮৫)

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন,

أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون

আপনার মর্যাদার দোহাই দিয়ে আশ্রয় চাই! আপনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, আপনার মৃত্যু নেই; বরং মানুষ ও জ্বিন মরণশীল। (বুখারী-৭৩৮৩)

মৃত্যুর কাজ সমাধা করতে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিযুক্ত রয়েছে এক ফেরেশতা।

কে সেই মৃত্যুদূত?

প্রত্যেক ফেরেশতার জন্য আল্লাহ দায়িত্ব নির্ধারণ করেছেন। জিবরীল হলেন ওহি'র বাহক। মিকাঈল বৃষ্টির তত্ত্বাবধায়ক। ইসরাফিল শিঙ্গায় ফুঁৎকারের জন্য অপেক্ষমাণ। অনেক

ফেরেশতা পর্বতকুল রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে। আবার অনেকে জীবের মৃত্যুর কাজ সমাধা করতে।

কুরআনুল কারীমে মৃত্যুদূত সম্পর্কে আল্লাহ এভাবে বলেছেন,

﴿ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿١١﴾ ﴾ السجدة: ١١

"বলুন, তোমাদের প্রাণ হরণের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা তোমাদের প্রাণ হরণ করবে। অতঃপর তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে।" (সূরা আছ-সাজদা-১১)

মৃত্যুর ফেরেশতার অনেক সঙ্গী আছে.. আল্লাহ বলেন,

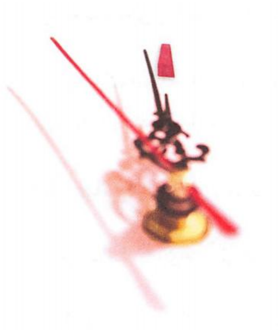
﴿ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿٦١﴾ ﴾ الأنعام: ٦١

"তখন আমার প্রেরিত ফেরেশতারা তার আত্মা হস্তগত করে নেয়। এতে বিন্দুমাত্রও তারা বিলম্ব করে না" (সূরা আল-আনআম-৬১)

নবী করীম সা. বলেন,

ثم يـجـيء ملك الموت عليه السلام حتى يـجلس عند رأسه

"অতঃপর মৃত্যুর ফেরেশতা এসে মাথার পাশে বসেন।" (মুসনাদে আহমদ-১৮৫৫৭)



কখনই তারা নির্ধারিত সময়ের পূর্বে আসেন না। প্রতিটি জীবের জন্যই সময় নির্ধারিত। বিন্দুমাত্র আগপিছ করেন না। আল্লাহ তা‘লা বলেন,

﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِتَـٰبًا مُّؤَجَّلًا ۗ﴾

آل عمران: ١٤٥

“আর আল্লাহর হুকুম ছাড়া কেউ মরতে পারে না, সেজন্য একটা সময় নির্ধারিত রয়েছে।” (সূরা আলে ইমরান-১৪৫)

মায়ের পেটে অবস্থানকালেই সেই নির্ধারিত সময় লেখা হয়ে গেছে। যেমনটি নবী করীম সা. বলেছেন,

إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ : بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ .

“মায়ের পেটে তোমাদের আকৃতি চল্লিশ দিনে সম্পন্ন করা হয়। অতঃপর তা একটি রক্তপিণ্ডে অনুরূপ সময়ে তৈরি করা হয়, অতঃপর তা একটি মাংসপিণ্ডে অনুরূপ সময়ে তৈরি করা হয়। অতঃপর আল্লাহ তা‘লা তার কাছে একজন ফেরেশতা পাঠান। ফেরেশতাকে তার কর্ম, রিজিক, মৃত্যু-মুহূর্ত এবং সৌভাগ্যবান নাকি দুর্ভাগা লিখে দিতে বলা হয়।” (মুসলিম-৬৮৯৩)

কেউ জানে না কোথায় তার মৃত্যু

আল্লাহ তা'লা বলেন,

﴿ وَمَا تَدۡرِي نَفۡسٞ مَّاذَا تَكۡسِبُ غَدٗاۖ وَمَا تَدۡرِي نَفۡسُۢ بِأَيِّ أَرۡضٖ
تَمُوتُۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرُۢ ٣٤ ﴾ لقمان: ٣٤



"কেউ জানে না আগামীকাল সে কী উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন ভূমিতে সে মৃত্যুবরণ করবে" (সূরা লোকমান-৩৪)

নবী করীম সা. বলেন,

إن الله تبارك وتعالى إذا أراد قبض روح عبد بأرض جعل له فيها حاجة

"আল্লাহ তা'লা যখন কোনো নির্দিষ্ট স্থানে বান্দার রূহ হস্তগত করতে চান, তখন সে স্থানে তার জন্য প্রয়োজন তৈরি করে দেন।" (ইবনে হিব্বান-৬১৫১)

এটাই বাস্তবতা। কত মানুষ ভিনদেশে পাড়ি জমানোর স্বপ্ন দেখে, সেখানে ভ্রমণের কোনো কল্পনাও সে কোনোদিন করেনি। কিন্তু আল্লাহ তা'লা ঠিকই তার মৃত্যু সেখানে লিখে রেখেছেন। যখন তার মৃত্যুর নির্ধারিত সময় নিকটবর্তী হয়, তখন সেস্থলে তার কোনো প্রয়োজন তৈরি করে দেন, চিকিৎসা.. ব্যবসা.. বা

কর্মসংস্থান..। অতঃপর সেখানেই ফেরেশতাগণ তার রূহ হস্তগত করেন।

মৃত্যুর স্মরণ

নবী করীম সা. বলেন,

أكثروا ذكر هادم اللذات

"সকল ভোগবিলাস ধ্বংসকারীকে (মৃত্যু) বেশি করে স্মরণ কর।" (তিরমিযী-২৪৬০)

ইবনে উমর রা. কে উদ্দেশ্য করে নবীজী বলেছিলেন,

كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل

"দুনিয়াতে এমনভাবে চল, যেন তুমি এক অপরিচিত অথবা পথিক।" (বুখারী-৬৪১৬)

ইবনে উমর রা. বলতেন,

إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح ، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء ، وخذ من صحتك لمرضك ، ومن حياتك لموتك

"সন্ধ্যায় জীবিত থাকলে সকালের অপেক্ষা করো না। সকালে জীবিত থাকলে সন্ধ্যার অপেক্ষা করো না। অসুস্থতার আগেই সুস্থতার মূল্যায়ন কর। মৃত্যু আসার পূর্বেই জীবনকে কাজে লাগাও!" (বুখারী-৬৪১৬)

মৃত্যুতে অনীহা কি আল্লাহর সাক্ষাতে অনীহা?

قال النبي ﷺ : مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَائه . فَقُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، أَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ؟ فَكُلُّنَا نَكْرَهُ الْمَوْتَ . فَقَالَ : لَيْسَ كَذَلِكِ وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا بُشِّرَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ وَرِضْوَانِهِ وَجَنَّتِهِ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ فَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَائه ، وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَسَخَطِهِ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَائه .

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, যে আল্লাহর সাক্ষাত পছন্দ করবে, আল্লাহও তার সাক্ষাত পছন্দ করবেন। আর যে আল্লাহর সাক্ষাত অপছন্দ করবে, আল্লাহও তার সাক্ষাত অপছন্দ করবেন। বললাম, হে আল্লাহর নবী, তাহলে মৃত্যুতে অনীহা? মৃত্যুকে তো সকলেই অপছন্দ করে। নবীজী বললেন, বিষয়টি এমন নয়; বরং মুমিনকে যখন আল্লাহর রহমত, তাঁর সন্তুষ্টি এবং জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন সে আল্লাহর সাক্ষাতে উদগ্রীব হয়ে ওঠে। কিন্তু কাফেরকে যখন আল্লাহর ক্রোধ ও শাস্তির কথা শুনানো হয়, তখন সে আল্লাহর সাক্ষাতে অনীহা প্রদর্শন করে। আল্লাহও তখন তার সাক্ষাত অপছন্দ করেন।" (মুসলিম-২৬৮৫)

কঠিন বাস্তবতা,

সকলেই মৃত্যুতে বিশ্বাস করে, কিন্তু খুব কম লোকই তার জন্য প্রস্তুতি নেয়।

মৃত্যুর প্রস্তুতি



মৃত্যু আসার পূর্বেই তার জন্য যথাযথ প্রস্তুতি নেয়া সকলের কর্তব্য। মৃত্যু অবশ্যই সকলের কাছে আসবে। ছোট-বড় কাউকে সে ছাড় দেবে না। সংশোধনের উদ্দেশ্যে কারো জন্য সে কাল বিলম্ব করবে না।

* মানুষ কীভাবে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হবে?
* মৃত্যুর পর উপকারী কাজগুলো কী?

ভূমিকা

তাওবা করে আমরণ সৎকর্মে লিপ্ত থাকাই মৃত্যু-পরবর্তী জীবনে সুখী হওয়ার একমাত্র উপায়।

আল্লাহ তা'লা বলেন.

﴿وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقۡنَٰكُم مِّن قَبۡلِ أَن يَأۡتِيَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوۡلَآ
أَخَّرۡتَنِيٓ إِلَىٰٓ أَجَلٖ قَرِيبٖ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ١٠ وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ
نَفۡسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَاۚ وَٱللَّهُ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ١١﴾ المنافقون: ١٠ – ١١

“আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে মৃত্যু আসার আগেই ব্যয় কর। অন্যথায় সে বলবে, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে আরও কিছুকাল অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি সাদকা করতাম এবং সৎকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। প্রত্যেক ব্যক্তির নির্ধারিত সময় যখন উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ কাউকে অবকাশ দেবেন না। তোমরা যা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে খবর রাখেন।” (সূরা মুনাফিকুন ১০-১১)

নবী করীম সা. বলেন,

اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك ، وصحتك قبل سقمك ، وغناك قبل فقرك ، وفراغك قبل شغلك ، وحياتك قبل موتك

পাঁচটি বিষয় মূল্যায়ন কর অপর পাঁচটি বিষয় আসার পূর্বেই। যৌবনকে বার্ধক্যের পূর্বে, সুস্থতাকে অসুস্থতার পূর্বে, ধনৈশ্বর্যকে দারিদ্র্যের পূর্বে, অবসরকে ব্যস্ততার পূর্বে এবং জীবনকে মৃত্যুর পূর্বে। (সহীহ তারগীব-৩৩৫৫)

মৃত্যুর পর উপকারী আমল



সন্তানদেরকে সৎকর্মশীলরূপে গড়ে তোলা। কেননা পরবর্তীতে পিতৃ-পুরুষদের জন্য সে রহমত ও মাগফেরাতের দোয়া করবে। শরীয়তের জ্ঞান শিখা, চর্চা করা

এবং প্রচার করা। সাদকায়ে জারিয়া'র কাজ বেশি করে করা। উপরোক্ত সবগুলোর ফযিলত নবী করীম সা. একটিমাত্র হাদিসে বলেছেন,

إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له

"মানুষ মরে গেলে তিনটি আমল ছাড়া তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়, এক- সাদকায়ে জারিয়া। দুই- মানুষ উপকৃত হয় এমন এলেম। তিন- মৃত্যুর পর তার জন্য দোয়া করবে এমন সুসন্তান।" (মুসলিম-১৬৩১)

সাদকায়ে জারিয়া হিসেবে আরও যে সব আমলের প্রতিফল মুমিনের কাছে গিয়ে পৌঁছুবে,

قال ﷺ: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه . ومصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته

নবী করীম সা. বলেন, "মৃত্যুর পর মুমিনের কাছে যে সকল আমল গিয়ে পৌঁছুবে- যে দীনী জ্ঞান সে শিক্ষা দিয়েছে এবং প্রচার করেছে, যে সুসন্তান সে ছেড়ে এসেছে, যে কুরআন সে পরবর্তীদের কাছে রেখে গেছে, যে ঘর সে পথিক মুসাফিরদের জন্য তৈরি করেছে, যে নদী (পুকুর) সে প্রবাহিত (খনন)

করেছে, সুস্থ অবস্থায় যে সাদকা তার সম্পদ থেকে বের করেছে এবং সর্বশেষ সাথে থাকবে তার মৃত্যু-পরবর্তী জীবন।" (ইবনে মাজা-২৪২)

অসিয়ত লেখা

মৃত্যুর প্রস্তুতিস্বরূপ অসিয়ত লিখে রাখা আবশ্যক। উত্তম হলো কিছু সম্পদ সাদকা'র জন্য নির্ধারণ করা। কতিপয় সাহাবী একতৃতীয়াংশ আবার কেউ এক চতুর্থাংশ সম্পদ সাদকা'র জন্য অসিয়ত করে গিয়েছিলেন। নবী করীম সা. বলেন,



إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم

"নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের মৃত্যু-মুহূর্তে সৎকর্ম বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তোমাদের এক তৃতীয়াংশ সম্পদ সাদকা হিসেবে গ্রহণ করেছেন।" (ইবনে মাজা-২৭০৯)

অপর হাদিসে নবী করীম সা. এরশাদ করেন,

ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصى به أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده

"কোনো মুসলিমের কাছে যদি কিছু সম্পদ অবশিষ্ট থাকে যা সে অসিয়ত করে দিতে চায়, তবে সে যেন দুই রাত অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই অসিয়ত লিখে রাখে।" (বুখারী-২৭৩৮)

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন,

ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله ﷺ يقول ذلك إلا وعندي وصيتي مكتوبة

"নবীজীর মুখে একথা শুনার পর অসিয়ত লেখা-বিহীন একটি রাত্রও আমার অতিবাহিত হয়নি।"

আত্মার সাথে মৃত্যুর সম্পর্ক

দেহের মাঝে আত্মার প্রকৃতি নিয়ে মানুষ মতোপার্থক্য করেছে। আত্মা দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গে বিচরণশীল। আত্মার উপস্থিতিই জীবন। আত্মা এবং অন্তর অভিন্ন বস্তু। আত্মার বিচরণক্ষেত্র হলো দেহ। দেহ থেকে আত্মা যখন পৃথক হয়ে যায়, তখন মানুষ মৃত্যুর সম্মুখীন হয়।

রূহ কেবল একটি সৃষ্টি। তবে দেহের মৃত্যুর ফলে আত্মার মৃত্যু ঘটে না। আত্মার দেহ-বিচ্ছেদ ইন্তেকাল (স্থান-পরিবর্তন) মাত্র; কিন্তু আত্মার কোনো মৃত্যু নেই। দেহ নিঃশেষ হওয়ার পরও আত্মা অবশিষ্ট থাকে। হয়তো চির-সুখে অথবা অসহনীয় দুঃখে।

বাস্তবতা..

যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ পছন্দ করে, আল্লাহও তার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন। আর যে আল্লাহর সাক্ষাৎ অপছন্দ করে, আল্লাহও তার সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন।

মৃতের বিধান



জ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের এ অত্যাধুনিক যুগে মৃত্যু আসার পূর্বেই নিদর্শন দেখে অনেকেই মৃত্যু বুঝে ফেলে। কিন্তু অনেক সময় মানুষ সম্পূর্ণ প্রতিকুল পরিস্থিতিতে মৃত্যুবরণ করে। তাই মৃত্যুর নিদর্শনাবলী সম্পর্কে অবগত হওয়া সকলের জন্যই একান্ত জরুরী। মৃত্যুর কিছু শরয়ী বিধান রয়েছে। রয়েছে কিছু ফিকহী মাছায়িল। তাই মৃত্যুর নিদর্শনগুলো জানতে হবে। মৃতের গোসল এবং তার কাফন-দাফনের পদ্ধতি শিখতে হবে।

* মৃত্যুর নিদর্শনগুলো কী কী?
* মৃতকে কীভাবে গোসল দেয়া হয় এবং কাফন পরানো হয়?
* কীভাবে জানাযা পড়তে হয় এবং দাফন করতে হয়?

মৃত্যুর নিদর্শন

রূহ বের হওয়ার সময় মৃতের উপর যে সব অবস্থার প্রকাশ ঘটে,

১। অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে, যেন তার দৃষ্টি উপরের দিকে বহুদূর চলে গেছে।

২। নাসিকা খানিকটা ডানদিকে অথবা বামদিকে সরে যাবে।

৩। সর্বাঙ্গ নিস্তেজ হওয়ার ফলে চোয়ালের নিম্নাংশ ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

৪। দেহ শিথিল হয়ে যাবে।

৫। হৃদকম্পন থেমে যাবে।

এ সবগুলো বা কয়েকটি যদি কারো উপর প্রকাশ হয়, তবে বুঝতে হবে তার মৃত্যু হয়ে গেছে।

লাশ কবরে নিয়ে যাওয়া

দ্রুত কাফন ও জানাজা শেষ করে লাশ কবরের দিকে নিয়ে যাওয়া উত্তম। নবী করীম সা. বলেন,

إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم ، فإن كانت صالحة قالت : قدموني .. قدموني.. وإن كانت غير صالحة قالت : يا ويلها! أن تذهبوا بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ، ولو سمعه لصعق.

“জানাজা শেষ হলে লোকেরা যখন লাশ কাঁধে উঠায়, মৃত সৎলোক হলে তখন বলতে থাকে, দ্রুত নিয়ে চল আমায়.. দ্রুত নিয়ে চল আমায়..। আর অসৎ হলে বলতে থাকে- হায়, কোথায়

নিয়ে চললে আমায়? এভাবে সে চিৎকার করতে থাকে। মানুষ ব্যতীত সকল প্রাণীই তার চিৎকার শুনতে পায়। যদি মানুষ শুনত তবে বেহুশ হয়ে যেত।" (বুখারী-১৩১৪)

দ্রুত কাফন-দাফন সম্পন্ন করা উত্তম। নবী করীম সা. বলেন,

أسرعوا بالجنازة ، فإن تلك صالحة فخير تقدمونها إليه ، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم



"দ্রুত জানাজা শেষ করে দাফন সম্পন্ন কর। যদি সে সৎ হয়, তবে কতই না উত্তম স্থানে তাকে এগিয়ে দিচ্ছ। আর যদি অসৎ হয়, তবে অনিষ্টকে তোমাদের কাঁধ থেকে নামিয়ে দিচ্ছ।" (মুসলিম-১৩১৬)

তিনটি বস্তু মৃতের সাথে কবরে যায়

জীবদ্দশায় মানুষ কতকিছু কামনা করে, সম্পদ সঞ্চয়, উৎকৃষ্ট ফার্নিচার দিয়ে ঘর সজ্জিত-করণ, সর্বাধুনিক গাড়ি নির্বাচন, সর্বোন্নত বাড়ী নির্মাণ ইত্যাদি। পাশাপাশি সে গুরুত্ব দেয় তার স্ত্রী-সন্তান ও পেশা; ভাল হোক চায় মন্দ।

অতঃপর যখন মারা যায়, তখন তিনটি বিষয় তার সাথে কবরের দিকে যায়- ধন সম্পদ, অর্থাৎ তার কেনা গাড়িতে করে তাকে

নিয়ে যাওয়া হয়। পরিবার অর্থাৎ স্ত্রী-পুত্র ও ভাই-বোন এবং তার কর্ম। কবরস্থ করার পর প্রথম দুটো ফিরে যায়। কেবল কর্ম তার সাথে রয়ে যায়।

হ্যাঁ.. পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব, ধন-সম্পদ.. সবকিছুই ফিরে যায়। কেবল তার কর্মই তার সাথে থেকে যায়। যেমনটি নবী করীম সা. বলেছেন,

يتبع الميت ثلاث ، فيرجع اثنان ويبقى واحد: يتبعه أهله وماله وعمله ، فيرجع أهله وماله ، ويبقى عمله

"তিনটি বস্তু মৃতের সাথে কবরের দিকে যায়, দুটি ফিরে আসে, একটি রয়ে যায়- সম্পদ, পরিবার ও কর্ম। পরিবার ও সম্পদ ফিরে আসে; থেকে যায় কেবল কর্ম।" (মুসলিম)

আত্মার দেহ-বিচ্ছেদের পরপরই মৃত দুনিয়ার জগত থেকে বারযাখের জগতে চলে যায়।

তবে কেমন হয় সেই বারযাখী জীবন?

আর কবরবাসীর অবস্থাই কীরূপ?

হায় আশ্চর্য..!

যারা কবরে রেখে চলে আসবে, তাদের আমরা মূল্যায়ন করি,

আর যে কবরে সঙ্গ দেবে, তাকে আমরা অবহেলা করি।

বারযাখ এর জীবন

ভূমিকা

বারযাখ অর্থ হলো দু'টি বস্তুর মাঝে পার্থক্য বিধানকারী এক সীমারেখা (অন্তরাল)। যেমনটি আল্লাহ কুরআনে বলেছেন,

﴿ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ ۝٢٠ ﴾ الرحمن: ٢٠

"উভয়ের মাঝখানে রয়েছে অন্তরাল, যা তারা অতিক্রম করে না।" (সূরা আর-রাহমান-২০) অর্থাৎ সুমিষ্ট পানি ও লবণাক্ত পানির মাঝে রয়েছে একটি সীমারেখা, ফলে এতদুভয় মিশ্রিত হয় না।

বারযাখ এর জীবন হলো দুনিয়া এবং আখেরাতের মধ্যবর্তী একটি অন্তর্বর্তীকালীন জীবন। কবরস্থ হোক বা না হোক। জ্বালিয়ে দেয়া হোক, পানিতে ডুবিয়ে দেয়া হোক বা জীবজন্তু তাকে খেয়ে ফেলুক.. সর্বাবস্থায় তাকে বারযাখে পদার্পণ করতে হবে।

মারা যাওয়ার সাথে সাথে মানুষ বারযাখী জীবনে প্রবেশ করে। পুনরুত্থান পর্যন্ত সে সেখানেই অবস্থান করবে। যেমনটি আল্লাহ তা'লা বলেছেন,

﴿ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴿٩٩﴾ لَعَلِّيٓ أَعْمَلُ صَٰلِحًا فِيمَا تَرَكْتُۚ كَلَّآۚ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَاۖ وَمِن وَرَآئِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٠٠﴾ ﴾ المؤمنون: ٩٩ – ١٠٠

"যখন তাদের কারও কাছে মৃত্যু আসে, তখন সে বলে, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে পুনরায় (দুনিয়াতে) প্রেরণ করুন! যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি, যা আমি করিনি। কখনই নয়, এ তো তার একটি কথার কথা মাত্র। তাদের সামনে বারযাখ (পর্দা) রয়েছে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত।" (সূরা মুমিনুন ৯৯-১০০)

কবর

কবর হলো মানুষের ঘর এবং কেয়ামত পর্যন্ত তাদের আবাসস্থল। কবরস্থকরণ বিষয়টি প্রথম আদম সন্তান থেকেই প্রচলিত। সৎকর্মশীলগণ কবর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং দু'চোখে অশ্রু ঝরায়। কারণ, তারা ভালো করেই জানে, চিরদিনের জন্য একদিন তাদেরকে সেখানে চলে যেতে হবে।



* তবে কবর কী?

* সেখানে মানুষের অবস্থা কীরূপ হবে?

* কেনইবা নবী করীম সা. আমাদেরকে কবর যিয়ারতের আদেশ করেছেন?

একটি ঘটনা

একদা উমর বিন আব্দুল আযীয রহ. তার পরিবারস্থ একজনের দাফন শেষে উপস্থিত লোকদের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন,

“হে লোকসকল! কবর আমাকে ডেকে বলছে, হে উমর বিন আব্দুল আযীয, জিজ্ঞেস কর না তোমার বন্ধুদের সাথে আমি কী আচরণ করেছি?! বললাম, কী আচরণ করেছ! বলল, তাদের কাফন ছিঁড়ে ফেলেছি। দেহ ক্ষতবিক্ষত করেছি। রক্ত চুষে নিয়েছি। মাংস ভক্ষণ করেছি। জিজ্ঞেস করছ না তোমার সুহৃদদের সঙ্গে কীরূপ আচরণ করেছি? বললাম, কীরূপ? বলল, তাদের দুই হাতকে কব্জি থেকে আলাদা করে দিয়েছি। দুই কনুইকে বাহু থেকে পৃথক করে দিয়েছি। দুই বাহুকে স্কন্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছি। নিতম্বকে উরু থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছি। দুই উরুকে হাঁটু থেকে আলাদা করে দিয়েছি। দুই হাটুকে নলা থেকে পৃথক করে ছেড়েছি। দুই নলাকে পা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছি।

অতঃপর উমর কাঁদতে কাঁদতে বললেন, জেনে রেখো, দুনিয়ার আয়ু খুবই অল্প। এখানকার সম্মানিতরা একদিন অপমানিত হবে। যুবকেরা একদিন বৃদ্ধ হবে। জীবিতরা একদিন মৃত্যুমুখে পতিত হবে। দুনিয়ার মোহে যে প্রতারিত হলো, সেই প্রকৃত প্রতারিত।

আধুনিক শহর-বন্দরের রূপকারগণ আজ কোথায়? মাটি তাদের সঙ্গে কী আচরণ করেছে? কীট তাদের হাড়গুলো কী বানিয়েছে? দুনিয়াতে তারা কোমল বিছানায় আরাম করত। দামি গালিচার উপর হাঁটত। শত শত সেবক-সেবিকা রাতদিন ব্যস্ত থাকত তাদের বিনোদন দিতে। তাদের জন্য পানিয় সরবরাহ করতে।

তাদের কবরের দিকে আজ তাকিয়ে দেখ! ধনিদের জিজ্ঞেস কর, কোনো সম্পদ কি তারা সেখানে নিয়ে যেতে পেরেছে? দরিদ্রদের জিজ্ঞেস কর, তাদের দারিদ্র্য কি সেখানে অবশিষ্ট আছে?

তাদের জিহ্বাকে জিজ্ঞেস কর, যা দিয়ে তারা কথা বলত। চোখকে জিজ্ঞেস কর, যা দিয়ে তারা সৌন্দর্য অবলোকন করত। তাদের নরম চামড়া এবং সুশ্রী চেহারাগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর। কীট এগুলো কীসে পরিণত করেছে! বিবর্ণ করে ছেড়েছে। মাংস খেয়ে ফেলেছে। হাড়গুলো ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে।

কোথায় আজ তাদের সেবক-সেবিকা? কোথায় তাদের অঢেল ধনসম্পদ? আল্লাহর শপথ, কবরে তারা গালিচা বিছানোর সুযোগ পায়নি। সোফায় হেলান দেয়ার সাহস পায়নি। দিন-রাত কি তাদের জন্য সমান নয়? মৃত্যু তাদের আমলকে বন্ধ করে দিয়েছে। বন্ধু-বান্ধব থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। স্ত্রীরা ভিন্ন স্বামী গ্রহণ করে সংসার করছে। ছেলে-মেয়েরা নতুন জীবন নিয়ে সুখে আছে। উত্তরাধিকার পেয়ে সকলেই পরম শান্তিতে দিনযাপন করছে।

আর কারো কারো কবরকে প্রশস্ত করে দেয়া হয়েছে। সেখানে তারা সীমাহীন সুখে জীবনযাপন করছে।

অতঃপর আবারো কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলেন, “হে আগামীর কবর-বাসী! কীসে তোমাদের প্রতারিত করে রেখেছে? আজকের সজ্জা, সুগন্ধি এবং সৌন্দর্য কি সেদিন তোমার সঙ্গে

থাকবে? হায়, মৃত্যুর ফেরেশতা পালনকর্তার পক্ষ থেকে কী বার্তা নিয়ে তোমার কাছে এসে পৌঁছুবে?!

অতঃপর ক্রন্দনরত অবস্থায় বাড়ী ফিরে গেলেন। এর ঠিক এক সপ্তাহ পরই তিনি ইন্তেকাল করেছিলেন। (আল্লাহ তাঁকে রহম করুন)

কবরই তোমার প্রকৃত ঘর,
একে সুসজ্জিত কর অথবা অবহেলায় নষ্ট কর!

কবরে মানুষের অবস্থা

কবর এমন এক জগত, যেখানে অনেক কিছুই ঘটতে পারে। নবী করীম সা. আমাদেরকে সে সম্পর্কে অবহিত করে সতর্ক করেছেন। আমল অনুযায়ী কবরে মানুষের অবস্থা বিভিন্ন রকম হয়।

মৃতের অবস্থা, আত্মার দেহ-বিচ্ছেদ মুহূর্ত, ফেরেশতাদের উপস্থিতি, মুমিনদের জন্য আসমানের দরজাগুলো উন্মোচন এবং কাফেরদের জন্য তা বদ্ধকরণ ইত্যাদি বিষয়গুলো নবী করীম সা. সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন।

* তাহলে মুমিন ও কাফেরের মধ্যে কী পার্থক্য?
* এবং দেহের সাথে আত্মার কী সম্পর্ক?

মুমিনের অবস্থা

عن البراء بن عازب قال : خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى جنازة فجلس رسول الله ﷺ على القبر وجلسنا حوله كأن على رءوسنا الطير وهو يلحد له وَكَأَنَّ عَلَى رُءُوسِنَا الطَّيْرَ فَقَالَ اسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنْ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنْ

الْآخِرَةِ نَـزَلَ إِلَيْهِ مَلَائِكَةٌ مِنْ السَّمَاءِ بِيضُ الْوُجُوهِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمْ الشَّمْسُ مَعَهُمْ كَفَنٌ مِنْ أَكْفَانِ الْجَنَّةِ وَحَنُوطٌ مِنْ حَنُوطِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَجْلِسُوا مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ عليه السلام حَتَّى يَـجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَيَقُولُ أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ اخْرُجِي إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ قَالَ فَتَخْرُجُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنْ فِي السِّقَاءِ فَيَأْخُذُهَا فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَأْخُذُوهَا فَيَجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَنِ وَفِي ذَلِكَ الْحَنُوطِ وَيَـخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ نَفْحَةِ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ .

قَالَ فَيَصْعَدُونَ بِهَا فَلَا يَمُرُّونَ عَلَى مَلَإٍ مِنْ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا مَا هَذَا الرُّوحُ الطَّيِّبُ فَيَقُولُونَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانُوا يُسَمُّونَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَاحَتَّى يَنْتَهُوا بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَسْتَفْتِحُونَ لَهُ فَيُفْتَحُ لَهُمْ فَيُشَيِّعُهُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرَّبُوهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيهَا حَتَّى يُنْتَهَى بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ اكْتُبُوا كِتَابَ عَبْدِي فِي عِلِّيِّينَ وَأَعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى

قَالَ فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ فَيَقُولُ دِينِيَ الْإِسْلَامُ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ فَيَقُولُ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَيَقُولَانِ لَهُ وَمَا عِلْمُك فَيَقُولُ قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ

فَيُنَادِي مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ أَنْ صَدَقَ عَبْدِي فَأَفْرِشُوهُ مِنْ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنْ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ قَالَ فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ قَالَ وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ حَسَنُ الثِّيَابِ طَيِّبُ الرِّيحِ فَيَقُولُ أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُرُّكَ هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ فَيَقُولُ لَهُ مَنْ أَنْتَ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيءُ بِالْخَيْرِ فَيَقُولُ أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ كنت والله سريعا في طاعة الله ، بطيئا عن معصية الله فجزاك الله خيرا . رَبِّ أَقِمْ السَّاعَةَ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي وَمَالِي

قَالَ وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ أو الفاسق إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنْ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنْ الْآخِرَةِ نَزَلَ إِلَيْهِ مِنْ السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ سُودُ الْوُجُوهِ مَعَهُمْ الْمُسُوحُ فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ

ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَيَقُولُ أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ اخْرُجِي إِلَى سَخَطٍ مِنْ اللَّهِ وَغَضَبٍ قَالَ فَتُفَرَّقُ فِي جَسَدِهِ فَيَنْتَزِعُهَا كَمَا يُنْتَزَعُ السَّفُّودُ مِنْ الصُّوفِ الْمَبْلُولِ فيلعنها كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء فَيَأْخُذُهَا فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَجْعَلُوهَا فِي تِلْكَ الْمُسُوحِ وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَنْتَنِ رِيحِ جِيفَةٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فَيَصْعَدُونَ بِهَا فَلَا يَمُرُّونَ بِهَا عَلَى مَلَإٍ مِنْ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا مَا هَذَا الرُّوحُ الْخَبِيثُ فَيَقُولُونَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ بِأَقْبَحِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانَ

يُسَمَّى بِهَا فِي الدُّنْيَا حَتَّى يُنْتَهَى بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيُسْتَفْتَحُ لَهُ فَلَا يُفْتَحُ لَهُ ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

﴿لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِى سَمِّ ٱلْخِيَاطِ﴾ الأعراف: ٤٠

فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ اكْتُبُوا كِتَابَهُ فِي سِجِّينٍ فِي الْأَرْضِ السُّفْلَى فَتُطْرَحُ رُوحُهُ طَرْحًا ثُمَّ قَرَأَ :

﴿حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِۦ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ ٱلرِّيحُ فِى مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴿٣١﴾﴾ الحج: ٣١

فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِي فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ فَيَقُولُ هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِي فَيَقُولَانِ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ فَيَقُولُ هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِي
فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنْ السَّمَاءِ أَنْ كَذَبَ فَافْرِشُوا لَهُ مِنْ النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ قَبِيحُ الْوَجْهِ قَبِيحُ الثِّيَابِ مُنْتِنُ الرِّيحِ فَيَقُولُ أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُوءُكَ هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ كنت بطيئا عن طاعة الله سريعا في معصية الله فجزاك الله شرا فَيَقُولُ مَنْ أَنْتَ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيءُ بِالشَّرِّ فَيَقُولُ أَنَا عَمَلُكَ الْخَبِيثُ

فَيَقُولُ رَبِّ لَا تُقِمْ السَّاعَةَ ثم يقيض له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة لو ضرب بها جبل كان ترابا ، فيضربه ضربة حتى يصير ترابا ، ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين .

বারা বিন আযিব রা. বলেন, একদা নবী করীম সা. এর সাথে আমরা এক লোকের জানাজায় উপস্থিত হলাম। নবী করীম সা. কবরের উপরে বসলে আমরা তার চারপাশে বসে গেলাম। শান্তভাবে উপবেশন করলাম, ঠিক যেন আমাদের মাথার উপর পাখি বসে আছে। অন্যদিক মৃতের জন্য কবর খনন চলছিল। নবীজী দুইবার অথবা তিনবার বললেন, কবরের আযাব থেকে তোমরা আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা কর!



অতঃপর বললেন, মুমিন ব্যক্তির যখন ইহজগৎ ত্যাগ করে পরকালের দিকে যাত্রার সময় হয়, তখন আসমান হতে সূর্যের ন্যায় আলোকোজ্জ্বল চেহারা-ধারী অতিসুন্দর ফেরেশতাগণ জান্নাতের একটি কাফন ও জান্নাতের একটি চাদর নিয়ে তার কাছে অবতরণ করে তার দৃষ্টিসীমার ভেতরে বসে যায়। অতঃপর মৃত্যুর ফেরেশতা তার মাথার পাশে এসে বসে বলতে থাকে, হে পবিত্র আত্মা, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ক্ষমার সহিত তুমি

বেরিয়ে এসো! তখন পানি যেমন পাত্রের মুখ থেকে ধীরে ধীরে বেয়ে পড়তে থাকে, আত্মাও তেমন ধীরে ধীরে বের হয়ে চলে আসে। অতঃপর মৃত্যুর ফেরেশতা রূহকে কবজা করে অবিলম্বে ঐ কাফনে আবৃত্ত করে নেয়। আর তা থেকে মিশকের চেয়েও অধিক সুঘ্রাণ বের হতে থাকে।

আসমানের দিকে যাত্রা



নবীজী বলতে লাগলেন, অতঃপর তারা রূহকে নিয়ে ঊর্ধ্বাকাশে গমন করে। পথিমধ্যে যখনই কোনো ফেরেশতা-দল জিজ্ঞেস করে, কে এই পবিত্র আত্মা? উত্তরে বলা হয়, অমুকের পুত্র অমুক (দুনিয়ায় সর্বোত্তম যে নামে তাকে ডাকা হতো) এভাবে তারা দুনিয়ার আসমানে গিয়ে স্থির হয়। আসমানের দরজা খুলতে বলা হলে তার জন্য দরজা খুলে দেয়া হয়। এভাবে প্রত্যেক আসমানের দরজা তার জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। শেষপর্যন্ত সপ্তম আসমানে গিয়ে স্থির হয়। অতঃপর আল্লাহ বলেন, আমার এ বান্দার নামটুকু তোমরা “ইল্লিয়্যীন”-এ লিখে দাও এবং জমিনে তাকে ফেরত পাঠাও। কারণ, জমিন থেকেই তাকে সৃষ্টি করেছি। জমিনেই

তাকে ফেরত পাঠাব এবং জমিন থেকেই তাকে পুনরুত্থান করব।

অতঃপর তার রূহ দেহে প্রত্যাবর্তন করলে দু'জন ফেরেশতা এসে তাকে বসিয়ে জিজ্ঞেস করেন, তোমার প্রভু কে? সে বলে, আমার প্রভু আল্লাহ! জিজ্ঞেস করে, তোমার ধর্ম কী? উত্তর দেয়, আমার ধর্ম ইসলাম। আবার জিজ্ঞেস করে, তোমাদের কাছে প্রেরিত এই পুরুষটি কে? সে বলে, তিনি আল্লাহর রাসূল? আবার জিজ্ঞেস করে, তোমার জ্ঞান কী? উত্তর দেয়, আমি আল্লাহর কালাম পড়েছি, তাতে বিশ্বাস করেছি এবং সত্যায়ন করেছি।

অতঃপর আসমান থেকে ঘোষকের ঘোষণা ভেসে আসে, "আমার বান্দা সত্যই বলেছে, সুতরাং তার জন্য তোমরা জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও! জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দাও! জান্নাতের দিকে তার জন্য একটি দরজা করে দাও! অতঃপর জান্নাতের সুবাস ও সুবাতাস তার কাছে আসতে থাকে। কবর তার দৃষ্টিসীমা পরিমাণ প্রশস্ত করে দেয়া হয় এবং তার কাছে সুন্দর সুশ্রী, সুগন্ধিময় ও শ্রেষ্ঠ পোশাকে সজ্জিত একলোক এসে বলে, সর্বোত্তম বিষয়ের সুসংবাদ গ্রহণ কর! এটাই সেই প্রতিশ্রুত দিন। সে জিজ্ঞেস করে, তুমি কে? তোমাকে দেখে শুভ-লক্ষণ বুঝা যাচ্ছে! উত্তরে সে বলে, আমি তোমার সৎকর্ম। অবশ্যই তুমি দুনিয়াতে আল্লাহর আনুগত্যে তৎপর ছিলে। আল্লাহর অবাধ্যতায় নিরুৎসাহী ছিলে। ফলে আল্লাহ তোমাকে

এই সম্মান দান করেছেন। অতঃপর সে বলতে থাকে, হে প্রতিপালক, কেয়ামত সংঘটিত করুন, যেন আমি আমার পরিজন ও (জান্নাতের) ধন-ভাণ্ডারের দিকে ফিরে যেতে পারি। হ্যাঁ.. আমিই তোমার সেই সৎকর্ম.. তবে কী ছিল তার সৎকর্ম..? এ তো তার নামায, রোযা, তার সততা ও সত্যবাদিতা, তার ভয় ও কান্না, তার হজ্জ্ব ও উমরা, তার কুরআন তেলাওয়াত, পালনকর্তার প্রতি তার অতিশয় শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা, রাত্রিকালে তার বিরামহীন এবাদত, দিনের বেলায় রোযা, পিতা-মাতার প্রতি তার সদাচরণ, জ্ঞানের প্রতি তৃষ্ণা, আল্লাহর পথে জিহাদ এবং সত্যের দিকে মানুষকে দাওয়াত। মুমিন ব্যক্তি সুন্দর এই লোকটিকে সুসংবাদ দিতে দেখবে। চারপাশে তাকিয়ে দেখবে, কবর তার দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত প্রশস্ত হয়ে গেছে। তাতে জান্নাতের বিছানা বিছানো। গায়ে জান্নাতের পোশাক। সে বুঝতে পারবে, জান্নাতে তার জন্য অপেক্ষমাণ নেয়ামতসমূহের তুলনায় এগুলো কিছুই না। ফলে দোয়া করতে থাকবে, হে প্রতিপালক! কেয়ামত ত্বরান্বিত করুন, যেন পরিবার ও চিরসুখের দিকে আমি চলে যেতে পারি।

কাফের ও পাপিষ্ঠের অবস্থা

নবী করীম সা. বলছিলেন, নিশ্চয় কাফের ও পাপিষ্ঠের যখন মৃত্যুর সময় হয়, আখেরাতের দিকে যাত্রার মুহূর্ত এসে যায়,

আসমান হতে তখন কালো কুৎসিত আকৃতিতে মোটা অমসৃণ পোশাক নিয়ে ফেরেশতাগণ তার কাছে এসে তার দৃষ্টিসীমার ভেতরে বসে যায়।



অতঃপর মৃত্যুর ফেরেশতা এসে মাথার পাশে বসে বলে, হে পাপিষ্ঠ আত্মা, আল্লাহর ক্রোধ ও গোস্বা নিয়ে তুই বেরিয়ে আয়! অতঃপর আত্মা শরীরে ছুটাছুটি করতে থাকে। অতঃপর ফেরেশতা তার শরীর থেকে এমনভাবে তাকে টেনে বের করে, যেমন গরম শিক থেকে সিদ্ধ মাংস টেনে বিক্ষিপ্তভাবে আলাদা করা হয়। আসমান জমিনের সকল ফেরেশতা তাকে অভিশাপ দিতে থাকে। আত্মা বহিষ্কারের পর অবিলম্বে তাকে সেই মোটা অমসৃণ পোশাকের ভিতরে রেখে দেয়া হয়। আর তা থেকে পচা-গলা বস্তুর চেয়ে নিকৃষ্ট দুর্গন্ধ বের হতে থাকে। তাকে নিয়ে ফেরেশতারা উপরে উঠতে থাকে। কোনো ফেরেশতার পাশ দিয়ে অতিক্রম-কালে জিজ্ঞেস করে, কে এই পাপিষ্ঠ আত্মা? উত্তরে তারা বলে, অমুকের ছেলে অমুক (দুনিয়াতে যে নিকৃষ্ট নাম দিয়ে তাকে ডাকা হতো) শেষপর্যন্ত তাকে দুনিয়ার আসমান পর্যন্ত নিয়ে আসমানের দরজা খুলতে বলা হয়, কিন্তু পাপিষ্ঠ এই আত্মার জন্য দরজা খোলা হয় না। অতঃপর নবীজী আয়াত পাঠ করলেন, "তাদের জন্য আসমানের দ্বারগুলো উন্মুক্ত করা হবে

না। যে পর্যন্ত না সূচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করে।” (সূরা আ’রাফ-৪০)

অতঃপর আল্লাহ বলেন, তার নামটা জমিনের সর্বনিম্ন “সিজ্জীন”-এ লিখে দাও! অতঃপর তার রূহকে নিক্ষেপ করা হয়। নবীজী আয়াত পাঠ করলেন, “যে কেউ আল্লাহর সাথে শরীক করল; সে যেন আসমান থেকে ছিটকে পড়ল, অতঃপর মৃতভোজী পাখী তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল অথবা বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে কোনো দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল।” (সূরা হজ্ব-৩১)

অতঃপর আত্মা দেহে প্রত্যাবর্তন করলে দু’জন ফেরেশতা এসে তাকে বসিয়ে জিজ্ঞেস করে, তোমার প্রভু কে? সে বলে, হায় হায়.. আমি তো জানি না। জিজ্ঞেস করে, তোমার ধর্ম কী? সে বলে, হায় হায়.. আমি তো জানি না। আবার জিজ্ঞেস করে, তোমাদের কাছে প্রেরিত এই ব্যক্তিটি কে? সে বলে, হায় হায়.. আমি তো জানি না। তারা বলতে থাকে, তুমি কিছুই জাননি! কিছুই পড়নি!

অতঃপর আসমান হতে ঘোষকের ঘোষণা ভেসে আসে, “সে মিথ্যা বলেছে, সুতরাং তার জন্য জাহান্নামের বিছানা বিছিয়ে দাও! জাহান্নামের দিকে তার জন্য দরজা করে দাও! ফলে জাহান্নামের উত্তাপ এবং অগ্নিশিখা তার কবরে আসতে থাকে। কবরকে তার জন্য অতি-সংকীর্ণ করে দেয়া হয়, ফলে তার দেহের মাংসপিণ্ডগুলো বিক্ষত হয়ে যায়। অতঃপর দুর্গন্ধযুক্ত,

বিশ্রী ও ভয়ানক চেহারাবিশিষ্ট একলোক অমসৃণ পোশাকে তার কাছে এসে বলতে থাকে, এটাই তোমার সেই প্রতিশ্রুত দিন। আল্লাহর আনুগত্যে তুমি অবহেলা করতে। আল্লাহর অবাধ্যতায় তুমি তৎপর ছিলে। ফলে তোমার আজ এই পরিণতি। সে বলবে, তুমি কে? তোমাকে দেখে অশুভ লক্ষণ বুঝা যাচ্ছে। সে বলবে, আমিই তোমার সেই অপকর্ম..

হ্যাঁ.. সে বলবে, আমিই তোমার সেই অপকর্ম..! তবে কী সেই অপকর্ম..?

এতো আল্লাহর সঙ্গে তার অংশীদার সাব্যস্ত-করণ, আল্লাহকে ছেড়ে অন্যদের নামে শপথ, কবর-পূজা, মদ্যপান, ব্যভিচার, সুদি লেনদেন, গানবাদ্য শ্রবণ, উপদেশ-কারীদের অবমূল্যায়ন এবং সৃষ্টিকর্তার উপর দুঃসাহস প্রদর্শন। সেদিনের শত অনুতাপ তার কোনো কাজে আসবে না। পরিতাপ কেবল বাড়তেই থাকবে। সেদিনের হাজারো অশ্রু ফোটা বিন্দুমাত্র উপকারে আসবে না। কোথায় ছিল তোমার এত মায়াকান্না, যখন তুমি নিষিদ্ধ বস্তুর দিকে তাকিয়ে থাকতে! অশ্লীলতা এবং কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে! যৌনাঙ্গ, দৃষ্টি, কর্ণ ইত্যাদি সংরক্ষণের জন্য কত উপদেশ তোমার কাছে এসেছিল। আজ তুমি কাঁদো বা হাসো; শাস্তি হতে রক্ষা পাওয়ার কোনো উপায় নেই। আল্লাহ বলেন,

﴿ ٱصۡلَوۡهَا فَٱصۡبِرُوٓاْ أَوۡ لَا تَصۡبِرُواْ سَوَآءٌ عَلَيۡكُمۡۖ إِنَّمَا تُجۡزَوۡنَ مَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ١٦ ﴾ الطور: ١٦

"এতে প্রবেশ কর অতঃপর তোমরা সবর কর অথবা না কর, উভয়ই তোমাদের জন্য সমান। তোমরা যা করতে তোমাদেরকে কেবল তারই প্রতিফল দেয়া হবে।" (সূরা তূর-১৬)

তখনই সে বুঝতে পারবে, কবর-পরবর্তী জীবন অধিক ভয়াবহ। অধিক স্থায়ী।

নবীজী বলেন, অতঃপর সে বলবে, হে পালনকর্তা! আপনি কেয়ামত ঘটাবেন না। অতঃপর তার শাস্তির জন্য এক অন্ধ, বোবা ও বধির ফেরেশতা নিয়োগ করেন, যার হাতে একটি বিশাল হাতুড়ি, তা দিয়ে যদি সে পর্বতকে আঘাত করে, তবে নিমিষেই পর্বত মাটির সাথে মিশে যাবে। হাতুড়ি দিয়ে সে তাকে একটি আঘাত করে, আঘাতের ফলে সে মাটির সাথে মিশে যায়। অতঃপর তাকে পুনরায় জীবিত করে পূর্বের মতো করে দেয়া হয়। আবারো ফেরেশতা তাকে আঘাত করে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়। তার চিৎকার মানুষ ও জ্বিন ছাড়া সকলেই শুনতে পায়। (মুসনাদে আহমদ-১৮৫৩৪)

এই হলো কবরে মানুষের অবস্থা। মুসলিমরা যদি জানত, তবে অবশ্যই তার জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি নিত। কবরকে জান্নাতের বাগিচা বানাতে প্রাণপণ চেষ্টা করত। অধিক পরিমাণে সৎকর্ম করত।

হে আল্লাহ! আমাদের কবরগুলো জান্নাতের বাগিচা বানিয়ে দিন! জাহান্নামের গহ্বর থেকে আমাদের বাঁচান।

আত্মা এবং দেহ

কবরে সুখ বা শাস্তি অবশ্যম্ভাবী। এতে বিন্দু পরিমাণ সন্দেহের অবকাশ নেই। সকল সৃষ্টির উপরই তা প্রতিফলিত হবে। দাফন হোক বা না হোক।

* কবরে সুখ বা শাস্তি আত্মায় প্রতিফলিত হবে নাকি দেহে?
* আত্মার অবস্থান কোথায়?
* মুমিনদের আত্মার পরিণাম-স্থল কোথায় এবং কাফেরদের আত্মার পরিণাম-স্থল কোথায়?

ভূমিকা

আল্লাহ ব্যতীত কেউ আত্মিক তত্ত্ব সম্পর্কে অবগত নয়। যেমনটি আল্লাহ বলেন,

﴿وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِۖ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنۡ أَمۡرِ رَبِّي وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلۡعِلۡمِ إِلَّا قَلِيلٗا ٨٥﴾ الإسراء: ٨٥

“তারা আপনাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দিন রূহ আমার পালনকর্তার আদেশ ঘটিত। এ বিষয়ে তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে।” (সূরা ইসরা-৮৫)

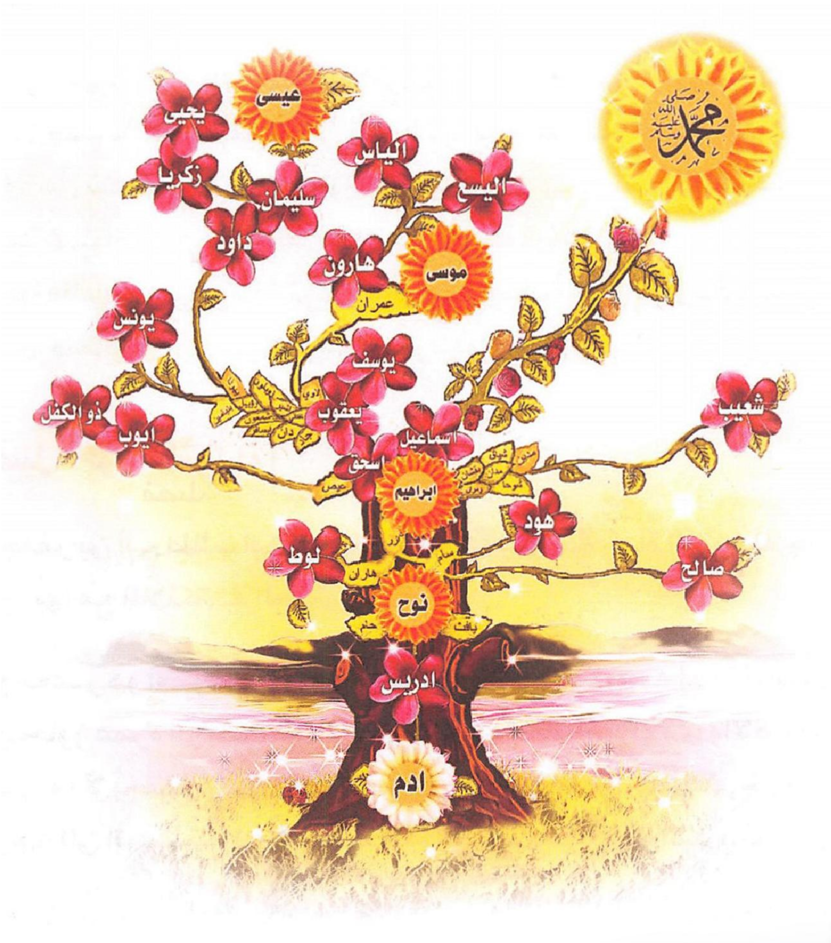
কবরে সুখ বা শাস্তি মূলত আত্মার উপর প্রতিফলিত হবে। দাফনের পর তা দেহের সাথে থাকুক বা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হোক। যেমন, কাউকে যদি পুড়িয়ে ফেলা হয় বা তার লাশ কেটে টুকরো টুকরো করে দেয়া হয়। সুখ বা শাস্তি আস্বাদনের জন্য আত্মা দেহের মুখাপেক্ষী নয়। কেবল আত্মাই শাস্তি এবং সুখ অনুভব করতে পারে।

আত্মার অবস্থান কোথায়?

উত্তরঃ মৃত্যুর পর তার অবস্থান বিভিন্ন স্থানে হতে পারে। জান্নাতে, জাহান্নামে, ভূপৃষ্ঠে বা অন্য কোনো স্থানে।

নবীদের রূহ

বারযাখী জীবনে নবীদের রূহগুলো “ইল্লিয়্যীন”-এর সর্বোন্নত স্তরে অবস্থান করে। যেমনটি নবী করীম সা. মে’রাজের রাত্রিতে দেখেছিলেন। আদম আ. কে প্রথম আসমানে, ইয়াহিয়া এবং ঈসা আ. কে দ্বিতীয় আসমানে, ইউসুফ আ. কে তৃতীয় আসমানে, ইদ্রিস আ. কে চতুর্থ আসমানে, হারুন আ. কে পঞ্চম আসমানে, মুছা আ. কে ষষ্ঠ আসমানে এবং ইবরাহীম আ. কে সপ্তম আসমানে দেখেছিলেন।


محمد صلى الله عليه وسلم
عيسى
يحيى
زكريا
سليمان
داود
الياس
اليسع
هارون
موسى
عمران
يونس
يوسف
ذو الكفل
ايوب
يعقوب
اسماعيل
اسحق
شعيب
ابراهيم
هود
لوط
هاران
سام
صالح
نوح
حام
يافث
ادريس
ادم

শহীদদের রূহ

বারযাখী জীবনে শহীদদের রূহগুলো সবুজ পাখীদের দেহে অবস্থান করে। যেথা ইচ্ছা, ঘুরে বেড়ায়।

سئل رسول الله ﷺ عن قوله تعالى :

﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتًۢا ۚ بَلْ أَحْيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٦٩﴾ ﴾ آل عمران: ١٦٩

فقَالَ : أَرْوَاحُهُمْ فِى جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ ثُمَّ تَأْوِى إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ فَاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمُ اطِّلَاعَةً فَقَالَ هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا قَالُوا أَىَّ شَىْءٍ نَشْتَهِى وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لَنْ يُتْرَكُوا مِنْ أَنْ يُسْأَلُوا قَالُوا يَا رَبِّ نُرِيدُ أَنْ تَرُدَّ أَرْوَاحَنَا فِى أَجْسَادِنَا حَتَّى نُقْتَلَ فِى سَبِيلِكَ مَرَّةً أُخْرَى. فَلَمَّا رَأَى أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ تُرِكُوا .



নবী করীম সা. কে “আর যারা আল্লাহর রাহে নিহত হয়, তাদেরকে তুমি কখনো মৃত মনে করো না। বরং তারা নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও জীবিকা-প্রাপ্ত।” (সূরা আলে ইমরান-১৬৯) এই আয়াত

সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন,

“তাদের রূহগুলো আল্লাহর আরশের সাথে সম্পৃক্ত প্রদীপসমূহের আশপাশে অবস্থান করে। জান্নাতের যেখানেই মনে চায় ঘুরে বেড়িয়ে অবশেষে ঐ প্রদীপের নিকট ফিরে আসে। তাদের প্রতিপালক তাদের প্রতি মনযোগী হয়ে বলেন, তোমাদের কী চাওয়া বল! তারা বলে, সবসময় আমরা জান্নাতে ঘোরাফেরা করি, যেখানেই মনে চায় যেতে পারি; এর চেয়ে বড় পাওয়া আর কী হতে পারে! এভাবে তিনবার জিজ্ঞেস করেন। কোনো উপায় না দেখে বলতে থাকে, হে প্রতিপালক, আমাদের আত্মাগুলো আমাদের দেহে প্রবেশ করিয়ে দিন, আবার আমরা দুনিয়াতে ফিরে গিয়ে আপনার পথে যুদ্ধ করে দ্বিতীয়বার শহীদ হয়ে আসি! অতঃপর পালনকর্তা কোনো চাওয়া নেই দেখে তাদের ছেড়ে দেন।” (মুসলিম-৪৯৯৩)

শহীদদের অবস্থার বিস্তারিত বিবরণ

বারযাখী জীবনে নবীজীর চাচাতো ভাই জাফর বিন আবি তালিব রা. দু’ডানা দিয়ে ফেরেশতাদের সঙ্গে জান্নাতে উড়ে বেড়ান।

জাফর রা. হচ্ছেন আলী রা. এর আপন ভাই। তিনি এবং তার স্ত্রী আসমা রা. কৈশোরেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তার বয়স ছিল তখন ২১ বৎসর। ইসলাম গ্রহণের পর মক্কায় তাদেরকে চরম নিপীড়নের সম্মুখীন হতে হয়। নবী করীম সা. তাদেরকে

হাবাশায় (ইথিওপিয়া) হিজরতের অনুমতি দিলে তিনি হিজরত করে সেখানে চলে যান। মক্কার উচ্চবংশীয় হওয়া সত্ত্বেও জন্মভূমি ছেড়ে তাকে পরদেশ হাবাশায় চলে যেতে হয়। যেখানে কেউ তাকে চেনে না, জানে না, তাদের ভাষা বুঝে না। তিন বৎসর সেখানে তিনি অবস্থান করেন। অতঃপর কুরাইশের সকল লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে শুনে তিনি ও তার স্ত্রী মক্কায় ফিরে আসেন। কিন্তু নবী করীম সা. তাদেরকে আবারো হাবাশায় হিজরত করতে বললে দ্বিতীয়বার তারা হাবাশায় হিজরত করে সেখানে সাত বৎসর অবস্থান করেন।

পরবর্তীতে খায়বার বিজয়ের সময় নবী করীম সা. হাবাশায় হিজরতকারী মুসলমানদেরকে মদিনায় নিয়ে আসার জন্য কিছু মুসলমানকে পাঠান। তারা মদিনায় আসলে নবী করীম সা. তাদের দেখে যারপরনাই খুশি হন। উল্লেখ আছে, জাফর রা. কে দেখে তিনি তার দুই চোখে চুমু খেয়ে বুকে জড়িয়ে নিয়ে বলেছিলেন,

ما أدري بأيهما أنا أسر : بفتح خيبر ، أم بقدوم جعفر!

বুঝতে পারছি না কোনটি আজ বেশী আনন্দের; খায়বার বিজয় নাকি জাফরের প্রত্যাবর্তন! (মুস্তাদরাকে হাকিম-৪২৪৯)

জাফর রা. দৈহিকভাবে অনেকটাই নবীজীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন। এমনকি নবী করীম সা. জাফরকে দেখে বলতেন,

أشبهت خلقي وخلقي

অবয়ব ও চরিত্র দু'টোতেই তুমি আমার সাদৃশ্য পেয়েছ! (মুসনাদে আহমদ-৮৫৭)

মুতা প্রান্তরের দিকে যাত্রা



বেশীদিন হয়নি জাফর রা. মদিনায় এসেছেন, হঠাৎ সংবাদ এলো রোমক বাহিনী মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে মুতা প্রান্তরে একত্র হয়েছে। সংবাদ পেয়ে নবীজী মুসলিমদের সমন্বয়ে সেনাবাহিনী গঠন করলেন। কমান্ডার নিযুক্ত করলেন যাইদ বিন হারিসাকে। বলে দিলেন, যাইদ নিহত হলে জাফর সেনাপতি। জাফর নিহত হলে আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা।

তিন হাজার যোদ্ধার সমন্বয়ে মুসলিম-বাহিনী গঠন করে নবী করীম সা. তাদেরকে মুতা প্রান্তরের দিকে প্রেরণ করলেন।

মুসলিমগণ মুতা প্রান্তরে পৌঁছে দেখেন চার লক্ষ যোদ্ধার সমন্বয়ে গঠিত রোমক বাহিনী সেখানে উপস্থিত।

যুদ্ধ শুরু হলো। যাইদ রা. ঝাণ্ডা হাতে নিলেন। অল্প সময় যুদ্ধ করার পর তিনি শহীদ হয়ে গেলেন। অতঃপর জাফর রা. ঝাণ্ডা ধারণ করে যুদ্ধ করতে লাগলেন। লড়াই যখন চরম আকার

ধারণ করল, ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে তিনি নেমে বলতে লাগলেন,

يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وباردة شرابها

والروم روم قد دنا عذابها كافرة بعيدة أنسابها

علي إذا لاقيتها ضرابها

“হায়, জান্নাত কতই না সন্নিকটে। কত সুঘ্রাণময়। তার পানিয় কতই না শীতল। নিম্ন-বংশীয় কাফের রোমকদের শাস্তি আজ ত্বরান্বিত। যাকেই সামনে পাব নিস্তেজ করে ছাড়ব।”



ডান হাতে ঝাণ্ডা ধারণ করে তিনি যুদ্ধ করছিলেন। এক শত্রুসেনা তার ডান হাতে আঘাত করলে ডান হাত কেটে পড়ে গেল। বাম হাতে ঝাণ্ডা ধারণ করলেন। বাম হাতে আঘাত করা হলে বাম হাতও কেটে গেল। অতঃপর কর্তিত উভয় বাহু দিয়ে বুকের সাথে ঝাণ্ডা ধারণ করে রাখলেন। শেষপর্যন্ত তিনি শহীদ হয়ে গেলেন। শাহাদাতকালে তার বয়স ছিল ত্রিশ বৎসর।

আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. বলেন, “আমি জাফর রা. এর লাশ দেখলাম। তার দেহে নব্বইটিরও বেশী আঘাত ছিল।”

অতঃপর আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা ঝাণ্ডা হাতে নিলেন। তিনিও আক্রান্ত হয়ে শহীদ হয়ে গেলেন। সর্বশেষ খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. ঝাণ্ডা ধারণ করলেন। শেষপর্যন্ত বিশাল রোমক বাহিনী পরাজিত হয়ে রণাঙ্গন ছেড়ে পালাতে বাধ্য হলো।

মদিনায় শহীদদের সংবাদ

এটা ছিল মুতা প্রান্তরের পরিস্থিতি। ওদিকে মদিনার অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে আনাছ রা. বলেন,

নবী করীম সা. ঘর থেকে বের হয়ে মিম্বরে উঠে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে মুতা'য় মুসলিম বাহিনীর সংবাদ বলব? আমরা বললাম, অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বলতে লাগলেন, এইমাত্র যাইদ ঝাণ্ডা হাতে নিলো, সে আক্রান্ত হয়ে শহীদ হয়ে গেল। তোমরা তার জন্য ক্ষমা ও দয়া প্রার্থনা কর! সবাই বলল, হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা ও দয়া করুন! বললেন, অতঃপর জাফর ঝাণ্ডা ধারণ করল, সেও আক্রান্ত হয়ে শহীদ হয়ে গেল। তোমরা তার জন্য ক্ষমা ও দয়া প্রার্থনা কর! সবাই বলল, হে আল্লাহ, তাকে ক্ষমা ও দয়া করুন! বললেন, অতঃপর আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা ঝাণ্ডা ধারণ করল, সেও আক্রান্ত হয়ে শহীদ হয়ে গেল। তোমরা তার জন্য ক্ষমা ও দয়া প্রার্থনা কর! সবাই বলল, হে আল্লাহ, তাকে ক্ষমা ও দয়া করুন! নবীজীর চোখ দিয়ে অশ্রু

ঝরছিল। সিক্ত নয়নে মিম্বর থেকে নেমে জাফরের বাড়ির দিকে রওয়ানা হলেন।

জাফর রা. এর স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইছ রা. বলেন, আমি বাচ্চাদেরকে গোসল করিয়ে তাদের গায়ে তেল মাখছিলাম। খামিরা তৈরি করে জাফরের অপেক্ষায় ছিলাম। এমন সময় নবীজী আমাদের ঘরে ঢুকে বললেন, আমার ভ্রাতুষ্পুত্রদের ডেকে নিয়ে এসো। তিনি বলেন, আমি তাদের নিয়ে এলাম। নবীজীকে দেখে তারা ছুটাছুটি করে কাছে চলে এলো। বাচ্চারা তাকে পিতা ভেবে চুমু খেতে লাগল। নবীজী তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে কাঁদছিলেন।

আসমা রা. জিজ্ঞেস করলেন, জাফর সম্পর্কে কোনো সংবাদ পৌঁছেছে হে আল্লাহর রাসূল? তিনি নীরব রইলেন। দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করলে নবীজী বললেন, জাফর শহীদ হয়েছে! আসমা রা. বলতে লাগলেন- হায়, সে বাচ্চাদেরকে এতিম বানিয়ে চলে গেল! সে বাচ্চাদের এতিম বানিয়ে চলে গেল! নবীজী বললেন, তুমি কি পরিবারে অভাবের আশংকা করছ? আমিই দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের অভিভাবক। অতঃপর নবীজী এ কথা বলতে বলতে ঘর থেকে বেরুচ্ছিলেন, "জাফরের মতো লোকের শাহাদাতে রোদনকারীরা রোদন করুক!"

অতঃপর নবীজী ঘরে এসে স্ত্রীদের বললেন, জাফরের পরিবারের জন্য খাবার তৈরি কর। তারা বিপদের সম্মুখীন।

হ্যাঁ.. জাফর শহীদ হয়ে গেলেন। সম্পদ ও পরিবার রেখে চলে গেলেন। কিন্তু বিনিময়ে বিশাল জান্নাত ও চিরস্থায়ী সুখ জয় করে নিলেন। নবী করীম সা. বলেন,

رأيت جفعر في الجنة .. له جناحان مضرجان بالدماء .. يطير بهما مع الملائكة

"আমি জাফরকে জান্নাতে দেখেছি, রক্তে রঞ্জিত দু'টি ডানা বিশিষ্ট। দু'ডানায় ভর করে ফেরেশতাদের সঙ্গে সে উড়ে বেড়াচ্ছে।" (মুস্তাদরাকে হাকিম-৪৩৪৮)

ঠিক তেমনি হামযা রা.ও..

নবী করীম সা. স্বীয় চাচা হামযা রা. কে তার বারযাখী জীবনে সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসে থাকতে দেখেছেন। তিনি বলেন,

دخلت الجنة البارحة فنظرت فيها فإذا جعفر يطير مع الملائكة ، وإذا حمزة متكئ على سرير

"গতরাতে আমি জান্নাতে প্রবেশ করে দেখি, জাফর ফেরেশতাদের সঙ্গে উড়ে বেড়াচ্ছে আর হামযা সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসা।" (মুস্তাদরাকে হাকিম)

বারযাখী জীবনে আরো কতিপয় শহীদ রূহ

যারা জান্নাতের প্রবেশ-মুখে সবুজ গম্বুজের পাশে অবস্থান করে। নবী করীম সা. বলেন,

الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا

“শহীদগণ জান্নাতের প্রবেশদ্বারে একটি উজ্জ্বল নদীর তীরে সবুজ গম্বুজের পাশে অবস্থান করে। সকাল-সন্ধ্যা তাদের কাছে জান্নাতের রিজিক এসে থাকে।” (মুসনাদে আহমদ-২৩৯০)

শহীদ ব্যতীত অন্য মুমিনদের রূহ

যেমনটি নবী করীম সা. বলেছেন,

إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يبعثه الله عزوجل إلى جسده يوم القيامة

“নিশ্চয় মুমিনের রূহ ঘুরে ফিরে জান্নাতের বৃক্ষ থেকে ফলমূল আহরণ করে। কেয়ামত পর্যন্ত এভাবেই সে নেয়ামত ভোগ করতে থাকবে।” (নাসাঈ-১৫৮১৫)

জান্নাতে মুমিনদের রূহগুলো কি পরস্পর সাক্ষাৎ করতে পারে?

হ্যাঁ.. বারযাখী জীবনে মুমিনদের রূহ পরস্পর সাক্ষাৎ করতে পারে। একে অন্যের সাথে কথা বলতে পারে।

عن أبي هريرة ﷺ أن نبي الله ﷺ قال: إذا حضر المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون اخرجي راضية مرضيا عليك إلى روح الله

وريحان ورب غير غضبان فتخرج كأطيب ريح المسك حتى أنه ليناوله بعضهم بعضا حتى يأتوا به باب السماء فيقولون ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض فيأتون بأرواح المؤمنين فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه يقدم عليه فيسألون ما فعل فلان ما فعل فلان فيقولون دعوه فإنه كان في غم الدنيا فإذا قال ما أتاكم قالوا ذهب به إلى أمه الهاوية وان الكافر إذا حضر أتته ملائكة العذاب بمسح فيقولون اخرجي ساخطة مسخوط عليك إلى عذاب الله فتخرج كأنتن ريح جيفة حتى يأتون به باب الأرض فيقولون ما أنتن هذه الريح حتى يأتون به أرواح الكفار

নবী করীম সা. বলেন, "মুমিন বান্দার মৃত্যুর সময় দয়াময় আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেশতাগণ কোমল সাদা রেশমি চাদর নিয়ে উপস্থিত হয়ে বলে, আল্লাহর সন্তুষ্টি নিয়ে এবং সন্তোষভাজন হয়ে প্রতিপালকের অনুগ্রহ ও তাঁর রহমতের দিকে বের হয়ে আস! অতঃপর রূহ মিশক এর চেয়ে অধিক সুগন্ধিময় হয়ে দেহ থেকে বেরিয়ে এসে অন্য মুমিনদের সাথে সাক্ষাত করে। ফেরেশতাগণ তাকে আকাশের দিকে নিয়ে গেলে আসমানের প্রহরীগণ বলে, দুনিয়া থেকে আসা এত উত্তম সুগন্ধিময় কে সে? অতঃপর তার কাছে অন্য মুমিনদের রূহগুলোও এসে থাকে। তাকে পেয়ে তারা যারপরনাই খুশি হয়। যেমন তোমাদের কেহ দীর্ঘ ভ্রমণ থেকে ফিরে এলে পরিবার-পরিজন ও বন্ধু-বান্ধব খুশি হয়। তারা জিজ্ঞেস করে,

অমুকের পুত্র অমুকের কী অবস্থা? অমুক কী করেছে? তারা বলে, তাকে বিশ্রাম করতে দাও। সদ্যই সে জাগতিক দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে এসেছে। সে জিজ্ঞেস করে, অমুক কি তোমাদের কাছে আসেনি? তারা উত্তর দেয়, তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে কাফেরের মৃত্যুর সময় আযাবের ফেরেশতাগণ অমসৃণ মোটা পোশাকে তার কাছে এসে বলে, ক্রোধান্বিত ও গোস্বাভাজন হয়ে আল্লাহর আযাবের দিকে বেরিয়ে আয়! অতঃপর রূহ অতি দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসে। তাকে নিয়ে ফেরেশতাগণ উপরের দিকে যাত্রা করে। আকাশের ফেরেশতাগণ তাকে দেখে বলতে থাকে, কী দুর্গন্ধযুক্ত আত্মা! শেষপর্যন্ত তাকে কাফেরদের রূহগুলোর কাছে নিয়ে যাওয়া হয়।” (সুনানে নাসাঈ-১৯৫৯)

হ্যাঁ.. মৃত্যুর পর মুমিনগণ একে অপরের সাক্ষাতপ্রাপ্ত হন..!

শহীদগণ

শহীদদের সম্পর্কে আল্লাহ তা‘লা বলেন,

﴿وَلَا تَحۡسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمۡوَٰتَۢاۚ بَلۡ أَحۡيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمۡ يُرۡزَقُونَ ۝١٦٩ فَرِحِينَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦ وَيَسۡتَبۡشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمۡ يَلۡحَقُواْ بِهِم مِّنۡ خَلۡفِهِمۡ أَلَّا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ۝١٧٠

﴿يَسۡتَبۡشِرُونَ بِنِعۡمَةٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضۡلٖ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجۡرَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ١٧١﴾ آل عمران: ١٦٩ - ١٧١

"যারা আল্লাহর রাহে নিহত হয়, কখনো তাদেরকে আপনি মৃত মনে করবেন না। বরং তারা নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও জীবিকা-প্রাপ্ত। আল্লাহ নিজের অনুগ্রহ থেকে যা দান করেছেন তার প্রেক্ষিতে তারা আনন্দ উদযাপন করছে। আর যারা এখনও তাদের কাছে এসে পৌঁছেনি তাদের পেছনে তাদের জন্যে আনন্দ প্রকাশ করে। কারণ, তাদের কোনো ভয়-ভীতিও নেই এবং কোনো দুশ্চিন্তাও নেই। আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহের জন্যে তারা আনন্দ প্রকাশ করে এবং তা এভাবে যে, আল্লাহ ঈমানদারদের শ্রমফল বিনষ্ট করেন না।" (সূরা আলে ইমরান ১৬৯-১৭১)

এই আয়াতগুলোতে শহীদদের মর্যাদা ও আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের প্রতি পরম অনুগ্রহের বিবরণ এসেছে। পাশাপাশি এতে শহীদদের জীবিত আত্মীয়-স্বজনকে সান্ত্বনা প্রদানের পাশাপাশি তাদের প্রতি ধৈর্যের উপদেশ বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহর রাস্তায় সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে এবং নিজেকে শাহাদাতের পথে নিবেদিত করতে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

﴿وَلَا تَحۡسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمۡوَٰتَۢا﴾

"আল্লাহর রাহে নিহতদেরকে তুমি মৃত মনে করো না"

এখানে ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কালিমা, তাঁর প্রদত্ত সমুদয় বিধান এবং তাঁর প্রণীত শাসনব্যবস্থাকে সকল অপশাসনের উপর বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে সশস্ত্র সংগ্রামে নিহত ব্যক্তিগণ উদ্দেশ্য।

এটা ভাববেন না যে, তারা নিহত হয়ে হারিয়ে গেছে। দুনিয়ার ভোগবিলাস থেকে বঞ্চিত থেকে গেছে; বরং তারা অতি উত্তম স্থানে সর্বোন্নত জীবিকা-প্রাপ্ত হয়ে দিনযাপন করছে।

আল্লাহর পক্ষ থেকে মহা-নেয়ামত পেয়ে তারা যারপরনাই আনন্দিত। দুনিয়াতে যুদ্ধরত সাথীদের সম্পর্কে তারা একে অপরকে সুসংবাদ দেয় যে, অচিরেই তারাও আমাদের সাথে এসে মিলিত হবে। কোনো ভয় ও দুশ্চিন্তা তাদের গ্রাস করতে পারে না। দুনিয়াতে রেখে আসা ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজন নিয়ে তাদের দুঃখবোধ হয় না।

আল্লাহ তা‘লা আমাদেরকে এ মহাসৌভাগ্য অর্জনের তাওফিক দিন। শহীদী মরণ নসীব করুন। নবী ও শহীদগণের সাথে হাশর করুন.. আমীন..!!

কবরে সুখ বা শাস্তি রূহের উপর হবে..

কখনো কখনো তা দেহের সঙ্গে মিলিত অবস্থায়..!

কবরে সুখ বা শাস্তির ব্যাপারে প্রমাণ

কবর হলো পরকাল-যাত্রার প্রথম ঘাটি। সৎকর্মশীলদের জন্য তা স্বস্তি ও আনন্দের ঘর। অসৎকর্মীদের জন্য অন্ধকার ও ভয়াবহ শাস্তির গহ্বর।

নবী করীম সা. বলেন,

إن القبر أول منازل الآخرة ، فإن نجا منه ، فما بعده أيسر ، وإن لم ينج منه ، فما بعده أشد منه

"কবর হলো আখেরাত যাত্রার প্রথম ঘাটি। কবরে যে পার পেয়ে যাবে, পরবর্তী ঘাটিগুলো তার জন্য সহজ হয়ে যাবে। কবরে যে গ্রেফতার হবে, পরবর্তী ঘাটিগুলো তার জন্য কঠিন হয়ে যাবে।" (তিরমিযী-২৩০৮)

* কবরে সুখ বা শাস্তির ব্যাপারে কী প্রমাণ?
* কবরে প্রশ্ন কখন শুরু হয়?
* তারা কি জীবিতদের যিয়ারত বুঝতে পারে?

ভূমিকা

কবরে সুখ বা শাস্তিতে বিশ্বাস করা অদৃশ্য বিষয়াবলীর উপর ঈমানের অন্তর্ভূক্ত। পরকালের প্রতি ঈমান আনয়নের জন্য তা

একটি মৌলিক বিষয়। কবরে ঘটিত সুখ বা শাস্তি সম্পর্কে কুরআন-হাদিসে অসংখ্য দলীল বর্ণিত হয়েছে।

কবরে সুখ বা শাস্তির ব্যাপারে প্রমাণ

ফেরাউনের পরিবার সম্পর্কে আল্লাহ কুরআনে বলেন,

﴿ٱلنَّارُ يُعۡرَضُونَ عَلَيۡهَا غُدُوّٗا وَعَشِيّٗاۚ وَيَوۡمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدۡخِلُوٓاْ ءَالَ فِرۡعَوۡنَ أَشَدَّ ٱلۡعَذَابِ ٤٦﴾ غافر: ٤٦



"সকালে ও সন্ধ্যায় তাদেরকে আগুনের সামনে পেশ করা হয় এবং যেদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন আদেশ করা হবে, ফেরাউন গোত্রকে কঠিনতর আযাবে দাখিল কর।" (সূরা গাফির-৪৬)

কবরে থাকাবস্থায়ই সকাল-সন্ধ্যা তাদের সামনে জাহান্নাম উপস্থাপন করা হয়। আর বিচার-দিবসে তাদেরকে স্থায়ীভাবে জাহান্নামের শাস্তিতে প্রবিষ্ট করানো হবে।

আল্লাহ বলেন,

﴿سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيۡنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٖ ١٠١﴾ التوبة: ١٠١

“আমি তাদেরকে আযাব প্রদান করব দুইবার, তারপর তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে মহান আযাবের দিকে।” (সূরা তাওবা-১০১)

দুনিয়াতে কাফের ও মুনাফিকদেরকে প্রথম আযাব দেয়া হয় দুশ্চিন্তা ও দুরবস্থার মাধ্যমে। দ্বিতীয় শাস্তি দেয়া হয় কবরে। আর বিচার-দিবসে তাদেরকে জাহান্নামের কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ করা হবে।

নবী করীম সা. বলেন,

إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم ..

“.. বান্দাকে যখন কবরস্থ করা হয় এবং সাথীরা তাকে কবরস্থ করে চলে যেতে থাকে, তখন সে তাদের জুতার আঁওয়াজ শুনতে পায়।” (বুখারী-১২৭৩)

পূর্বোক্ত হাদিসে কবরে কাফের বা মুনাফিককে “তোমাদের কাছে প্রেরিত এ পুরুষটি কে?” (অর্থাৎ মোহাম্মাদ সা. সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করা হলে সে উত্তরে বলে- হায়, মানুষ যা বলত, আমিও তাই বলতাম। অতঃপর বলা হবে, তুমি কিছুই জানোনি। কিছুই পড়োনি। বিশাল হাতুড়ি দিয়ে তাকে আঘাত করা হয়। তার চিৎকার জ্বিন-ইনসান ছাড়া সকলই শুনতে পায়।” (বুখারী-১২৭৩)

নবী করীম সা. বলেন,

فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه

"তোমরা ভয়ে দাফন ছেড়ে দেবে- আশংকা না করলে আমি যেমন শুনি তোমাদেরকেও তেমন মৃতের আযাব শুনানোর জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতাম।" (মুসলিম-২৮৬৭)

নবী করীম সা. প্রায়ই দোয়া করতেন,

وأعوذ بك من عذاب القبر

"আমি আপনার কাছে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।" (বুখারী-২৮২৩)

নবীজী বলেন,

عذاب القبر حق

"কবরের শাস্তি সত্য" (বুখারী-১৩৭৩)

কবরের সুখ-শান্তি কাদের জন্য?

কেবল সৎকর্মশীল মুমিনদের জন্য।

আল্লাহ বলেন,

﴿ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَـٰمٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُوا۟ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٢﴾﴾ النحل: ٣٢



“ফেরেশতা যাদের জান কবজ করেন তাদের পবিত্র থাকা অবস্থায়। ফেরেশতাগণ বলেন, তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। তোমরা যা করতে, তার প্রতিদানে জান্নাতে প্রবেশ কর।” (নাহল-৩২)

হাদিসে এসেছে,

ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فأما المؤمن فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله . فيقال له : انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة

“দু’জন ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞেস করে, এই লোকটি সম্পর্কে তুমি কী বল? (অর্থাৎ মোহাম্মাদ সা. সম্পর্কে!) মুমিন উত্তরে বলে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। অতঃপর ঘোষণা হয়, “জাহান্নামে তোমার জায়গার দিকে লক্ষ্য কর, যার পরিবর্তে জান্নাতে আল্লাহ তোমার স্থান নির্দিষ্ট করেছেন।” (বুখারী-১৩৭৪)

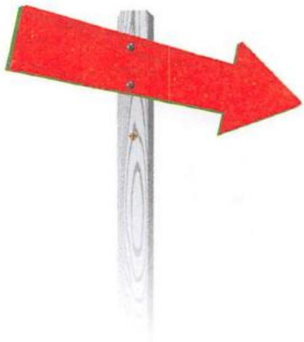
নবীজী সংবাদ দিয়েছেন যে, মুমিনগণ সকল প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে সক্ষম হবে। অতঃপর আসমান হতে ঘোষকের ঘোষণা ভেসে আসবে,

فينادي مناد من السماء أن : قد صدق عبدي ، فأفرشوه من الجنة ، وافتحوا له بابا إلى الجنة ، وألبسوه من الجنة . قال : فيأتيه من روحها وطيبها ويفتح له فيها مد بصره

"আমার বান্দা সত্য বলেছে। সুতরাং তার জন্য জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও! তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি দরজা করে দাও! তাকে জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দাও! অতঃপর তার কাছে জান্নাতের সুবাস ও সুবাতাস আসতে থাকে। কবরকে তার দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেয়া হয়।" (আবু দাউদ)

কবরের শাস্তি কাদের উপর?

আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কবরের শাস্তি সীমালঙ্ঘনকারীদের উপর আপতিত হবে। মূলত তা কাফেরদের জন্য নির্ধারিত। তবে গুনাহের কারণে কতিপয় মুমিনের উপরেও আসবে।



ইবনে আব্বাস রা. বলেন,

مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين ، فقال: إنهما ليعذبان ، وما يعذبان من كبير ثم قال : بلى ، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة ، وأما أحدهما فكان لا يستتر من بوله ، ثم أخذ عودا رطبا فكسره باثنتين ثم غرز كل واحد منهما على قبر ، ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا

"একদা নবী করীম সা. দু'টি কবরের পাশ দিয়ে গমনকালে বলছিলেন, এ দু'জনকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে; তবে বড় কোনো

অপরাধের কারণে নয়- হ্যাঁ.. একজন পরনিন্দা করে বেড়াতো, অপরজন প্রস্রাবের ছিঁটা থেকে বেঁচে থাকত না। অতঃপর তিনি গাছের একটি সিক্ত ঢাল দু'টুকরো করে দুই কবরের উপর গেঁথে দিয়ে বললেন, হয়তো এদু'টো শুষ্ক হওয়া পর্যন্ত তাদের শাস্তি শিথিল করা হবে।" (বুখারী-৬০৫৫)

কবরের উপর খেজুরের ঢাল স্থাপনে কোনো উপকার হয় কি?

উত্তরঃ না..! নবীজীর কাজ কেবল তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট। যেমনটি নবীজী বলেছিলেন,



فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما

"সুপারিশের মাধ্যমে আমি তাদেরকে ক্ষণিকের সুখ দিতে চেয়েছি।"

নবীজীর পর কেউ যদি কবরে এ ধরণের ঢাল স্থাপন করে, বুঝা গেল নিজেকে সে পবিত্র ভাবছে। তার কারণে আল্লাহ কবরের শাস্তি হ্রাস করবেন। তাছাড়া নবীজী কবরের শাস্তি সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে ঢাল স্থাপন করেছিলেন। কার সামর্থ্য আছে কবরের শাস্তি সম্পর্কে অবগত হওয়ার?

কবরে প্রশ্ন কখন শুরু হয়?

উত্তরঃ মৃতের দাফনকার্য সম্পন্ন হওয়ার পর রূহ দেহে ফিরে এলেই জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়। যেমনটি উসমান রা. বলেন,

كان النبي ﷺ إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل

“নবী করীম সা. মৃতের দাফনকার্য সম্পন্ন করে কবরের সামনে দাঁড়িয়ে বলতেন, তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা কর। জিজ্ঞাসাবাদ-কালে অবিচল থাকার দোয়া কর। তাকে এখন প্রশ্ন করা হবে।” (আবু দাউদ-৩২২৩)

কোনো মানুষ কি কবরের আযাব শুনতে পায়?

উত্তরঃ জ্বিন ও মানুষের পক্ষে কবরের আযাব শ্রবণ সম্ভব নয়। যেমনটি পূর্বোক্ত হাদিসে বর্ণিত হয়েছে,



فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين

“.. সে এরকম চিৎকার করে, জ্বিন-ইনসান ব্যতীত সকল কিছুই তা শুনতে পায়..” (মুসনাদে আহমদ-১৮৬৩৭)

চতুষ্পদ জন্তু কবরের আযাব শুনতে পায়। একদা মদিনার দুই ইহুদী মহিলা আয়েশা রা. এর কাছে এসে কবরের আযাব

সম্পর্কে আলোচনা করে। নবীজী ঘরে ফিরলে আয়েশা রা. এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে নবীজী বলেন,

صدقتا ، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم

"তারা সত্যই বলেছে, কবরে মানুষকে এরকম আযাব দেয়া হয় যা সকল চতুষ্পদ জন্তু তা শুনতে পায়।" (মুসলিম-৫৮৬)

তবে কি মৃতও কিছু শুনতে পায়?

উত্তরঃ এ বিষয়ে উলামায়ে কেরাম বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। প্রাধান্য-যোগ্য মত হলো, তারা জীবিতদের কিছুই শুনতে পায় না। আল্লাহর বাণী,

﴿وَمَآ أَنتَ بِمُسۡمِعٖ مَّن فِي ٱلۡقُبُورِ ٢٢﴾ فاطر: ٢٢

"আপনি কবরে শায়িতদেরকে শুনাতে সক্ষম নন" (সূরা ফাতির-২২)

তবে দাফন সম্পন্ন হওয়ার পর মৃত ব্যক্তি প্রত্যাগমন-কারীদের পায়ের আওয়াজ শুনতে পায়। যেমনটি পূর্বোক্ত হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। (বুখারী-মুসলিম)

স্বজনদের আহাজারি ও বিলাপের দরুন মৃতকে কি শাস্তি দেয়া হয়?

উত্তরঃ হ্যাঁ..। যেমনটি নবী করীম সা. বলেছেন,

الميت يعذب في قبره بما نيح عليه

“স্বজনদের আহাজারির দরুন মৃতকে কবরে শাস্তি দেয়া হয়।” (বুখারী-১২৮৬)



প্রশ্ন

মূলত মৃতকে সুখ-শাস্তি প্রদান বা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ তার আমলের প্রেক্ষিতে হয়। এখানে অন্যের বিলাপের দরুন মৃতকে কেন আযাব দেয়া হবে?

উত্তরঃ ইসলামপূর্ব মূর্খতা-যুগে মৃত্যুর পূর্বে মানুষ রোনাজারির অসিয়ত করে যেত। অতি-বিলাপে কাপড় ছিঁড়ে ফেলার কথা বলে যেত। যেন মানুষ বুঝতে পারে লোকটি কত জনপ্রিয় ছিল, কত উত্তম ছিল। সুতরাং কেউ যদি মূর্খতা-যুগের কাণ্ড ঘটায়, তবে অবশ্যই শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। হাদিসে সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

অনেকে হাদিসের অর্থ বলেছেন, মৃত্যুর পর তার জন্য স্বজনরা আহাজারি করবে জেনেও যে ব্যক্তি এ কাজ থেকে বারণ করে যায়নি, তাদেরকেই কবরে শাস্তি দেয়া হবে।

অনেকে বলেছেন, এখানে শাস্তি দ্বারা মৃতের দুঃখবোধ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ ফেরেশতাদের সামনে মৃত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়।

আল্লাহর আমাদেরকে তাঁর রহমতের চাদরে ঢেকে নিন..!!

আক্বীদা,

কবরে সুখ বা শাস্তি অদৃশ্যের বিষয়াবলীর অন্তর্ভূক্ত। এর উপর ঈমান আনয়ন ওয়াজিব। যদিও পঞ্চেন্দ্রিয় তা অনুভব করতে অক্ষম।

বারযাখী জীবনে মানুষের অবস্থা

মানুষের মৃত্যু এবং বিচার-দিবসে তার পুনরুত্থানের অন্তর্বর্তীকালীন আবাসস্থলের নাম বারযাখ; কবরস্থ হোক বা না হোক। মানুষ এবং জিনদের মধ্যে যারাই মৃত্যুবরণ করবে, তারাই বারযাখে চলে যাবে।

বারযাখী জীবনে তাদের অবস্থা তাদের কৃতকর্ম অনুযায়ী নির্ধারণ হয়। বারযাখী জীবনের কিছু অবস্থা সম্পর্কে নবী করীম সা. আমাদেরকে অবহিত করেছেন।

* কবরে মানুষের অবস্থা কীরূপ হবে?
* সুখ কিংবা শাস্তির ধরণ কী?
* এসব কিছুই কি নবীজী স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন?

ভূমিকা

নবী করীম সা. নিজ থেকে বানিয়ে কোনো কথা বলেন না। তাঁর উচ্চারিত সকল বাণীই পালনকর্তার প্রেরিত ওহি। বারযাখী জীবন সম্পর্কে আল্লাহ তাঁর কাছে যে অহি প্রেরণ করেছিলেন, তাই তিনি আমাদের শুনিয়ে গেছেন; বরং কতিপয় অবস্থা তিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন।

পালনকর্তার দয়া অসীম। দয়া তাঁর ক্রোধের অগ্রগামী। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু এবং করুণাময় সুমহান প্রতিপালক। পাশাপাশি তিনি পরাক্রান্ত এবং অতি প্রভাবশালীও। তাঁর ক্রোধ তিনি ছাড়া কেউ নিবারণ করতে সক্ষম নয়। উম্মতকে সতর্ক করতে নবীজী স্বচক্ষে দেখা কিছু শাস্তির বিবরণ শুনিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে সেগুলো ছিল স্বপ্ন। তবে নবীদের স্বপ্ন ওহি'র নামান্তর।

عن سمرة بن جندب ﷺ قال : كان رسول الله ﷺ يقول لأصحابه : هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ . قال : فيقص عليه من شاء الله أن يقص وإنه قال ذات غداة :

إنه أتاني الليلة آتيان وإنهما ابتعثاني وإنهما قالا لي انطلق وإني انطلقت معهما وإنا أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فتدهده الحجر هاهنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل به المرة الأولى قلت : سبحان الله ما هذان؟ قالا لي : انطلق انطلق .

فانطلقت معهما فأتينا على رجل مستلق لقفاه وإذا آخر عليه بكلوب من حديد فإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل

بالجانب الأول فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان ثم يعود فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى قلت سبحان الله ما هذان؟ قالا لي انطلق انطلق .

فانطلقت معهما فأتينا على مثل بناء التنور فإذا فيه لغط وأصوات قال فاطلعنا فإذا فيه رجال ونساء عراة وإذا بنهر لهيب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب تضوضوا قلت لهما ما هؤلاء؟ قالا لي انطلق انطلق .

فانطلقت فأتينا على نهر أحمر مثل الدم وإذا في النهر رجل يسبح وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفرغ له فاه فيلقمه حجرا قلت لهما ما هذان؟ قالا لي انطلق انطلق .

فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة كأكره ما أنت راء رجلا مرآه فإذا عند نار يحشها ويسعى حولها قلت لهما ما هذا؟ قالا لي انطلق انطلق .

فانطلقنا فأتينا على روضة فيها من كل نور الربيع وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط وأحسنه قلت لهما ما هؤلاء؟ قالا لي انطلق انطلق .

فانطلقنا فانتهينا إلى روضة عظيمة لم أر روضة قط أعظم منها ولا أحسن قال قالا لي ارق فيها قال فارتقينا فيها فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها فتلقانا فيها

رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء وشطر كأقبح ما أنت راء قال قالا لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر قال وإذا نهر معترض يجري كأن مائه المحض في البياض فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة .

قالا لي: هذه جنة عدن وهذاك منـزلك قال فسما بصري صعدا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء قال قالا لي هذاك منزلك قال قلت لهما بارك الله فيكما ذراني فأدخله قالا أما الآن فلا وأنت داخله . قلت لهما فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا فما هذا الذي رأيت؟ قالا لي أما إنا سنخبرك

أما الرجل الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة .

وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق .

وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزواني .

وأما الرجل الذي في النهر ويلقم الحجارة فإنه آكل الربا .

وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها فإنه مالك خازن جهنم .

وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم عليه السلام .

وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة .

فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين؟ فقال ﷺ: وأولاد المشركين .

وأما القوم الذين شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم .

ছামুরা বিন জুনদুব রা. বলেন, নবীজী প্রায়ই বলতেন, তোমরা কি স্বপ্নে কিছু দেখেছো? অতঃপর তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত ওহি'র বর্ণনা দিতেন। একদিন সকালে তিনি আমাদের বলছিলেন,

"গতরাতে দু'জন আগন্তুক এসে আমাকে ঘুম থেকে জাগ্রত করে বলল, চলুন! আমি তাদের সাথে চললাম। চলতে চলতে শায়িত এক ব্যক্তির কাছে এলাম, তার পাশে একজন প্রস্তরখণ্ড নিয়ে দাঁড়ানো। শায়িতের মাথায় সে প্রস্তরখণ্ড দিয়ে সজোরে আঘাত করছে। আঘাতের ফলে মাথা বিক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছে। পাথরও ভেঙ্গে চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। পুনরায় সে পাথর একত্রিত করে নিয়ে আসতে আসতে ঐ লোকের মাথা আগের মতো হয়ে যাচ্ছে। অতঃপর আবারও সে সজোরে তার মাথায় আঘাত করছে। আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ.. এটা কী? তারা বলল, চলুন, চলুন!

আমি চললাম। চলতে চলতে চিত করে শায়িত এক ব্যক্তির নিকটে এলাম। তার সামনে বড় বড়শি নিয়ে একজন দাঁড়ানো। সে ঐ লোকের একপাশে গিয়ে বড়শির ধারালো অংশ মুখের ভেতর ঢুকিয়ে সজোরে টেনে চেহারাকে পিঠ পর্যন্ত নিয়ে

আসছে। আবার চোখ ও নাসিকার ভেতর ঢুকিয়ে সজোরে টেনে ছিঁড়ে ঘাড় পর্যন্ত নিয়ে আসছে। অতঃপর সে অপর পাশে গিয়ে সেদিকেও একইরকম করছে। পার্শ্ব পরিবর্তন করতে করতে অপর পার্শ্ব পূর্বের মতো হয়ে যাচ্ছে। জিজ্ঞেস করলাম, সুবহানাল্লাহ.. এটা কী? তারা বলল, চলুন, চলুন!



প্রতীকী চিত্র

আমি তাদের সাথে চললাম। চলতে চলতে একটি চুলা-সদৃশ বিশাল গর্তের কাছে এলাম। গর্তের ভেতর থেকে প্রচণ্ড চিৎকার ও কান্নার আওয়াজ আসছিল। আমি তাদেরকে দেখার চেষ্টা করলাম। দেখি, অসংখ্য নগ্ন নারী-পুরুষ। তাদের নীচ দিয়ে আগুনের নদী প্রবাহিত। যখনই ঐ নদী থেকে অগ্নিশিখা উপরের দিকে আসে, তখনই তারা চিৎকার শুরু করে। আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ.. এটা কী? বলল, চলুন, চলুন!

আমরা চললাম। চলতে চলতে একটি রক্তিম নদীর কাছে এসে উপনীত হলাম। নদীতে একজন সাঁতার কাটছিল। আরেকজন তীরে অনেকগুলো পাথর নিয়ে দাঁড়ানো ছিল। যখনই ঐ সাঁতারু সাঁতার কাটতে কাটতে তীরে এসে মুখ খুলে, তখনই সে তার মুখে পাথরগুলো ঢেলে দেয়। জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? বলল, চলুন, চলুন!

আমরা চললাম। চলতে চলতে এক অতি-বিশ্রী লোকের কাছে এলাম। সে আগুনের পাশে প্রদক্ষিণ করছে। লাকড়ি জমা করে আগুনে দিচ্ছে। ফেরেশতা দু'জনকে জিজ্ঞেস করলাম, কে সে? তারা বলল, চলুন, চলুন!



দুনিয়াতে ব্যবহৃত চুলা,
তবে হাদিসে এটা উদ্দেশ্য নয়

চলতে চলতে ফুলে-ফলে সজ্জিত ও সুশোভিত একটি মনোরম বাগিচার কাছে এলাম, বাগিচার মাঝে দীর্ঘকায় একব্যক্তি। অতি দৈর্ঘ্যের দরুন আকাশের দিকে আমি তার মাথা দেখতে পাচ্ছিলাম না। তার পাশে অসংখ্য সুশ্রী বালক। বললাম, এরা কারা? বলল, চলুন, চলুন!

আমরা চললাম। চলতে চলতে একটি সুদীর্ঘ ও বৃহৎ বাগানের কাছে এসে উপনীত হলাম। এরকম সুদীর্ঘ ও বিরাট বাগান ইতিপূর্বে কখনই দেখিনি। ফেরেশতা দু'জন আমাকে সেই বাগানে উঠতে বললে আমি তাতে ওঠে গেলাম। ভেতরে গিয়ে স্বর্ণ-রূপার ইট দিয়ে তৈরি একটি শহর দেখতে পেলাম। কাছে এসে শহরের প্রধান ফটক খুলতে বললে আমাদের জন্য ফটক খুলে দেয়া হলো। সেখানে কিছু লোক দেখতে পেলাম, যাদের অর্ধাঙ্গ অতি-সুন্দর এবং অর্ধাঙ্গ অতি-কুৎসিত। ফেরেশতা দু'জন তাদের বললেন, তোমরা ঐ নদীতে ডুব দিয়ে এসো! দেখলাম,

একটি প্রবহমান নদী, যার পানি দুধের চেয়েও সাদা। তারা গিয়ে সে নদীতে ডুব দিয়ে ফিরে আসল। দেখলাম, দৈহিক বীভৎসতা দূর হয়ে তারা অতি-সুদর্শনে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।
ফেরেশতা দু'জন বললেন, এটি হলো "জান্নাতে আদন"। আর ওই হলো আপনার মাক্বাম। আমি উপরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম খণ্ড মেঘ-সদৃশ একটি প্রাসাদ। বলল, এ হলো আপনার বাড়ী। আমি বললাম, আল্লাহ তোমাদেরকে কল্যাণ দিন, আমাকে আমার বাড়ীতে প্রবেশ করতে দাও! তারা বলল, এখনই নয়। তবে অচিরেই আপনি তাতে প্রবেশ করবেন।
ফেরেশতা দু'জনকে বললাম, আজরাত অনেক অত্যাশ্চর্য বিষয় প্রত্যক্ষ করলাম, এগুলো কী ছিল? তারা বলল, অচিরেই আপনাকে সেগুলো সম্পর্কে অবহিত করব।
প্রথম যাকে আপনি দেখেছেন পাথর মেরে মাথাকে পিষে ফেলা হচ্ছে, সে কুরআন গ্রহণ করেও প্রত্যাখ্যান করত। ফরয নামায না পড়ে ঘুমিয়ে থাকত।
অতঃপর যাকে মাথা থেকে চোয়াল পর্যন্ত ধারালো বড়শি দিয়ে ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে, সে সকালে ঘর থেকে বের হয়ে মিথ্যা-রটনা করত আর দিকদিগন্তে (চতুর্দিকে) তা ছড়িয়ে পড়ত।
অতঃপর চুলা-সদৃশ ভয়ানক অগ্নিগর্ভে যেসব নগ্ন নারী-পুরুষ দেখেছেন, তারা হলো ব্যভিচারী সম্প্রদায়।
অতঃপর যে সাঁতারুকে রক্তিম নদীর তীরে এসে পাথর গলদগরন করতে দেখেছেন, সে হলো সুদ-ভক্ষক।

অতঃপর যে বীভৎস লোকটিকে আপনি আগুনের পাশে বসে অগ্নি প্রজ্বলিত করতে দেখেছেন, সে হলো জাহান্নামের দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতা “মালেক”।

অতঃপর মনোমুগ্ধকর বাগিচায় যে দীর্ঘকায় লোকটিকে আপনি দেখেছেন, তিনি হলেন ইবরাহীম আ.। আর তার আশপাশের সুদর্শন বালকেরা হলো পনের বৎসরের নীচে মৃত্যুবরণকারী শিশুসকল।

একজন জিজ্ঞেস করল, মুশরিকদের শিশুদের কী পরিণতি হবে হে আল্লাহর রাসূল? উত্তরে বললেন, তারাও ইবরাহীম আ. এর সাথে সেখানেই থাকবে। (বুখারী-৭০৪৭)

পরিশেষে যে জাতিকে আপনি অর্ধাঙ্গ সুদর্শন এবং অর্ধাঙ্গ কুৎসিত দেখেছেন, তারা হলো সৎকর্মের সাথে অসৎকর্ম মিশ্রণকারী মুমিন, যাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন।

আল্লাহ তা‘লা আমাদের সকলকে তাঁর রহমতের চাদরে ঢেকে নিন!

কবরের শাস্তি যন্ত্রণাদায়ক ঠিক;

তবে পরকালের শাস্তি অতি-যন্ত্রণাদায়ক ও অধিক স্থায়ী।

কবরে শাস্তির কারণ

কবরে সুখ বা শাস্তির অনেকগুলো কারণ রয়েছে। আল্লাহ তা'লা আমাদের জন্য হালাল এবং হারামকে স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছেন। হেদায়েত এবং গোমরাহি পৃথক করে দিয়েছেন। সুতরাং কারও প্রতি আল্লাহ বিন্দুমাত্র জুলুম করবেন না।

* কবরে আযাবের কারণগুলো কী কী?
* কবরে সুখের আমলসমূহ কী কী?
* কীভাবে মানুষ কবরের জন্য প্রস্তুতি নিবে?

ভূমিকা

প্রত্যেক শরীয়ত অধ্যয়নকারীর সামনেই বিষয়টি স্পষ্ট। অনেক আমল সে পাবে, যেগুলোর ব্যাপারে শাস্তির হুমকি এসেছে; সেগুলো পরিত্যাগ করে কবরের শাস্তি হতে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব।

শিরক ও কুফর

শিরক হলো মহাপাপ। শিরক মানে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য উপাসনা



সাব্যস্ত করা; প্রার্থনায় হোক, নামাযের ক্ষেত্রে হোক, পশু জবাইয়ের ক্ষেত্রে হোক বা সাহায্য কামনার ক্ষেত্রে হোক!

কবরের শাস্তির বিবরণ দিতে গিয়ে নবী করীম সা. বলেছিলেন,

ثم يقبض الله له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبلا لصار ترابا ! فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين ، فيصير ترابا ، ثم تعاد فيه الروح.

"অতঃপর তার শাস্তির জন্য এক অন্ধ ও বধির ফেরেশতা নিয়োজিত করেন, যার হাতে থাকে একটি বিশাল হাতুড়ি, তা দিয়ে যদি সে পর্বতকে আঘাত করে তবে পর্বত নিমিষেই মাটির সাথে মিশে যাবে। হাতুড়ি দিয়ে সে তাকে একটি আঘাত করে, তার চিৎকার মানুষ ও জিন ছাড়া সকলেই শুনতে পায়। আঘাতের ফলে সে মাটির সাথে মিশে যায়। অতঃপর আল্লাহ তাকে পুনরায় জীবিত করে পূর্বের মতো করে দেন।"

উক্ত হাতুড়ির বিবরণ অপর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে,

لو اجتمع عليها من بين الخافقين لم يقلوها

"প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সকল মানুষ মিলেও যদি তা উঠাতে চায়, তবে সকলেই অপারগ হয়ে যাবে।" (বায়হাকী)

প্রস্রাবের ছিঁটা থেকে অসচেতনতা

অর্থাৎ প্রস্রাবকালে ছিঁটা এবং শেষে প্রস্রাবের ফোটা থেকে পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন না করা। যদ্দরুন কাপড়ের মধ্যে তার প্রতিক্রিয়া থেকে যায়। নবী করীম সা. বলেন,

عامة عذاب القبر من البول



"কবরের অধিকাংশ শাস্তিই প্রস্রাবের ছিঁটা থেকে অসচেতনতার দরুন হবে।" (মুস্তাদরাকে হাকিম-৬৫৪) সুতরাং প্রতিটি মুসলিমকে তার দেহ, বস্ত্র ও নামাযের স্থান সদা পবিত্র রাখতে অধিক মনযোগী হওয়া উচিত।

পরনিন্দা



ঝগড়া ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একজনের দোষ অন্যজনের কাছে বর্ণনা করা। ইবনে আব্বাস রা. বলেন,

مر النبي ﷺ على قبرين ، فقال: إنهما ليعذبان ، وما يعذبان من كبير ، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة ، وأما أحدهما فكان لا يستتر من بوله ،

ثم أخذ عودا رطبا فكسره باثنتين ثم غرز كل واحد منهما على قبر ، ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا

"একদা নবী করীম সা. দু'টি কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে বলছিলেন, এ দু'জনকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে, তবে বড় কোনো অপরাধকে কেন্দ্র করে নয়; একজনকে প্রস্রাবের ছিঁটা থেকে অসচেতন থাকায় আর অপরজনকে মন্দালোচনা বলে বেড়ানোর দরুন। অতঃপর নবীজী খেজুর বৃক্ষের একটি সিক্ত ঢাল ভেঙ্গে দু'টুকরা করে দুই কবরের উপর গেঁথে দিয়ে বললেন, এগুলো শুষ্ক হওয়া পর্যন্ত হয়ত তাদের শাস্তি হ্রাস করা হতে পারে।" (বুখারী-২১৩)

সুতরাং গীবত বা পরনিন্দায় অভ্যস্তদের জন্য বারযাখী জীবনে চরম শাস্তি অপেক্ষা করছে। নবী করীম সা. বলেন,

لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت : من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم

"মে'রাজের রাত্রিতে একদল লোককে দেখেছি যাদের নখসমূহ পিতলের। ধারালো নখগুলো দিয়ে তারা নিজেদের চেহারা ও বক্ষগুলো আঁচড়িয়ে ক্ষতবিক্ষত করছে। জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা হে জিবরীল? বললেন, এরা মানুষের মাংস ভক্ষণ করত ও তাদের দোষত্রুটি বলে বেড়াত।" (আবু দাউদ)

যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদে চুরি (দুর্নীতি)

অর্থাৎ আল্লাহর জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের পথে যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদে বণ্টনের পূর্বেই চুরি করে নেয়া। কুরআনুল কারীমে এ ব্যাপারে কঠিন শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে,

﴿وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ﴾ آل عمران: ١٦١

"যে ব্যক্তি যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদে চুরি করবে, চুরিকৃত সম্পদ নিয়েই সে বিচারদিবসে উপস্থিত হবে।" (সূরা আলে ইমরান-১৬১)

عن أبي هريرة ﷺ قال : افتتحنا خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضة إنما غنمنا البقر والإبل والمتاع والحوائط ، ثم انصرفنا مع رسول الله ﷺ إلى وادي القرى ومع عبد له يقال له مدعم أهداه له أحد بني الضباب . فبينما هو يحط رحل رسول الله ﷺ إذ جائه سهم عائر حتى أصاب ذلك العبد ، فقال الناس : هنيئا له الشهادة . فقال رسول الله ﷺ : بل والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي ﷺ بشراك أو شراكين فقال هذا شيء كنت أصبته ، فقال رسول الله ﷺ : شراك أو شراكان من النار .

আবু হুরায়রা রা. বলেন, "খায়বার যুদ্ধে আমরা কোনো স্বর্ণ-রূপা গনিমতরূপে পাইনি; সেদিন শুধু গরু, ছাগল, উট, গৃহ-সরঞ্জাম ও কিছু লাকড়ি পেয়েছিলাম। যুদ্ধ-শেষে আমরা নবীজীর সাথে

ওয়াদিয়ে কুরা'য় ফিরে এলাম। নবীজীর সাথে বনী দাবাব এর জনৈক ব্যক্তি থেকে উপঢৌকনে প্রাপ্ত কৃতদাস 'মিদআম'ও ছিল। সে নবীজীর বাহন থেকে সরঞ্জাম নামাচ্ছিল, এমনসময় একটি তীর এসে তার দেহে বিদ্ধ হলে সাথে সাথে সে মৃত্যুবরণ করল। মানুষজন বলতে লাগল! কতই না উত্তম শাহাদাত! একথা শুনে নবী করীম সা. বললেন, বরং আল্লাহর শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, খায়বার যুদ্ধে যে চাদর সে পেয়েছিল, তা গনিমতে বণ্টিত ছিল না। অবশ্যই সেটি আগুন হয়ে তার শাস্তির উপকরণ হবে। একথা শুনে একব্যক্তি জুতার ফিতা নিয়ে এসে বলল, এই বস্তুটিও আমি সেখান থেকে নিয়েছিলাম। নবীজী বললেন, সামান্য জুতার ফিতা হলেও সেটি তার জন্য আগুন হয়ে আসবে।" (বুখারী-৬৭০৭)

বিনা কারণে রমযানে রোযা ভেঙ্গে ফেলা

রমযান মাসে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোযা পালন ফরয। সূর্যাস্তের পূর্বে কোনোভাবেই রোযা ভাঙ্গা বৈধ নয়। অন্যথায় সে অপরাধী সাব্যস্ত হবে। নবী করীম সা. বলেন,



بينا أنا نائم إذ أتاني رجلان ، فأخذا بضبعي ، فأتيا بي جبلا ، فقالا لي : اصعد ،

فقلت : إني لا أطيق ، فقالا، إن سنسهله لك ، فصعدت ، حتى كنت في سواء الجبل إذا أنا بأصوات شديدة ، قلت : ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا هو عواء أهل النار ، ثم انطلق بي ، فإذا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم دما ، فقلت : ما هؤلاء ؟ قال: هؤلاء يفطرون قبل تحلة صومهم .

"একদা আমি নিদ্রায় ছিলাম, দু'জন ব্যক্তি এসে দুই বাহু ধারণ করে আমাকে একটি পর্বতের কাছে নিয়ে এসে বলল, আরোহণ করুন! আমি বললাম, আমি তো আরোহণ করতে অক্ষম। তারা বলল, আমরা আপনাকে সহজ করে দেব। অতঃপর আমি আরোহণ করে পাহাড়ের মধ্যস্থলে উপনীত হয়ে গগনবিদারী কিছু চিৎকার ও আর্তনাদ শুনতে পেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, এগুলো কীসের আওয়াজ? তারা বলল, এগুলো জাহান্নামবাসীর আর্তনাদ। অতঃপর তারা আমাকে নিয়ে চলল। পথিমধ্যে একদল লোককে পায়ের গোছায় বাঁধা অবস্থায় উপরের দিকে ঝুলন্ত দেখলাম। আর তাদের মুখ দিয়ে রক্ত নির্গত হচ্ছে। জিজ্ঞেস করলাম, ওরা কারা? বলল, ওরা সূর্যাস্তের পূর্বেই রোযা ভেঙ্গে ফেলত।" (মুস্তাদরাকে হাকিম-১৫৬৮)

এই হলো কুরআন-হাদিসের আলোকে বারযাখী জীবনের কিছু বর্ণনা।

ফায়দা,

কবর-বাসীর অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত হলেই কবরের জন্য প্রস্তুতি নেয়া ও কবরের শাস্তি হতে বাঁচা সম্ভব হবে।

কবরের শাস্তি হতে মুক্তির উপায়

মুসলিম সবসময় কিছু বিষয় অর্জন এবং কিছু বিষয় বর্জনের জন্য আদিষ্ট। যেন সে এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে পারে। নবী করীম সা. কবরের শাস্তি হতে মুক্তি দানকারী কিছু আমলের কথা বলে গেছেন,

* কী সেই আমল?
* এ সকল আমল কেনইবা প্রাধান্যযোগ্য?
* এসব আমলের কী মর্যাদা?

ভূমিকা

সৎকর্ম সবসময় বান্দার জন্য লাভজনক হয় এবং দুনিয়া ও আখেরাতে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে। সৎকর্মসমূহের কিছু ভাগ ও কিছু স্তর রয়েছে। নবী করীম সা. কবরের শাস্তি হতে মুক্তিদানকারী কিছু আমলের কথা বিশেষভাবে বলে গেছেনঃ

নামায

নামায হলো সর্বশ্রেষ্ঠ এবাদত। যে নামাযকে সংরক্ষণ করল, সে দ্বীনকে সংরক্ষণ করল। যে নামাযকে বিনষ্ট করল, সে দ্বীনকে

ধ্বংস করল। নামায মানুষকে কবরের আযাব থেকে পরিত্রাণ দেয়।



যাকাত

যাকাত ইসলামের মৌলিক স্তম্ভগুলোর একটি। যাকাত হলো সম্পদের মধ্যে আল্লাহর অধিকার।



রোযা

এটিও ইসলামের মৌলিক স্তম্ভগুলোর একটি। ফরয রোযা হলো রমযান মাসের রোযা। নফল রোযাসমূহের মধ্যে প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার রোযা, আশুরার দিন রোযা এবং আরাফার দিন রোযা ইত্যাদি.. অন্যতম।



কল্যাণকাজ

যেমন, সৎকাজের আদেশ, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ এবং মানুষের মাঝে মীমাংসা স্থাপন ইত্যাদি।

সাদকা ও আত্মীয়দের খোঁজ

কেবল টাকা নয়; বরং সম্পদ, বস্ত্র বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু দিয়েও সাদকা হতে পারে। আত্মীয়দের খোঁজ বলতে- পিতামাতার খোঁজ নেয়া, তাদের প্রয়োজনগুলো পূর্ণ করা। তাদের প্রতি দয়াশীল হওয়া।



উত্তম কাজ

যেমন, সদা হাসিমুখে থাকা, সবসময় মানুষকে উপদেশ দেয়া এবং তাদের জন্য কল্যাণ কামনা করা ইত্যাদি।

করুণা করা

সম্পদ দিয়ে হোক, কথা দিয়ে হোক বা উত্তম শিষ্টাচার দিয়ে হোক।

নবী করীম সা. উপরোক্ত সবগুলো আমল একত্রে বর্ণনা করেছেন,

والذي نفسي بيده إنه ليسمع خفق نعالهم حين يولون عنه فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه والزكاة عن يمينه والصوم عن شماله وفعل الخيرات

والمعروف والإحسان إلى الناس من قبل رجليه فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ليس قبلي مدخل فيؤتى عن يمينه فتقول الزكاة ليس من قبلي مدخل ثم يؤتى عن شماله فيقول الصوم ليس من قبلي مدخل ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات والمعروف والإحسان إلى الناس ليس من قبلي مدخل..

"ঐ সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, নিশ্চয় দাফনকৃত ব্যক্তি কবরস্থকারীদের প্রস্থানকালে তাদের পায়ের আওয়াজ শুনতে পায়। যদি সে মুমিন হয়ে, তবে নামায তার মাথার পাশে থাকে। যাকাত তার ডানদিকে থাকে। রোযা তার বাম দিকে থাকে। কল্যাণকাজ এবং মানুষের প্রতি দয়া তার পায়ের দিকে থাকে। ফেরেশতা তার মাথার পাশ দিয়ে আসতে চাইলে নামায বলে, এ দিক দিয়ে যাওয়ার পথ নেই। অতঃপর ডানদিক দিয়ে আসতে চাইলে যাকাত বলে, এদিক দিয়ে যাওয়ার পথ নেই। বাম দিক দিয়ে আসতে চাইলে রোযা বাঁধা দিয়ে বলে, যাওয়ার সুযোগ নেই। পায়ের দিক দিয়ে গমন করতে চাইলে কল্যাণকাজ বাঁধা দিয়ে বলে, পথ নেই।" (মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা-১২০৬২)

অপর বর্ণনায় নবী করীম সা. বলেন,

إذا دخل الإنسان قبره : فإن كان مؤمنا أحف به عمله الصلاة والصيام قال: فيأتيه الملك من نحو الصلاة فترده ومن نحو الصيام فيرده..

"মানুষ যখন কবরে প্রবেশ করে, মুমিন হয়ে থাকলে তখন তার সৎকর্মগুলো তাকে ঘিরে রাখে। ফেরেশতা নামাযের দিক দিয়ে আসতে চাইলে নামায তার গতিরোধ করে। রোযার দিক দিয়ে আসতে চাইলে রোযা গতিরোধ করে..।" (মুসনাদে আহমদ-২৬৯৭৬)

আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া

অধিক পরিমাণে আল্লাহর কাছে দোয়া করা। তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা। কারণ, তিনি ব্যতীত রক্ষাকারী কেউ নেই। নবী করীম সা. বলতেন,

اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر

"হে আল্লাহ, আমি আপনার আশ্রয় চাচ্ছি অপারগতা, অলসতা, কাপুরুষতা, ব্যয়কুণ্ঠতা, বার্ধক্য এবং কবরের আযাব হতে।" (মুসলিম-৭০৪৮)

قال سعد بن أبي وقاص ﷺ : كان النبي ﷺ يعلمنا هؤلاء الكلمات كما تعلم الكتابة : اللهم إني أعوذ بك من البخل ، وأعوذ بك من الجبن ، وأعوذ بك من أن نرد إلى أرذل العمر ، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر .

সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রা. বলেন, হাতের লেখা যেমন শেখানো হয়, ঠিক-তেমন নবী করীম সা. আমাদেরকে এ কথাগুলো শিক্ষা দিতেন-

(অর্থঃ-) "হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি আপনার আশ্রয় চাচ্ছি কৃপণতা থেকে। আপনার আশ্রয় চাচ্ছি ভয় থেকে এবং আশ্রয় চাচ্ছি অতি-বার্ধক্যে উপনীত হওয়া থেকে।



আশ্রয় চাচ্ছি দুনিয়ার ফেতনা এবং কবরের শাস্তি থেকে।" (বুখারী-৬০২৭)

قالت عائشة رضي الله عنها : كان رسول الله ﷺ كثيرا ما يدعو بهؤلاء الكلمات :

اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار ، وعذاب النار ، وفتنة القبر ، وعذاب القبر ، وشر فتنة المسيح الدجال ، وشر فتنة الفقر ، وشر فتنة الغنى .

আয়েশা রা. বলেন, "বেশীর ভাগ সময় নবী করীম সা. এ দোয়াগুলো বলতেন, "হে আল্লাহ, আমি আশ্রয় চাচ্ছি আপনার কাছে অগ্নিপরীক্ষা, জাহান্নামের শাস্তি, কবরের পরীক্ষা, কবরের শাস্তি, দাজ্জালের ভয়ানক ফেতনা, দারিদ্র্যের পরীক্ষা এবং ধনৈশ্বর্যের পরীক্ষার অনিষ্ট থেকে।" (ইবনে মাজা-৩৮৩৮)

ঠিক তেমনি মৃতকে কবরের শাস্তি হতে মুক্ত করতে দোয়ার কথা বলা হয়েছে।

নবী করীম সা. এক জানাযার দোয়ার মধ্যে বলছিলেন,

اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ، وأكرم نـزله ، ووسع مدخله ، واغسله بالماء والثلج والبرد ، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، وأبدله دارا خيرا من داره ، وأهلا خيرا من أهله ، وزوجا خيرا من زوجه ، وأدخله الجنة ، وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار

"হে আল্লাহ, তাকে দয়া করুন, ক্ষমা করুন ও তার ত্রুটিগুলো মার্জনা করুন। তার জন্য উত্তম ঠিকানা নির্ধারণ করুন। তার কবর প্রশস্ত করে দিন। বরফের শীতল পানি দিয়ে তাকে ধুয়ে দিন। কাপড় যেমন ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয়, তাকেও তেমন পাপ থেকে ধুয়ে পবিত্র করে দিন। তাকে দুনিয়ার জীবন অপেক্ষা উত্তম জীবন, দুনিয়ার পরিবার অপেক্ষা উত্তম পরিবার এবং দুনিয়ার স্ত্রী অপেক্ষা উত্তম স্ত্রী দান করুন। তাকে জান্নাত দিন। কবরের আযাব থেকে তাকে রক্ষা করুন। জাহান্নামের শাস্তি হতে তাকে মুক্তি দিন।" (মুসলিম-২২৭৬)

কবরের আযাব হতে মুক্তিপ্রাপ্ত যারা..

কবরের আযাব থেকে মুক্তির আমল বর্ণনার পাশাপাশি নবী করীম সা. কবরের শাস্তি হতে মুক্তিপ্রাপ্ত লোকদের কথাও বলে গেছেনঃ

১। শহীদ

কেবল আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করতে যে মুজাহিদ যুদ্ধ করতে করতে নিহত হলো, সেই শহীদ।



سأل رجل رسول الله ﷺ فقال: ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال ﷺ : كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة

একব্যক্তি নবী করীম সা. কে জিজ্ঞেস করল, সকল মুমিনকেই কবরে পরীক্ষা করা হবে, কিন্তু শহীদদেরকে করা হবে না কেন? নবীজী উত্তর দিয়েছিলেন, "যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের মাথার উপর তরবারির ঝলকানি-ই তাদেরকে কবরের পরীক্ষা থেকে মুক্তি দেবে।" (বায়হাকী-২১৮০)

হাদিসের মর্ম হলো, যুদ্ধক্ষেত্রে মুজাহিদের অবিচলতার দ্বারাই তার ঈমানের পরীক্ষা হয়ে যায়। আমৃত্যু দ্বীনের উপর অটল থাকার নিশ্চয়তা পাওয়া যায়। ফলে দ্বিতীয়বার আর তাকে পরীক্ষা করার প্রয়োজন হয় না। কবরে প্রশ্নোত্তরের দরকার হয় না।



২। আল্লাহর পথের প্রহরী

অর্থাৎ পাহারা দিতে গিয়ে গুহায় অবস্থান করা।

শত্রুদের প্রবেশ রুখতে ইসলামের সীমান্ত পাহারা দেয়া। ঘরবাড়ী ত্যাগ করে যারা ইসলামের জন্য লড়াই করছে, মুসলমানদের ইজ্জত-সম্মান রক্ষার্থে যুদ্ধ করছে, আল্লাহর নিকট তাদের মর্যাদা অপরিসীম।

قال ﷺ : كل ميت يختم على عمله ، إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله ، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن من فتنة القبر.

নবী করীম সা. বলেন, "মৃত ব্যক্তির আমল মৃত্যুর সাথে সাথে শেষ হয়ে যায়। তবে আল্লাহর রাস্তায় থাকাকালীন মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তির আমলনামা কেয়ামত পর্যন্ত লিপিবদ্ধ হতে থাকে। কবরের আযাব থেকে তাকে মুক্তি দেয়া হয়।" (তিরমিযী-১৬২১)

وقال ﷺ : رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه

নবী করীম সা. বলেন, "একদিন একরাত্রি আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দেওয়া একমাস বিরামহীন রোযা ও তাহাজ্জুদ অপেক্ষা উত্তম।" (মুসলিম-৫০৪৭)

৩। উদর ব্যাধিতে মৃত্যুবরণকারী

বিপদে পাপ মুছন হয় এবং আল্লাহর নিকট ব্যক্তির মর্যাদা উন্নীত হয়। রোগব্যাধিতে মৃত্যুবরণ দেহের জন্য অন্যতম বিপদ।

قال ﷺ : من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره

নবী করীম সা. বলেন, “উদর যাকে হত্যা করল, কবরে কখনই তার শাস্তি হবে না।” (তিরমিযী, নাসাঈ)

অর্থাৎ পেটে সৃষ্ট রোগ যথা হৃদরোগ, কিডনি রোগ ইত্যাদি ব্যাধিতে যাদের মৃত্যু হলো।

বুখারী শরীফে বর্ণিত অপর হাদিসে

والمبطون شهيد

“পেটে সৃষ্ট ব্যাধিতে মৃত্যুবরণকারী শহীদ” বলা হয়েছে।

৪। প্রতিরাতে ‘সূরা মুলক’ পাঠ

আল-কুরআন সবটুকুই কল্যাণবাহী। কিছু কিছু সূরাকে নবী করীম সা. বিশেষ মর্যাদাবান বলে আখ্যা দিয়েছেন। সূরায়ে তাবারাক’কে কবরের শাস্তি হতে মুক্তিদায়ক বলা হয়েছে,



سورة الملك هي المانعة من عذاب القبر

“সূরায়ে মুলক কবরের আযাবকে প্রতিরোধ করে” (ইবনে মারদুয়াই, সহীহ)

وعن عبدالله بن مسعود ﷺ قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر ، وكنا في عهد رسول الله

ﷺ نسميها المانعة ، وإنها في كتاب الله ، سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وطاب.

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ রা. বলেন, "প্রতিরাতে যে ব্যক্তি সূরায়ে তাবারাক পাঠ করবে, তার উপর থেকে আল্লাহ কবরের আযাব উঠিয়ে নেবেন। রাসূলের জামানায় আমরা এ সূরাকে 'প্রতিরোধক সূরা' বলতাম। আরও বলতাম, আল্লাহর কিতাবে এমন একটি সূরা রয়েছে, যে প্রতিরাতে তা পাঠ করবে, সে অনেক পুণ্য অর্জন করবে এবং উত্তম বস্তু লাভ করবে।" (নাসাঈ-১০৫৪৭)



ফায়দা,

কবর প্রত্যেক কবরস্থকে একবার আলিঙ্গন করবে। যেমনটি সা'দ বিন মুয়ায রা. সম্পর্কে নবী করীম সা. বলেছেন,

هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء ، وشهده سبعون ألفا من الملائكة ، لقد ضم ضمة ثم فرج عنه

"এই সেই ব্যক্তি যার জন্য আরশ কেঁপে উঠেছে। আসমানের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়েছে। সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য সাক্ষী হয়েছে। একবার তাকে আলিঙ্গন করে পরক্ষণেই ছেড়ে দেয়া হয়েছে।" (নাসাঈ)

কবরের আযাব থেকে মুক্তিদায়ক আমলসমূহ আদায় করুন, সুখী হবেন, অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবেন।

যে সকল সৃষ্টি ধ্বংস হবে না

আল্লাহ তা'লা ব্যতীত সকল কিছুই একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। যেমনটি আল্লাহ নিজেই বলেছেন,

﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝٢٦ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَٰلِ وَٱلْإِكْرَامِ ۝٢٧ ﴾

الرحمن: ٢٦ - ٢٧

"ভূপৃষ্ঠের সকল কিছুই ধ্বংসশীল। একমাত্র আপনার মহিমায় ও মহানুভব পালনকর্তার সত্তা ছাড়া।" (সূরা আর-রাহমান ২৬-২৭)

হ্যাঁ.. পৃথিবীর সকল বস্তুই ধ্বংসের সম্মুখীন হয়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে। তবে কুরআন-হাদিসে কোনো কোনো সৃষ্টির ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম বর্ণিত হয়েছে।

* তবে কোনো সেই সৃষ্টি?
* ধ্বংস হবে না মানে কী?

ভূমিকা

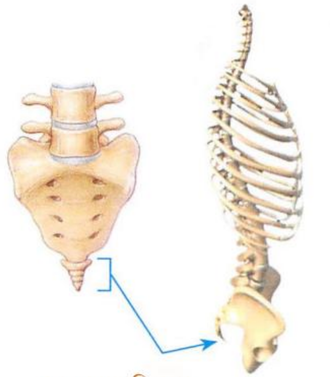
আল্লাহ তা'লা যাকে ইচ্ছা করবেন ধ্বংস করে দেবেন। যাকে ইচ্ছা করবেন জীবিত রাখবেন। ইচ্ছা ও ক্ষমতার মালিক

একমাত্র আল্লাহ। আটটি বস্তু ব্যতীত সকল কিছুই তিনি ধ্বংস করে দেবেন।

১। মেরুদণ্ডের নিম্নাংশ

মানুষের এ অঙ্গটি ছাড়া সকল কিছুই মাটি খেয়ে ফেলবে। এ থেকেই আল্লাহ তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন।

قال ﷺ : كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب



মেরুদণ্ডের নিম্নাংশ

নবী করীম সা. বলেন, "মেরুদণ্ডের নিম্নদেশ ব্যতীত আদম-সন্তানের প্রতিটি অঙ্গই মাটি খেয়ে ফেলবে। এ থেকেই মানুষের সৃষ্টি এবং এ থেকেই তার দেহ পুনর্গঠিত হবে।" (মুসলিম-৭৬০৩)

২। রূহ

রূহ বা আত্মার প্রকৃতি সম্পর্কে আল্লাহ ব্যতীত কেউ অবগত নয়। তবে দেহের আন্দোলন ও জীবন কেবল রূহের অস্তিত্বের কারণেই হয়ে থাকে। রূহ দেহ-বিচ্ছেদ করে আসমানে চলে গেলে তা মৃত সাব্যস্ত হয়। সৎ হলে আসমানের দরজাগুলো

খুলে দেয়া হয়। অসৎ হলে সকল দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়। সর্বাবস্থায়ই রূহ পুনরায় দেহে ফিরে আসে।

রূহ কখনই ধ্বংস হবে না। যেমনটি নবী করীম সা. শহীদদের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন,

أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل

"শহীদদের রূহগুলো সবুজ পাখির দেহে প্রবেশ করানো হয়। আরশের সাথে বহু উজ্জ্বল ঝুলন্ত প্রদীপ রয়েছে, জান্নাতে বিচরণ করে তারা পুনরায় ঐ প্রদীপসমূহের কাছে ফিরে আসে।" (মুসলিম-৪৯৯৩)

আর মুমিনদের রূহের ব্যাপারে বলেন,

إنما نسمة المؤمن طائر في شجر الجنة حتى يبعثه الله عز وجل إلى جسده يوم القيامة

নবী করীম সা. বলেন, "নিশ্চয় মুমিনের রূহ জান্নাতের বৃক্ষসমূহে বিচরণ করে। শেষপর্যন্ত পুনরুত্থান দিবসে তাদেরকে নিজ নিজ দেহে প্রবেশ করানো হবে।" (নাসাঈ-২২০০)

৩। জান্নাত ও জাহান্নাম

আনুগত্যশীল বান্দাদের পুরস্কৃত করতে এবং অবাধ্যদের শাস্তি দিতে আল্লাহ তা'লা জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন।

এতদুভয় কখনই ধ্বংস হবার নয়। যেমনটি আল্লাহ নিজেই বলেছেন,

﴿خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدٗاۖ﴾ النساء: ١٢٢

"সেখানে তারা চিরকাল বাস করবে" (সূরা নিসা-৫৭)

৪। আরশ

আরবী 'আরশ' এর আভিধানিক অর্থ সিংহাসন, যার উপর রাজা-বাদশাহগণ উপবেশন করেন। আমাদের মহান প্রতিপালকের জন্যও একটি আরশ রয়েছে, যা আপন সত্তার মহত্ব ও বড়ত্বের সহিত অতি-মানানসই। আল-কুরআনের সাতটি স্থানে তিনি আরশে সমাসীন হওয়ার বিষয় বর্ণনা করেছেন,

﴿ٱلرَّحۡمَٰنُ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىٰ ۝٥﴾ طه: ٥

"তিনি পরম দয়াময়, আরশে সমাসীন হয়েছেন।" (সূরা ত্বাহা-৫)

﴿ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰ عَلَى ٱلۡعَرۡشِۖ﴾ الأعراف: ٥٤

"অতঃপর আরশে সমাসীন হয়েছেন" (সূরা আ'রাফ-৫৪)

আরশ হলো প্রথম সৃষ্টি। স্থায়ী রূপেই তাকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। কেয়ামতের ফুঁৎকারে অন্যসব সৃষ্টির মতো তা ধ্বংস হবে না।

৫। কুরসি

ইবনে আব্বাস রা. এর বর্ণনানুযায়ী কুরসি হলো আল্লাহর দুই কদম মুবারক রাখার স্থান। কুরসি কখনো ধ্বংস হবে না।

৬। হুর

হুর হলো জান্নাতবাসীর বিনোদনের জন্য তৈরি অনিন্দ্য সুন্দর রমণীসকল। অন্যসব সৃষ্টির মতো কখনই তারা ধ্বংস হবে না।

৭। লাওহ

লাওহ হলো সংরক্ষিত ফলক, যেখানে আল্লাহ তা'লা সকল বান্দার ভাগ্য লিখে রেখেছেন। লাওহ কখনই ধ্বংস হবে না।

৮। ক্বলম

এটি ঐ কলম, যাকে আল্লাহ সৃষ্টি করে সকল বান্দার ভাগ্য লিখার আদেশ করেছেন। যেমনটি নবী করীম সা. বলেন,

أول ما خلق الله القلم فقال له : اكتب ، قال : رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة؟

"সর্বপ্রথম আল্লাহ ক্বলম সৃষ্টি করে বলেছেন, তুমি লেখ! কলম বলল, হে পালনকর্তা! কী লিখব? পালনকর্তা বললেন, কেয়ামত পর্যন্ত সৃষ্ট সকল কিছুর ভাগ্য লিখে রাখ!" (মুস্তাদরাকে হাকিম-৩৬৯৩)

আক্বীদা,

সৃষ্টির মালিক আল্লাহ,

সুতরাং যাকে ইচ্ছা তিনি জীবিত রাখবেন, যাকে ইচ্ছা ধ্বংস করে দেবেন।

কবর সম্পর্কে সাতটি মাছআলা

কবর সম্পর্কে অনেকে কতিপয় ভুল বিশ্বাস পোষণ করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে এগুলো ছড়িয়ে পড়েছে। সুতরাং এগুলো সম্পর্কে সতর্ক না করলেই নয়..

* মাছআলাগুলো কী?
* ভুল বিশ্বাসগুলো কী?
* প্রতিকার কী করে সম্ভব?

ভূমিকা

মানুষকে সরল পথে পরিচালিত করতে আল্লাহ তা'লা দুনিয়াতে অসংখ্য নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন। তারা এসে মানুষকে হেদায়েত করেছেন। সুসংবাদ শুনিয়েছেন। আল্লাহর আযাব থেকে সতর্ক করেছেন। সর্বশেষ নবী মোহাম্মাদ সা.ও কবর সম্পর্কে আমাদেরকে কিছু মাছআলা বলে গেছেন। তন্মধ্যে,

প্রথম মাছআলা

কবরে সুখ বা শাস্তির বিষয়টি অদৃশ্যের বিষয়। জ্ঞান বা যুক্তি দিয়ে তা বোধগম্য করা সম্ভব নয়। অদৃশ্যের বিষয়ে ঈমান

আনয়ন মুমিনের অবশ্য পালনীয় একটি গুণ। যেমনটি আল্লাহ বলেছেন,

﴿ الٓمٓ ۝١ ذَٰلِكَ ٱلۡكِتَٰبُ لَا رَيۡبَۛ فِيهِۛ هُدٗى لِّلۡمُتَّقِينَ ۝٢ ٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡغَيۡبِ ﴾

البقرة: ١ - ٣



"আলিফ লাম মীম। ইহা এমন এক গ্রন্থ যাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। খোদাভীরুদের জন্য তা হেদায়েত। খোদাভীরু তারাই, যারা অদৃশ্যের বিষয়াবলীতে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে।" (সূরা বাক্বারা-১,২,৩)

জেনে রাখা দরকার, কবরে আযাবের বিষয়টি বারযাখী জীবনের অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং কোনো অপরাধী মারা গেলে বারযাখী জীবনে সে শাস্তি ভোগ করবেই; কবরস্থ হোক বা না হোক, জীবজন্তু তাকে খেয়ে ফেলুক, আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে বাতাসে উড়িয়ে দেয়া হোক, ক্রুশবিদ্ধ করা হোক, সাগরে ডুবিয়ে দেয়া হোক; সর্বাবস্থায় তার আত্মা ঐ শাস্তিই ভোগ করবে, যা কবরস্থ হলে ভোগ করার কথা ছিল।

দ্বিতীয় মাছআলা

মৃত্যুর পর আত্মীয় স্বজনের; বিশেষত মহিলাদের জন্য অধিক আহাজারি নিষিদ্ধ।

قال ﷺ : ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية

নবী করীম সা. বলেন, "পেশিতে আঘাত করে, কাপড় ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে ও মূর্খতা-যুগের প্রবাদ বলে যে আহাজারি করল, সে আমাদের অন্তর্ভূক্ত নয়।" (বুখারী-১২৩৫)

قال ﷺ : النائحة إذا لم تتب قبل موتها ، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب



নবী করীম সা. আরো বলেন, "মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে রোনাজারিকারী ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে তওবা না করলে কেয়ামতের দিন সে আলকাতরার জামা এবং মরিচাযুক্ত বর্ম পরিহিত অবস্থায় উত্থিত হবে।" (বুখারী-২২০৩)

সুতরাং আত্মীয় স্বজন বা প্রিয়জন মারা গেলে ব্যথিত না হয়ে ধৈর্যের পথ বেছে নেয়া উচিত। সুসংবাদ গ্রহণ করা উচিত।

قال ﷺ : يقول الله تعالى : ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة

নবী করীম সা. বলেছেন, "আল্লাহ তা'লা বলেন, "প্রিয়জন বিয়োগে যে বান্দা প্রতিপালকের সন্তুষ্টি অর্জন-কল্পে ধৈর্যধারণ করল, তাকে আমার পক্ষ থেকে জান্নাত পুরস্কৃত করা হবে।" (বুখারী-৬০৬০)

তৃতীয় মাছআলা



কবর যিয়ারত করা শরীয়ত-সম্মত কাজ। তবে উদ্দেশ্য হতে হবে কবরবাসীকে দেখে উপদেশ গ্রহণ করা। কবর থেকে বা কবরের মাটি থেকে বরকত হাসিল করা বা মৃত ব্যক্তি থেকে উপকৃত হওয়া নয়।

যিয়ারতের জন্য কোনো বিশেষ দিনকে নির্দিষ্ট করা জায়েয নেই। নবী করীম সা. থেকে এ ব্যাপারে কিছু বর্ণিত নয়।

قال ﷺ : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

নবী করীম সা. বলেন, "আমাদের এই দ্বীনের মধ্যে যে নতুন বিষয় সৃষ্টি করল, তার সৃষ্ট প্রত্যাখ্যাত।" (বুখারী-২৫৫০)

অনেকে কবর যিয়ারতকালে সূরায়ে ফাতেহা পাঠ করেন। এটি বিদআত। কবর যিয়ারতকালে নবী করীম সা. এধরণের কিছুই

পড়েননি। বরং তিনি মৃতদের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করতেন।

বিশেষ কোনো কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করা জায়েয নেই,

قال ﷺ : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجدي هذا ، والمسجد الأقصى

নবী করীম সা. বলেন, "এবাদতের উদ্দেশ্যে শুধু তিনটি স্থলেই ভ্রমণ করা যাবে, মক্কার মসজিদ, আমার মসজিদ এবং মসজিদে আকসা (বায়তুল মাকদিস)" (বুখারী-১১৩২)

চতুর্থ মাছআলা

জানাযার সম্প্রতি ভুলসমূহ,

(১) কফিনে, খাটে অথবা কবরে ফুল দেওয়া। এটি কাফের মুশরেকদের ধর্মের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ,

قال ﷺ : من تشبه بقوم فهو منهم

নবী করীম সা. বলেন, "ব্যক্তির কার্যকলাপ যে জাতির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।" (আবু দাউদ-৪০৩৩)

(২) নিহত ব্যক্তির স্মরণার্থে তার জন্য নীরবতা পালন করে শোক প্রকাশ করা। এটি একটি জঘন্য বিদআত। কাফের

মুশরেকদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কাজ। নবী করীম সা. মৃতদের জন্য কেবল দোয়া-ইস্তেগফার ছাড়া আর কিছুই করেননি।





(৩) মৃতের স্মরণে বাসায়, দোকানে বা অন্য কোনো স্থানে তার ছবি বা মূর্তি স্থাপন করা।

قال ﷺ لعلي : لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته

নবী করীম সা. আলী রা. কে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, "কোনো ছবি পেলে তা মিটিয়ে ফেলবে। কোনো উঁচু কবর পেলে তা ধ্বংস করে মাটির সাথে মিশিয়ে দেবে।" (মুসলিম-২২৮৭)

(৪) সজোরে তাকবীর বা সম্মিলিত আওয়াজ দিয়ে জানাযা প্রচার করা। বৈধ পন্থা হলো, নিচু আওয়াজে মৃতের জন্য দোয়া ইস্তেগফার করা।

(৫) কবরে আযান দেওয়া। নবী করীম সা. বা তাঁর কোনো সাহাবী থেকে এ ধরনের কার্যকলাপ বর্ণিত নয়।

(৬) অন্যতম বিদআত হলো, জানাযা ও দাফনকার্য শেষে সম্মিলিত দোয়া করা। বৈধ পন্থা হলো, জানাযা ও দাফন শেষে প্রত্যেকেই নিজ থেকে একাকী দোয়া করবে।

(৭) কফিনে ভরে দাফন করা। বৈধ পন্থা হলো, কাফনের কাপড়ে আবৃত করে বিনা-কফিনে মৃতকে কবরস্থ করবে। তবে নিরুপায় হলে যেমন, দুর্ঘটনার কবলে পড়ে লাশ



ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে, বহুদিন নিখোঁজ থাকার ফলে লাশ পচে গলে গেছে.. তবে কফিনে করে দাফন করা যাবে।

পঞ্চম মাছআলা

কোনো মানুষ যদি শরীয়ত-সম্মত পন্থায় ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে কোনো সৎকর্ম করে, তবে সমস্যা নেই। যেমন দুয়া করা, হজ্জ্ব করা, উমরা করা, সাদকা করা, কুরবানি করা, মৃতের পক্ষ থেকে রোযা কাযা করা ইত্যাদি..।

কিন্তু মৃত ব্যক্তিকে সাওয়াব পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে নামায পড়া জায়েয নেই। এ ধরণের কোনো বর্ণনা নবী করীম সা. থেকে বর্ণিত হয়নি। তেমনি বর্তমান সমাজে প্রচলিত অন্যতম বিদআত

হলো, ক্বারী সাহেবদেরকে ভাড়া করে এনে মৃত ব্যক্তিকে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে কুরআন পড়ানো।

ষষ্ঠ মাছআলা

উত্তরাধিকার বণ্টনের পূর্বে মৃতের কাফন-দাফন সংক্রান্ত খরচ পৃথক করে নেয়া, তার ঋণ পরিশোধ করা এবং তার অসিয়ত পূর্ণ করা আবশ্যক।

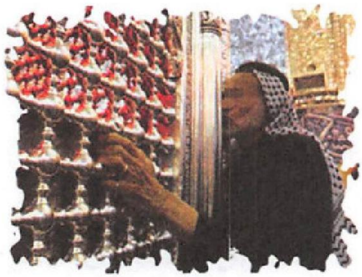
শেষ মাছআলা



এটি একটি বৃহৎ মাছআলা। বর্তমানকালের এক বিরাট বিশ্বাস-বিপর্যয় এবং বড় শিরক। তা হলো, কবরের পাশে প্রদক্ষিণ (তওয়াফ) করা, কবরস্থ ব্যক্তি থেকে কিছু চাওয়া, বিশ্বাস করা যে, ওলি-আউলিয়া কবরে জীবিত আছেন, তারা মানুষের বিপদ দূর করে দিচ্ছেন।

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادٌ أَمۡثَالُكُمۡۖ فَٱدۡعُوهُمۡ فَلۡيَسۡتَجِيبُواْ لَكُمۡ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ ١٩٤ ﴾ الأعراف: ١٩٤

আল্লাহ তা'লা বলেন, "আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদেরকে ডাক, তারা সবাই তোমাদের মতোই বান্দা। অতএব, তোমরা যাদেরকে ডাক, তখন তাদের পক্ষেও তো তোমাদের সে ডাকে সাড়া দেওয়া উচিত যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক?" (সূরা আ'রাফ-১৯৪)



কতিপয় কবর-পূজারী কবরের পাশে তওয়াফ করে, কবরের খুঁটি ধরে বসে থাকে, দেহ মাছাহ করে, চাদরে চুমু খায়, কবরের সামনে সেজদা করে, কবরের সামনে অতিভক্তি সহকারে দাঁড়ায়, মৃত ব্যক্তি থেকে প্রয়োজন-পূরণ কামনা করে, সুস্থতা কামনা করে, সন্তান কামনা করে। অনেকে আবার সজোরে ক্রন্দন করে বলতে থাকে, হে মনিব, বহুদূর থেকে তোমার কাছে এসেছি, বঞ্চিত করো না গো আমায়! অপরদিকে নামাযের মধ্যে দোয়ায় অলসতা করে।



﴿وَمَنۡ أَضَلُّ مِمَّن يَدۡعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسۡتَجِيبُ لَهُۥٓ إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَهُمۡ عَن دُعَآئِهِمۡ غَٰفِلُونَ ٥﴾ الأحقاف: ٥

আল্লাহ বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর পরিবর্তে এমন বস্তুর পূজা করে, যে কেয়ামত পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দেবে না, তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? তারা তো তাদের পূজা সম্পর্কেও বেখবর" (সূরা আহকাফ-৫)

قال ﷺ : من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار

নবী করীম সা. বলেন, "আল্লাহর সমতুল্য সাব্যস্ত করে কারো কাছে আহ্বান করে যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে" (বুখারী-৪২২৭)

হে মুসলিম, অমুক দরবেশ কবরের সামনে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করে বিশাল কিছু পেয়ে গেছে, তমুক অসুস্থ ব্যক্তি কবরের কাছে প্রার্থনা করে সুস্থতা লাভ করেছে, সন্তান পেয়ে গেছে.. এ ধরণের সংবাদ শুনে কখনই প্রতারিত হবেন না; বরং আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। নামাযের পর প্রার্থনা করুন, শেষরাতে উঠে সেজদায় আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করুন। হজ্জে গিয়ে, উমরায় গিয়ে আল্লাহর কাছে চান। বরকত লাভের আশায় কখনই কোনো কবরের পাশে অবস্থান করবেন না।

কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ নিষিদ্ধ



বরং ঐ মসজিদেও নামায পড়া জায়েয নেই, যে মসজিদের অভ্যন্তরে, আঙ্গিনায় বা পশ্চিম দিকে কবর রয়েছে।

قال ﷺ : ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك

নবী করীম সা. বলেন, "শুনে রাখ, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তাদের নবী ও সালেহীনের কবরসমূহকে মসজিদ বানিয়ে ফেলত। কখনই কোনো কবরকে তোমরা মসজিদ বানিয়ো না। এ কাজ থেকে আমি তোমাদের নিষেধ করে যাচ্ছি।" (মুসলিম)



বরং কবরে কোনো ধরণের স্থাপত্য নির্মাণ করাও হারাম। নবী করীম সা. কবরকে চুনকাম (প্লাস্টার ও ডিজাইন) করা, কবরের উপর বসা এবং কবরে কিছু নির্মাণ করা থেকে নিষেধ করেছেন। (মুসলিম-২২৮৯)

শরীয়ত-সম্মত পন্থা হলো, যেটুকু মাটি কবর খনন করতে গিয়ে উঠে এসেছে, মৃতকে কবরস্থ করে সেটুকু মাটিই কবরে রেখে দেওয়া। এরচেয়ে বেশি উঁচু না করা।

তেমনি কবরের উপর গম্বুজ নির্মাণ করা নিষেধ। যেমনটি নবীজী আলী রা. কে উদ্দেশ্যে করে বলেছিলেন,

لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته

“কোনো ছবি পেলে তা নিশ্চিহ্ন করে দেবে। কোনো উঁচু কবর পেলে তা ধ্বংস করে মাটির সাথে মিশিয়ে দেবে।” (মুসলিম-২২৮৭)

আল্লাহ বলেন,

﴿أَيُشۡرِكُونَ مَا لَا يَخۡلُقُ شَيۡـٔٗا وَهُمۡ يُخۡلَقُونَ ١٩١ وَلَا يَسۡتَطِيعُونَ لَهُمۡ نَصۡرٗا
وَلَآ أَنفُسَهُمۡ يَنصُرُونَ ١٩٢ وَإِن تَدۡعُوهُمۡ إِلَى ٱلۡهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمۡۚ سَوَآءٌ
عَلَيۡكُمۡ أَدَعَوۡتُمُوهُمۡ أَمۡ أَنتُمۡ صَٰمِتُونَ ١٩٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ
عِبَادٌ أَمۡثَالُكُمۡۖ فَٱدۡعُوهُمۡ فَلۡيَسۡتَجِيبُواْ لَكُمۡ إِن كُنتُمۡ
صَٰدِقِينَ ١٩٤ أَلَهُمۡ أَرۡجُلٞ يَمۡشُونَ بِهَآۖ أَمۡ لَهُمۡ أَيۡدٖ يَبۡطِشُونَ بِهَآۖ أَمۡ لَهُمۡ
أَعۡيُنٞ يُبۡصِرُونَ بِهَآۖ أَمۡ لَهُمۡ ءَاذَانٞ يَسۡمَعُونَ بِهَاۗ قُلِ ٱدۡعُواْ
شُرَكَآءَكُمۡ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونِ ١٩٥ إِنَّ وَلِـِّۧيَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ
ٱلۡكِتَٰبَۖ وَهُوَ يَتَوَلَّى ٱلصَّٰلِحِينَ ١٩٦ وَٱلَّذِينَ تَدۡعُونَ مِن دُونِهِۦ لَا
يَسۡتَطِيعُونَ نَصۡرَكُمۡ وَلَآ أَنفُسَهُمۡ يَنصُرُونَ ١٩٧ وَإِن تَدۡعُوهُمۡ إِلَى

ٱلۡهُدَىٰ لَا يَسۡمَعُواْۖ وَتَرَىٰهُمۡ يَنظُرُونَ إِلَيۡكَ وَهُمۡ لَا يُبۡصِرُونَ ١٩٨﴾

الأعراف: ١٩١ – ١٩٨

"তারা কি এমন কাউকে শরীক সাব্যস্ত করে, যে একটি বস্তুও সৃষ্টি করেনি, বরং তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর তারা, না তাদের সাহায্য করতে পারে, না নিজের সাহায্য করতে পারে। আর তোমরা যদি তাদেরকে আহ্বান কর সুপথের দিকে, তবে তারা তোমাদের আহ্বান অনুযায়ী চলবে না। তাদেরকে আহ্বান জানানো কিংবা নীরব থাকা উভয়টিই তোমাদের জন্য সমান। আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদেরকে ডাক, তারা সবাই তোমাদের মতোই বান্দা। অতএব, তোমরা যাদেরকে ডাক, তখন তাদের পক্ষেও তো তোমাদের সে ডাক কবুল করা উচিত যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক! তাদের কি পা আছে, যদ্বারা তারা চলাফেরা করে, কিংবা তাদের কি হাত আছে, যদ্বারা তারা ধরে! অথবা তাদের কি চোখ আছে যদ্বারা তারা দেখতে পায় কিংবা তাদের কি কান আছে যদ্বারা শুনতে পায়? বলে দাও, তোমরা ডাক তোমাদের অংশীদারদিগকে, অতঃপর আমার অমঙ্গল কর এবং আমাকে অবকাশ দিও না। আমার সহায় তো হলেন আল্লাহ, যিনি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। বস্তুত; তিনিই সাহায্য করেন সৎকর্মশীল বান্দাদের। আর তোমরা তাঁকে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডাক তারা না তোমাদের কোনো সাহায্য করতে পারবে, না নিজেদের আত্মরক্ষা করতে পারবে। আর তুমি যদি

তাদেরকে সুপথে আহ্বান কর, তবে তারা তা কিছুই শুনবে না। আর তুমি তো তাদের দেখছই, তোমার দিকে তাকিয়ে আছে, অথচ তারা কিছুই দেখতে পাচ্ছে না।” (সূরা আ’রাফ ১৯১-১৯৮)

ঈমানের দাবী,

আল্লাহই একমাত্র উপাস্য। তাই কোনো মাধ্যম ছাড়া কেবল তাঁকেই ডাকা হোক।

পরকাল

ভূমিকা

বারযাখী জীবন সমাপ্ত হওয়ার পর কেয়ামত সংঘটিত হবে। কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'লা সকল মানুষের পুনরুত্থান করবেন। শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে। সবাইকে জমায়েত করা হবে।

* কখন সংঘটিত হবে কেয়ামত?
* শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়ার কী অর্থ?
* কবর থেকে মানুষ কীভাবে বের হবে?
* অকবরস্থ, যেমন ডুবে গেছে, পুড়ে গেছে.. এদের অবস্থা কী হবে?
* পুনরুত্থান কি কেবল মানুষেরই, নাকি সকল সৃষ্টির?
* পুনরুত্থান কীভাবে হবে?
* ... ???

এরকম হাজারো প্রশ্ন মনের গহীনে ঘুরপাক খাচ্ছে। আসুন, বিস্তারিত আলোচনা শুরু করি...

পরকালের উপর বিশ্বাসের স্তরসমূহ

ভূমিকা

পরকালের উপর বিশ্বাস ঈমানের মৌলিক স্তম্ভগুলোর অন্যতম। আল্লাহ তা'লা বলেন,

﴿وَلَٰكِنَّ ٱلۡبِرَّ مَنۡ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلۡكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ﴾ البقرة: ١٧٧

"বরং বড় সৎকাজ হলো এই যে, ঈমান আনবে আল্লাহর উপর, কিয়ামত দিবসের উপর, ফেরেশতাদের উপর এবং সকল নবী রাসূলের উপর।" (সূরা বাক্বারা-১৭৭)



আয়াতের ব্যাখ্যায় নবী করীম সা. বলেন,

أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره

"বিশ্বাস করবে আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতাগণের উপর, তাঁর প্রেরিত আসমানী গ্রন্থসমূহের উপর, সকল রাসূলের উপর এবং

বিচারদিবসের উপর। পাশাপাশি বিশ্বাস করবে তকদীরের ভালো-মন্দের উপর।” (মুসলিম-১০৬)

পরকালের উপর ঈমানের অর্থ

অর্থাৎ বিচারদিবস আসন্ন এবং অবশ্যম্ভাবী, মৃত্যুর পর কবরে সুখ বা শাস্তি অবশ্যম্ভাবী এ কথা বিশ্বাস করা এবং কেয়ামতের নিদর্শনসমূহকে সত্যায়ন করা।

যে ব্যক্তি বিচারদিবসে অবিশ্বাসী বা সংশয়ী হলো, নিঃসন্দেহে সে মহা-কুফুরী (চরমভাবে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন) করল। এর দ্বারা সে ইসলামের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যাবে। আল্লাহ তা‘লা বলেন,

﴿وَمَن يَكۡفُرۡ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلَۢا بَعِيدًا ١٣٦﴾ النساء: ١٣٦

“যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর গ্রন্থসমূহ, তাঁর প্রেরিতগণ এবং বিচারদিবসে অস্বীকার করল, সে চরমভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে গেল।” (সূরা নিছা-১৩৬)



পরকাল আসন্ন, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। সন্দেহ পোষণকারী নিঃসন্দেহে কাফের এবং আল্লাহ ও রাসূলের প্রকাশ্য মিথ্যারোপকারী। কোন প্রকার সন্দেহ-সংশয় ছাড়াই পরকালের

উপর বিশ্বাস অপরিহার্য। চিরসফল মুমিনদের গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ বলেন,

﴿وَٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبۡلِكَ وَبِٱلۡأٓخِرَةِ هُمۡ يُوقِنُونَ ٤﴾ البقرة: ٤

"এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে সেসব বিষয়ের উপর যা কিছু তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেসব বিষয়ের উপর যা তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। আর আখেরাতকে যারা নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করে।" (সূরা বাক্বারা-৪)

বিচার দিবসে কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহ বলেন,

﴿وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٞ لَّا رَيۡبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبۡعَثُ مَن فِي ٱلۡقُبُورِ ٧﴾ الحج: ٧

"কেয়ামত অবশ্যম্ভাবী, এতে সন্দেহ নেই এবং এ কারণে যে, কবরে যারা আছে, আল্লাহ তাদেরকে পুনরুত্থিত করবেন" (সূরা হজ্জ-৭)

পরকাল, পুনরুত্থান ও জান্নাত-জাহান্নামের প্রতি যে অবিশ্বাসী হলো, সে ইসলামকে অস্বীকার করে কাফের হয়ে গেল।

পরকালের বৈশিষ্ট্যাবলী

আল্লাহ তা'লা কুরআন অবতীর্ণ করে তাতে সকল কিছুর বিবরণ দিয়েছেন। রাসূলদেরকে সুসংবাদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শনকারী রূপে প্রেরণ করেছেন। আমাদেরকে পরকাল চিনিয়েছেন। পরকালের বৈশিষ্ট্যাবলীর বিবরণ শুনিয়েছেন।

* পরকালের বৈশিষ্ট্যাবলী কী?
* এরকম ভয়ানক বৈশিষ্ট্যাবলী বর্ণনার কারণ কী?
* এগুলো পড়ে একজন মুমিনকে কীরূপে প্রস্তুতি নেয়া উচিত?

ভূমিকা

পরকাল ওইদিন, যেদিন শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে। বিচারদিবস প্রতিষ্ঠিত হবে। পরকালের কতিপয় বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে সেখানের অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে অবহিত করেছেন। তন্মধ্যে..

চরম সত্য দিবস

হ্যাঁ.. আল্লাহর শপথ, তা চরম সত্য ও অবশ্যম্ভাবী। আল্লাহ তা'লা প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعۡدَ ٱللَّهِ حَقّٞۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلۡغَرُورُ ٥ ﴾ فاطر: ٥

"হে মানুষ, নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য। সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে প্রতারণা না করে। এবং সেই প্রবঞ্চক যেন কিছুতেই তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে।" (সূরা ফাতির-৫)



قال ﷺ : والساعة حق

নবী করীম সা. বলেন, "বিচারদিবস সত্য" (বুখারী-১০৬৯)

কাফেরদের জন্য চরম কঠিন দিন

কেননা, সেদিন আমলের সুযোগ থাকবে না। পরিণতি নির্ধারিত হয়ে যাবে। প্রত্যেক ভালো ও মন্দের কর্তাকে তার প্রতিদান বুঝিয়ে দেয়া হবে। কারো সেখানে কারচুপি করার সুযোগ থাকবে না। আল্লাহ তা'লা বলেন,

﴿ فَذَٰلِكَ يَوۡمَئِذٖ يَوۡمٌ عَسِيرٌ ٩ عَلَى ٱلۡكَٰفِرِينَ غَيۡرُ يَسِيرٖ ١٠ ﴾ المدثر: ٩ – ١٠

"সেদিন হবে কঠিন দিন। কাফেরদের জন্যে এটা সহজ নয়।" (সূরা মুদ্দাছছির-৯, ১০)

তবে মুমিনদের জন্য অত্যন্ত সহজ দিন হবে সেটি। আল্লাহ তা'লা তাদেরকে নিরাপদে রাখবেন। অভয় দেবেন। কেউ কেউ আরশের ছায়াতলে স্থান পাবেন। বিস্তারিত বিবরণ সামনে আলোচিত হবে ইনশাআল্লাহ..!

প্রতিফল দিবস

কৃতকর্মের যথাযথ প্রতিফল দেয়া হবে। ভালো হলে ভালো, মন্দ হলে মন্দ। সকল কিছুই আমলনামায় অনুরূপ লিপিবদ্ধ থাকবে। আল্লাহ তা'লা বলেন,

﴿ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٥﴾ ﴾ آل عمران: ٢٥

"কিন্ত তখন কী অবস্থা দাঁড়াবে যখন আমি তাদেরকে একদিন সমবেত করব যে দিনের আগমনে কোন সন্দেহ নেই আর নিজেদের কৃতকর্ম তাদের প্রত্যেকেই পাবে। তাদের প্রাপ্য প্রদানে মোটেই অন্যায় করা হবে না।" (সূরা আলে ইমরান-২৫)



সুনির্ধারিত দিবস

যা কখনো ত্বরান্বিত হবে না এবং বিলম্বিতও হবে না। আল্লাহ তা'লা বলেন,

﴿ قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَـْٔخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ﴿٣٠﴾ ﴾

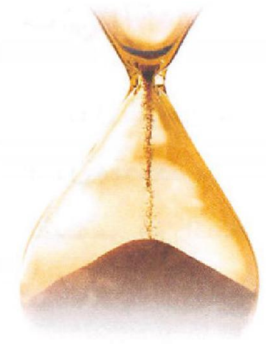
سبأ: ٣٠

"বলুন, তোমাদের জন্যে একটি দিনের ওয়াদা রয়েছে যাকে তোমরা এক মুহূর্তও বিলম্বিত করতে পারবে না এবং ত্বরান্বিতও করতে পারবে না।" (সূরা সাবা-৩০)



অতি নিকটবর্তী দিবস

হ্যাঁ.. সেদিনটি খুবই নিকটবর্তী; যদিও আমরা তা দূরে ভাবছি। পূর্ববর্তী জাতিসমূহকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল, আমাদেরকেও দেয়া হচ্ছে।



قال ﷺ : بعثت أنا والساعة كهاتين

وقرن بين السبابة والوسطى

নবী করীম সা. বলেন, “আমার ও কেয়ামতের মাঝে এরকম সময় অবশিষ্ট!” এ কথা বলার সময় তিনি তর্জুনী ও মধ্যমাঙ্গুলি একত্রিত করে দেখাচ্ছিলেন। (মুসলিম-২০৪২)

আল্লাহ তা‘লা বলেন,

﴿ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُۥ بَعِيدًا ۝٦ وَنَرَىٰهُ قَرِيبًا ۝٧ ﴾ المعارج: ٦ - ٧

“তারা তা দূরে মনে করছে, আমি তো দেখছি খুবই নিকটবর্তী!” (সূরা মিরাজ-৬,৭)

হঠাৎ এসে যাবে সেদিন



জ্ঞানের যতই বিকাশ ঘটুক; কেয়ামতের সঠিক সময় যাচাই করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এমনকি নবী রাসূলদের থেকেও আল্লাহ তা‘লা বিষয়টি গোপন রেখেছেন। এক প্রশ্নের উত্তরে নবীজী বলেছিলেন, “জিজ্ঞেসকারীর চেয়ে জিজ্ঞেসকৃত এ সম্পর্কে অধিক অবগত নয়।” আল্লাহ তা‘লা বলেন,

﴿ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ۝٤٠ ﴾ الأنبياء: ٤٠

"বরং তা আসবে তাদের উপর অতর্কিতভাবে, অতঃপর তাদেরকে তা হতবুদ্ধি করে দেবে, তখন তারা তা রোধ করতেও পারবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হবে না।" (সূরা আম্বিয়া-৪০) আল্লাহ তা'লা আরো বলেন,

﴿ يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَىٰهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّى ۖ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَآ إِلَّا هُوَ ۚ ثَقُلَتْ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً ۗ ﴾

الأعراف: ١٨٧

"তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে, কেয়ামত কখন অনুষ্ঠিত হবে? বলে দিন এর খবর তো আমার পালনকর্তার কাছেই রয়েছে। তিনিই তা অনাবৃত করে দেখাবেন নির্ধারিত সময়ে। আসমান ও জমিনের জন্য সেটি অতি কঠিন বিষয়। যখন তা তোমাদের উপর আসবে অজান্তেই আসবে।" (সূরা আ'রাফ-১৮৭)

সুদীর্ঘ দিবস

সৃষ্টির অতিবৃহৎ দিবস সেটি। তার পূর্বে ও পরে এমন দিবস সৃষ্টি হয়নি। সেদিন ভয়ানক সব ঘটনার অবতারণা হবে। আল্লাহ তা'লা বলেন,

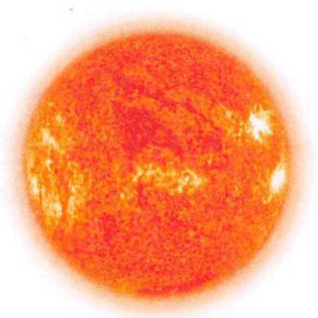
﴿ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۝٥ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ۝٦ ﴾ المطففين: ٥ - ٦

"সেই মহাদিবসে, যেদিন মানুষ দাঁড়াবে বিশ্বপালনকর্তার সামনে।" (সূরা মুতাফফিফীন-৫,৬)

সূর্যকে মানুষের নিকটবর্তী করা হবে

সেদিন সবকিছুই পরিবর্তন হয়ে যাবে। জগতের সকল নিয়ম উলট পালট হয়ে যাবে। আকাশ বিদীর্ণ হবে। সূর্যকে সেদিন সৃষ্টির অতি-নিকটতবর্তী করা হবে।

قال ﷺ : إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قيد ميل أو اثنين



নবী করীম সা. বলেন, "কেয়ামতের দিন সূর্যকে মানুষের অতিনিকটবর্তী করা হবে, এমনকি এক মাইল বা দুই মাইল দূরত্বে নিয়ে আসা হবে।"

قال سليم : لا أدري أي الميلين عنى أمسافة الأرض؟ أم الميل الذي تكتحل به العين؟ قال ﷺ : فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق بقدر أعمالهم ، فمنهم من يأخذه إلى عقبيه ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه ومنهم من يأخذه إلى حقويه ومنهم من يلجمه إلجاما ، فرأيت رسول الله ﷺ يشير بيده إلى فيه أي: يلجمه إلجاما

সুলাইম রহ. বলেন, এখানে মাইল বলতে কি দূরত্ব উদ্দেশ্য নাকি চোখের কোণায় ব্যবহৃত 'মীল' (আরবী অর্থে) উদ্দেশ্য তা

স্পষ্ট নয়। নবী করীম সা. বলেন, “অতঃপর সূর্য তাদেরকে বিগলিত করে দেবে। আমল অনুপাতে সকলেই নিজ নিজ দেহনির্গত ঘামে অবস্থান করবে। কারো ঘাম জমাট হয়ে পায়ের গোছা পর্যন্ত এসে যাবে। কারো হাটু পর্যন্ত, কারো কোমর পর্যন্ত আবার কারো গলা পর্যন্ত জমাট হয়ে যাবে।” এ কথা বলার সময় নবীজী কণ্ঠাস্থির দিকে হাতে ইশারা করছিলেন। (মুসানাদে আহমদ-৭৩৩০)

আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ সেদিন কথা বলার সাহস পাবে না



সকল সৃষ্টি সেদিন উপস্থিত থাকবে। মানুষ-জ্বিন, পাপাচারী-সৎকর্মশীল, ফেরেশতাকুল ও নবী-রাসূল। সকলেই নিশ্চুপ অবস্থান করবে। মহামহিম ও পরাক্রমশালী আল্লাহর সামনে কেউ কথা বলার সাহস পাবে না। যাকে আল্লাহ বলার অনুমতি দেবেন কেবল সেই বলতে পারবে। আল্লাহ তা‘লা বলেন,

﴿يَوۡمَ يَأۡتِ لَا تَكَلَّمُ نَفۡسٌ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦۚ فَمِنۡهُمۡ شَقِيّٞ وَسَعِيدٞ ۝١٠٥﴾

هود: ١٠٥

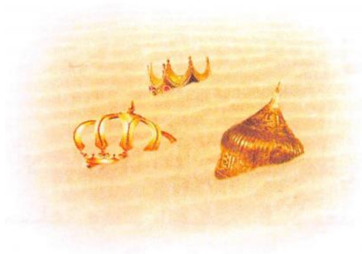
"যেদিন তা আসবে সেদিন আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ কোন কথা বলতে পারবে না। অতঃপর কিছু লোক হবে হতভাগ্য আর কিছু লোক সৌভাগ্যবান।" (সূরা হূদ-১০৫)

অন্য আয়াতে বলেন,

﴿وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ۝١٠٨﴾ طه: ١٠٨

"দয়াময় আল্লাহর ভয়ে সব শব্দ ক্ষীণ হয়ে যাবে। সুতরাং মৃদু গুঞ্জন ব্যতীত তুমি কিছুই শুনবে না।" (সূরা ত্বাহা-১০৮)

যেদিন রাজত্ব হবে কেবল আল্লাহর



সকল প্রতাপশালীর প্রতাপ আর অধিপতিদের রাজত্ব সেদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। সেদিন কোন প্রেসিডেন্ট থাকবে না। কোন পরাশক্তির অস্তিত্ব থাকবে না। এক আল্লাহর রাজত্বই কেবল অবশিষ্ট থাকবে। সেদিন বিচার হবে এক আল্লাহর ইচ্ছাতে। আল্লাহ বলেন,

﴿لِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ۖ لِلَّهِ ٱلْوَٰحِدِ ٱلْقَهَّارِ ۝١٦﴾ غافر: ١٦

"আজ রাজত্ব কার? এক প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহর" (সূরা গাফির-১৬)

পাপিষ্ঠদের জন্য মহা পরিতাপ দিবস

যারা দুনিয়ায় অহংকার করেছে, সীমালঙ্ঘন করেছে, সত্যকে অস্বীকার করেছে, নবী রাসূলদের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছে, সেদিন তারা চরম লজ্জিত ও অনুতপ্ত হবে। বাম হাতে তাদের আমলনামা দেয়া হবে। আল্লাহ বলেন,

﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَٰلَيْتَنِى ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿٢٧﴾ يَٰوَيْلَتَىٰ لَيْتَنِى لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿٢٨﴾ لَّقَدْ أَضَلَّنِى عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِى ۗ وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ لِلْإِنسَٰنِ خَذُولًا ﴿٢٩﴾ ﴾ الفرقان: ٢٧ – ٢٩

“জালেম সেদিন আপন হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে বলবে, হায় আফসোস! আমি যদি রাসূলের সাথে পথ অবলম্বন করতাম। হায় আমার দুর্ভাগ্য, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম।” (সূরা ফুরকান ২৭-২৯)



সেদিনের বৈশিষ্ট্যই সেদিনের প্রকৃতি ও ভয়াবহতা স্পষ্ট করে দিয়েছে।

কেয়ামত কখন?



কোনো সৃষ্টিই কেয়ামতের সঠিক মুহূর্ত সম্পর্কে অবগত নয়। এর চূড়ান্ত জ্ঞান কেবল আল্লাহর কাছেই। আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْأَرْحَامِ ﴾ لقمان: ٣٤

"নিশ্চয় আল্লাহর কাছেই কেয়ামতের জ্ঞান রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং গর্ভাশয়ে যা থাকে, তিনিই তা জানেন।" (সূরা লুকমান-৩৪)

অন্য আয়াতে বলেন,

﴿ يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَىٰهَا ﴿٤٢﴾ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَىٰهَآ ﴿٤٣﴾ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَىٰهَآ ﴿٤٤﴾ إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَىٰهَا ﴿٤٥﴾ ﴾ النازعات: ٤٢ - ٤٥

"আপনাকে জিজ্ঞেস করে, কেয়ামত কখন অনুষ্ঠিত হবে? এর বর্ণনার সাথে আপনার কী সম্পর্ক? এর চূড়ান্ত জ্ঞান আপনার

পালনকর্তার কাছে। যে একে ভয় করে, আপনি তো কেবল তাকেই সতর্ক করবেন।" (সূরা নাযিআত ৪২-৪৫)

* কেয়ামতের সঠিক মুহূর্ত সম্পর্কে অবগত হওয়া কি সম্ভব?
* কোন দিন কেয়ামত হবে তা কি আমরা জানি?

ভূমিকা

একদা জিবরীল আ. নবীজীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "কেয়ামত কখন?" উত্তরে নবীজী বলেছিলেন, "জিজ্ঞেসকৃত এ বিষয়ে জিজ্ঞেসকারী অপেক্ষা অধিক অবগত নয়।"

ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত হাদিসে নবী করীম সা. বলেন

مفاتيح الغيب خمس ثم قرأ :

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلۡمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلۡغَيۡثَ وَيَعۡلَمُ مَا فِي ٱلۡأَرۡحَامِۖ وَمَا تَدۡرِي نَفۡسٞ مَّاذَا تَكۡسِبُ غَدٗاۖ وَمَا تَدۡرِي نَفۡسُۢ بِأَيِّ أَرۡضٖ تَمُوتُۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرُۢ ٣٤ ﴾ لقمان: ٣٤

"অদৃশ্যের বিষয় পাঁচটিঃ অতঃপর তিনি কুরআনুল কারীমের এই আয়াতটি পাঠ করলেন, "নিশ্চয় আল্লাহর কাছেই কেয়ামতের জ্ঞান রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং গর্ভাশয়ে যা থাকে, তিনিই তা জানেন। কেউ জানে না আগামীকাল সে কী উপার্জন

করবে এবং কেউ জানে না কোন দেশে সে মৃত্যুবরণ করবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।” (সূরা লুকমান-৩৪)

প্রশ্ন, কেয়ামতের মুহূর্ত জেনে আমাদের কী লাভ?

উত্তরঃ হাদিসে এসেছে, যে মৃত্যু বরণ করল, তার কেয়ামত ঘটে গেল। মৃত্যু কখন আসে, তাই মানুষ জানে না; তবে কেয়ামত সম্পর্কে জেনে তাদের কী লাভ? ধরুন, আপনি অবগত হলেন যে, এক বৎসর পর কেয়ামত সংঘটিত হবে। তবে এক বৎসর যে আপনি বেঁচে থাকবেন, সেই গ্যারাণ্টি কোথায়? এ কারণেই নবীজীকে কেয়ামত সম্পর্কে কেউ প্রশ্ন করলে তিনি উল্টো সতর্কতামূলক প্রশ্ন করে বলতেন, সেজন্য তুমি কী প্রস্তুতি নিয়েছ?

قال أنس ﷺ : أقبل رجل من أهل البادية إلى النبي ﷺ فقال : يا رسول الله ، متى الساعة قائمة؟ فقال ﷺ : ويلك! وما أعددت لها؟ قال : ما أعددت لها ، إلا أني أحب الله ورسوله . فقال ﷺ : إنك مع من أحببت فقلنا : ونحن كذلك؟ قال ﷺ : نعم ، ففرحنا يومئذ فرحا شديدا

আনাছ রা. বলেন, গ্রাম্য এক লোক নবীজীর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল, কেয়ামত কখন সংঘটিত হবে? উত্তরে তিনি বললেন, ধিক তোমার! সে জন্য তুমি কী প্রস্তুতি নিয়েছ? সে বলল, কিছুই না! তবে আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসি। নবীজী বললেন, যাকে তুমি ভালোবাস তার সাথেই

তোমার পরিণাম সাব্যস্ত হবে। আমরা সকলেই বললাম, আমাদের পরিণামও কি সেরকম হবে? নবীজী বললেন, হ্যাঁ..! রাসূলের উত্তর শুনে সেদিন আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলাম। (বুখারী-৫৮১৫)

মাছআলা

কোন দিন কেয়ামত সংঘটিত হবে?

উত্তরঃ একাধিক হাদিসের বর্ণনামতে শুক্রবার দিন কেয়ামত সংঘটিত হবে।

قال ﷺ : ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة

নবী করীম সা. বলেন, "জুমুআর দিনেই কেয়ামত সংঘটিত হবে।" (মুসলিম-২০১৪)

এ কারণেই সকল সৃষ্টজীব এ দিনটিকে ভয় পায়।

قال ﷺ : خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم ، وفيه أهبط ، وفيه تيب عليه ، وفيه مات ، وفيه تقوم الساعة ، وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس.

নবী করীম সা. বলেন, "শ্রেষ্ঠ দিন হলো জুমুআর দিন। এ দিনেই আদমের সৃষ্টি। এ দিনেই তাকে দুনিয়ায় অবতরণ করা হয়েছিল। এ দিনেই তার তাওবা গৃহিত হয়েছিল। এ দিনেই তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন। এ দিনেই কেয়ামত সংঘটিত হবে।

মানুষ ও জ্বিন ব্যতীত জগতের সকল সৃষ্টি এ দিনের সূর্যোদয় থেকে দিবসের প্রথম প্রহর পর্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে।” (আবু দাউদ-১০৪৮)

এ দিনের দৈর্ঘ্য

কেয়ামতের দিবস অত্যন্ত কঠিন ও সুদির্ঘ দিবস। এদিনের দৈর্ঘ্য পঞ্চাশ হাজার বছর। এদিন সকল সৃষ্টির বিচারকার্য সম্পাদন হবে।

قال ﷺ : ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صحفت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار .

নবী করীম সা. বলেন, “স্বর্ণ-রূপার অধিকারী যারাই এগুলোর হক আদায় করেনি, কেয়ামতের দিন তাদের জন্য আগুনের বিছানা পেতে দেয়া হবে। অতঃপর সেই বিছানা জাহান্নামের আগুনে ভরে দেয়া হবে। ফলে ব্যক্তির চেহারা, পার্শ্ব ও পিঠ ঝলসে যাবে। যখনই একটু শীতল হবে, তখনই আবার তাকে এ শাস্তি দেয়া হবে। সেদিনের দৈর্ঘ্য হবে পঞ্চাশ হাজার বছর। শেষপর্যন্ত সকল সৃষ্টির বিচারকার্য সম্পাদন করা হবে। পরিণাম হয়ত জান্নাত নয়ত জাহান্নাম সাব্যস্ত হবে।” (মুসলিম-২৩৩৭)

তবে মুমিনদের জন্য সে দিনটি হবে অত্যন্ত সহজ। তাদের জন্য তা জুহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ের মতো মনে হবে। যেমনটি আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত হাদিসে বলা হয়েছে,

يوم القيامة على المؤمنين كقدر ما بين الظهر والعصر

"মুমিনদের জন্য কেয়ামতের দিনটি জুহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ের মতো মনে হবে।" (মুস্তাদরাকে হাকিম-২৮৪)

কেয়ামত কখন? প্রশ্নটি প্রাসঙ্গিক; প্রস্তুতি কী? সে প্রশ্নের উত্তর খোঁজ!

পরকাল দিবসের নামসমূহ

পরকাল হলো সৃষ্টির জন্য অতি-দীর্ঘ এক কাল। অতিশয় ভয়াবহ ও সুকঠিন এক সময়। এ দিনের বড়ত্ব ও ভয়াবহতা বুঝাতে তার অনেকগুলো নাম ব্যবহৃত হয়েছে। এ নামসমূহ জানলে এর ভয়াবহতা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা লাভ করা যায়,

* পরকাল দিবসের নামগুলো কী কী?

* কেন এত নাম দেওয়া হলো?

ভূমিকা

বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলীর আরবী ভাষায় অনেকগুলো নাম থাকে। বস্তু যত বড়, নামও তত অধিক। তরবারী'র অনেকগুলো নাম আরবী ভাষায় প্রসিদ্ধ। যেমন- সাইফ, মুহান্নাদ, হুছাম, সারিম.. ইত্যাদি। তেমনি সিংহেরও অনেগুলো নাম এসেছে। যেমন, হিযাবর, লাইছ, গাদানফার.. ইত্যাদি। পক্ষান্তরে ক্ষুদ্র ও গুরুত্বহীন বিষয়ের নাম থাকে অল্প।

এ দিবসের প্রসিদ্ধ নাম হলো 'কেয়ামত দিবস'। কেয়ামত শব্দের আরবী অর্থ হলো, দণ্ডায়মান হওয়া। নামকরণের কারণ

হলো, সেদিন সকল সৃষ্টি প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াবে। আল্লাহ তা'লা বলেন,

﴿لَآ أُقۡسِمُ بِيَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ ١﴾ القيامة: ١

"শপথ কেয়ামত দিবসের" (সূরা ক্বিয়ামাহ-১)

কেয়ামত দিবসে মানুষের দণ্ডায়মান হওয়ার বিষয়টি আল্লাহ এভাবে বলেছেন,

﴿يَوۡمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٦﴾ المطففين: ٦

"যেদিন মানুষ জগতসমূহের প্রতিপালকের সামনে দণ্ডায়মান হবে" (সূরা মুতাফফিফীন-৬)

কেয়ামত দিবসের নামসমূহ

(১) **اليوم الآخر** (পরকাল দিবস)। কারণ, তার পর আর কোনো দিবস নেই। আল্লাহ তা'লা বলেন,

﴿مَنۡ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَعَمِلَ صَٰلِحٗا فَلَهُمۡ أَجۡرُهُمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ﴾ البقرة: ٦٢

"যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে সৎকর্ম করবে, তাদের জন্য রয়েছে তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান।" (সূরা বাক্বারা-৬২)

(২) **يوم الدين** (বিচারদিবস)। কারণ, সেদিন সকল মানুষের হিসাব ও বিচারকার্য সম্পাদন করা হবে।

(৩) يوم الجمع (সমাবেশ দিবস)। কারণ, আল্লাহ তা'লা সেদিন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকে জিজ্ঞাসাবাদ ও প্রতিদানের জন্য একত্রিত করবেন।

﴿يَوۡمَ يَجۡمَعُكُمۡ لِيَوۡمِ ٱلۡجَمۡعِۖ ذَٰلِكَ يَوۡمُ ٱلتَّغَابُنِۗ﴾ التغابن: ٩

"সেদিন অর্থাৎ সমাবেশের দিন আল্লাহ তোমাদেরকে সমবেত করবেন। এ দিন হার-জিতের দিন।" (সূরা তাগাবুন-৯)

(৪) يوم الفتح (নিরীক্ষণ ও শুনানি দিবস)। কারণ, সেদিন মানুষের পরিণতি (নির্ণয়) করা হবে। আল্লাহ বলেন,

﴿قُلۡ يَوۡمَ ٱلۡفَتۡحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِيمَٰنُهُمۡ وَلَا هُمۡ يُنظَرُونَ ٢٩﴾ السجدة: ٢٩

"বলুন, ফয়সালার দিনে কাফেরদের ঈমান তাদের কোনো কাজে আসবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেওয়া হবে না।" (সূরা সাজদা-২৯)

(৫) الواقعة (চরম বাস্তব দিবস)। কারণ, নিঃসন্দেহে সেদিন কেয়ামত বাস্তবায়িত হয়ে আল্লাহর সকল প্রতিশ্রুত বিষয় সামনে এসে যাবে।

(৬) يوم الفصل (পার্থক্য বিধানকারী দিবস)। কারণ, সেদিন আল্লাহ তা'লা কৃতকর্ম অনুযায়ী বান্দাদের মাঝে পার্থক্য বিধান করে দেবেন। আল্লাহ বলেন,

﴿ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ ۝١٢ لِيَوْمِ ٱلْفَصْلِ ۝١٣ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ۝١٤ ﴾

المرسلات: ١٢ – ١٤

"এসব বিষয় কোন দিবসের জন্যে স্থগিত রাখা হয়েছে? বিচার দিবসের জন্য। আপনি কি জানেন বিচার দিবস কী?" (সূরা মুরসালাত ১২-১৪)

(৭) **الصاخة** (প্রলয়ঙ্করী দিবস)। কারণ, কেয়ামতের সেই বজ্রকঠিন নিনাদ কর্ণসমূহকে বধির করে দেবে।

(৮) **الطامة الكبرى** (মহা সংকট দিবস)। আল্লাহ বলেন,

﴿ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّآمَّةُ ٱلْكُبْرَىٰ ۝٣٤ ﴾ النازعات: ٣٤

"অতঃপর যখন মহাসংকট এসে যাবে।" (সূরা নাযিআত-৩৪)

(৯) **القارعة** (করাঘাতকারী)। আল্লাহ বলেন,

﴿ ٱلْقَارِعَةُ ۝١ مَا ٱلْقَارِعَةُ ۝٢ ﴾ القارعة: ١ – ٢

"করাঘাতকারী, করাঘাতকারী কী?" (সূরা ক্বারিআ ১-২)

(১০) **الحاقة** (সুনিশ্চিত দিবস)। কারণ, কেয়ামতের সকল কিছুই সেদিন সুনিশ্চিতরূপে সকলের সামনে চলে আসবে। আল্লাহ বলেন,

﴿ ٱلْحَآقَّةُ ۝١ مَا ٱلْحَآقَّةُ ۝٢ ﴾ الحاقة: ١ – ٢

"সুনিশ্চিত, সুনিশ্চিত কী?" (সূরা আল-হাক্কা ১-২)

(১১) **الآخرة** (শেষ দিবস)। সেদিনের পর আর কোনো দিন নেই। আল্লাহ বলেন,

﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبۡلِكَ وَبِٱلۡأٓخِرَةِ هُمۡ يُوقِنُونَ ٤ ﴾

البقرة: ٤

“যারা আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবতরণকৃত বিষয় সত্য জানে এবং শেষ দিবসে বিশ্বাস করে।” (সূরা বাক্বারা-৪)

(১২) **يوم التغابن** (হার-জিত দিবস)। জান্নাতবাসী চির-সফল আর জাহান্নামবাসী চির দুর্ভাগা সাব্যস্ত হবে।

(১৩) **يوم الحسرة** (পরিতাপ দিবস)। অপরাধীরা সেদিন নিজেদের কৃতকর্মের জন্য চির-লজ্জিত এবং চরম অনুতপ্ত হবে। আল্লাহ বলেন,

﴿ وَأَنذِرۡهُمۡ يَوۡمَ ٱلۡحَسۡرَةِ إِذۡ قُضِيَ ٱلۡأَمۡرُ وَهُمۡ فِي غَفۡلَةٖ وَهُمۡ لَا يُؤۡمِنُونَ ٣٩ ﴾

مريم: ٣٩

“আপনি তাদেরকে পরিতাপের দিবস সম্পর্কে হুশিয়ার করে দিন যখন সব ব্যাপারে মীমাংসা হয়ে যাবে। এখন তারা অসাবধানতায় আছে এবং তারা বিশ্বাস স্থাপন করছে না।” (সূরা মারিয়াম-৩৯)

এ ধরণের আরও নাম বর্ণিত রয়েছে। প্রতিটি নামই সে দিবসের বৈশিষ্ট্য এবং সেদিনে সৃষ্টির ভয়াবহ অবস্থার বিবরণ দেয়।



কেয়ামত দিবসের পরিস্থিতি সমূহ

কেয়ামত দিবস এক সুদীর্ঘ দিবস। সেদিন পরিস্থিতি নানান রূপ নেবে। আমল ও অবস্থা ভেদে প্রেক্ষাপট পরিবর্তন হবে। একই ব্যক্তি একাধিক পরিস্থিতির সম্মুখিন হতে পারে।

কোনো কোনো পরিস্থিতিতে কৃতকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে না; বরং কৃতকর্মই তার অবস্থার বিবরণ দেবে। আল্লাহ বলেন,

﴿فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْـَٔلُ عَن ذَنۢبِهِۦٓ إِنسٌ وَلَا جَآنٌّ ٣٩﴾ الرحمن: ٣٩

"সেদিন না মানুষ তার অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞেসিত হবে, না জ্বিন।" (সূরা আর রাহমান-৩৯)

আবার কোনো কোনো পরিস্থিতিতে অপকীর্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। অপরাধসমূহ প্রকাশ করে তাকে লাঞ্ছিত করা হবে। আল্লাহ বলেন,

﴿وَقِفُوهُمْ ۖ إِنَّهُم مَّسْـُٔولُونَ ٢٤﴾ الصافات: ٢٤

"এবং তাদেরকে থামাও, তারা জিজ্ঞাসিত হবে।" (সূরা সাফফাত-২৪)

অন্য আয়াতে বলেন,

﴿فَلَنَسْـَٔلَنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْـَٔلَنَّ ٱلْمُرْسَلِينَ ٦﴾ الأعراف: ٦

"অতএব, আমি অবশ্যই তাদেরকে জিজ্ঞেস করব যাদের কাছে রসূল প্রেরিত হয়েছিল এবং আমি অবশ্যই জিজ্ঞেস করব রসূলগণকে।" (সূরা আ'রাফ-৬)

আবার কোনো কোনো পরিস্থিতিতে কৃতকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। সকলেই নিজেদের কৃতকর্মের যথাযথ স্বীকারোক্তি দেবে; কিছুই গোপন করবে না। আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَا يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ﴿٤٢﴾﴾ النساء: ٤٢

"আল্লাহর সামনে তারা কিছুই গোপন করবে না।" (সূরা নিছা-৪২)

কোনো এক পরিস্থিতিতে কাফেরদেরকে জিজ্ঞেস করা হলে তারা মিথ্যারোপ করবে, কুফুরির কথা অস্বীকার করবে। কিন্তু তাদের এই মিথ্যারোপ সর্বজ্ঞানী প্রতিপালকের সামনে তাদের অপমান আর লাঞ্ছনা ছাড়া কিছুই বৃদ্ধি করবে না। আল্লাহ বলেন,

﴿ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلَّآ أَن قَالُواْ وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿٢٣﴾ ٱنظُرْ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ ۚ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿٢٤﴾﴾ الأنعام: ٢٣ – ٢٤

"অতঃপর তাদের কোন অপরিচ্ছন্নতা থাকবে না; তবে এটুকুই যে তারা বলবে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহর কসম, আমরা মুশরিক ছিলাম না। দেখুন তো, কীভাবে মিথ্যা বলছে তারা নিজেদের বিপক্ষে? এবং যেসব বিষয় তারা আপনার প্রতি

মিছামিছি রচনা করত, তা সবই উধাও হয়ে গেছে।" (সূরা আনআম- ২৩,২৪)

আরেক পরিস্থিতিতে কাফেরদের মুখ বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে তারা অস্থির ও ভীত হয়ে যাবে। পরস্পর কথা বলার সাহস পাবে না। আল্লাহ বলেন,

﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ۝٦٥ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنۢبَآءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَآءَلُونَ ۝٦٦ ﴾ القصص: ٦٥ – ٦٦

"যেদিন আল্লাহ তাদেরকে ডেকে বলবেন, তোমরা রসূলগণকে কী জওয়াব দিয়েছিলে? অতঃপর তাদের কথাবার্তা বন্ধ হয়ে যাবে এবং তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে না।" (সূরা কাসাস ৬৫,৬৬)

প্রতিপালকের সামনে যুক্তি ভুলে যাবে। কী বলবে, চিন্তা করে পাবে না। সেদিন তাদের মুক্তির কোন উপায় থাকবে না।

রহমত,

চরম ভয়াবহ ও সুদীর্ঘ দিবস হওয়া সত্তেও মুমিনদের জন্য সেদিনটি হবে অত্যন্ত সহজ..

শিঙ্গায় ফুঁক

শিঙ্গায় ফুঁক-দান হলো কেয়ামতের সূচনা, যার মাধ্যমে বিশ্ব-জগতের সকল ব্যবপস্থাপনা ধ্বংসের সম্মুখীন হবে।

* শিঙ্গা কী? কে দেবেন ফুৎকার?
* কতবার ফুঁক দেবেন? ফুঁক-দানের সাথে সাথে কী ঘটবে?
* ফুঁৎকার শুনে কি সকল সৃষ্টিই মৃত্যুবরণ করবে?

ভূমিকা



দুনিয়াতে আমাদের ব্যবহৃত শিঙ্গা,
তবে হাদিসের দ্বারা এটা উদ্দেশ্য নয়

পরিভাষায় শিঙ্গা বলতে আমরা ছাগলের শিংকে বুঝি।

جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله : ما الصور؟
فقال ﷺ : قرن ينفخ فيه

একদা জনৈক বেদুইন এসে নবী করীম সা. কে 'সূর কী?' জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "শিং, যার সাহায্যে ফুঁৎকার দেয়া হবে।" (মুসনাদে আহমদ-৬৫০৭)

শিঙ্গায় ফুঁক-দানকারী

শিঙ্গায় ফুঁৎকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতা হলেন ইসরাফীল আ.। শিঙ্গা হাতে প্রতিপালকের আদেশের অপেক্ষায় সদা দণ্ডায়মান। সৃষ্টির পর থেকেই তিনি এভাবে দাঁড়ানো।

قال ﷺ : إن طرف صاحب الصور مذ وكل به مستعد ، ينظر نحو العرش ، مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه ، كأن عينيه كوكبان دريان

নবী করীম সা. বলেন, “আদেশ পালনে যদি বিন্দুমাত্র বিলম্ব হয়ে যায় সেই আশঙ্কায় দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকে শিঙ্গা নিয়ে দাঁড়ানো ফেরেশতার দৃষ্টি সর্বক্ষণ আরশের দিকে। তার দৃষ্টি যেন দু'টি উজ্জ্বল বৃহৎ নক্ষত্র।” (মুস্তাদরাকে হাকিম-৮৬৭৬)

কেয়ামতের অতি-নিকটবর্তী এ সময়ে শিঙ্গায় ফুঁৎকার দিতে নিশ্চয় তিনি অধিক প্রস্তুত রয়েছেন।

قال رسول الله ﷺ : كيف أنعم؟! وقد التقم صاحب القرن القرن! وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ . قال المسلمون : فكيف نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا : حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله ربنا

নবী করীম সা. বলেন, “কীভাবে আমি বিশ্রাম করব.. অথচ শিঙ্গা নিয়ে দাঁড়ানো ফেরেশতা শিঙ্গা মুখে নিয়ে নিয়েছে। কপাল ভাঁজ করে আদেশের অপেক্ষায় কান খাড়া করেছে। মুসলিমগণ বললেন, আমরা কী বলব হে আল্লাহ রাসূল? বললেন, তোমরা বল, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং কতইনা উত্তম তত্ত্বাবধায়ক তিনি। প্রতিপালক আল্লাহর উপরই আমরা ভরসা করলাম।” (তিরমিযী-৩২৪৩)

শিঙ্গায় ফুৎকার সম্পর্কিত প্রমাণ

ফুঁৎকার বলতে প্রকৃত ফুঁৎকারই উদ্দেশ্য, যা শুনে সকল সৃষ্টি মুহূর্তের মধ্যে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হবে।



কুরআন-হাদিসে বিষয়টি একাধিকবার বর্ণিত হয়েছে,

* আল্লাহ বলেন,

﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِي ٱلۡأَرۡضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُۖ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخۡرَىٰ فَإِذَا هُمۡ قِيَامٞ يَنظُرُونَ ٦٨ ﴾ الزمر: ٦٨

"শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, ফলে আসমান ও যমীনে যারা আছে সবাই বেহুঁশ হয়ে যাবে, তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন। অতঃপর আবার শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, তৎক্ষণাৎ তারা দণ্ডায়মান হয়ে দেখতে থাকবে।" (সূরা যুমার-৬৮)

* আল্লাহ বলেন,

﴿ وَيَوۡمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِي ٱلۡأَرۡضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُۚ ﴾ النمل: ٨٧

"যেদিন শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেওয়া হবে, অতঃপর আল্লাহ যাদেরকে ইচ্ছা করবেন, তারা ব্যতীত নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যারা আছে, সবাই ভীত-বিহবল হয়ে পড়বে।" (সূরা নামল-৮৭)

* আল্লাহ বলেন,

﴿وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ۝٥١﴾

يس: ٥١

“শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, তখনই তারা কবর থেকে তাদের পালনকর্তার দিকে ছুটে চলবে।” (সূরা ইয়াছিন-৫১)

قال رسول الله ﷺ : ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله ، فيصعق ويصعق الناس

নবী করীম সা. বলেন, “অতপর শিঙ্গায় ফুক দেয়া হবে। তা শুনার সাথে সাথে সকলের কানের পর্দা ফেটে যাবে। কান চেপে ধরে সবাই এদিক-ওদিক লুটিয়ে পড়বে। সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি শুনবে, সে উটের আস্তাবলে কর্মরত থাকবে। তৎক্ষণাৎ সে বেহুঁশ হয়ে যাবে; সাথে সাথে সকল মানুষও।” (মুসলিম-৭৫৬৮)

ফুঁৎকার সংখ্যা



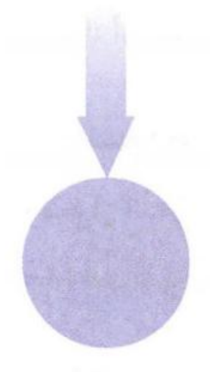
শিঙ্গায় দু’বার ফুঁক দেয়া হবে,

* প্রথম ফুঁক..। এ ফুঁকে সকলেই ভীত-বিহ্বল হয়ে মৃত্যুর সম্মুখীন হবে। পৃথিবীর বিনাশ ঘটবে। মানুষ, জ্বিন, ফেরেশতা, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ সকল কিছু ধ্বংস হয়ে

যাবে। মহা প্রতাপশালী এক আল্লাহর সত্তাই কেবল অবশিষ্ট থাকবে।

* দ্বিতীয় ফুঁক..। এ হলো পুনরুত্থান এর জন্য ফুঁৎকার। উভয় প্রকার ফুৎকার সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

﴿وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِي ٱلۡأَرۡضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُۖ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخۡرَىٰ فَإِذَا هُمۡ قِيَامٞ يَنظُرُونَ ٦٨﴾ الزمر: ٦٨



"শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, ফলে আসমান ও যমিনে যারা আছে সবাই বেহুঁশ হয়ে যাবে, তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন। অতঃপর আবার শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, তৎক্ষণাৎ তারা দণ্ডায়মান হয়ে দেখতে থাকবে।" (সূরা যুমার-৬৮)

দ্বিতীয় ফুঁৎকারের সময় কবর থেকে মানুষের উত্থানের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ বলেন,

﴿وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلۡأَجۡدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمۡ يَنسِلُونَ ٥١﴾ يس: ٥١

"শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, তখনই তারা কবর থেকে তাদের পালনকর্তার দিকে ছুটে চলবে।" (সূরা ইয়াছিন-৫১)

প্রথম ফুঁৎকারকে 'রাজিফা' (প্রকম্পিতকারী) এবং দ্বিতীয় ফুঁৎকারকে 'রাদিফা' (পরক্ষণে ঘটিত) নামে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

﴿يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ ۝٦ تَتْبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ ۝٧﴾ النازعات: ٦ - ٧

"যেদিন প্রকম্পিত করবে প্রকম্পিতকারী, অতঃপর পশ্চাতে আসবে পশ্চাদগামী।" (সূরা নাযিআত ৬,৭)

অন্য আয়াতে প্রথম ফুঁৎকারকে 'সাইহা' (বজ্র নিনাদ) আর দ্বিতীয় ফুৎকারকে 'সূর' (শিঙ্গা) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

﴿مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَٰحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ۝٤٩ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَآ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ۝٥٠ وَنُفِخَ فِى ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ۝٥١﴾ يس: ٤٩ - ٥١

"তারা কেবল একটা ভয়াবহ শব্দের অপেক্ষা করছে, যা তাদেরকে আঘাত করবে তাদের পারস্পরিক বাক-বিতণ্ডাকালে। তখন তারা অসিয়ত করতেও সক্ষম হবে না এবং তাদের পরিবার পরিজনের কাছেও ফিরে যেতে পারবে না।" (সূরা ইয়াছিন ৫০,৫১)

উভয় ফুঁৎকারের মাঝে ব্যবধান

এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট কিছু বর্ণিত নয়। তবে আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত হাদিসে উভয় ফুঁ-র মধ্যবর্তী কাল সম্পর্কে কিঞ্চিত ধারণা পাওয়া যায়,

عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله ﷺ : ما بين النفختين أربعون. قالوا: يا أبا هريرة ، أربعون يوما ؟ قال أبيت . قالوا: أربعون شهرا؟ قال: أبيت . قالوا : أربعون عاما؟ قال: أبيت

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "দুই ফুঁৎকারের মাঝে চল্লিশ। সকলেই জিজ্ঞেস করল, হে আবু হুরায়রা! চল্লিশ দিন? বললেন, না। সবাই বলল, চল্লিশ মাস? বললেন, না। বলল, চল্লিশ বৎসর? বললেন, না।

উপরোক্ত বর্ণনায় প্রখ্যাত সাহাবী আবু হুরায়রা রা. চল্লিশের ব্যাখ্যা দেননি। কারণ, নবী করীম সা. থেকে এ ব্যাপারে তিনিও সুস্পষ্ট কিছু শুনেননি। কিছুক্ষণ চুপ থেকে আবু হুরায়রা বলতে লাগলেন,

ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل

অতঃপর আসমান থেকে আল্লাহ বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। ফলে সকলেই কবর থেকে উঠতে থাকবে, ঠিক যেমন বৃক্ষ উৎপন্ন হয়ে থাকে।

আরো বলেন,

وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا لا تأكله الأرض أبدا وهو عجب الذنب ، ومنه يركب الخلق يوم القيامة

একটি হাড় ব্যতীত মানবদেহের সকল অঙ্গই মাটি খেয়ে ফেলে। সেটি হলো মেরুদণ্ডের নিম্নাংশ। কেয়ামতের দিন এ থেকেই মানুষের দেহ পুনর্গঠিত হবে।" (বুখারী-৪৬৫১)

কোন দিন ফুঁক দেয়া হবে?

উভয় ফুঁৎকারই জুমুআর দিন (শুক্রবারে) দেয়া হবে।

عن أوس بن أوس الثقفي قال : قال لي رسول الله ﷺ : إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم و فيه قبض و فيه النفخة و فيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي قالوا : و كيف صلاتنا تعرض عليك و قد أرمت ؟ فقال : إن الله عز و جل قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء



নবী করীম সা. বলেন, "সর্বোত্তম দিন হলো জুমুআর দিন। এ দিনেই আদমের সৃষ্টি। এ দিনেই তার মৃত্যু হয়েছে। এ দিনেই কেয়ামতের প্রথম ফুঁৎকার। এ দিনেই সকল সৃষ্টির ধ্বংস। সুতরাং এ দিনে বেশী করে তোমরা আমার উপর দরূদ পাঠ কর! কারণ, তোমাদের দরূদসমূহ

আমার কাছে উপস্থাপিত হয়। সকলেই জিজ্ঞেস করল, কবরে মাটি হয়ে যাওয়ার পর কী করে আমাদের দরূদগুলো আপনার কাছে উপস্থাপিত হবে? উত্তরে তিনি বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ মাটির জন্য নবীদের দেহভক্ষণ হারাম করেছেন।" (নাসাঈ-১৬৬৬)

قال ﷺ : ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة

অন্য হাদিসে নবী করীম সা. বলেন, "জুমুআর দিনই কেয়ামত সংঘটিত হবে।" (মুসলিম-৯৪০৯)

وقال ﷺ : ما من دابة إلا وهي مصيخة بأذنها يوم الجمعة تنتظر قيام الساعة

অপর হাদিসে বলেন, "প্রতিটি সৃষ্টিই জুমুআর দিন নিজেদের কর্ণ চেপে ধরে কেয়ামতের অপেক্ষা করতে থাকে।" (সহিহ ইবনে হিব্বান-২৭৭২)

প্রথম ফুৎকার শ্রবণকারী সর্বপ্রথম ব্যক্তি

মানুষ সেদিন তাদের স্বাভাবিক জীবনযাপনে ব্যস্ত থাকবে। কেউ বাজারে আর কেউ বস্ত্র বিতানে। কেউ বা উটের আস্তাবলে দুধ দহনে। আবার কেউ বাড়ীতে দুধ নিয়ে গিয়ে পানের অপেক্ষায়..। কেউ উটকে পানি পান করানোর জন্য বর্তন প্রস্তুত করতে থাকবে। আবার কেউ খাবারের প্লেট সামনে নিয়ে আহার মুখে দেয়ার অপেক্ষায় থাকবে..।

হঠাৎ ইসরাফীল আ. শিঙ্গায় ফুঁক দেবেন। আঁওয়াজের তিব্রতা ও চরম শঙ্কায় অন্তরাত্মা কেঁপে উঠবে। মুহূর্তেই সকল সৃষ্টি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে।

قال ﷺ : ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه . ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه . ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها

নবী করীম সা. বলেন, "কাপড়-বিক্রেতা ক্রেতার সামনে কাপড় প্রসারিত করেছে, তাদের কথাবার্তা চূড়ান্ত হওয়া আর কাপড় ভাঁজ করার পূর্বেই কেয়ামত শুরু হয়ে যাবে। দহন শেষে উটের দুধ বাড়ীতে নিয়ে পান করার পূর্বেই কেয়ামত শুরু হয়ে যাবে। উটকে পান করানোর উদ্দেশ্যে পানি প্রস্তুত করবে, উট সেখান থেকে পান করার পূর্বেই কেয়ামত শুরু হয়ে যাবে। প্রস্তুতকৃত আহার মুখের দিকে উঠাবে, কিন্তু মুখে দেয়ার পূর্বেই কেয়ামত শুরু হয়ে যাবে।" (বুখারী-৬১৪১)

মুমিনের জন্য রহমত

কেয়ামতের ফুঁৎকার হবে কাফের মুশরেকদের জন্য এক বিরাট আযাব। এ কারণে মুমিনদের রূহগুলোকে আল্লাহ পূর্বেই হস্তগত করে নেবেন। ফলে পৃথিবীতে তখন কেবল অনিষ্ট লোকেরাই অবশিষ্ট থাকবে।

উক্ত ফুঁৎকারের পূর্বে ও উভয় ফুৎকারের মধ্যবর্তী সময়ের বিবরণ নবী করীম সা. সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন,

يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِى أُمَّتِى فَيَمْكُثُ أَرْبَعِينَ فَيَبْعَثُ اللَّهُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ كَأَنَّهُ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ فَيَطْلُبُهُ فَيُهْلِكُهُ ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ سَبْعَ سِنِينَ لَيْسَ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَدَاوَةٌ ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ رِيحًا بَارِدَةً مِنْ قِبَلِ الشَّامِ فَلاَ يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ أَحَدٌ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ أَوْ إِيمَانٍ إِلاَّ قَبَضَتْهُ حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ دَخَلَ فِى كَبَدِ جَبَلٍ لَدَخَلَتْهُ عَلَيْهِ حَتَّى تَقْبِضَهُ .

فَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ فِى خِفَّةِ الطَّيْرِ وَأَحْلاَمِ السِّبَاعِ لاَ يَعْرِفُونَ مَعْرُوفًا وَلاَ يُنْكِرُونَ مُنْكَرًا فَيَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ أَلاَ تَسْتَجِيبُونَ فَيَقُولُونَ فَمَا تَأْمُرُنَا فَيَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الأَوْثَانِ وَهُمْ فِى ذَلِكَ دَارٌّ رِزْقُهُمْ حَسَنٌ عَيْشُهُمْ ثُمَّ يُنْفَخُ فِى الصُّورِ فَلاَ يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلاَّ أَصْغَى لِيتًا وَرَفَعَ لِيتًا - قَالَ - وَأَوَّلُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوطُ حَوْضَ إِبِلِهِ - قَالَ - فَيَصْعَقُ وَيَصْعَقُ النَّاسُ ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ مَطَرًا كَأَنَّهُ الطَّلُّ أَوِ الظِّلُّ فَتَنْبُتُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ثُمَّ يُقَالُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ. وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ثُمَّ يُقَالُ أَخْرِجُوا بَعْثَ النَّارِ فَيُقَالُ مِنْ كَمْ فَيُقَالُ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ فَذَاكَ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا وَذَلِكَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ .

“আমার উম্মতের মধ্যে দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করে চল্লিশ দিন অবস্থান করবে। অতঃপর আল্লাহ ঈসা বিন মারিয়াম আ. কে

প্রেরণ করবেন। তিনি দেখতে ঠিক উরওয়া বিন মাসুদের মতো। তিনি দাজ্জালকে খুঁজে বের করে হত্যা করবেন। অতঃপর মানুষ সাত বৎসর জীবনযাপন করবে, সেসময় শত্রুতা বলতে কিছু থাকবে না। অতঃপর শামের দিক থেকে আল্লাহ একপ্রকার শীতল বায়ু প্রেরণ করবেন। অণু পরিমাণ ঈমান যার ভেতরে আছে, শীতল বাতাস এসে তার রূহ বের করে নেবে। এমনকি তোমাদের কেউ যদি সেদিন পাহাড়ের গহীন গুহায় প্রবেশ করে, তবে সুবাতাস সেখানেও পৌঁছুবে এবং রূহ কবজা করবে। অতঃপর পৃথিবীতে শুধু জীবজন্তুর চরিত্রধারী দুষ্কৃতকারী লোকেরা অবশিষ্ট থাকবে। যারা ভালোমন্দ কিছুই বুঝবে না। শয়তান তাদের কাছে এসে বলবে, তোমরা কি আমার কথা শুনবে না? তারা বলবে, কী আদেশ তোমার বল! অতঃপর শয়তান তাদেরকে মূর্তিপূজার আদেশ করবে। এভাবেই তারা সুখে শান্তিতে জীবনযাপন করতে থাকবে।

অতঃপর শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে। যেই শুনবে, উভয় হাতে কান চেপে ধরে এদিক-ওদিক লুটিয়ে পড়বে। সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি ফুঁৎকার শুনবে, সে উটের আস্তাবলে কর্মরত থাকবে। সেই প্রথম নিনাদ শুনে অজ্ঞান হবে। পরক্ষণে সকল মানুষও।

অতঃপর আল্লাহ মৃদু বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। ফলে মানুষের দেহগুলো কবর থেকে উঠতে থাকবে। অতঃপর দ্বিতীয় ফুঁৎকার দেওয়া হলে সকল মানুষ দাঁড়িয়ে এদিক সেদিক তাকাতে থাকবে। অতঃপর ঘোষণা হবে, হে লোকসকল! তোমরা

তোমাদের প্রতিপালকের দিকে এসো! তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে। অতঃপর ফেরেশতাদেরকে বলা হবে, জাহান্নামের লোকদেরকে পৃথক কর! তারা বলবে, কতজন করে পৃথক করব? বলা হবে, প্রত্যেক হাজার থেকে নয়শত নিরানব্বই জন। এটাই সেই দিবস, যা শিশুকে বৃদ্ধ করে দেবে। এটাই সেই দিন, যে দিন গোছা পর্যন্ত পা খোলা হবে।" (মুসলিম-৭৫৬৮)

আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং কতইনা উত্তম তত্ত্বাবধায়ক তিনি..!

বেশি করে আল্লাহর কাছে কেয়ামতের ভয়াবহতা এবং বিপদ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা..।

পুনরুত্থান

দ্বিতীয় ফুঁৎকারের পর সকল মানুষ পুনরুজ্জীবিত হবে।

* পুনরুত্থান কী?
* পুনরুত্থান বিষয়ে প্রমাণ কী?
* পুনর্জীবন বলতে কী বুঝায়?
* কীভাবে হবে পুনরুত্থান?
* অকবরস্থদের পুনরুত্থান কীভাবে?

ভূমিকা

পুনরুত্থান হলো সকল মৃতকে কবর থেকে জীবিত উঠানো। এমনকি যারা দগ্ধ হয়ে বা ডুবে মারা গেছে অথবা জীবজন্তু তাদের খেয়ে ফেলেছে.. তাদেরকেও পুনর্জীবিত করা হবে। আল্লাহ সকল কিছুর উপরই ক্ষমতাবান।

পুনরুত্থানের পক্ষে দলীল



পুনরুত্থানে বিশ্বাস হলো ইসলামের মৌলিক আক্বীদাগুলোর একটি। পুনরুত্থান অস্বীকার করার অর্থ আল্লাহকে অস্বীকার করা। আল্লাহ বলেন,

﴿ بَلۡ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِۖ وَأَعۡتَدۡنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ١١ ﴾

الفرقان: ١١

"বরং তারা কেয়ামতকে অস্বীকার করে এবং যে কেয়ামতকে অস্বীকার করে, আমি তার জন্যে অগ্নি প্রস্তুত করেছি।" (সূরা ফুরকান-১১)

কুরআনুল কারীমের একাধিক আয়াতে আল্লাহ তা'লা এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তন্মধ্যে,

﴿ يَوْمَ نَطْوِي ٱلسَّمَآءَ كَطَيِّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبِۚ كَمَا بَدَأْنَآ أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُۥۚ وَعْدًا عَلَيْنَآۚ إِنَّا كُنَّا فَٰعِلِينَ ١٠٤ ﴾ الأنبياء: ١٠٤

"সেদিন আমি আকাশকে গুটিয়ে নেব, যেমন গুটানো হয় লিখিত কাগজপত্র। যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব। আমার ওয়াদা নিশ্চিত, আমাকে তা পূর্ণ করতেই হবে।" (সূরা আম্বিয়া-১০৪)

* আল্লাহ বলেন,

﴿ قُلْ يَتَوَفَّىٰكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ١١ ﴾ السجدة: ١١

"বলুন, তোমাদের প্রাণ হরণের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা তোমাদের প্রাণ হরণ করবে। অতঃপর তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে।" (সূরা সাজদা-১১)

* অন্য আয়াতে বলেন,

﴿ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَن لَّن يُبْعَثُوا۟ۚ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْۚ وَذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ٧ ﴾ التغابن: ٧

"কাফেররা দাবী করে যে, তারা কখনও পুনরুত্থিত হবে না। বলুন, অবশ্যই হবে, আমার পালনকর্তার কসম, তোমরা নিশ্চয় পুনরুত্থিত হবে। অতঃপর তোমাদেরকে অবহিত করা হবে যা তোমরা করতে। এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ।" (সূরা তাগাবুন, ৭)

* নবী করী সা. বলেন,

يبعث كل عبد على ما مات عليه

নবী করীম সা. বলেন, "প্রত্যেক বান্দাকে তার মৃত্যুর অবস্থার উপর পুনরুত্থান করা হবে।" (মুসলিম-৭৪১৩)

*

قال النبي ﷺ: يبعث الناس على نياتهم

নবী করীম সা. বলেন, "মানুষকে পুনরুত্থান করা হবে তাদের নিয়তের ভিত্তিতে।" (ইবনে মাজা-৪২২৯)

পুনরুত্থান সম্ভাব্যতার প্রমাণ



আল্লাহ তা'লা আমাদের সামনে অসংখ্য নিদর্শন ও প্রমাণ রেখেছেন, যেন সেগুলো দেখে আমরা মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে বিশ্বাস করি। তন্মধ্যে..

(১) বৃষ্টি বর্ষণের ফলে মৃত ভূমি সম্পূর্ণ সজীব হয়ে উঠে।



আমরা কত অনুর্বর ও মৃত ভূমির পাশ দিয়ে অতিক্রম করি। কোন বৃক্ষ নেই, ঘাস নেই.. সম্পূর্ণ মরা জমি। যখনই আল্লাহ তাতে বৃষ্টি

বর্ষণ করেন, তখনই সে জীবন ফিরে পায়। সজীব হয়ে ওঠে। তাতে ঘাস ও বৃক্ষ জন্মায়। দেখতে দেখতে চারিদিক সবুজ শ্যামল প্রান্তরে পরিণত হয়।

সেই ভূমিগুলো একসময় ছিল মৃত। ছিল শুষ্ক। অনুর্বরতার পর আবার সে সজীব হয়েছে। মৃত্যুর পর আবার সে জীবন ফিরে পেয়েছে। ঠিক তেমনি মৃত মানুষকেও আল্লাহ জীবিত করবেন। পচে গলে যাওয়া হাড়গুলো আবার একত্রিত হবে। শুষ্ক দেহগুলো পুণরায় মিলিত হয়ে দেহের আকৃতি ধারণ করবে। যেমনটি আল্লাহ বলেন,

﴿وَهُوَ ٱلَّذِى يُرْسِلُ ٱلرِّيَٰحَ بُشْرًۢا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِۦ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِۦ مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ ۚ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٥٧﴾

الأعراف: ٥٧

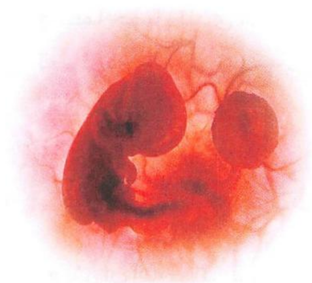
"তিনিই বৃষ্টির পূর্বে সুসংবাদবাহী বায়ু পাঠিয়ে দেন। এমনকি যখন বায়ুরাশি পানিপূর্ণ মেঘমালা বয়ে আনে, তখন আমি এ মেঘমালাকে একটি মৃত শহরের দিকে হাঁকিয়ে দেই। অতঃপর এ মেঘ থেকে বৃষ্টিধারা বর্ষণ করি। অতঃপর পানি দ্বারা সব রকমের ফল উৎপন্ন করি। এমনিভাবে মৃতদেরকে বের করব যাতে তোমরা চিন্তা কর।" (সূরা আ'রাফ-৫৭)

عن أبي رزان قال: قلت يا رسول الله : كيف يحيي الله الموتى؟ فقال ﷺ : أما مررت بالوادي ممحلا ، ثم تمر به خضرا ، ثم تمر به ممحلا ، ثم تمر به خضرا ؟ كذلك يحيي الله الموتى

আবু রাযান রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জিজ্ঞেস করলাম হে আল্লাহর রাসূল, মৃতদেরকে আল্লাহ কীভাবে পুনর্জীবিত করবেন? বললেন, তুমি কি কোনো মৃত ভূমির পাশ দিয়ে অতিক্রম করনি? দেখবে, কিছুদিন পর সজীব হয়ে উঠেছে। আবার কিছুদিন পর গিয়ে দেখবে, অনুর্বর ও মৃত হয়ে পড়ে আছে। আবার কিছুদিন পর গিয়ে দেখবে পুণরায় সবুজ শ্যামল হয়ে উঠেছে। ঠিক তেমনি মৃতদেরকেও আল্লাহ জীবিত করবেন।" (মুসনাদে আহমদ-১৬২৩৮)

(২) যৌক্তিক প্রমাণ

যে প্রতিপালক প্রথমবার সকল জীবকে সৃষ্টি করেছেন। তাদেরকে অস্তিত্বে এনেছেন। নিশ্চয় তিনি দ্বিতীয়বারও যখন যেখানে ইচ্ছা তাদের সৃষ্টি করতে পারবেন। কারণ প্রথমবারের তুলনায় দ্বিতীয়বার সৃজন অতি-সহজ। আল্লাহ বলেন,



﴿يَوۡمَ نَطۡوِي ٱلسَّمَآءَ كَطَيِّ ٱلسِّجِلِّ لِلۡكُتُبِۚ كَمَا بَدَأۡنَآ أَوَّلَ خَلۡقٖ نُّعِيدُهُۥۚ وَعۡدًا عَلَيۡنَآۚ إِنَّا كُنَّا فَٰعِلِينَ ١٠٤﴾ الأنبياء: ١٠٤

“সেদিন আমি আকাশকে গুটিয় নেব, যেমন গুটানো হয় লিখিত কাগজপত্র। যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব। আমার ওয়াদা নিশ্চিত, আমি তা পূরণ করবই।” (সূরা আম্বিয়া-১০৪)

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

﴿وَهُوَ ٱلَّذِي يَبۡدَؤُاْ ٱلۡخَلۡقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَهُوَ أَهۡوَنُ عَلَيۡهِۚ﴾ الروم: ٢٧

“তিনিই প্রথমবার সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেছেন, অতঃপর তিনিই পুনরায় সৃষ্টি করবেন। এটা তাঁর জন্যে সহজতর।” (সূরা রূম-২৭)

(৩) অনেক মৃতকে পৃথিবীতেই জীবিত করা হয়েছে

পূর্ববর্তীদের মধ্যে আল্লাহ তা'লা অনেক ঘটনা ঘটিয়ে আমাদের সতর্ক করেছেন। যেমন বনী ইসরাইলের এক মৃতকে গরুর একাংশ দিয়ে প্রহারের পর জীবিত করেছেন। আল্লাহ বলেন,

﴿فَقُلۡنَا ٱضۡرِبُوهُ بِبَعۡضِهَاۚ كَذَٰلِكَ يُحۡيِ ٱللَّهُ ٱلۡمَوۡتَىٰ وَيُرِيكُمۡ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ ٧٣﴾ البقرة: ٧٣

“অতঃপর আমি বললাম, গরুর একটি খণ্ড দ্বারা মৃতকে আঘাত কর। এভাবে আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন এবং তোমাদেরকে

তাঁর নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করেন যাতে তোমরা চিন্তা কর।” (সূরা বাক্বারা-৭৩)

বনী ইসরাইলে এক নিঃসন্তান ছিল। ছিল তার অঢেল সম্পদ। সেগুলোর একমাত্র উত্তরাধিকারী ছিল তার আপন ভাতিজা। দ্রুত উত্তরাধিকার লাভের আশায় সেই ভাতিজা তার চাচাকে হত্যা করে তার লাশ রাত্রিবেলায় জনৈক ব্যক্তির ঘরের সামনে রেখে চলে এলো। পরদিন সকালে দাবী করল, অমুক ব্যক্তি তাকে হত্যা করেছে। এ নিয়ে তাদের পরস্পর ঝগড়া বেঁধে গেল। অস্ত্র-সস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়লে তাদের কেউ কেউ বলল, আল্লাহর রাসূল জীবিত থাকতে তোমাদের যুদ্ধ করার কী দরকার! তার কাছে গিয়ে মীমাংসা করে নাও! অতঃপর তারা মুসা আ. এর কাছে এসে ঘটনার বিবরণ শুনালে আল্লাহ তা‘লা একটি গরু জবাইয়ের আদেশ করে ওহি পাঠালেন। আল-কুরআনের ভাষায়

﴿وَإِذۡ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوۡمِهِۦٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تَذۡبَحُواْ بَقَرَةٗۖ قَالُوٓاْ أَتَتَّخِذُنَا هُزُوٗاۖ قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنۡ أَكُونَ مِنَ ٱلۡجَٰهِلِينَ ٦٧﴾

البقرة: ٦٧

“যখন মুসা স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেন, আল্লাহ তোমাদেরকে একটি গরু জবাই করতে বলেছেন। তারা বলল, তুমি কি

আমাদের উপহাস করছ? মুসা আ. বললেন, মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" (সূরা বাক্বারা-৬৭)

তারা যদি কথা না বাড়িয়ে একটি গরু জবাই করে দিত, তবে তাদের জন্য তাই যথেষ্ট হয়ে যেত। কিন্তু তারা বাড়াবাড়ি করলে আল্লাহও তাদের উপর জটিলতা চাপিয়ে দিলেন। শেষপর্যন্ত বর্ণিত গুণবিশিষ্ট গরু জবাইয়ের নির্দেশ হলে ঐ গুণের অধিকারী একমাত্র গরু তারা এমন এক লোকের কাছে পেল, যার কাছে এটি ছাড়া আর কোনো গরু নেই। সে বলল, এটি যদি তোমরা জবাই করতে চাও, তবে বিনিময়ে এর চামড়াভর্তি স্বর্ণ দিয়ে মূল্য পরিশোধ করতে হবে। এ মূল্য দিয়েই তারা গরুটি কিনে নিল। অতঃপর জবাই করে তার একটি অংশ দিয়ে মৃতকে আঘাত করলে সাথে সাথে মৃত জীবিত হয়ে উঠল। জিজ্ঞেস করা হলো, কে তোমাকে হত্যা করেছে? সে তার ভাতিজার দিকে ইঙ্গিত করে পূণরায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

(তাফসীরে ইবনে কাসীর দ্রষ্টব্য)

তেমনি এক নবী কোনো এক ধ্বংসপ্রাপ্ত এলাকার পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে ঘটিত কাহিনীতেও পুনর্জীবন সত্য হওয়ার বিষয়টি পরিষ্কার বুঝা যায়। আল্লাহ তা'লা বলেন,

﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِۦ
هَٰذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۖ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُۥ ۖ قَالَ كَمْ

لَبِثْتَ ۖ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَٱنظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۖ وَٱنظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِّلنَّاسِ ۖ وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُۥ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٥٩﴾ البقرة: ٢٥٩

"তুমি কি সে লোককে দেখনি যে, এমন এক জনপদ দিয়ে যাচ্ছিল যার বাড়ী-ঘরগুলো ভেঙ্গে ছাদের উপর পড়ে ছিল? বলল, কেমন করে আল্লাহ একে জীবিত করবেন? অতঃপর আল্লাহ তাকে মৃত অবস্থায় রাখলেন একশ বছর। তারপর তাকে উঠালেন। বললেন, কতকাল এভাবে ছিলে? বলল, একদিন কিংবা একদিনের কিছু কম সময়। বললেন, তা নয়; বরং তুমি তো একশ বছর ছিলে। এবার চেয়ে দেখ নিজের খাবার ও পানিয়ের দিকে, সেগুলো পচে যায়নি এবং দেখ নিজের গাধাটির দিকে। আর আমি তোমাকে মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত বানাতে চেয়েছি। আর হাড়গুলোর দিকে চেয়ে দেখ যে, আমি এগুলোকে কেমন করে জুড়ে দেই এবং সেগুলোর উপর মাংসের আবরণ পরিয়ে দেই। অতঃপর যখন তার উপর এ অবস্থা প্রকাশিত হলো, তখন বলে উঠল, আমি জানি নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল।" (সূরা বাক্কারা-২৫৯)

তেমনি ইবরাহীম আ. এর ঘটনার মাধ্যমেও পুনর্জীবনের সত্যতা উপলব্ধি করা যায়। আল্লাহ বলেন,

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِـۧمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ ۖ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن ۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَـٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ۖ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ٱدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ۚ وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٦٠ ﴾ البقرة: ٢٦٠

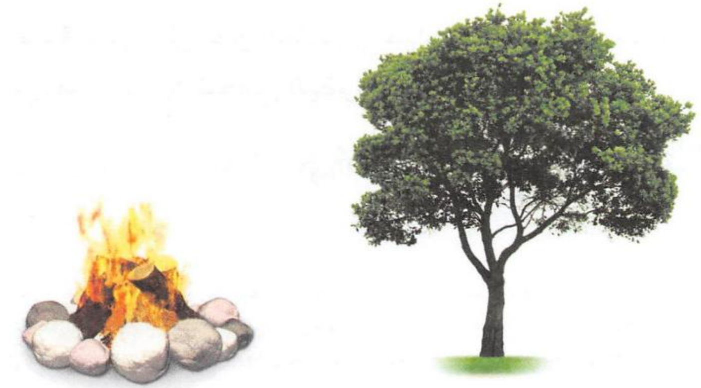
"স্মরণ কর, যখন ইব্রাহীম বলল, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে দেখান, কেমন করে আপনি মৃতকে জীবিত করবেন। বললেন, তুমি কি বিশ্বাস কর না? বলল, অবশ্যই বিশ্বাস করি, কিন্তু অন্তরে প্রশান্তি লাভের আশায় দেখার আগ্রহ প্রকাশ করছি। বললেন, তাহলে চারটি পাখী ধরে নাও! পরে সেগুলোকে নিজের পোষ মানিয়ে নাও। অতঃপর সেগুলোর দেহের একেকটি অংশ বিভিন্ন পাহাড়ের উপর রেখে দাও! তারপর সেগুলোকে ডাক; তোমার নিকট দৌড়ে চলে আসবে। আর জেনে রেখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, অতি জ্ঞানসম্পন্ন।" (সূরা বাক্বারা-২৬০)

(৪) আল্লাহর ক্ষমতার অন্যতম নিদর্শন হলো, কোন এক বস্তু থেকে তার বিপরীত বস্তু তৈরি করা।

অর্থাৎ আল্লাহ তা'লা জীবিত দেহকে মৃত হাড্ডি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তেমনি সবুজ বৃক্ষ থেকে আগুন সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ বলেন,

﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُۥ ۖ قَالَ مَن يُحْيِ ٱلْعِظَٰمَ وَهِيَ رَمِيمٌ
٧٨ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِىٓ أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ٧٩ ٱلَّذِى
جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَآ أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ٨٠ ﴾

يس: ٧٨ – ٨٠



"সে আমার সম্পর্কে এক অদ্ভুত কথা বর্ণনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টি রহস্য ভুলে যায়। সে বলে, পচে গলে যাওয়ার পর অস্থিসমূহকে কে জীবিত করবে? বলুন, যিনি প্রথমবার সেগুলো সৃষ্টি করেছেন, তিনিই জীবিত করবেন। তিনি সর্বপ্রকার সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক অবগত। যিনি তোমাদের জন্যে সবুজ বৃক্ষ থেকে

আগুন উৎপন্ন করেন। আর তোমরা তা থেকে আগুন জ্বালাও!” (সূরা ইয়াছিন ৭৮-৮১)

(৫) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টিতে আল্লাহর ক্ষমতা

নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও তার মাঝে যত অসংখ্য অগণিত সৃষ্টি রয়েছে, সকল সৃষ্টিকে সুনিপুণভাবে তিনিই সৃষ্টি করেছেন। এত বিশল জগত যিনি সৃষ্টি করতে পেরেছেন, নিঃসন্দেহে তিনি ছোট বিষয়গুলোও সৃষ্টি করতে পারবেন। যেমনটি আল্লাহ নিজেই বলেছেন,



أَوَلَيْسَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم ۚ
بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَّٰقُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٨١﴾ يس: ٧٨ - ٨١

"যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? হ্যাঁ.. অবশ্যই তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ।" (সূরা ইয়াছিন-৮১)

* অকবরস্থদের অবস্থা

যে ব্যক্তি পানিতে ডুবে মৃত্যুবরণ করল, অতঃপর মাছ তার মাংস খেয়ে ফেলল অথবা লাশ পুড়িয়ে ফেলার দরুন হাড়-মাংস ছাই হয়ে গেল অথবা জীবজন্তু তাকে ছিঁড়ে-ফেঁড়ে খেয়ে ফেলল অথবা যেকোনো ধরনের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ফলে সে অকবরস্থ রয়ে গেল। তাকেও আল্লাহ পুনর্জীবিত করবেন।

ذكر النبي ﷺ قصة رجل من السابقين .. "أعطاه الله مالا وولدا ، فلما حضرته الوفاة قال لبنيه : أي أب كنت لكم؟ قالوا : خير أب .. قال : فإني لم أعمل خيرا قط ، فإذا أنا مت فأحرقوني ، حتى إذا صرت فحما فاسحقوني ، فإذا كان يوم ريح عاصف فاذروني في البحر ، فوالله لئن قدر علي ربي ، ليعذبني عذابا ما عذبه به أحدا!! فأخذ مواثيقهم على ذلك . فلما مات فعلوا به ذلك ، وذروه في يوم عاصف ، فأمر الله الأرض فقال: اجمعي ما فيك منه . ففعلت ، فإذا هو قائم ، فقال الله: أي عبدي ، ما حملك على أن فعلت ما فعلت ؟ قال : خشيتك يا رب. فغفر له بذلك ..

নবী করীম সা. পূর্ববর্তী এক লোকের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, "..তাকে আল্লাহ সম্পদ ও সন্তান দিয়েছিলেন। মৃত্যুর

সময় সে তার সন্তানদেরকে ডেকে বলল, আমি তোমাদের জন্য কেমন পিতা ছিলাম? তারা বলল, শ্রেষ্ঠ পিতা! বলল, আমি কখনো কোন সৎকর্ম করিনি। আমি মরে গেলে আমার লাশ তোমরা জ্বালিয়ে দিয়ো! মাংসগুলো কয়লায় রূপান্তরিত হলে সেগুলো চূর্ণ করে কোন এক ঝঞ্ঝা-বায়ু প্রবাহের দিন সেগুলো সমুদ্রে উড়িয়ে দিয়ো। কারণ, আল্লাহর শপথ, প্রতিপালক যদি আমাকে পান, তবে এমন শাস্তি দিবেন যা তিনি কখনো কাউকে দেননি। এভাবে সে সন্তানদের থেকে প্রতিশ্রুতি নিল।

পিতার মৃত্যুর পর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তারা সেটাই করল। প্রচণ্ড বাতাস প্রবাহের দিন তারা তা উড়িয়ে দিল। অতঃপর আল্লাহ ভূমিকে আদেশ করলেন, তার অঙ্গের যতটুকু তোমার কাছে আছে একত্রিত কর। ভূমি তাই করল। অতঃপর তাকে পুনর্জীবিত করার পর প্রতিপালক জিজ্ঞেস করলেন, এ রকম কেন করলে? উত্তরে সে বলল, "হে প্রতিপালক! আমি আপনাকে প্রচণ্ডরকম ভয় করেছি।" পরবর্তীতে সেই ভয়ের দরুন তাকে ক্ষমা করা দেয়া হলো। (মুসলিম-৭১৫৭)

হ্যাঁ.. সকল সৃষ্টি সেদিন জীবিত হয়ে উঠবে। হিসাব নিকাশ ও কৃতকর্মের প্রতিফল দেয়ার জন্য কেয়ামতের দিন সমাবেশস্থলের দিকে তাদের তাড়িয়ে নেয়া হবে।

* পুনরুত্থান পরিস্থিতি

অদৃশ্যের সকল বিষয় কেবল ওহি'র মাধ্যমেই আমাদের বুঝতে হবে। অসংখ্য হাদিসের দ্বারা নবী করীম সা. পুনরুত্থান পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের অবহিত করেছেন। বলেছেন,

ما بين النفختين أربعون، ثم قال: ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل . ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة

"দুই ফুঁৎকারের মধ্যবর্তী সময় হলো চল্লিশ। অতঃপর বললেন, এরপর আসমান হতে আল্লাহ বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। ফলে সকল সৃষ্টি উদ্ভিতসদৃশ উৎপন্ন হতে থাকবে। মৃত্যুর পর একটি হাড় ব্যতীত মানুষের সকল অঙ্গ ধ্বংস হয়ে যায়। সেটি হলো মেরুদণ্ডের নিম্নাংশ। কেয়ামতের দিন এ থেকেই মানবদেহ পুনর্গঠিত হবে।" (বুখারী-৪৬৫১)

কবরস্থ হোক, সমুদ্রে নিমজ্জিত হোক, মরুপ্রান্তর কিংবা পর্বতে ধ্বসিত হোক.. যখন সৃষ্টির দেহ-পুনর্গঠনপ্রক্রিয়া সমাপ্ত হবে, যেমনটি আল্লাহ বলেছেন,

﴿ كَمَا بَدَأْنَآ أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُۥ ۚ وَعْدًا عَلَيْنَآ ۚ إِنَّا كُنَّا فَٰعِلِينَ ١٠٤ ﴾

الأنبياء: ١٠٤

"প্রথমবার যেভাবে সৃষ্টি করেছিলাম, সেভাবেই পুনরায় সৃষ্টি করব। এটি আমার প্রতিশ্রুতি, আমি তা পূরণ করবই।" (সূরা আম্বিয়া-১০৪)

তখন দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে। অতঃপর সকল সৃষ্টির দেহে আত্মা ফিরে আসার ফলে তারা জীবিত হয়ে উঠবে। কবর ফেটে যাবে। দলে দলে তারা কবর থেকে বের হতে থাকবে। আল্লাহ বলেন,

﴿يَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ﴿٤٤﴾﴾ ق: ٤٤

"যেদিন ভূমণ্ডল বিদীর্ণ হয়ে মানুষ ছুটাছুটি করে বের হয়ে আসবে। এটা এমন সমবেতকরণ, যা আমার জন্যে অতি সহজ।" (সূরা ক্বাফ-৪৪)

অন্য আয়াতে বলেন,

﴿وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ﴿٥١﴾﴾ يس: ٥١

"শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে, তখনই তারা কবর থেকে তাদের পালনকর্তার দিকে ছুটে চলবে।" (সূরা ইয়াছিন-৫১)

قال ﷺ : ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا ، فأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله ، فيصعق ويصعق الناس ، ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل فينبت منه أجساد الناس ، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ثم يقال : يا أيها الناس هلموا إلى ربكم ، وقفوهم إنهم مسئولون.

নবী করীম সা. বলেন, "অতঃপর শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে। শুনার সাথে সাথে সকলেই কানে আঙ্গুল চেপে ধরে হেলতে দুলতে থাকবে। সর্বপ্রথম শ্রবণকারী ঊটের আস্তাবলে কর্মরত থাকবে, শুনার সাথে সাথে সে.. অতঃপর সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হবে। অতঃপর আসমান হতে আল্লাহ মৃদু বৃষ্টিবর্ষণ করবেন, ফলে সকল সৃষ্টি মাটি থেকে উৎপন্ন হবে। অতঃপর দ্বিতীয় ফুঁৎকার দেওয়া হলে সকলেই দাঁড়িয়ে পরস্পরকে দেখতে থাকবে। অতঃপর বলা হবে, হে লোকসকল, তোমরা পালনকর্তার দিকে এসো, তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে!" (মুসলিম-৭৫৬৮)

* উদ্ভিতের ন্যায় সকল সৃষ্টির দেহসমূহ উৎপন্ন হবে

হ্যাঁ.. উদ্ভিত যেমন বীজ থেকে উৎপন্ন হয়, তেমনি মৃদু বৃষ্টির পর মানুষের দেহগুলোও মেরুদণ্ডের নিম্নাংশ থেকে উৎপন্ন হবে। আল্লাহ বলেন,

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يُرْسِلُ ٱلرِّيَـٰحَ بُشْرًۢا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِۦ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَـٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِۦ مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ ۚ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٥٧ ﴾

الأعراف: ٥٧

"তিনিই বৃষ্টির পূর্বে সুসংবাদবাহী বায়ু পাঠিয়ে দেন। এমনকি যখন বায়ুরাশি পানিপূর্ণ মেঘমালা বয়ে আনে, তখন আমি এ মেঘমালাকে একটি মৃত শহরের দিয়ে হাঁকিয়ে দেই। অতঃপর এ মেঘ থেকে বৃষ্টিধারা বর্ষণ করি। অতঃপর পানি দ্বারা সব রকমের ফল উৎপন্ন করি। এমনিভাবে মৃতদেরকে বের করব, যাতে তোমরা চিন্তা কর।" (সূরা আ'রাফ-৫৭)



পূর্বে যেমন বর্ণিত হয়েছে..

ما بين النفختين أربعون ، ثم ينزل الله من السماء ماء ، فينبتون كما ينبت البقل ، وليس في الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظم واحد وهو عجب الذنب منه يركب الخلق يوم القيامة.

"দুই ফুঁৎকারের মধ্যবর্তী সময় হলো চল্লিশ। এরপর আসমান হতে আল্লাহ বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। ফলে সকল সৃষ্টি উদ্ভিতসদৃশ উদগত হতে থাকবে। মৃত্যুর পর একটি হাড় ব্যতীত মানুষের সকল অঙ্গ নিঃশেষ হয়ে যায়। সেটি হলো মেরুদণ্ডের নিম্নাংশ।

কেয়ামতের দিন এ থেকেই মানবদেহ পুনর্গঠিত হবে।” (বুখারী-৪৬৫১)

প্রশ্ন, দ্বিতীয় সৃষ্টিতে দৈহিক কোন পরিবর্তন ঘটবে কি?
উত্তর- কুরআন-হাদিসের বিবরণসমূহে গবেষণা করলে বুঝা যায় যে, পুনরুত্থানের পর মানুষের প্রকৃতিতে কিছুটা পরিবর্তন ঘটবে। তার শক্তি, সামর্থ্য, ক্ষমতা.. ইত্যাদিতে।
উদ্দেশ্য এটা নয় যে, সম্পূর্ণ ভিন্ন দেহের উপর হিসাব নেয়া হবে এবং প্রতিদান দেয়া হবে; বরং দুনিয়ায় অবস্থানকৃত দেহকেই আল্লাহ পুনর্গঠন করবেন। তবে সেখানে স্বভাবগত কিছু পরিবর্তন সাধিত হবে। যেমন,
(১) মানুষের দৃষ্টিশক্তিতে..
দুনিয়াতে তারা জ্বিন ও ফেরেশতাদের দেখতে পেত না। সেখানে তারা সকলকে দেখতে পাবে। যেমনটি আল্লাহ বলেন,

﴿لَّقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴿٢٢﴾﴾ ق: ٢٢

“এখন তোমার কাছ থেকে যবনিকা সরিয়ে দিয়েছি। ফলে আজ তোমার দৃষ্টি সুতীক্ষ্ণ।” (সূরা ক্বাফ-২২)
(২) জান্নাতবাসী কখনো থুথু নিক্ষেপ করবে না ও সেখানে তাদের মল-মূত্র ত্যাগের প্রয়োজন হবে না।

(৩) কেয়ামতের সেই দীর্ঘ দিনে ক্ষুধা ও পিপাসায় তারা মৃত্যুবরণ করবে না।

(৪) জাহান্নামবাসী আগুনের প্রবল শাস্তিতেও ধ্বংস হবে না। আল্লাহ বলেন,

﴿وَيَأۡتِيهِ ٱلۡمَوۡتُ مِن كُلِّ مَكَانٖ وَمَا هُوَ﴾ إبراهيم: ١٧

"সবদিক থেকে তার কাছে মৃত্যু আগমন করবে অথচ সে মরবে না।" (সূরা ইবরাহীম-১৭)

* সর্বপ্রথম কবর উন্মোচিত হবে যার

দ্বিতীয় ফুঁৎকারের সাথে সাথে মানবদেহ পুনর্গঠিত হওয়ার পর কবরসমূহ ফেটে উন্মোচিত হয়ে যাবে। সর্বপ্রথম কবর উন্মোচিত হবে শেষনবী মুহাম্মাদ সা. এর। যেমনটি তিনি নিজেই বলেছেন,

أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ، وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع

"কেয়ামতের দিন আমিই হব আদম-সন্তানদের নেতা। সর্বপ্রথম কবর উন্মোচিত হবে আমার। আমিই প্রথম সুপারিশকারী এবং আমার সুপারিশই সর্বপ্রথম গৃহীত হবে।" (মুসলিম-৬০৭৯)

আবু হুরায়রা. রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা এক মুসলিম ও এক ইহুদী পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত হলো। কথা প্রসঙ্গে মুসলিম বলল, ওই সত্তার শপথ, যিনি মুহাম্মাদকে বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। অতঃপর ইহুদী বলে উঠল, ওই

সত্তার শপথ, যিনি মুসাকে বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। একথা শুনে মুসলিম ইহুদীর গালে সজোরে চপেটাঘাত করল। ইহুদী নবী করীম সা. এর কাছে এ বিষয়ে নালিশ করলে নবীজী বললেন,

لا تخيروني على موسى ، فإن الناس يصعقون ، فأكون أول من يفيق ، فإذا موسى باطش بجانب العرش ، فلا أدري أكان فيمن صعق أو كان ممن استثنى الله عز وجل

"মুসার উপর আমাকে প্রাধান্য দিয়ো না; সেদিন মানুষ কঠিন নিনাদে মৃত্যুবরণ করবে। সর্বপ্রথম আমিই পুনরুত্থিত হয়ে দেখব মুসা আরশের এক পার্শ্ব ধারণ করে আছে। আমি জানি না, সে কি ফুঁৎকারের আঁওয়াজে মৃত্যুবরণ করেছিল নাকি আল্লাহ তাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন! (বুখারী-৩২৬০)

وفي رواية : فإنه ينفخ في الصور ، فيصعق من السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ، ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من يبعث ، فإذا موسى آخذ بالعرش ، فلا أدري : أحوسب بصعقة الطور ، أم بعث قبلي

অপর বর্ণনায়- অতঃপর শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে। ফলে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সবকিছু মৃত্যুমুখে পতিত হবে; তবে আল্লাহ যাদের বাঁচিয়ে রাখতে চান। অতঃপর দ্বিতীয় ফুঁৎকার দেওয়া হলে সর্বপ্রথম আমিই জেগে উঠব। দেখব, মুসা আরশের এক পার্শ্ব ধারণ করে আছে। আমি জানি না, তুর পর্বতে বেঁহুশ

হওয়ার পরিবর্তে এখানে তিনি বেঁচে গেছেন নাকি আল্লাহ তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন!! (বুখারী-৪৩৬০)

পুনরুত্থান অস্বীকারকারীর বিধান

পুনরুত্থান দিবসে বিশ্বাস ঈমানের মৌলিক স্তম্ভগুলোর অন্যতম। যে তা অস্বীকার করল, সে আল্লাহ ও তাঁর কুরআনকে অস্বীকার করল।

قال النبي ﷺ: قال الله : كذبني ابن آدم ، ولم يكن له ذلك ، وشتمني ، ولم يكن له ذلك ، أما تكذيبه إياي : أن يقول إني لن أعيده كما بدأته ! وأما شتمه إياي: أن يقول اتخذ الله ولدا ! وأنا الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفؤا أحد

নবী করীম সা. বলেন, "আল্লাহ বলেন, আদম সন্তান আমায় মিথ্যারোপ করেছে; অথচ সে অধিকার তার ছিল না। আমাকে গালমন্দ করেছে; এ অধিকার তার ছিল না। মিথ্যারোপ করার নমুনা হলো এ কথা বলা যে, আমি তাকে প্রথমবারের মতো পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম নই। আমাকে গালমন্দ করার নমুনা হলো এ কথা বলা যে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। অথচ আমি সেই অমুখাপেক্ষী সত্তা, যিনি কখনো জন্ম নেননি এবং কোন সন্তানও গ্রহণ করেননি। যার সমকক্ষ কেহই নেই।" (বুখারী-৪৬৯০)

পুনরুত্থানের অর্থ হলো একথা বিশ্বাস করা যে, মৃত্যুর পর কেয়ামত দিবসে আবারও আল্লাহ আমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ ও কর্মফল প্রদানের জন্য জীবিত করবেন।

শিঙ্গায় ফুঁৎকারে যখন পৃথিবীর সকল মানুষ জীবিত হয়ে উঠবে, তখন আল্লাহ তা'লা সকলকে একস্থলে একত্রিত করতে বলবেন।

* কোন সে স্থল?
* সেখানে কী ঘটবে?
* এর স্বপক্ষে প্রমাণ কী?

বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসছে..

পুনরুত্থানের বিষয়ে অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে।
ফলে অস্বীকারকারী মিথ্যুকদের আর অজুহাত দাঁড় করানোর সুযোগ নেই।

কেয়ামতে ঘটিত ভয়াবহতা

কেয়ামত ঘটিয়ে পৃথিবীকে এক ভিন্ন পৃথিবীতে রূপান্তর করা হবে। আসমান পরিবর্তন হয়ে যাবে। বিশ্বজগতের প্রকৃতি উলট-পালট হয়ে যাবে। মানুষের বিচারকার্য সম্পাদনের জন্য পরাক্রমশালী আল্লাহ তা'লা অবতরণ করবেন।

* আসমানসমূহের অবস্থা কী হবে?
* পৃথিবীকে কীভাবে পরিবর্তন করা হবে?
* সেদিন মানুষের কী দশা হবে?

কেয়ামতের দিন আসমান-যমিনের অবস্থা
পর্বতসমূহকে চূর্ণ করা হবে
সমুদ্রগুলোকে উত্তাল করে তোলা হবে
আসমানগুলো ভেঙ্গে যাবে
সেদিন আকাশ বিচিত্র রঙ ধারণ করবে
সূর্য আলোহীন ও নিস্প্রভ হয়ে যাবে
চন্দ্র
গ্রহ-নক্ষত্র

কেয়ামত দিবসের ভয়াবহতা সম্পর্কে আল্লাহ আমাদের অবহিত করেছেন। কেয়ামত মানুষের অন্তরসমূহ কাঁপিয়ে তুলবে। ভূমি প্রকম্পিত হয়ে ফেটে পড়বে। পর্বতমালা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে। সমুদ্র উত্তাল হয়ে বিস্ফোরিত হবে। আসমানগুলো ভেঙ্গে পড়বে। চন্দ্র আলোহীন হয়ে যাবে। গ্রহ নক্ষত্ররাজি অন্ধকারে রূপান্তরিত হবে। পৃথিবীকে আল্লাহ স্বহস্তে ধারণ করবেন। আসমানসমূহকে তিনি ডানহাতে গুটিয়ে নেবেন।

কেয়ামতের দিন আসমান যমিনের অবস্থা

কুরআন-হাদিসের অসংখ্য প্রমাণের ভিত্তিতে বিষয়টি স্বতঃসিদ্ধ যে, জমিনকে সেদিন আল্লাহ মুঠোয় নিয়ে নেবেন। আসমানগুলোকে গুটিয়ে নেবেন।


মহাকাশচিত্র। তবে হাদিসের দ্বারা এটা উদ্দেশ্য নয়.

আসমান

আল্লাহ বলেন,

﴿يَوْمَ نَطْوِي ٱلسَّمَآءَ كَطَيِّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ۚ﴾ الأنبياء: ١٠٤

"সেদিন আমি আকাশকে গুটিয়ে নেব, যেমন গুটানো হয় লিখিত কাগজপত্র" (সূরা আম্বিয়া-১০৪)

অন্য আয়াতে বলেন,

﴿وَٱلسَّمَٰوَٰتُ مَطْوِيَّٰتٌۢ بِيَمِينِهِۦ ۚ﴾ الزمر: ٦٧

"আসমানসমূহ ভাঁজ করা অবস্থায় থাকবে তাঁর ডানহাতে।" (সূরা যুমার- ৬৭)

قال النبي ﷺ: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك ، أين ملوك الأرض؟

নবী করীম সা. বলেন, "আল্লাহ তা'লা সেদিন জমিনকে মুঠোয় নিয়ে নেবেন। আসমানসমূহকে ডানহাতে গুটিয়ে নিয়ে বলবেন, আমিই প্রকৃত অধিপতি! কোথায় আজ জমিনের অধিপতিসকল!" (বুখারী-৪৫৩৪)

وقال ﷺ: يطوى الله عز وجل السموات والأرض يوم القيامة ، ثم يأخذهن بيده اليمنى ، ثم يقول : أنا الملك ، أين الجبارون ؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوى الأرضين بشماله ، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون ؟ أين المتكبرون؟

নবী করীম সা. বলেন, “কেয়ামতের দিন আসমান-জমিনকে আল্লাহ গুটিয়ে নেবেন। ডানহাতে ধারণ করে বলবেন, আমিই অধিপতি! কোথায় আজ প্রতাপশালী ব্যক্তিবর্গ! কোথায় অহংকারী নেতৃবৃন্দ! অতঃপর বামহাতে জমিনসমূহকে গুটিয়ে নিয়ে বলবেন, আমিই রাজা! কোথায় প্রতাপশালী ব্যক্তিবর্গ! কোথায় অহংকারী নেতৃবৃন্দ!” (মুসলিম-৭২২৮)

জমিন

قال النبي ﷺ : تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة

নবী করীম সা. বলেন, “কেয়ামতের দিন জমিন হবে একটি রুটির টুকরার ন্যায়; মহা পরাক্রমশালী প্রতিপালক জমিনকে সেদিন নিজের হাতে নিয়ে নেবেন। ঠিক যেমন তোমরা জান্নাতে মেহমানকে আপ্যায়ন করার জন্য হাতে রুটি নেবে।” অতঃপর এক ইহুদী ব্যক্তি এসে বলতে লাগল, হে আবুল কাসিম আপনাকে দয়াময় আল্লাহ কল্যাণ দান করুন, আমি কি বলব- কেয়ামতের দিন জান্নাতবাসীর আতিথেয়তা কীরূপ হবে? নবী করীম সা. বললেন, অবশ্যই বল! সে বলল, জমিন সেদিন একটি রুটির ন্যায় হয়ে যাবে। অতঃপর নবীজী সাহাবীদের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন, এমনকি তার দাঁতগুলো ভেসে উঠল। অতঃপর তিনি বললেন,

ألا أخبركم بإدامهم ؟ قال: إدامهم بالام ونون. قالوا: وما هذا؟ قال: ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما سبعون ألفا

আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতবাসীর খাদ্য সম্পর্কে অবহিত করব? বললেন, তাদের খাদ্য হবে ষাঁড় ও মাছ। এতদুভয়ের কলিজার অতিরিক্ত অংশ থেকে সত্তর হাজার লোক আহার করতে পারবে।" (মুসলিম-৭২৩৫)

পর্বতসমূহ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে

শিঙ্গার ফুঁৎকারে পৃথিবীতে অবস্থিত সকল পর্বতমালা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন,



﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ نَفۡخَةٞ وَٰحِدَةٞ ﴿١٣﴾ وَحُمِلَتِ ٱلۡأَرۡضُ وَٱلۡجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةٗ
وَٰحِدَةٗ ﴿١٤﴾ فَيَوۡمَئِذٖ وَقَعَتِ ٱلۡوَاقِعَةُ ﴿١٥﴾ ﴾ الحاقة: ١٣ - ١٥

"যখন শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে একটি মাত্র ফুঁৎকার এবং পৃথিবী ও পর্বতমালা উত্তোলিত হবে ও চুর্ণ বিচুর্ণ করে দেয়া হবে। সেদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে।" (সূরা আল হাক্কা ১৩-১৫)

পবর্তগুলো সেদিন নরম বালিতে রূপান্তরিত হবে। আল্লাহ বলেন,

﴿ يَوۡمَ تَرۡجُفُ ٱلۡأَرۡضُ وَٱلۡجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلۡجِبَالُ كَثِيبٗا مَّهِيلًا ﴿١٤﴾ ﴾ المزمل: ١٤

"যেদিন পৃথিবী ও পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে এবং পর্বতসমূহ হয়ে যাবে বহমান বালুকাস্তুপ।" (সূরা মুযযাম্মিল-১৪)

পাহাড়সমূহ ভীষণ কম্পণ ও আন্দোলনের কারণে ধুনিত পশমের মতো হয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন,

﴿ وَتَكُونُ ٱلۡجِبَالُ كَٱلۡعِهۡنِ ٱلۡمَنفُوشِ ﴿٥﴾ ﴾ القارعة: ٥

"এবং পবর্তমালা হবে ধুনিত রঙিন পশমের মতো।" (সূরা কারিআ-৫)

পর্বতগুলো স্থানচ্যুত হয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন,

﴿ وَسُيِّرَتِ ٱلۡجِبَالُ فَكَانَتۡ سَرَابًا ﴿٢٠﴾ ﴾ النبأ: ٢٠

"এবং পর্বতমালা চালিত হয়ে মরীচিকা হয়ে যাবে।" (সূরা নাবা-২০)

হ্যাঁ.. মরীচিকা.. যা দূর থেকে পানির মতো দেখা যায়, কিন্তু নিকটে গেলে কিছুই থাকে না। এমনভাবে চুর্ণ করা হবে যে, বাতাস সেগুলো ধুলির ন্যায় উড়িয়ে নিয়ে যাবে। যেমনটি আল্লাহ বলেন,

﴿ وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّى نَسْفًا ۝١٠٥ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۝١٠٦ لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَآ أَمْتًا ۝١٠٧ ﴾ طه: ١٠٥ – ١٠٧

"তারা আপনাকে পাহাড় সম্পর্কে প্রশ্ন করে। অতএব, আপনি বলুন, আমার পালনকর্তা পাহাড়সমূহকে সমূলে উৎপাটন করে বিক্ষিপ্ত করে দিবেন। অতঃপর পৃথিবীকে মসৃণ সমতলভূমি করে ছাড়বেন। তাতে তুমি মোড় ও টিলা দেখবে না।" (সূরা তাহা-১০৫-১০৭)

এই হলো কেয়ামত মুহূর্তে পাহাড়ের অবস্থা। আর সমুদ্র.. পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশই যার দখলে, তার অবস্থা হবে পাহাড়ের চেয়েও করুণ..!

সমুদ্রের উত্তাল..

বৃহৎ, ভয়ানক ও সুগভীর সমুদ্রগুলো.. যার গহ্বরে কত অগণিত সৃষ্টির বসবাস.. কেয়ামতের দিন তা উত্তাল করে তোলা হবে। বিস্ফোরিত করে তা আগুনে রূপান্তরিত করা হবে। যেমনটি আল্লাহ বলেন,

﴿وَإِذَا ٱلۡبِحَارُ فُجِّرَتۡ ٣﴾ الانفطار: ٣

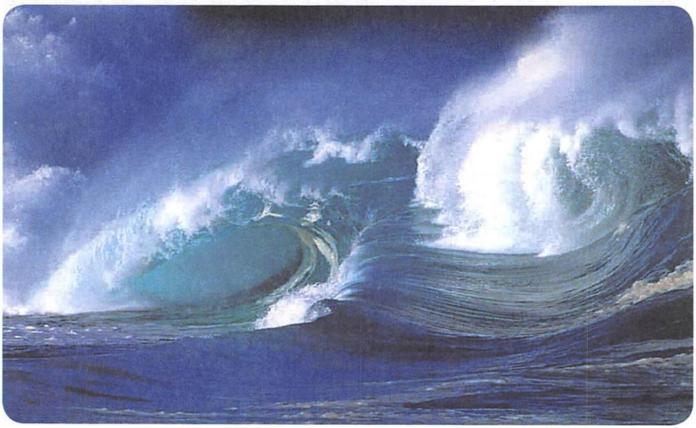
"যখন সমুদ্রকে বিস্ফোরিত করা হবে" (সূরা ইনফেতার-৩)

বিস্ফোরিত হওয়ার অর্থ এই হতে পারে যে, অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের সংমিশ্রণের ফলে তা মহাবিস্ফোরকে রূপান্তরিত হবে। যেমনটি সম্প্রতি পারমাণবিক বোমা তৈরির ক্ষেত্রে করা হয়ে থাকে। আল্লাহ বলেন,

﴿وَإِذَا ٱلۡبِحَارُ سُجِّرَتۡ ٦﴾ التكوير: ٦

"যখন সমুদ্রগুলোকে অস্থির করে তোলা হবে।" (সূরা তাকবীর-৬)

এখানে অস্থির বলতে আগুনে রূপান্তরিত করা উদ্দেশ্য। হতে পারে তা ভূমি অভ্যন্তরীণ অগ্নি প্রকাশ হয়ে পানির সাথে সংমিশ্রণের ফলে সম্পূর্ণ পানিও আগুনে রূপান্তরিত হয়ে যাবে।



আসমানসমূহের ঘূর্ণায়ন ও বিদীর্ণতা..

সেদিন আসমানসূহ প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে। চরম আন্দোলনের শিকার হবে। আল্লাহ বলেন

﴿يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَآءُ مَوْرًا ۝٩﴾ الطور: ٩

"সেদিন আসমানসমূহ প্রকম্পিত হবে প্রবলভাবে।" (সূরা তুর-৯)

আসমান অস্থির হয়ে চাকা'র ন্যায় দ্রুত ঘুরতে থাকবে। এভাবে এক পর্যায়ে ভেঙ্গে খান খান হয়ে পড়বে। আল্লাহ বলেন,

﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتْ ۝١﴾ الانفطار: ١

"যখন আসমানগুলো ফেটে পড়বে।" (সূরা ইনফেতার-১)

অন্য আয়াতে বলেন,

﴿وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلْغَمَٰمِ﴾ الفرقان: ٢٥

"যেদিন আকাশ মেঘমালাসহ বিদীর্ণ হবে।" (সূরা ফুরকান-২৫)

কীভাবে বিদীর্ণ হবে তা আমাদের জানা নেই। তবে নিঃসন্দেহে সেটা অত্যন্ত ভয়াবহ ও কঠিনভাবে হবে। আল্লাহ বলেন,

﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتْ ۝١ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝٢﴾ الانشقاق: ١ - ٢

"যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে এবং তার পালনকর্তার আদেশ পালন করবে এবং আকাশ এরই উপযুক্ত।" (সূরা ইনশেকাক-১,২)

অপর আয়াতে বলেন,

﴿وَٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِيَ يَوۡمَئِذٖ وَاهِيَةٞ ﴾ الحاقة: ١٦

“সেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে ও বিক্ষিপ্ত হবে।” (সূরা হাক্কা-১৬)

আকাশ দুর্বল হয়ে বিদীর্ণ ও বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে।

সেদিনের আকাশবর্ণ

আকাশের নীল রঙ সেদিন পরিবর্তন হয়ে বিচিত্র রঙ ধারণ করবে। কখনো কালো, কখনো নীল, কখনো হলুদ, কখনো সবুজ। আল্লাহ বলেন,

﴿فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتۡ وَرۡدَةٗ كَٱلدِّهَانِ ﴾ الرحمن: ٣٧

“যেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে, তখন সেটি রক্তবর্ণে রঞ্জিত চামড়ার মতো হয়ে যাবে।” (সূরা আর রাহমান-৩৭)

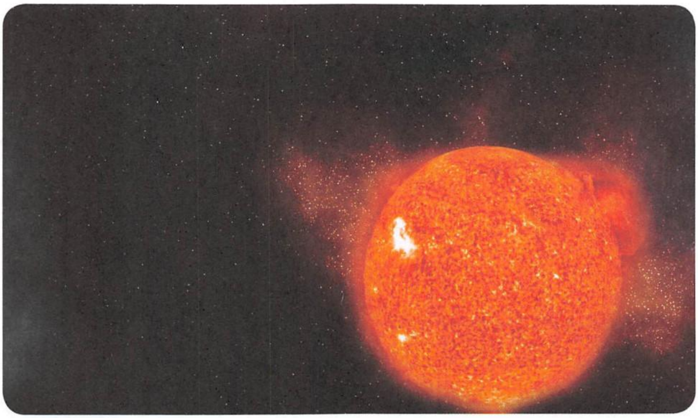


সূর্য

কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় সূর্য নিস্প্রভ ও আলোহীন হয়ে পড়বে। সূর্যের একাংশকে অপরাংশের সহিত মিলিত করে দেয়া হবে। ভিতর-বাহির উলট পালট করে দেয়া হবে। আল্লাহ বলেন,

﴿ إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝١ ﴾ التكوير: ١

"যখন সূর্য আলোহীন হয়ে পড়বে।" (সূরা তাকবীর-১) ভিন্ন অর্থও উদ্দেশ্য হতে পারে (আল্লাহই ভাল জানেন)

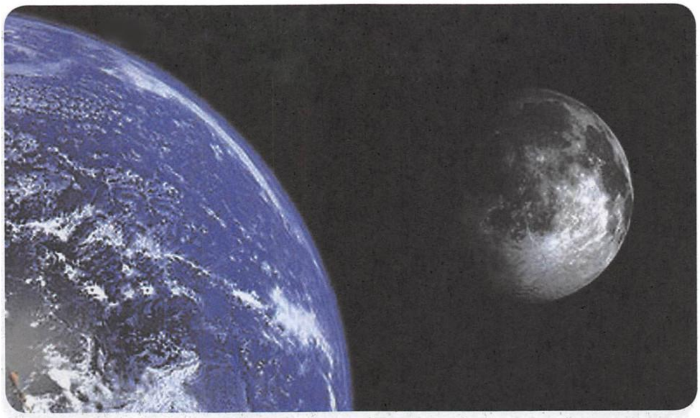


চন্দ্র

চন্দ্র জ্যোতিহীন হয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন,

﴿ فَإِذَا بَرِقَ ٱلْبَصَرُ ۝٧ وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ ۝٨ وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ۝٩ يَقُولُ ٱلْإِنسَٰنُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ ٱلْمَفَرُّ ۝١٠ كَلَّا لَا وَزَرَ ۝١١ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ ٱلْمُسْتَقَرُّ ۝١٢ ﴾ القيامة: ٧ - ١٢

"যখন দৃষ্টি চমকে যাবে। চন্দ্র জ্যোতিহীন হয়ে যাবে। সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হবে। সেদিন মানুষ বলবে, পলায়নের জায়গা কোথায়? না, কোথাও আশ্রয়স্থল নেই। আপনার পালনকর্তার কাছেই সেদিন ঠাঁই হবে।" (সূরা কিয়ামাহ ৭-১২)



গ্রহ নক্ষত্র



আকাশে অবস্থিত গ্রহ নক্ষত্রসমূহ সেদিন মলিন ও জ্যোতিহীন হয়ে যাবে। সৌন্দর্য বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন,

﴿وَإِذَا ٱلنُّجُومُ ٱنكَدَرَتۡ ۝٢﴾ التكوير: ٢

"যখন নক্ষত্র মলিন হয়ে যাবে।" (সূরা তাকবীর-২) অন্য আয়াতে,

﴿فَإِذَا ٱلنُّجُومُ طُمِسَتۡ ۝٨﴾ المرسلات: ٨

"যখন নক্ষত্রসমূহ নির্বাপিত হয়ে যাবে।" (সূরা মুরসালাত-৮) পাশাপাশি সেগুলো ঝরে পড়বে। আল্লাহ বলেন,

﴿فَإِذَا ٱلنُّجُومُ طُمِسَتۡ ۝٨﴾ المرسلات: ٨

“যখন নক্ষত্রসমূহ ঝরে পড়বে।” (সূরা ইনফেতার-২) অন্য আয়াতে

﴿ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يُمۡسِكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ أَن تَزُولَاۚ وَلَئِن زَالَتَآ إِنۡ أَمۡسَكَهُمَا مِنۡ أَحَدٖ مِّنۢ بَعۡدِهِۦٓۚ إِنَّهُۥ كَانَ حَلِيمًا غَفُورٗا ٤١ ﴾ فاطر: ٤١

“নিশ্চয় আল্লাহ আসমান ও যমীনকে স্থির রাখেন, যাতে টলে না যায়। যদি এগুলো টলে যায় তবে তিনি ব্যতীত কে এগুলোকে স্থির রাখবে? তিনি সহনশীল, ক্ষমাশীল।” (সূরা ফাতির-৪১) আসমান-যমিনের এসকল পরিবর্তন কেয়ামতের ময়দানে মানুষের সমাবেশ ও পুনরুত্থানের পূর্বে সংঘটিত হবে। তাহলে হাশরের ময়দানে সমাবেশের পর কী ঘটবে?

বিশ্বাস,

আল্লাহর কুরসি যমিন ও আসমানসমূহকে বেষ্টন করে আছে, সুতরাং বিশ্বজগত নিয়ে তিনি যা ইচ্ছা করতে পারেন। সকল কিছুর উপর তিনি ক্ষমতাবান..!

হাশর

হাশর (সমাবেশ) একটি সংক্ষিপ্ত শব্দ। কিন্তু কুরআন-হাদিসের আলোকে তার অর্থ খুবই ব্যাপক ও তাৎপর্যপূর্ণ।

* তবে কী সেই হাশর?
* কোথায় ও কীভাবে মানুষকে একত্রিত করা হবে?
* হাশরের ময়দানই বা কী?
* সেখানে মানুষের অবস্থা কীরূপ হবে?

ভুমিকা

'হাশর' শব্দের অর্থ হলো বিক্ষিপ্ত বস্তুসমূহকে একস্থলে একত্রিত করা। কেয়ামতের দিন 'হাশর' বলতে সকল সৃষ্টিকে তাদের হিসাব গ্রহণ ও প্রতিদানের জন্য নির্দিষ্ট একটি স্থানে একত্রিত করা উদ্দেশ্য।

কেয়ামত দিবসকে আল্লাহ "সমাবেশ দিবস" বলে আখ্যায়িত করেছেন। কারণ, সেদিন তিনি সকল সৃষ্টিকে একত্রিত করবেন। আল্লাহ বলেন,

﴿ذَٰلِكَ يَوۡمٞ مَّجۡمُوعٞ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَٰلِكَ يَوۡمٞ مَّشۡهُودٞ ١٠٣﴾ هود: ١٠٣

"তা এমন একদিন, যেদিন সব মানুষেই সমবেত হবে, সেদিনটি যে হাযিরের দিন।" (সূরা হূদ-১০৩)

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষকে তিনি জমায়েত করবেন। তিনি বলেন,

﴿قُلۡ إِنَّ ٱلۡأَوَّلِينَ وَٱلۡأٓخِرِينَ ٤٩ لَمَجۡمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَٰتِ يَوۡمٖ مَّعۡلُومٖ ٥٠﴾

الواقعة: ٤٩ – ٥٠

"বলুন, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণ, সবাই একত্রিত হবে এক নির্দিষ্ট সময়ে।" (সূরা ওয়াকিআ ৪৯-৫০)

যেখানেই সে মৃত্যুবরণ করুক, যে স্থলেই সে দাফন হোক, সাগরের গভীরে ডুবে কিংবা আগুনে পুড়ে ভস্ম হোক; অবশ্যই আল্লাহ তাকে পুনর্জীবিত করবেন। আল্লাহ বলেন,

﴿أَيْنَ مَا تَكُونُوا۟ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٤٨﴾

﴾ البقرة: ١٤٨

"তোমরা যেখানেই থাক না কেন, আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের সমবেত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাশীল।" (সূরা বাক্বারা-১৪৮)

আল্লাহর জ্ঞান সকলকে বেষ্টন করে আছে। তিনি কাউকে ভুলেন না। আল্লাহ বলেন,

﴿إِن كُلُّ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّآ ءَاتِى ٱلرَّحْمَـٰنِ عَبْدًا ﴿٩٣﴾ لَّقَدْ أَحْصَىٰهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ﴿٩٤﴾ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ فَرْدًا ﴿٩٥﴾﴾

مريم: ٩٣ – ٩٥

"নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে কেউ নেই যে, দয়াময় আল্লাহর কাছে দাস হয়ে উপস্থিত হবে না। তাঁর কাছে তাদের পরিসংখ্যান রয়েছে এবং তিনি তাদেরকে গণনা করে রেখেছেন। কেয়ামতের দিন তাদের সবাই তাঁর কাছে একাকী অবস্থায় আসবে।" (সূরা মারইয়াম ৯৩-৯৫)

হ্যাঁ.. আল্লাহর কাছে সকলের পরিসংখ্যান রয়েছে। নারী, পুরুষ, শিশু, যুবক ও বৃদ্ধ; এমনকি তাদের কথা ও কাজ সবই আল্লাহর

পরিসংখ্যানাধীন। সকলেই আল্লাহর কাছে একাকী আসবে। আল্লাহ তার বিচার করবেন যেভাবে ইচ্ছা। তিনি বলেন,

﴿وَحَشَرْنَٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ٤٧﴾ الكهف: ٤٧

"এবং আমি মানুষকে একত্রিত করব অতঃপর তাদের কাউকে ছাড়ব না।" (সূরা কাহফ-৪৭)

মোটকথা, হাশরের ময়দানে আল্লাহ সকলকে নির্দিষ্ট একটি স্থলে একত্রিত করবেন।

হাশর (সমাবেশ) সম্পর্কিত প্রমাণ

হাশর কুরআন-হাদিসের অসংখ্য দলিলের দ্বারা সাব্যস্ত। যেমন, আল্লাহর বাণী-

﴿وَحَشَرْنَٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ٤٧﴾ الكهف: ٤٧

"এবং আমি মানুষকে একত্রিত করব অতঃপর তাদের কাউকে ছাড়ব না।" (সূরা কাহফ-৪৭)

অন্য আয়াতে-

﴿قُلْ إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ٤٩ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَٰتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ٥٠﴾

الواقعة: ٤٩ – ٥٠

"বলুন, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণ, সবাই একত্রিত হবে এক নির্দিষ্ট সময়ে।" (সূরা ওয়াকিআ-৪৯-৫০)

অপর আয়াতে-

﴿وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَجَمَعۡنَٰهُمۡ جَمۡعٗا ٩٩﴾ الكهف: ٩٩

"এবং শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে। অতঃপর অবশ্যই আমি সকলকে একত্রিত করব।" (সূরা কাহফ-৯৯)

قال النبي ﷺ: إن الله يجمع يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر

নবী করীম সা. বলেন, "নিশ্চয় কেয়ামতের দিন আল্লাহ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকে একটি সমতল ভূমিতে একত্রিত করবেন। আল্লাহর আঁওয়াজ সকলেই স্পষ্ট শুনতে পাবে। সকলেই আল্লাহর দৃষ্টিসীমার ভিতরে থাকবে।" (মুসলিম-৯৬২৩)

হাশরের ময়দানের বৈশিষ্ট্য

স্বচ্ছ ও সাদা সমতল ভূমিতে আল্লাহ সকলকে সমবেত করবেন।

قال رسول الله ﷺ: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء كقرصة النقي ليس فيها معلم لأحد

নবী করীম সা. বলেন, "কেয়ামতের ময়দানে মানুষকে গোলাকৃতির ফোলা আটার রুটির মতো পরিস্কার একটি সাদা ভূমিতে সমবেত করা হবে,



যেখানে কোন চিহ্ন বলতে কিছু থাকবে না।" (বুখারী-৬১৫৬)

সমাবেশস্থল

সমাবেশস্থল হবে শামের দিকে।

أشار النبي ﷺ إلى الشام وقال: ههنا ، إلى ههنا تحشرون : ركبانا ومشاة . وتجرون على وجوهكم . يوم القيامة أفواهكم الفدام . توفون سبعين أمة أنتم خيرها على الله ، وأكرمهم على الله . وإن أول ما يعرب عن أحدكم فخذه .

নবী করীম সা. শামের দিকে ইশারা করে বলেন, "ওই দিকে.. ওই দিকে তোমাদেরকে সমবেত করা হবে। কেউ আরোহী, কেউ পদব্রজে আর কাউকে টেনে হেঁচড়ে নেয়া হবে। তোমাদের সবার মুখে থাকবে লাগাম (মুখে কথা বলতে পারবে না)।



সত্তরটি জাতির উপর আল্লাহ তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা দেবেন। সর্বপ্রথম কথা বলবে ব্যক্তির উড়ু।" (মুসনাদে আহমদ-২০০২৫)

হাশরের মাঠে অবস্থানের সময়কাল

হাশরের ময়দানে সকল সৃষ্টির বিচার হবে। সকল রহস্যের উন্মোচন হবে। সেদিনের দৈর্ঘ হবে পঞ্চাশ হাজার বছর।

আল্লাহ বলেন,

﴿تَعۡرُجُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيۡهِ فِي يَوۡمٖ كَانَ مِقۡدَارُهُۥ خَمۡسِينَ أَلۡفَ سَنَةٖ ٤﴾ المعارج: ٤

"ফেরেশতাগণ এবং রূহ আল্লাহ তা'লার দিকে উর্ধ্বগামী হয় এমন একদিনে, যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর।" (সূরা মাআরিজ-৪)

অতি দৈর্ঘ্যের ফলে মানুষ দুনিয়ায় অবস্থানের পরিমাণ ভুলে যাবে। কারণ, সে তুলনায় দুনিয়ার জীবন তুচ্ছ ও যৎসামান্য মনে হবে। মানুষ ভাববে, দুনিয়াতে কেবল এক সকাল কিংবা এক সন্ধ্যা সে অবস্থান করেছে। আল্লাহ বলেন,

﴿وَيَوۡمَ يَحۡشُرُهُمۡ كَأَن لَّمۡ يَلۡبَثُوٓاْ إِلَّا سَاعَةٗ مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيۡنَهُمۡۚ قَدۡ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهۡتَدِينَ ٤٥﴾ يونس: ٤٥

“আর যেদিন তাদেরকে সমবেত করা হবে, যেন তারা অবস্থান করেনি, তবে দিনের একদণ্ড। একজন অপরজনে চিনবে। নিঃসন্দেহে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যারা মিথ্যাপ্রতিপন্ন করেছে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতকে এবং সরলপথে আসেনি।” (সূরা ইউনুস-৪৫)

অন্যত্র বলেন,

﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا۟ غَيْرَ سَاعَةٍ ۚ كَذَٰلِكَ كَانُوا۟ يُؤْفَكُونَ ﴿٥٥﴾ ﴾ الروم: ٥٥

“যেদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন অপরাধীরা কসম খেয়ে বলবে যে, এক মুহূর্তেরও বেশী অবস্থান করিনি। এমনিভাবে তারা সত্যবিমুখ হত।” (সূরা রূম-৫৫)

সেদিন কেউ কারো দিকে তাকাবে না। সবাই নিজের মুক্তির চিন্তায় বিভোর থাকবে। ব্যক্তি আপন ভাই থেকে পলায়ন করবে। পিতা মাতা থেকে পলায়ন করবে। সাথী-সঙ্গী ও সন্তান থেকে পলায়ন করবে। আশ্রয়দাতাদের তাদের থেকে পলায়ন করবে। সকল মানুষ থেকে সে পলায়ন করবে.. বাঁচতে চাইবে। কেউ তাকে বাঁচাতে পারবে না। হায়.. কী ভয়াবহতা..! বন্ধু তার প্রিয়জনকে ভুলে যাবে। মা তার সন্তানকে ভুলে যাবে!

আল্লাহ বলেন,

﴿ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلصَّآخَّةُ ۝٣٣ يَوۡمَ يَفِرُّ ٱلۡمَرۡءُ مِنۡ أَخِيهِ ۝٣٤ وَأُمِّهِۦ وَأَبِيهِ ۝٣٥
وَصَٰحِبَتِهِۦ وَبَنِيهِ ۝٣٦ لِكُلِّ ٱمۡرِيٕٖ مِّنۡهُمۡ يَوۡمَئِذٖ شَأۡنٞ يُغۡنِيهِ ۝٣٧ ﴾

عبس: ٣٣ - ٣٧

"অতঃপর যেদিন কর্ণবিদারক নাদ আসবে, সেদিন পলায়ন করবে মানুষ তার ভ্রাতার কাছ থেকে। তার মাতা, তার পিতা, তার পত্নী ও তার সন্তানদের কাছ থেকে। সেদিন প্রত্যেকেরই নিজের এক চিন্তা থাকবে, যা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে।" (সূরা আবাসা ৩৩-৩৭)

অন্যত্র বলেন,

﴿ يُبَصَّرُونَهُمۡۚ يَوَدُّ ٱلۡمُجۡرِمُ لَوۡ يَفۡتَدِي مِنۡ عَذَابِ يَوۡمِئِذِۭ بِبَنِيهِ ۝١١
وَصَٰحِبَتِهِۦ وَأَخِيهِ ۝١٢ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُـٔۡوِيهِ ۝١٣ وَمَن فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعٗا ثُمَّ يُنجِيهِ ۝١٤

﴾ المعارج: ١١ - ١٤

"যদিও একে অপরকে দেখতে পাবে। সেদিন গোনাহগার ব্যক্তি পণস্বরূপ দিতে চাইবে তার সন্তান সন্ততিকে, তার স্ত্রীকে, তার ভ্রাতাকে। তার গোষ্ঠীকে, যারা তাকে আশ্রয় দিত এবং পৃথিবীর সবকিছুকে; তারপরও যেন তার রক্ষা হয়ে যায়।" (সূরা মাআরিজ ১১-১৪)

এ এক চরম ভয়াবহ ও কঠিন দিবস। আল্লাহ বলেন,

﴿ يَوۡمًا عَبُوسٗا قَمۡطَرِيرٗا ۝١٠ ﴾ الإنسان: ١٠

“ভীতিপ্রদ ভয়ংকর দিন” (সূরা ইনসান-১০)

* হাশরের প্রকারসমূহ

কেয়ামত সংঘটনকালে সকল সৃষ্টি দু’টি ভাগে বিভক্ত থাকবে। একভাগ যারা কবরে থাকবে। অপরভাগ যাদের উপর কেয়ামত সংঘটিত হবে এবং প্রথম ফুঁৎকার শুনে মৃত্যুমুখে পতিত হবে। কেয়ামত আপতিত হবে নিকৃষ্টতর লোকদের উপর। কেননা এর পূর্বেই মুমিনদের রূহ কবজা করতে আল্লাহ তা‘লা এক প্রকার শীতল সুবাতাস প্রেরণ করবেন।

কুরআন-হাদিসের অসংখ্য বর্ণনায় হাশর প্রকৃতির বিস্তারিত বিবরণ এসেছে। আল্লাহ তা‘লা এ বিষয়গুলোকে মানুষের ধারণার উপর ছেড়ে দেননি।

সুতরাং হাশর দু’প্রকারঃ

(১) জীবিতদের হাশর



জীবিত সৃষ্টিকে শামে হাশরের ময়দানের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। ‘আদন’ এলাকার গহ্বর থেকে উত্থিত এক বিশাল অগ্নি তাদেরকে হাশরের ময়দানের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে।

قال النبي ﷺ : إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات ..

নবী করীম সা. বলেন, “কেয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না তোমরা দশটি বৃহৎ নিদর্শন প্রত্যক্ষ কর। অতঃপর তিনি বলছিলেন-

ونار تخرج من قعرة عدن تسوق الناس إلى المحشر تبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا

এবং আদন থেকে উত্থিত বিশাল অগ্নি যা মানুষকে হাশরের ময়দানের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে। মানুষ যেখানে রাত্রিযাপন করবে, অগ্নিও সেখানে রাত্রিযাপন করবে। মানুষ যেখানে বিশ্রাম করবে, অগ্নিও সেখানে থেমে থাকবে।..” (মুসলিম-৭৪৬৮)

وقال النبي ﷺ : أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب

অপর বর্ণনায় নবী করীম সা. বলেন, “কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার প্রথম নিদর্শন হলো সেই অগ্নি যা মানুষকে প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্যে নিয়ে যাবে।” (বুখারী-৩১৫১)

قال رسول الله ﷺ : إنكم تحشرون رجالا وركبانا ، وتجرون على وجوهكم هاهنا ، وأومأ بيده نحو الشام .

অন্যত্র নবীজী বলেন, “নিশ্চয় তোমাদেরকে সমবেত করা হবে, কেউ পদব্রজে আবার কেউ আরোহী হয়ে চলবে। আবার অনেককে চেহারার উপর টেনে হেঁচড়ে ওইদিকে নিয়ে যাওয়া

হবে.. হাত দিয়ে শামের দিকে ইঙ্গিত করছিলেন।” (মুসনাদে আহমদ-২০০৪৩)

মোটকথা, বিশাল সেই অগ্নি মানুষকে শামের নির্দিষ্ট একটি ময়দানের দিকে নিয়ে যাবে। সকলেই সেখানে সমবেত হবে। অতঃপর শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হলে সবাই মৃত্যুবরণ করবে।

সর্বশেষ যাদের হাশর হবে

বিশাল সেই অগ্নির উত্থানকালে স্বাভাবিকভাবেই মানুষ নিজেদের কাজকর্মে ব্যস্ত থাকবে। জীবিকা উপার্জনে লিপ্ত থাকবে। আকস্মিক আগুন তাদের কাছে এসে উপনীত হবে। সর্বশেষ হাশরকৃত ব্যক্তি সম্পর্কেও নবী করীম সা. বলে গেছেনঃ

آخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنهما فيجدان وحشا ، حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما

“সর্বশেষ হাশরকৃতরা হবে মুযাইনা গোত্রের দু’জন রাখাল। তারা চিৎকার করে ছাগলকে ডাকতে থাকবে। অতঃপর তারা ছাগলকে বন্যপশুর মতো পলায়নপর পাবে। অতঃপর তারা উত্তর দিকে যাত্রা শুরু করে ‘ছানিয়্যাতুল বিদা’য় এসে মাটিতে লুটিয়ে পড়বে।” (বুখারী)

এই হলো প্রথম প্রকার মানুষের হাশর (সমাবেশ)

(২) মৃতদের হাশর

প্রথমবার শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হলে বিশ্বজগতের আমূল পরিবর্তন ঘটবে। অতঃপর কিছুকাল অতিবাহিত হবে। সেটি হবে 'চল্লিশ'। অতঃপর আরশের নিম্নদেশ থেকে আল্লাহ এক প্রকার বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সকল সৃষ্টি উৎপন্ন হতে থাকবে। অতঃপর যখন সকলের দেহ সম্পূর্ণরূপে পুনর্গঠিত হয়ে যাবে, তখন দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে। ফলে সকলের দেহে প্রাণ ফিরে আসবে। তখন তাদেরকে হাশরের ময়দানের দিকে তাড়িয়ে নেয়া হবে। হাশরের ময়দানে তারা প্রথমবার শিঙ্গায় ফুঁক-দানকালে মৃত্যুবরণকারীদের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হবে।

সমাবেশের ধরণ

সৃষ্টি অগণিত; মানুষ-জ্বিন, পশু-পাখি, মৎস্যকুল, ছোট-বড়, মুসলিম-কাফির.. নিঃসন্দেহে সকলকেই সমবেত করা হবে। আল্লাহ বলেন,

﴿ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ﴿١٠٣﴾﴾ هود: ١٠٣

"উহা এমন এক দিন, যেদিন সব মানুষই সমবেত হবে, সেদিনটি যে হাযিরের দিন।" (সূরা হূদ- ১০৩)

অন্যত্র বলেন,

﴿قُلۡ إِنَّ ٱلۡأَوَّلِينَ وَٱلۡأٓخِرِينَ ۝٤٩ لَمَجۡمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَٰتِ يَوۡمٖ مَّعۡلُومٖ ۝٥٠﴾

الواقعة: ٤٩ – ٥٠

“বলুন, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণ, সবাই একত্রিত হবে এক নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে। (সূরা ওয়াকিআ ৪৯,৫০)

আল্লাহ তা‘লা সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। যেখানেই মানুষ মৃত্যুবরণ করুক, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে জীবিত করে সকলের সাথে হাশর করাবেন। আল্লাহ বলেন,

﴿أَيۡنَ مَا تَكُونُواْ يَأۡتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًاۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ ۝١٤٨﴾

البقرة: ١٤٨

“যেখানেই তোমরা থাকবে, আল্লাহ অবশ্যই তোমাদেরকে সমবেত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাশীল।” (সূরা বাক্বারা-১৪৮)

হাশরের প্রকারসমূহ আল্লাহ নিজেই কুরআনে বর্ণনা করেছেনঃ

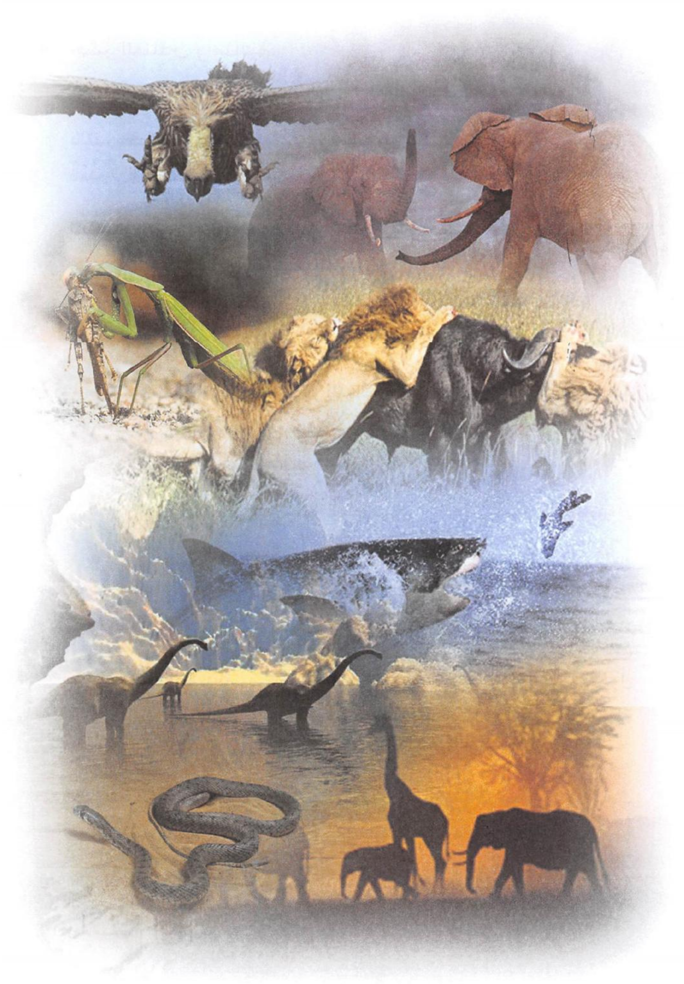
সকল সৃষ্টির হাশর

আল্লাহ বলেন,

﴿وَحَشَرۡنَٰهُمۡ فَلَمۡ نُغَادِرۡ مِنۡهُمۡ أَحَدٗا ۝٤٧﴾ الكهف: ٤٧

“এবং আমি তাদের সকলকে একত্রিত করব অতঃপর তাদের কাউকে ছাড়ব না।” (সূরা কাহফ-৪৭)

জীবজন্তু এবং প্রাণীকুলের হাশর



আল্লাহ বলেন,

﴿وَإِذَا ٱلۡوُحُوشُ حُشِرَتۡ ٥﴾ التكوير: ٥

“যখন বন্য পশুরা একত্রিত হয়ে যাবে।” (সূরা তাকবীর-৫)

অপরাধীদের হাশর

অপরাধ চায় কুফরের সীমা অতিক্রম করুক বা না করুক- তাদের হাশর হবে অত্যন্ত কঠিন। নীল চক্ষু অবস্থায় তাদের সমবেত করা হবে। আল্লাহ বলেন,

﴿يَوۡمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِۚ وَنَحۡشُرُ ٱلۡمُجۡرِمِينَ يَوۡمَئِذٖ زُرۡقٗا ١٠٢﴾ طه: ١٠٢

“সেদিন আমি অপরাধীদেরকে সমবেত করব নীল চক্ষু অবস্থায়।” (সূরা ত্বাহা-১০২)

জালেম অত্যাচারীদের হাশর

ব্যভিচারীরা ব্যভিচারীদের সাথে আর সুদখোররা সুদখোরদের সাথে হাশর করবে। আল্লাহ বলেন,

﴿۞ٱحۡشُرُواْ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَأَزۡوَٰجَهُمۡ وَمَا كَانُواْ يَعۡبُدُونَ ٢٢﴾ الصافات: ٢٢

“একত্রিত কর গোনাহগারদেরকে, তাদের দোসরদেরকে এবং যাদের এবাদত তারা করত।” (সূরা সাফফাত-২২)

এখানে “দোসরদেরকে” বলতে তাদের সাদৃশ্যপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ উদ্দেশ্য।

প্রশ্নঃ চতুষ্পদ জন্তুদেরও কি হাশর হবে?

উত্তরঃ হ্যাঁ.. অন্যান্য সৃষ্টির ন্যায় তাদেরও হাশর হবে। আল্লাহ বলেন,

﴿ وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَا طَٰٓئِرٖ يَطِيرُ بِجَنَاحَيۡهِ إِلَّآ أُمَمٌ أَمۡثَالُكُمۚ مَّا فَرَّطۡنَا فِي ٱلۡكِتَٰبِ مِن شَيۡءٖۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمۡ يُحۡشَرُونَ ٣٨ ﴾ الأنعام: ٣٨

“আর যত প্রকার প্রাণী পৃথিবীতে বিচরণশীল রয়েছে এবং যত প্রকার পাখী দু’ডানাযোগে উড়ে বেড়ায় তারা সবাই তোমাদের মতোই একেকটি শ্রেণী। আমি কোনোকিছু লিখতে ছাড়িনি। অতঃপর সবাই স্বীয় প্রতিপালকের কাছে সমবেত হবে।” (সূরা আনআম-৩৮)

অন্য আয়াতে বলেন,

﴿ وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦ خَلۡقُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَآبَّةٖۚ وَهُوَ عَلَىٰ جَمۡعِهِمۡ إِذَا يَشَآءُ قَدِيرٞ ٢٩ ﴾ الشورى: ٢٩

“তাঁর এক নিদর্শন নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি এবং এতদুভয়ের মধ্যে তিনি যেসব জীবজন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি যখন ইচ্ছা এগুলোকে একত্রিত করতে সক্ষম।” (সূরা শূরা-২৯)

এখানে তাদের হাশর বলতে মানুষ ও জ্বিনদের মতো তাদের হিসাব-নিকাশ ও জান্নাত-জাহান্নাম প্রদান উদ্দেশ্য নয়; বরং তাদের পরস্পর সংঘটিত যাবতীয় অবিচারের ক্বেসাস (প্রতিশোধ) গ্রহণ শেষে তাদের সকলকে মাটি হয়ে যেতে বলা হবে।

لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء

নবী করীম সা. বলেন, “কেয়ামতের দিন সকলের হক পূর্ণরূপে আদায় করা হবে। এমনকি শিংবাহী যদি শিংবিহীন ছাগলকে গুঁতো দিয়ে কষ্ট দিয়ে থাকে, তবে কেয়ামতের দিন শিংবাহী ছাগল থেকে ক্বেসাস নেয়া হবে।” (মুসলিম-৬৭৪৫)

প্রশ্ন, ‘আল ফাযাউল আকবার’ (চরম ভয়াবহতা) কী?

উত্তরঃ তা হলো পুনরুত্থানের পর মানুষের অন্তরে সৃষ্ট ভীতি। তবে সৎকর্মশীলদের কোনো ভয় থাকবে না। কারণ, কেয়ামতের এই দিনের জন্য পূর্বে থেকেই তারা প্রস্তুত ছিল। আল্লাহর সাক্ষাতের জন্য ব্যাকুল ছিল। আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ۝١٠ فَوَقَىٰهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَّىٰهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ۝١١ وَجَزَىٰهُم بِمَا صَبَرُوا۟ جَنَّةً وَحَرِيرًا ۝١٢ ﴾ الإنسان: ١٠ – ١٢

“আমরা আমাদের পালনকর্তার তরফ থেকে এক ভীতিপ্রদ ভয়ংকর দিনের আশঙ্কা রাখি। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে সেদিনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন এবং তাদেরকে দিবেন সজীবতা ও আনন্দ। এবং তাদের সবরের প্রতিদানে তাদেরকে দিবেন জান্নাত ও রেশমী পোশাক।” (সূরা ইনসান ১২-১২)

قال النبي ﷺ: قال الله ﷻ: وعزتي لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين ، إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي ، وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع فيه عبادي

নবী করীম সা. বলেন, "আল্লাহ তা'লা বলেন, আমার মর্যাদার শপথ! অবশ্যই বান্দার ক্ষেত্রে আমি দুই ভয় অথবা দুই নিরাপদ-ভাবনা একত্রিত হতে দেব না। দুনিয়াতে যদি সে অভয়ে ও সুখ শান্তিতে জীবনযাপন করে, তবে আখেরাতে আমি তাকে ভয় ও বিপদে রাখব। আর যদি সে দুনিয়াতে আমার ভয়ে জীবনযাপন করে, তবে আখেরাতে তাকে আমি নিরাপদে রাখব।" (মুসনাদে শামিয়্যীন)

হাশরের ময়দানে নবী করীম সা. এর ঝাণ্ডা

আল্লাহর পক্ষ থেকে শেষনবী মুহাম্মাদ সা. কে প্রদত্ত মর্যাদার বহিঃপ্রকাশ হলো, হাশরের ময়দানে তাঁর ঝাণ্ডাতলে সকল নবী-রাসূল একত্রিত হবেন। তিনিই হবেন নবীদের সরদার। কেয়ামতের দিন প্রথম সুপারিশকারীও হবেন তিনি।

قال ﷺ: إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر

নবী করীম সা. বলেন, "কেয়ামতের দিন আমি সকল নবীদের নেতা এবং তাদের মুখপাত্র হব, তাদের পক্ষ থেকে আমিই

সুপারিশ করব; তবে এতে গর্বের কিছু নেই।" (তিরমিযী-৩৬১৩)

প্রশংসার ঝাণ্ডা তাঁর হাতেই থাকবে। সকল নবী তাঁর পতাকাতলে অবস্থান করবেন।

قال النبي ﷺ : أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر ، وبيدي لواء الحمد ولا فخر ، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي ، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر

নবী করীম সা. বলেন, "কেয়ামতের দিন আমি সকল আদমসন্তানের নেতা হব; এতে গর্বের কিছু নেই। প্রশংসার ঝাণ্ডা আমার হাতেই থাকবে; এতে গর্বের কিছু নেই। আদম আ. সহ সকল নবী সেদিন আমার পতাকাতলেই অবস্থান করবেন; এতে গর্বের কিছু নেই। আমার কবর সর্বপ্রথম উন্মোচিত হবে; এতে গর্বের কিছু নেই।" (তিরমিযী-৩৬১৬)

হাশরের ময়দানে মানুষের অবস্থা

হাশরের দিনটি হবে সুদীর্ঘ, সুকঠিন ও চরম ভয়াবহ একটি দিন। সেখানে মানুষের অবস্থাও হবে বিভিন্ন রকম। এর বিবরণ দিতে গিয়ে নবী করীম সা. বলেন,

أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا ثم قرأ قوله تعالى :

﴿ كَمَا بَدَأْنَآ أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُۥۚ وَعْدًا عَلَيْنَآۚ إِنَّا كُنَّا فَٰعِلِينَ ﴿١٠٤﴾ ﴾

الأنبياء: ١٠٤

"ওহে লোকসকল! তোমাদেরকে হাশরের ময়দানে নগ্নপদ, নগ্নদেহ ও খতনাবিহীন অবস্থায় একত্রিত করা হবে। অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করলেন, "যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব। আমার ওয়াদা নিশ্চিত, আমাকে তা পূর্ণ করতেই হবে।" (সূরা আম্বিয়া-১০৪)

প্রশ্ন, অপর হাদিসে এসেছে যে, মানুষ যে কাপড় পরে মৃত্যুবরণ করেছে, কেয়ামতের দিন সে কাপড়েই তার উত্থান হবে।

عن أبي سعيد الخدري رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها ، ثم قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها

আবু সাইদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি মৃত্যুর সময় নতুন কাপড় নিয়ে আসতে বললেন। নতুন কাপড় পরে বলতে লাগলেন, আমি নবী করীম সা. কে বলতে শুনেছি যে, নিশ্চয় মৃতকে মৃত্যুকালে পরিহিত কাপড়েই পুনর্জীবিত করা হবে।" (বুখারী-মুসলিম)

আর উপরের হাদিসে 'নগ্নদেহ..' বলা হয়েছে। এতদুভয়ের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান কী করে সম্ভব?

উত্তরঃ কবর থেকে যখন মানুষকে জীবিত উঠানো হবে, তখন তারা নগ্নদেহ থাকবে। কিন্তু যখন আল্লাহ তাদেরকে বস্ত্রাবৃত করতে চাইবেন, তখন মৃত্যুকালে পরিহিত কাপড় দিয়েই তাকে আবৃত করা হবে।

কেউ কেউ বলেছেন, বস্ত্রাবৃত অবস্থায় পুনরুত্থানের হাদিসটি শহীদগণের জন্য নির্দিষ্ট। কারণ, নবী করীম সা. তাদেরকে শাহাদাৎকালে পরিহিত বস্ত্রসহ দাফন করতে বলেছেন। যাতে অন্যদের থেকে তারা সম্পূর্ণ পৃথক থাকে।

প্রশ্ন, মানুষকে উলঙ্গ অবস্থায় পুনর্জীবিত করা হবে। একজন অন্যজনের দিকে তাকাবে কি?

উত্তরঃ

لما سمعت عائشة رضي الله عنها هذا الحديث من النبي ﷺ قالت: يا رسول الله ، النساء والرجال جميعا! ينظر بعضهم بعضا؟! فقال ﷺ : يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم بعضا

উপরোক্ত হাদিস শুনার পর আয়শা রা. জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল, তবে কি একজন অন্যজনের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে না? উত্তরে নবীজী বলেছিলেন, হে আয়শা! পরিস্থিতি এত

ভয়াবহ হবে যে, একজন অপরজনের দিকে তাকানোর সুযোগ থাকবে না।" (মুসলিম-৭৩৭৭)

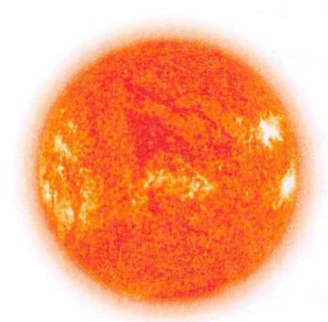
অর্থাৎ পুনরুত্থান, হিসাব-নিকাশ ও পরিণামের চিন্তায় লোকেরা এত চিন্তিত থাকবে যে, একে অন্যের দিকে তাকানোর লিপ্সা পাবে না।

পরিস্থিতির ভয়াবহতা

সেদিনে মানুষের অবস্থার বিবরণ নবী করীম সা. এভাবে দিয়েছেন,

تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل ، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق: فمنهم من يكون إلى كعبيه ، ومنهم من يكون إلى ركبتيه ، ومنهم من يكون إلى حقويه ، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما

"কেয়ামতের দিন সূর্যকে মানুষের নিকটবর্তী করা হবে। এমনকি সূর্য কেবল এক মাইল দূরে অবস্থান করবে। প্রচণ্ড গরমে ঘর্মাক্ত হয়ে মানুষ আমল অনুযায়ী ঘামের মধ্যে অবস্থান করবে। কারো ঘাম জমাট হয়ে পায়ের গোছা পর্যন্ত চলে আসবে, কারো হাঁটু পর্যন্ত,



কারো গলা পর্যন্ত, কেউ কেউ ঘামের মধ্যে সাঁতার কাটতে থাকবে।" (মুসলিম)

قال النبي ﷺ: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم

নবী করীম সা. বলেন, "কেয়ামতের দিন মানুষ ঘর্মাক্ত হয়ে যাবে। এমনকি কারো কারো ঘাম সত্তর গজ দূর পর্যন্ত চলে যাবে। কারো ঘাম কানের লতি পর্যন্ত জমাট হয়ে যাবে।" (বুখারী)

وقال النبي ﷺ: يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه

নবী করীম সা. বলেন, "কেউ কেউ ঘামের মধ্যে দাঁড়ালে ঘাম তার দুই কানের মধ্যস্থল পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।" (বুখারী-৪৬৫৪)

وقال النبي ﷺ: إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قيد ميل أو ميلين فتصهرهم الشمس

নবী করীম সা. বলেন, "কেয়ামতের দিন সূর্যকে নিকটবর্তী করা হবে। এমনকি তা কেবল এক মাইল বা দুই মাইল দূরে অবস্থান করবে। সূর্য দেহের চর্বি বিগলিত করে তাদেরকে প্রচণ্ড ঘর্মাক্ত করে তুলবে।" (তিরমিযী-২৪২১)



* সেদিনে মুমিনদের অবস্থা

প্রচণ্ড ভয়ভীতি ও চরম উৎকণ্ঠার সেই দিনে মুমিনদের অবস্থা হবে

সম্পূর্ণ ভিন্ন। ফেরেশতারা সেদিন তাদেরকে সান্ত্বনা দেবেন। তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখবেন। আল্লাহ তা'লা বলেন,

﴿ لَا يَحْزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّىٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ هَٰذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿١٠٣﴾ ﴾ الأنبياء: ١٠٣

"মহাত্রাস তাদেরকে চিন্তান্বিত করবে না এবং ফেরেশতারা তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাবে- আজ তোমাদের দিন, যে দিনের ওয়াদা তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছিলো।" (সূরা আম্বিয়া-১০৩)

হ্যাঁ.. সেদিন তারা নিশ্চিন্ত থাকবে, কারণ দুনিয়াতে তারা আপন প্রতিপালককে ভয় করত। তাঁর সামনে দাঁড়ানোর প্রস্তুতি নিত। আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ﴿١٠﴾ ﴾ الإنسان: ١٠

"আমরা আমাদের পালনকর্তার তরফ থেকে এক ভীতিপ্রদ ভয়ংকর দিনের আশঙ্কা রাখি।" (সূরা ইনসান-১০)

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

﴿ وَٱلَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ﴿٢٧﴾ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ ﴿٢٨﴾ ﴾

المعارج: ٢٧ - ٢٨

"এবং যারা তাদের পালনকর্তার শাস্তির ভয়ে ভীত-কম্পিত, নিশ্চয় তাদের পালনকর্তার শাস্তি থেকে তারা নিঃশঙ্কা যায় না।" (সূরা মাআরিজ ২৭,২৮)

অপর আয়াতে বলেন,

﴿فَوَقَىٰهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ ٱلۡيَوۡمِ وَلَقَّىٰهُمۡ نَضۡرَةٗ وَسُرُورٗا ١١﴾ الإنسان: ١١

"অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে সেদিনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন এবং তাদেরকে দিবেন সজীবতা ও আনন্দ।" (সূরা ইনসান-১১)

قال ﷺ: قال الله عزوجل : وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع فيه عبادي . وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي

নবী করীম সা. বলেন, "আল্লাহ তা'লা বলেন, আমার মর্যাদার শপথ, অবশ্যই বান্দার ক্ষেত্রে আমি দুই ভয় অথবা দুই নিঃশঙ্কা একত্রিত করব না। দুনিয়াতে যদি সে আখেরাতের নিঃশঙ্কায় ও বেপরোয়া সুখ শান্তিতে জীবন যাপন করে, তবে আখেরাতে আমি তাকে ভয় ও বিপদে রাখব। আর যদি দুনিয়াতে আমার ভয়ে জীবন যাপন করে, তবে আখেরাতে আমি তাকে নিঃশঙ্কায় রাখব।" (মুসনাদে শামিয়্যীন)

কাফেরদের হাশর প্রকৃতি



নিজ নিজ আমল অনুযায়ী প্রত্যেককে হাশর করা হবে। মুমিনদের জন্য সহনীয় এবং কাফেরদের জন্য সেটি চরম

অসহনীয় হবে। কোনো কোনো কাফেরকে চেহারায় টেনে হিঁচড়ে হাশরের ময়দানের দিকে সমবেত করা হবে। আল্লাহ বলেন,

﴿ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا ۖ مَّأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَٰهُمْ سَعِيرًا ﴿٩٧﴾ ﴾ الإسراء: ٩٧

"আমি কেয়ামতের দিন তাদের সমবেত করব তাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায়, অন্ধ অবস্থায়, মুক অবস্থায় এবং বধির অবস্থায়। তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম। যখনই নির্বাপিত হওয়ার উপক্রম হবে আমি তখন তাদের জন্যে অগ্নি আরও বৃদ্ধি করে দিব।" (সূরা ইসরা-৯৭)

عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رجلا قال: يا نبي الله يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة ؟ قال ﷺ: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟

আনাছ রা. থেকে বর্ণিত হাদিসে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল- হে আল্লাহর নবী, কাফেরদেরকে উপুড় করে তাদের চেহারায় টেনে সমবেত করা হবে? নবীজী বললেন, যে প্রতিপালক দুনিয়াতে তাকে দুই পায়ে হাটার ক্ষমতা দিয়েছিলেন, সেই প্রতিপালক কি আখেরাতে চেহারা দিয়ে হাটার ক্ষমতা দিতে পারেন না?" (বুখারী-৬১৫৮)

পিপাসিত অবস্থায় তাদের হাশর হবে। আল্লাহ বলেন,

﴿ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴿٨٦﴾ ﴾ مريم: ٨٦

"এবং অপরাধীদেরকে পিপাসার্ত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাব।" (সূরা মারইয়াম-৮৬)

শাফা'আতের হাদিসে নবী করীম সা. আল্লাহ ব্যতীত অন্যদের উপাসনাকারী কাফেরদের সম্পর্কে বলেন,

فيقال لهم : ماذا تبغون؟ فيقولون: عطشنا يا ربنا فاسقنا. فيشار إليهم ألا تردون فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار

".. অতঃপর তাদেরকে বলা হবে, তোমরা কী চাও! তারা বলবে, হে প্রতিপালক, আমরা তৃষ্ণার্ত, আমাদের পানি দিন। অতঃপর ইঙ্গিত করা হবে যে, তোমাদের জন্য আজ পানি পানেরও অনুমতি নেই। অতঃপর তাদেরকে জাহান্নামের দিকে একত্রিত করা হবে। মরীচিকা সদৃশ আগুনকে পানি মনে করে তারা দলে দলে জাহান্নামে নিপতিত হবে।" (মুসলিম-৪৭২))

সর্বপ্রথম বস্ত্রাবৃত ব্যক্তি

সর্বপ্রথম বস্ত্রাবৃত হবেন ইবরাহীম আ.। যেমনটি নবীজী বলেছেন,

أيها الناس : إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا : كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين .. ألا وإن أول الناس يكسى يوم القيامة: إبراهيم عليه السلام .

“ওহে লোকসকল! নিশ্চয় তোমাদেরকে নগ্নপদ, নগ্নদেহ ও খাতনাবিহীন অবস্থায় সমবেত করা হবে। আল্লাহর বাণী- “ঠিক যেমন প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, সেভাবেই দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করব। এটা আমার ওয়াদা, আমাকে তা বাস্তবায়ন করতেই হবে।” জেনে রেখ, কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বস্ত্রাবৃত হবেন ইবরাহীম আ.।” (বুখারী-৪৩৪৯)

অতঃপর আল্লাহর পক্ষ থেকে মুমিনদেরকেও মর্যাদাপূর্ণ পোশাক পরানো হবে। আমল অনুপাতে তাদের জন্য স্তর নির্ধারণ করা হবে।

সর্বপ্রথম যাকে ডাকা হবে

সর্বপ্রথম ডাকা হবে পিতা আদম আ. কে।

عن أبي هريرة : أن النبي ﷺ قال أول من يدعى يوم القيامة آدم فتراءى ذريته فيقال هذا أبوكم آدم فيقول لبيك وسعديك فيقول أخرج بعث جهنم من ذريتك فيقول يا رب كم أخرج فيقول أخرج من كل ألف تسعمأة وتسعة وتسعين . فقالوا يا رسول الله إذا أخذ منا من كل ألف تسعمأة وتسعة وتسعون فماذا يبقى منا ؟ قال إن أمتي في الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود

নবী করীম সা. বলেন, “কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম ডাকা হবে পিতা আদমকে। তিনি নিজ সন্তানদেরকে দেখতে পাবেন। বলা

হবে, ইনি হচ্ছেন তোমাদের পিতা আদম। তিনি বলবেন, জ্বি.. আমি উপস্থিত। অতঃপর আল্লাহ বলবেন, তুমি তোমার সন্তানদের থেকে জাহান্নামের অধিবাসী বের কর। আদম বলবেন, হে প্রতিপালক, কতজন বের করব? প্রতিপালক বলবেন, প্রত্যেক একহাজার থেকে নয়শত নিরানব্বই জন। একথা শুনে সাহাবীগণ প্রচণ্ড ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহ রাসূল, একহাজার থেকে নয়শত নিরানব্বই বের হয়ে গেলে কতজনই বা অবশিষ্ট থাকবে?! নবীজী বললেন, সকল উম্মতের মধ্যে আমার উম্মত সেদিন কালো ষাঁড়ের দেহে একটি সাদা পশম সদৃশ হবে।" (বুখারী-৬১৬৪)

হাশরের ভয়াবহতা হ্রাসকারী আমলসমূহ

কেয়ামতের সেই মহা-ত্রাসময় আর প্রচণ্ড ভীতিকর পরিস্থিতির মধ্যে মানুষ আশ্রয়স্থল খোঁজবে। পরিস্থিতি হালকা ও সহজ করার উপায় তালাশ করবে। নবী করীম সা. জান্নাত লাভের আমলের পাশাপাশি হাশরের পরিস্থিতি লাঘব হওয়ার আমলও বলে গেছেন।

মুমিনের আমলসমূহ কয়েক প্রকারঃ

কুরআন-হাদিসের বর্ণনানুযায়ী অনেক আমল আল্লাহর সামনে জবাবদিহিতা সহজ করে দেবে। আবার মুমিনগণও হবে একাধিক স্তরের। তন্মধ্যে..

যাদেরকে আল্লাহ হাশরের সেই ভয়াবহ দিনে, অতি উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে আরশের ছায়াতলে আশ্রয় দেবেন। যেদিন মানুষ প্রচণ্ড গরমে ঘর্মাক্ত হয়ে জমাট ঘামের মধ্যে সাঁতার কাটতে থাকবে। সাত ধরণের ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ আরশের ছায়াতলে আশ্রয় দেবেন।

عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : عن النبي ﷺ قال : سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه .

নবী করীম সা. বলেন, "যেদিন আল্লাহর ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না, সেদিন সাত ধরণের ব্যক্তিকে আল্লাহ সেই ছায়াতলে স্থান দেবেনঃ ন্যায়পরায়ণ বাদশা, ওই যুবক যে আপন প্রতিপালকের এবাদতে বেড়ে উঠেছে, ওই ব্যক্তি যার অন্তর সদা মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত থাকে। ওই দু'জন যারা আল্লাহর জন্য পরস্পরকে ভালোবাসে, আল্লাহর ভালোবাসা অর্জনে একত্রিত হয় এবং পৃথক হয়, ওই ব্যক্তি যাকে সুন্দরী মর্যাদাশীল নারী অপকর্মের জন্য আহবান করলে সে বলে দেয় 'আমি আল্লাহকে ভয় করি', ওই ব্যক্তি যে অতিগোপনে সাদকা করে এমনকি তার

বাম হাত জানে না ডানহাতে কী সাদকা করছে এবং ওই ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে অশ্রু ঝরায়।" (বুখারী-৬২৯)

আল্লাহর জন্য ভালোবাসা পোষণকারী

যারা একে অন্যকে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবেসেছে; কোনো সৌন্দয, পদ কিংবা স্বার্থ উদ্ধারের জন্য নয়।

قال النبي ﷺ : إن الله يقول يوم القيامة : أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي ، يوم لا ظل إلا ظلي

নবী করীম সা. বলেন, "কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'লা বলবেন, আমার মর্যাদার খাতিরে ভালোবাসা পোষণকারীগণ কোথায়? আজ তাদের আমি আপন ছায়াতলে আশ্রয় দেব; আজ আমার ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া নেই।" (মুসলিম-৬৭১৩)



অভাবীকে সুযোগ দানকারী ব্যবসায়ী

قال ﷺ : من أنظر معسرا أووضع عنه ، أظله الله يوم القيامة



নবী করীম সা. বলেন, “যে ব্যক্তি অভাবীকে সুযোগ দিল অথবা তার প্রতি করুণা করল, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে নিজ ছায়াতলে আশ্রয় দেবেন।” (মুসলিম-৭৭০৪)

قال النبي ﷺ : من نفس عن غريمه أو محا عنه ، كان في ظل العرش يوم القيامة

নবী করীম সা. বলেন, “যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণ লাঘব করল অথবা চুকিয়ে দিল, কেয়ামতের দিন সে আরশের ছায়াতলে স্থান পাবে।” (মুসনাদে আহমদ-২২৬১২)

অভাবীর কষ্ট সহজকারী

পূর্বেরটির ন্যায়। তারা হলো ঐ সকল ব্যবসায়ী যারা দরিদ্রদেরকে মাল দেয়, তবে টাকা পরিশোধে কোন চাপাচাপি করে না। তাদের কষ্ট বুঝে কিছু মাফ করে দেয়।

কেয়ামতের দিন মানুষের অবস্থার বিবরণ দিতে গিয়ে নবী করীম সা. বলেন,

أتي الله بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له : ماذا عملت في الدنيا ؟ قال : ما عملت من شيء يا رب إلا أنك أتيتني مالا فكنت أبايع الناس و كان من خلقي أن أيسر على الموسر و أنظر المعسر قال الله تعالى : أنا أحق بذلك منك تجاوزوا عن عبدي

"আল্লাহ যে বান্দাদের সম্পদ দিয়েছিলেন, তাদের থেকে একজনকে ডেকে নিয়ে এসে বলবেন, দুনিয়াতে তুমি কী আমল করেছ? সে বলবে, আমি কিছুই করিনি হে প্রতিপালক; তবে আপনার দেয়া সম্পদ দিয়ে আমি ব্যবসা করেছি। আমার অভ্যাস ছিল, দুঃখ কষ্টে জীবনযাপনকারী ব্যক্তিদের জন্য আমি সহজ করতাম। অভাবীদেরকে সুযোগ দিতাম। আল্লাহ তা'লা বলবেন, সহজ করার জন্য আমিই অধিক উপযুক্ত, আমার বান্দাকে ছেড়ে দাও!

قال النبي ﷺ: إن رجلا لم يعمل خيرا قط و كان يداين الناس فيقول لرسوله خذ ما تيسر واترك ما تعسر و تجاوز لعل الله يتجاوز عنا فلما هلك قال الله : هل عملت خيرا قط ؟ قال : لا إلا أنه كان لي غلام و كنت أداين الناس فإذا بعثته يتقاضى قلت له خذ ما تيسر و اترك ما تعسر و تجاوز لعل الله يتجاوز عنا قال الله : فقد تجاوزت عنك

নবী করীম সা. বলেন, "এক ব্যক্তি কখনই কোন সৎকর্ম করেনি। তবে সে মানুষকে ঋণ দিত। উসুলকারীকে বলত, সহজ হলে নিয়ে নিয়ো আর ব্যক্তির জন্য কঠিন হলে ছেড়ে দিয়ো এবং মাফ করে দিয়ো! হয়ত আল্লাহও একদিন আমাদেরকে মাফ করে দেবেন। অতঃপর মৃত্যুর পর জিজ্ঞাসিত হলো, তুমি কি কখনো সৎকর্ম করেছ? সে বলবে, না! তবে আমার এক ছেলে ছিল; আমি মানুষকে ঋণ দিতাম। যখনই ওই ছেলেকে ঋণ উসুল করতে পাঠাতাম, তখন বলতাম সহজ হলে

নিয়ো কঠিন হলে ছেড়ে দিয়ো এবং মাফ করে দিয়ো; হয়ত আল্লাহও আমাদেরকে মাফ করে দেবেন। তখন আল্লাহ বলবেন, তোমাকে মাফ করে দিলাম।" (মুসনাদে আহমদ-৮৭১৫)

অন্যের প্রয়োজনে দৌড়ঝাঁপকারী



আল্লাহ তা'লা দুনিয়াতে কাউকে সম্পদ দিয়েছেন, কাউকে অভাবী রেখেছেন। শক্তি-সামর্থ্য ও জ্ঞান-বুদ্ধি সবক্ষেত্রেই আল্লাহ বান্দাদের মধ্যে কিছু ব্যবধান রেখেছেন। যাকে আল্লাহ সামর্থ্য দিয়েছেন অবশ্যই যেন সে সামর্থ্যানুযায়ী আরশের ছায়াতলে স্থান পেতে চেষ্টা করে যায়।

قال النبي ﷺ : مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ - وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

নবী করীম সা. বলেন, "যে ব্যক্তি দুনিয়াতে অপর মুসলিমের একটি বিপদ দূর করবে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তার উপর থেকে একটি বিপদ দূর করবেন। যে কষ্টপীড়িত ব্যক্তির জন্য সহজ করবে, দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ তার জন্য সহজ

করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ গোপন করবে, দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ তার দোষ গোপন করবেন। ব্যক্তি যতক্ষণ অপর ভাইয়ের সহযোগিতায়, ততক্ষণ আল্লাহ তার সহযোগিতায়..।" (তিরমিযী-১৯৩০)

ন্যায়পরায়ণ শাসক



ন্যায়পরায়ণতা এবং সুবিচার হলো মহান ব্যক্তিদের গুণ ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিদের শোভা। যে তা অবলম্বন করবে, নিঃসন্দেহে সে লাভবান হবে। পরকালে তার স্তর উন্নীত হবে। তার শত্রুসংখ্যা হ্রাস পাবে। বন্ধু-বান্ধব বেড়ে যাবে।

পক্ষান্তরে অন্যায়-অবিচার হলো ইবলিস শয়তানের বৈশিষ্ট্য। যার কর্মীরা দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত। ন্যায়পরায়ণ লোকদেরকে কেয়ামতের দিন আল্লাহ সম্পূর্ণ অনন্য মর্যাদায় ভূষিত করবেন।

قال النبي ﷺ : إن المقسطين عند الله على منابر من نور ، عن يمين الرحمن ، وكلتا يديه يمين ، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا

নবী করীম সা. বলেন, "নিশ্চয় ন্যায়বিচারকগণ আল্লাহর কাছে আলোকোজ্জ্বল মিম্বরগুলোতে দয়াময় প্রতিপালকের ডানদিকে

উপবেশন করবে। প্রতিপালকের উভয় হাতই ডান। যারা তাদের বিচারকার্যে, পরিবারে এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত শাসনকার্যে ন্যায়বিচার করে।" (মুসলিম-৪৮২৫)

যারা সুবিচার করে..

- মামলা মুকাদ্দামায় বিচারকার্যে
- পরিবারে; স্ত্রী সন্তানের উপর জুলুম না করে।
- কোন শাসনকাজের জন্য নিয়োগ হলে, যেমন রাষ্ট্রপ্রধান, মন্ত্রী, বোর্ড প্রধান, সভাপতি অথবা মাদরাসা/স্কুলের অধ্যাপকের দায়িত্বে ন্যায়পন্থা অবলম্বন করে এবং যথাযথ দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকে।

তারা যদি তাদের নিজ নিজ দায়িত্বে সৎ ও নিষ্ঠাবান হয়, কোনোরূপ অন্যায়-অবিচার না করে সঠিকভাবে আদায় করে, অবশ্যই তাদেরকে আল্লাহ কেয়ামতের দিন আলোকোজ্জ্বল মিম্বরসমূহে বসাবেন।

ক্রোধ সংবরণকারী



গোস্বা বা রাগ হলো একটি নিন্দনীয় স্বভাব, যার পরিণতি অশুভ। একব্যক্তি নবী করীম সা. এর কাছে বারবার উপদেশ প্রার্থনা করলে প্রতিবারই তিনি

"রাগান্বিত হয়ো না.. রাগান্বিত হয়ো না" বলছিলেন। কারণ, তিনি জানতেন রাগের পরিণতি কতটা ভয়াবহ!

ক্রোধ কত যুগলকে পৃথক করে দিয়েছে। কত মানুষের জীবন নিয়ে নিয়েছে। কত ঝগড়া তৈরির উৎস হয়েছে। প্রকৃত বীরপুরুষ সেই যে ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করে নিতে পারে।

قال ﷺ : ليس الشديد بالصرعة ، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب

নবী করীম সা. বলেন, "বীরত্ব কেবল যুদ্ধক্ষেত্রে নয়; প্রকৃত বীরত্ব গোস্বাকালে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখায়।" (বুখারী-৫৭৬৩)

ক্রোধ সংবরণকারী এবং রাগ নিয়ন্ত্রণকারীদেরকে আল্লাহ কেয়ামতের দিন পুরস্কৃত করবেন।

قال ﷺ : من كظم غيظا وهم يقدر أن ينفذه ، دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره في أي الحور العين شاء

নবী করীম সা. বলেন, "প্রতিশোধে সক্ষম থাকা সত্ত্বেও যে ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করল, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে সকল সৃষ্টির সামনে আহবান করবেন। জান্নাতের হূরদের থেকে তাকে নির্বাচন করে গ্রহণ করতে বলবেন।" (তিরমিযী-২০২১)

মুয়াযযিনবৃন্দ

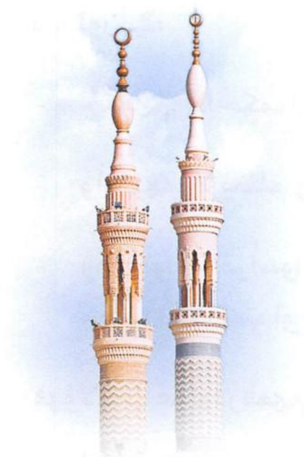
নামাযের জন্য আহবান করা একটি এবাদত। মানুষ যদি আযানের মর্যাদা জানত, অবশ্যই তাতে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হত।

কেন নয়; সে তো তাওহীদের কালেমার আঁওয়াজ উঁচু করছে। স্বজোরে তার ঘোষণা দিচ্ছে।

قال ﷺ : المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة

নবী করীম সা. বলেন, “কেয়ামতের দিন মুয়াযযিনবৃন্দের গ্রীবাগুলো সবচেয়ে লম্বা হবে।” (মুসলিম)

গ্রীবা লম্বা হওয়া এক প্রকার সৌন্দর্যের প্রতীক হবে সেদিন। কেয়ামতের দিন মুয়াযযিনের জন্য তার আঁওয়াজ শ্রবণকারী প্রতিটি তার জন্য সাক্ষ্য দেবে।



قال أبو سعيد الخدري لعبد الرحمن بن صعصعة : إني أراك تحب الغنم والبادية ، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع بالنداء ، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة

আবু সাইদ খুদরী রা. একদা আব্দুর রহমান বিন সা‘সা‘ রা. কে বললেন, আমি দেখছি তুমি ছাগল ও গ্রাম পছন্দ কর। সুতরাং যখন তুমি তোমার ছাগলদের সাথে অথবা গ্রামে থাকবে, তখন নামাযের জন্য উঁচু আঁওয়াজে আযান দিয়ো। কারণ, তোমার আযাদের ধ্বনি যত জ্বিন-ইনসান, জীব-জন্তু,

গাছ-পালা, মরু প্রান্তর ও কীটপতঙ্গ শুনতে পাবে; সকলেই তোমার জন্য কেয়ামতের দিন সাক্ষ্য দেবে।" (বুখারী-৩১২২)

যারা ইসলামের উপর বৃদ্ধ হবে

ইসলামের উপর অবিচল থাকা এবং ইসলাম নিয়ে মৃত্যুবরণ করা এক পরম সৌভাগ্য। আল্লাহ বলেন,



﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ۝١٠٢﴾ آل عمران: ١٠٢

"হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিৎ ঠিক তেমন ভয় করতে থাক এবং অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।" (সূরা আলে ইমরান-১০২)

পাশাপাশি আল্লাহ আদেশ করেছেন বয়োবৃদ্ধকে সম্মান করতে এবং বার্ধক্যের মর্যাদা দিতে।

قال ﷺ : ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه

নবী করীম সা. বলেন, "যে যুবক কোনো বৃদ্ধকে বয়সের খাতিরে সম্মান করবে, আল্লাহ তা'লা তার বার্ধক্যের সময়েও একজন সম্মানকারী ঠিক করে দেবেন।" (তিরমিযী-২০২২)

وقال ﷺ : إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم ، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه ، وإكرام ذي السلطان المقسط

নবী করীম সা. বলেন, "কোন বয়স্ক মুসলিম, কুরআনের বাহক (যে কুরআনকে সঠিক মর্যাদা দিয়েছে, কোনোরূপ ত্রুটি করেনি) এবং ন্যায়পরায়ণ শাসককে সম্মান দেখানোর অর্থ আল্লাহকে সম্মান দেখানো।" (আবু দাউদ-৪৮৪৫)

বয়স্ক মুসলিমকে কেয়ামতের দিন আল্লাহ সম্মানিত করবেন।

قال ﷺ : من شاب شيبة في الإسلام كان له نورا يوم القيامة

নবী করীম সা. বলেন, "ইসলাম নিয়ে যে ব্যক্তি বয়োবৃদ্ধ হলো, কেয়ামতের দিন বার্ধক্য তার জন্য নূর হবে।" (তিরমিযী-১৬৩৪)

অযুকারী

অযু হলো নামায ও কুরআন তেলাওয়াতের চাবিকাঠি। অনেক এবাদত রয়েছে যেগুলো অযু ব্যতীত আদায় করা যায় না। অযু হলো মুসলিমদের প্রতীক। অযুকারীগণ কেয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর মুহূর্তে অযুর অঙ্গগুলো আলোকোজ্জ্বল দেখতে পাবে।



قال ﷺ : إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء

নবী করীম সা. বলেন, "নিশ্চয় আমার উম্মতকে কেয়ামতের দিন আহ্বান করা হবে। তাদের অযুর অঙ্গগুলো উজ্জ্বল ও শুভ্র থাকবে।" (বুখারী-১৩৬)

قال ﷺ : تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء

নবী করীম সা. বলেন, "মুমিনের সৌন্দর্য সেসকল অঙ্গ পর্যন্ত পৌঁছুবে, যেগুলো অযুর সময় ধৌত করা হয়।" (মুসলিম-২৫০)

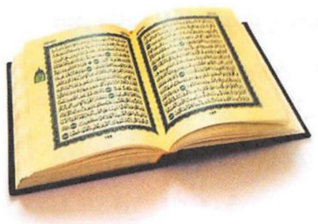
কেয়ামতের দিন যখন সকল সৃষ্টি জমায়েত হবে, সকল জাতির মহাসমাবেশ ঘটবে, নবী করীম সা. সেদিন স্বীয় উম্মতকে তাদের অযুর অঙ্গগুলোর উজ্জ্বলতা ও শুভ্রতা দেখে চিনে নেবেন।

قَالَ رَسُولُ ﷺ أَنَا أَوَّلُ مَنْ يُؤْذَنُ لَهُ بِالسُّجُودِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يُؤْذَنُ لَهُ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ فَأَنْظُرَ إِلَى بَيْنِ يَدَيَّ فَأَعْرِفَ أُمَّتِي مِنْ بَيْنِ الْأُمَمِ وَمِنْ خَلْفِي مِثْلُ ذَلِكَ وَعَنْ يَمِينِي مِثْلُ ذَلِكَ وَعَنْ شِمَالِي مِثْلُ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَعْرِفُ أُمَّتَكَ مِنْ بَيْنِ الْأُمَمِ فِيمَا بَيْنَ نُوحٍ إِلَى أُمَّتِكَ قَالَ هُمْ غُرٌّ مُحَجَّلُونَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ

নবী করীম সা. বলেন, "কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম আমিই সেজদার অনুমতি পাব। সর্বপ্রথম আমাকেই মাথা উঠাতে বলা হবে। অতঃপর আমি সামনের দিকে তাকাব। সকল উম্মতের মাঝে আমি আমার উম্মতকে চিনে নেব। আমার পেছনে, আমার

ডানে, আমার বামেও এরূপ থাকবে। একজন জিজ্ঞেস করল, এতসব উম্মতের ভিড়ে আপনি আপনার উম্মতকে কী করে চিনবেন? উত্তরে নবীজী বললেন, অযুর অঙ্গগুলোর শুভ্রতা ও উজ্জ্বলতা দেখে তাদের চিনে নেব।" (মুসনাদে আহমদ-২১৭৩৭)

কুরআনের সঙ্গী



আল-কুরআন হলো দুনিয়ায় সম্মান ও আখেরাতে মুক্তির উপায়। দিনরাত যে ব্যক্তি কুরআন নিয়ে লিপ্ত থাকবে, কুরআন হিফজ করবে, কুরআন নিয়ে গবেষণা করবে- অলস এবং অবহেলাকারী কোনক্রমেই তার স্তরে উপনীত হতে পারবে না।

সূরা বাক্কারা ও সূরা আলে ইমরান পাঠকারীদের প্রশংসা করতে গিয়ে নবী করীম সা. বলেন,

اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلاَ تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ .

"তোমরা অধিক পরিমাণে কুরআন পড়, কেননা কেয়ামতের দিন সে তার সাথীদের জন্য সুপারিশকারী হবে। উজ্জ্বলদ্বয়- সূরা

বাক্কারা ও আলে ইমরান পাঠ কর। কারণ কেয়ামতের দিন এ দু'টো তার পাঠকারীদের জন্য ছায়া হয়ে আসবে। মনে হবে দু'টো মেঘমালা। এ যেন দু'টো স্বচ্ছ পাখির বহর। কেয়ামতের দিন তারা পাঠকারীদের পক্ষে প্রমাণ পেশ করবে। তোমরা সূরা বাক্কারা পাঠ কর! কারণ তা কল্যাণময়। এতে অবহেলা পরিতাপের বিষয়। অনিষ্টকারীগণ এর পাঠককে কোন ক্ষতি করতে পারে না।" (মুস্তাদরাকে হাকিম-২০৭১)

قال النبي ﷺ : يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن : يا رب حله فيلبس تاج الكرامة ثم يقول : يا رب زده يا رب ارض عنه فيرضى عنه و يقال له اقره و ارقه و يزاد بكل آية حسنة

নবী করীম সা. বলেন, "কেয়ামতের দিন কুরআনের সঙ্গী আল্লাহর কাছে আসলে কুরআন বলবে, হে প্রতিপালক, তাঁকে শ্রেষ্ঠত্বের মুকুটে সজ্জিত করুন! অতঃপর তাকে তা পরানো হবে। কুরআন বলবে, হে পালনকর্তা, আরো বেশী সজ্জিত করুন! ফলে তাকে শ্রেষ্ঠত্বের অলংকার পরানো হবে। কুরআন বলবে, হে আল্লাহ, তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন! পালনকর্তা সন্তুষ্ট হবেন। অতঃপর বলা হবে, পড় এবং উন্নীত হও! প্রতিটি আয়াতের বিনিময়ে তোমাকে প্রতিফল দেয়া হবে।" (তিরমিযী-২৯১৫)

দানশীল ব্যক্তিবর্গ

যাদেরকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন এবং যারা গরীব দুঃখীদের সহযোগিতা করে, তাদের খোঁজখবর নেয়, অত্যাচারিতের পাশে দাঁড়ায়, অভাবীর অভাব পূরণ করে, বিপদগ্রস্তদের বিপদ দূর করে এবং দুর্দশাগ্রস্তদের দুর্দশা লাঘব করে, কেয়ামতের দিন আল্লাহও তাদের বিপদ দূর করে দেবেন।

قَالَ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ - وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

নবী করীম সা. বলেন, "যে ব্যক্তি দুনিয়াতে অপর মুসলিমের একটি বিপদ দূর করবে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তার উপর থেকে একটি বিপদ দূর করবেন। যে কষ্টপীড়িত ব্যক্তির জন্য সহজ করবে, দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ তার জন্য সহজ করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ গোপন করবে, দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ তার দোষ গোপন করবেন। ব্যক্তি যতক্ষণ অপর ভাইয়ের সহযোগিতায়, ততক্ষণ আল্লাহ তার সহযোগিতায়..।" (তিরমিযী-২২৫)

দুর্বলদের সহায়

আল্লাহ তা'লা মানুষকে বিভিন্ন স্তরে সৃষ্টি করেছেন; কাউকে ধনী কাউকে গরিব। কখনো বিত্তশালীরা দুর্বলদের উপর চড়াও হয়,



তাদের অধিকার হরণ করে অথবা তাদেরকে দৈহিক বা মানসিক কষ্ট দেয়।

তবে অনেক মুমিন বিত্তবান এমন, যারা দুর্বলদের সহায়তা করে, তাদের অধিকার যথাসময়ে বুঝিয়ে দেয়। নবী করীম সা. তাদেরকে সুসংবাদ দিয়ে বলেন,

من نصر أخاه بظهر الغيب نصره الله في الدنيا والآخرة

"গোপনে যে ব্যক্তি অপর ভাইয়ের সহযোগিতা করল, দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহও তাকে সহযোগিতা করবেন।" তাবারানী-৩৩৭)

পরিশেষে..

এই হলো কেয়ামতের দিন মুমিন মুত্তাকীদের কতিপয় অবস্থার বিবরণ। সেদিন তো কোনো সম্পদ, মর্যাদা বা সন্তান তার কোনো উপকারে আসবে না। তবে যে স্বচ্ছ হৃদয় নিয়ে আল্লাহর কাছে আসবে; যে হৃদয় যা শিরক, প্রতারণা ও বিদ্বেষ থেকে পবিত্র আর ঈমান, সততা ও তাকওয়ায় ভরপুর থাকে।

* কেয়ামতের দিন অপরাধীদের অবস্থা

যারা তাওহীদের বিশ্বাস ও শিরক থেকে মুক্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে ঠিকই, তবে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ছিল; বড় গুনাহ হোক বা ছোট গুনাহ। তারা আল্লাহর ইচ্ছার অধীন; হতে পারে আল্লাহ শাস্তি দেবেন বা তাদের মাফ করে দেবেন।

হাশরের ময়দানে অপরাধীদের অবস্থা সম্পর্কে অসংখ্য হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তাদের অবস্থা হবে অনেক রকম। হাদিসে দুঃসংবাদও এসেছে আবার সুসংবাদও বর্ণিত হয়েছে। নবী করীম সা. এমন কিছু কাজ থেকে সতর্ক করে গেছেন, যার দরুন হাশরের ময়দানে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে। তন্মধ্যে,

যাকাত প্রদানে অবহেলা

সেদিন তারা থাকবে মহাবিপদে। কারণ সম্পদে আল্লাহর অংশকে তারা আবদ্ধ রেখেছে। গরিব দুঃখী মানুষের অধিকার লুট করেছে।

قَالَ ﷺ مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ

﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ هُوَ خَيْرًا لَّهُم ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا۟ بِهِۦ يَوْمَ ﴾ آل عمران: ١٨٠

নবী করীম সা. বলেন, “যাকে আল্লাহ সম্পদ দেয়ার পরও সে তার যাকাত আদায় করেনি, কেয়ামতের দিন তার সম্পদকে দু’টি ভয়ানক দাঁতবাহী অতি-দংশনকারী বিশাল সাপের আকৃতিতে তার গলায় পেঁচিয়ে দেয়া হবে। সে বলবে, আমিই তোমার সেই সম্পদ, তোমার রত্নভাণ্ডার..। (বুখারী-৪২৮৯) এ কথা বলে নবীজী এই আয়াত পাঠ করলেন,



(অর্থ- আল্লাহ তাদেরকে নিজের অনুগ্রহে যা দান করেছেন তাতে যারা কৃপণতা করে, এই কার্পন্য তাদের জন্য মঙ্গলকর হবে বলে তারা যেন ধারণা না করে। বরং এটা তাদের পক্ষে একান্তই ক্ষতিকর প্রতিপন্ন হবে। যেগুলোতে তারা কার্পণ্য করে সেসকল ধন-সম্পদকে কিয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ী বানিয়ে পরানো হবে।

অন্য আয়াতে বলেন,

﴿وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى
سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝٣٤ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِى نَارِ
جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَٰذَا مَا

كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا۟ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾ التوبة: ٣٤ - ٣٥

"আর যারা স্বর্ণ ও রূপা জমা করে রাখে এবং তা ব্যয় করে না আল্লাহর পথে, তাদেরকে কঠোর আযাবের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন! সেদিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তার দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশকে দগ্ধ করা হবে (সেদিন বলা হবে) এগুলো হলো যা তোমরা নিজেদের জন্যে জমা রেখেছিলে, সুতরাং এক্ষণে আস্বাদ গ্রহণ কর জমা করে রাখার।" (সূরা তাওবা ৩৪,৩৫)

قال رسول الله ﷺ ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا جعلت صفائح من نار ثم أحمي عليها في نار جهنم فتكوى بها جبهته وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين الناس فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وما من صاحب إبل لا يؤدي حقها ومن حقها حلابها يوم وردها إلا أتي بها يوم القيامة لا يفقد منها فصيلا واحدا فيبطح لها بقاع قرقر تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه آخرها مر عليه أولها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس وما من صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أتي بها يوم القيامة ثم يبطح لها بقاع قرقر ليس فيها عضباء ولا مكسورة القرن فتطؤه بأظلافها وتنطحه

بقرونها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة كلما مر عليه آخرها مر عليه أولها حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار



নবী করীম সা. বলেন, "ওই সকল স্বর্ণ রূপার অধিকারী ব্যক্তি যারা সম্পদের অধিকার আদায় করেনি, কেয়ামতের দিন তাদের সম্পদকে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর সেগুলো আগুনে রূপান্তরিত হলে ঐ ব্যক্তিকে সে আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে। ফলে তার ললাট, তার পার্শ্ব, তার পিঠ দগ্ধ হয়ে যাবে। যখনই কিছু শিথিল হবে, তখনই পুনরায় উত্তপ্ত করে দেয়া হবে। সেদিনের দৈর্ঘ্য হবে পঞ্চাশ হাজার বছর। শেষপর্যন্ত মানুষের বিচারকার্য শেষ হলে তাদেরকে তাদের গন্তব্য বলে দেয়া হবে। হয়ত জান্নাত নয়ত জাহান্নামের দিকে।



জিজ্ঞেস করা হলো, তবে যদি উটের ক্ষেত্রে হক আদায় না করে? বললেন, হ্যাঁ.. উটের ক্ষেত্রেও যদি হক আদায় না করে তবেও। উটের ক্ষেত্রে হক হলো, সাদাকার দিন গরিব মিসকীনদেরকে তার

দুধ দান করা। যদি না করে, তবে কেয়ামতের দিন ঐ উটকে পুরো রিষ্ট-পোষ্ট আকারে একটি প্রশস্ত ময়দানে তার চেহারার উপর নিক্ষেপ করা হবে। উট তাকে পায়ের খোড়া দিয়ে আঘাত করবে এবং মুখের দাঁত দিয়ে তাকে কামড়াবে। সকল উটকেই এভাবে তার উপর নিক্ষেপ করা হবে। কোনো ছোট উট থেকেও সে রেহাই পাবে না। যখনই সবকটির পালা শেষ হবে, তখনই প্রথমটি থেকে পুনরায় শাস্তি শুরু হবে। সেদিনের দৈর্ঘ্য হবে পঞ্চাশ হাজার বছর। শেষপর্যন্ত মানুষের বিচারকার্য শেষ হলে তাদেরকে তাদের গন্তব্য বলে দেয়া হবে। হয়ত জান্নাত নয়ত জাহান্নামের দিকে।

জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল, গরু এবং ছাগলের ক্ষেত্রে যদি আদায় না করে? বললেন,



“যতগুলো গরু এবং ছাগলের হক সে আদায় করেনি, কেয়ামতের দিন এগুলোকেও এক প্রশস্ত ময়দানে ব্যক্তির চেহারায় নিক্ষেপ করা হবে। দুনিয়াতে যেগুলো শিংবাহী ছিল, শিংবিহীন ছিল, রোগাক্রান্ত (অর্ধশিংবিশিষ্ট) ছিল; কেয়ামতের দিন সেগুলো পূর্ণ শিং নিয়ে উঠবে এবং ওই ব্যক্তিকে ধারালো শিং দিয়ে আহত করতে থাকবে ও পায়ের খোড়া দিয়ে আঘাত করতে থাকবে। সেদিনের দৈর্ঘ্য হবে পঞ্চাশ হাজার বছর।

শেষপর্যন্ত মানুষের বিচারকার্য শেষ হলে তাদের গন্তব্য বলে দেয়া হবে। হয়ত জান্নাত নয়ত জাহান্নামের দিকে।” (মুসনাদে আহমদ-৭৫৬৩)

অহংকার করা



অহংকার হলো এক ধ্বংসাত্মক ব্যাধি। অহংকারীদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন না। তাদের স্তর উন্নীত করেন না; বরং যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

অহংকারী থেকে মানুষ দূরে থাকে। জ্ঞানীগণ তাদেরকে অপছন্দ করেন। ছোট বড় সকলেই তাদেরকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে।

কেয়ামতের দিন তাদের অবস্থা সম্পর্কে নবীজী বলেন,

يحشر المتكبرون أمثال الذر يوم القيامة ، في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان

“অহংকারীদেরকে কেয়ামতের দিন পুরুষের আকৃতিতে পিঁপড়ার মতো ছোট করে উঠানো হবে। সকলেই তাদেরকে পায়ের নিচে পিষতে থাকবে। এভাবে সর্বত্রই তারা লাঞ্ছিত হতে থাকবে।” (তিরমিযী-২৪৯২)

* যে সব অপরাধীদের সঙ্গে আল্লাহ কথা বলবেন না

হ্যাঁ.. কতিপয় অপরাধী এমন থাকবে, তাদের কৃতকর্মের দরুন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না। কেয়ামতের সর্বনিকৃষ্ট শাস্তিদের মধ্যে এটা হবে অন্যতম। অতি লাঞ্ছিত হওয়ায় তাদের কোনো মূল্যায়ন থাকবে না।

এদের কারো কারো সম্পর্কে আল্লাহ কুরআনে বলেছেন। নবী করীম সা.ও হাদিসের মধ্যে এদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সতর্ক করেছেন।

(১) পাদ্রী, আলেম ও ধর্মীয় পণ্ডিত

যারা দুনিয়ার তুচ্ছ লাভ অথবা পর-সন্তুষ্টির আশায় শরীয়তের জ্ঞান লুকিয়ে রাখত। জেনে-বুঝে সত্য গোপন করত।

আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡتُمُونَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَيَشۡتَرُونَ بِهِۦ ثَمَنٗا قَلِيلًا أُوْلَٰٓئِكَ مَا يَأۡكُلُونَ فِي بُطُونِهِمۡ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمۡ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٤ ﴾ البقرة: ١٧٤



"নিশ্চয় যারা সেসব বিষয় গোপন করে, যা আল্লাহ কিতাবে নাযিল করেছেন এবং সেজন্য অল্প মূল্য গ্রহণ করে, তারা আগুন ছাড়া নিজের পেটে আর কিছুই ঢুকায় না। আর আল্লাহ কেয়ামতের দিন তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের পবিত্র করা হবে না। বস্তুত তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।" (সূরা বাক্বারা-১৪৭)

অপর আয়াতে বলেন,

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشۡتَرُونَ بِعَهۡدِ ٱللَّهِ وَأَيۡمَٰنِهِمۡ ثَمَنٗا قَلِيلًا أُوْلَٰٓئِكَ لَا خَلَٰقَ لَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيۡهِمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمۡ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ ٧٧ ﴾ آل عمران: ٧٧

"যারা আল্লাহর নামে কৃত অঙ্গীকার এবং প্রতিজ্ঞা সামান্য মূল্যে বিক্রয় করে, আখেরাতে তাদের কোনো অংশ নেই। আর তাদের সাথে কেয়ামতের দিন আল্লাহ কথা বলবেন না। তাদের প্রতি (করুণার) দৃষ্টিও দেবেন না। আর তাদের পরিশুদ্ধও করবেন না। বস্তুত তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" (সূরা আলে ইমরান-৭৭)

(২) গোছার নীচে বস্ত্র পরিধানকারী

গোছা বা টাখনোর নীচ পর্যন্ত বস্ত্র পরিধান সম্পর্কে নবীজী বলেন,

ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار

“লুঙ্গি (পাজামা/প্যান্ট) এর অংশ যতটুকু দুই গোছার নীচে থাকবে, ততটুকু অঙ্গ জাহান্নামে যাবে।” (মুসনাদে আহমদ-১২০৬৪)



(৩) মিথ্যা শপথ করে সম্পদ বিক্রেতা

কথায় কথায় শপথ করা নিন্দনীয়। আল্লাহ বলেন,

﴿وَٱحۡفَظُوٓاْ أَيۡمَٰنَكُمۡۚ ٨٩﴾ المائدة: ٨٩

“তোমরা তোমাদের শপথগুলো রক্ষা কর!” (সূরা মায়িদা-৮৯) উপরন্তু শপথকারী যদি মিথ্যুক হয়, তবে অপরাধের মাত্রাও বেড়ে যাবে।

মিথ্যা শপথ করে পণ্য বিক্রেতা মহামিথ্যুক সাব্যস্ত হবে।

(৪) উপকার করে খোটা-দানকারী

قَالَ النَّبِيِّ ﷺ ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلاَثَ مِرَارٍ. ثم قَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ وَالْمَنَّانُ



আবু যর রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, "তিন ধরণের ব্যক্তিদের সাথে কেয়ামতের দিন আল্লাহ কথা বলবেন না। তাদের দিতে তাকাবেন না। তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন না। তাদের জন্য থাকবে যন্ত্রণার শাস্তি। বললাম, হতভাগা আর ক্ষতিগ্রস্ত এরা কারা হে আল্লাহর রাসূল? নবীজী তিনবার উপরের কথাগুলো বললেন। চতুর্থবার বলতে লাগলেন, গোছার নীচে বস্ত্র পরিধানকারী, মিথ্যা শপথ করে মাল বিক্রয়কারী এবং উপকারান্তে খোটা প্রদানকারী।" (মুসনাদে আহমদ-২১৩১৮)



(৫) পানি নিয়ে কৃপণতাকারী

কৃপণতা একটি নিন্দনীয় অভ্যাস, যা ব্যক্তির নীচু প্রকৃতি ও দুর্বল মনের পরিচয় প্রকাশ করে। আর যদি

কার্পণ্য পানি নিয়ে হয়, যা দান করলে তার কোনো ক্ষতি হবে না, সম্পদ কমে যাবে না; অন্যদিকে পানির জন্য মানুষের হাহাকার..। নবী করীম সা. পানির ক্ষেত্রে সর্বসাধারণ অংশীদার বলেছেন।

(৬) প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী

ইসলামে প্রতিশ্রুতি এবং চুক্তির গুরুত্ব অপরিসীম। প্রতিশ্রুতি নিয়ে খেলা করা বা বাহানা করার পরিণতি ভয়াবহ।

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ فَضْلَ مَاءٍ عِنْدَهُ وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ - يَعْنِى كَاذِبًا - وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا فَإِنْ أَعْطَاهُ وَفَى لَهُ وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ لَهُ.

নবী করীম সা. বলেন, "তিন ধরণের ব্যক্তিদের সাথে কেয়ামতের দিন আল্লাহ কথা বলবেন না, তাদের দিকে দৃষ্টি দিবেন না, তাদেরকে পরিশুদ্ধও করবেন না এবং তাদের জন্য থাকবে কঠিন শাস্তি; ওই ব্যক্তি যে পথচারীকে তার উচ্ছিষ্ট পানি থেকে বঞ্চিত করল, ওই ব্যক্তি যে আসরের পর (দিনের শেষভাগে) মাল বিক্রিতে মিথ্যা-শপথ করল এবং ওই ব্যক্তি যে কোনো



নেতার হাতে বায়আত হলো, নেতা তাকে কিছু দিলে বায়আত

পূর্ণ করবে, আর না দিলে পূর্ণ করবে না।” (মুসনাদে আহমদ-৭৪৪২)

(৭) বৃদ্ধ ব্যভিচারী



অনেক দুশ্চরিত্র মানুষ আছে যাদের গুনাহ করার ক্ষমতা নেই, তারপরও পুরোনো অভ্যাস অনুযায়ী তারা গুনাহে লিপ্ত হয়। যেমন, কোনো বয়স্ক লোক যার হাড় দুর্বল হয়ে গেছে, মনোবৃত্তি হ্রাস পেয়ে গেছে, উপরন্তু সে যদি ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়, তবে নিঃসন্দেহে তার পরিণতি ঐ যুবকের চেয়ে কঠিন হবে যে তাওবা করেও গুনাহে লিপ্ত হয়ে যায় এবং আবার তাওবা করে। তবে ‘যিনা’ নিঃসন্দেহে একটি কবীরা গুনাহ। যুবক-বৃদ্ধ, পুরুষ-মহিলা সকলের ক্ষেত্রেই তার বিধান সমান।

(৮) মিথ্যুক শাসক

কারণ, সে নিজের মর্যাদা বৃদ্ধির আশায় মানুষের সামনে মিথ্যা কল্পকাহিনী প্রচার করে। জনসমর্থন আদায়ের জন্য উপকথা বলে বেড়ায় এবং মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেয়।

এর মাধ্যমে এটা উদ্দেশ্য নয় যে, শাসক ব্যতীত অন্যদের জন্য মিথ্যা বৈধ। বরং সকলের জন্যই শাস্তি বরাবর। তবে অন্যদের

তুলনায় শাসকের শাস্তি অধিক হবে। জেনে রাখবেন, মিথ্যা পাপাচার ডেকে আনে আর পাপাচার জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়।

(৯) অহংকারী ফকির



জীর্ণবস্ত্র পরিহিত দরিদ্র ব্যক্তি, যার ঘরে এক বেলা খাবার নেই, থাকার জন্য ভালো কোনো আবাস নেই, চলাফেরার জন্য কোনো যানবাহন নেই; সে যদি মানুষের সামনে অহংকার করে, অপরকে ছোট মনে করে, সত্যকে অস্বীকার করে, গোঁড়ামি করে এবং দম্ভভরে চলাফেরা করে, তবে অবশ্যই তার শাস্তি হবে দ্বিগুণ।

তবে অহংকার একটি অতিঘৃণ্য অপরাধ; তা বিত্তবানদের থেকে প্রকাশ হোক বা দরিদ্রদের থেকে।

قال النبي ﷺ : ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ، ولهم عذاب أليم : شيخ زان ، وملك كذاب ، وعائل مستكبر

নবী করীম সা. বলেন, “তিন ধরণের ব্যক্তিদের সঙ্গে কেয়ামতের দিন আল্লাহ কথা বলবেন না, তাদের পরিশুদ্ধ করবেন না এবং তাদের দিকে ফিরেও তাকাবেন না আর তাদের জন্য থাকবে

বেদনাদায়ক শাস্তি; বয়স্ক ব্যভিচারী, মিথ্যাবাদী শাসক এবং অহংকারী দরিদ্র।” (মুসনাদে আহমদ-১০২২৭)

* যে সব অপরাধীদের দিকে আল্লাহ দৃষ্টি দিবেন না

কেয়ামতের দিন কিছু লোকদের সঙ্গে আল্লাহ কথা বলবেন না। আবার কতিপয় ব্যক্তিদের প্রতি আল্লাহ তাকাবেন না। এটা হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্য চরম লাঞ্ছনা।

নবী করীম সা. এমন কিছু অপরাধের কথা বলে গেছেন, যেগুলোর দরুন বান্দা আল্লাহর দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত থাকবে। আর কেউ যদি আল্লাহর দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত থেকে যায়, নিঃসন্দেহে তার ধ্বংস অনিবার্য।

(১) গর্বভরে গোছার নীচে বস্ত্র পরিধানকারী

টাখনো বা গোছার নিচে লুঙ্গি, পাজামা বা প্যাণ্ট পরিধান করা গুনাহ। নিয়ম হলো, গোছার উপর পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখা। এর সঙ্গে যদি অহংকার যোগ হয়, তবে অপরাধের মাত্রা দ্বিগুণ হয়ে যায়। এ ধরনের অপরাধীদের দিকে কেয়ামতের দিন আল্লাহ দৃষ্টি দিবেন



না।

قال ﷺ : لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه بطرا

নবী করীম সা. বলেন, "গর্বভরে যে ব্যক্তি কাপড় টেনে ধরল, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তার দিকে তাকাবেন না।" (বুখারী-৫৪৫১)

قال ﷺ : الإسبال في الإزار والقميص والعمامة ، من جر منها شيئا تخيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة

নবী করীম সা. আরো বলেন, "লুঙ্গি (পাজামা-প্যান্ট), জামা এবং পাগড়ী; এগুলোর কোন অংশ যদি কেউ অহংকারবশতঃ টেনে ধরে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তার দিকে দৃষ্টি দেবেন না।" (ইবনে মাজা-৩৫৭৬)

(২) পিতা মাতার অবাধ্য

পিতা-মাতার অবাধ্যতা একটি চরম অপরাধ। আল্লাহ তা'লা কুরআনুল কারীমে নিজের অধিকারের সাথে সাথে পিতা-মাতার অধিকার জুড়ে দিয়েছেন,

﴿۞ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا﴾ الإسراء: ٢٣

"তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে তাঁকে ছাড়া অন্য কারো এবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর।" (সূরা ইসরা-২৩) অন্য আয়াতে পিতা-মাতার কৃতজ্ঞতা আদায়কে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় সাব্যস্ত করেছেন,

﴿أَنِ ٱشْكُرْ لِى وَلِوَٰلِدَيْكَ إِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٤﴾﴾ لقمان: ١٤

"নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অবশেষে আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে।" (সূরা লুকমান-১৪)

পিতা-মাতার অনুগত হওয়া উভয়জগতে সফলতা অর্জনের সহজ উপায়।

قال ﷺ : من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره ، فليصل رحمه

নবী করীম সা. বলেন, "যে চায়- তার রিযিক প্রশস্ত হোক এবং আয়ু বৃদ্ধি পাক; সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে।" (বুখারী-১৯৬১)

(৩) পুরুষদের সাদৃশ্য ধারণকারী নারী সম্প্রদায়



এখানে সাদৃশ্য বলতে কথাবার্তা, কাজকর্ম ও পোশাক-পরিচ্ছদে সাদৃশ্য উদ্দেশ্য। বর্তমানে ইন্টারনেট এবং স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে এগুলো প্রচার প্রসার করা হচ্ছে। এটাকে ফ্যাশন ও উৎকৃষ্ট পোষাকরূপে তুলে ধরা হচ্ছে। ফলে পুরুষরা

মহিলাদের পোষাক এবং মহিলারা পুরুষদের পোশাক বেছে নিচ্ছে।

এখেকেও আশ্চর্যের বিষয়, কতিপয় নারী-পুরুষ অত্যাধুনিক অস্ত্রোপচার ও হরমোন জাতীয় ঔষধ সেবন করে লিঙ্গ পরিবর্তনের পথ বেছে নিচ্ছে। আল্লাহর সৃষ্টিতে বিকৃতি সাধনের দুঃসাহস করে তারা চরম অপরাধে লিপ্ত হচ্ছে।

এসকল বিষয় থেকে নবী করীম সা. আমাদেরকে নিষেধ করেছেন। এরকম কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের প্রতি কেয়ামতের দিন আল্লাহ দৃষ্টি দিবেন না।

(৪) দাইয়ুস

দাইয়ূছ হলো ওই ব্যক্তি, যে চোখ-বুঝে পরিবারে সৃষ্ট সকল অনিষ্টতা দেখে চুপ থাকে। পরিবারকে ফেৎনা ফাসাদ থেকে উদ্ধার করতে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করে না। স্ত্রীকে পর্দার আদেশ করে না। কখনো কখনো পরিবারস্থ নারীরা পরপুরুষের সাথে দৈহিক সম্পর্ক গড়ে তুলে; তথাপি সে তাদের সংশোধনের চিন্তা করে না। এরকম ব্যক্তি পুরুষ নামের কলঙ্ক। ভীতু কাপুরুষ। হাদিসের ভাষায় এদেরকে ‘দাইয়ূছ’ বলা হয়েছে।



قال ﷺ : ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة : العاق لوالديه ، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال ، والديوث وثلاثة لا يدخلون الجنة : العاق لوالديه، والمدمن الخمر ، والمنان بما أعطى

নবী করীম সা. উপরোক্ত ব্যক্তিদের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, "তিন ধরণের ব্যক্তিদের সাথে কেয়ামতের দিন আল্লাহ কথা বলবেন না; পিতা-মাতার অবাধ্য, পুরুষদের সাদৃশ্য ধারণকারী নারী এবং 'দাইয়ূছ'। আর তিন ধরণের ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, পিতা-মাতার অবাধ্য, মদ্যপ, দান করে খোটা প্রদানকারী।" (মুসনাদে আহমদ-৬১৮০)

(৫) পশ্চাদপথে স্ত্রীদের সহিত সঙ্গমকারী

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আল্লাহ তা'লা এক স্বভাবজাত সম্পর্ক সৃষ্টি করেছেন। একে অপরের প্রতি ভালোবাসা তৈরি করেছেন। তাদের মিলনের জন্য শরীয়তসম্মত পন্থা নির্ধারণ করেছেন। তা ব্যতীত সকল পন্থা হারাম ঘোষণা করেছেন। কবীরা গুনাহের অন্যতম হলো, স্বামী কর্তৃক স্ত্রীদের সহিত পশ্চাদপথে সঙ্গম করা।

قال ﷺ : ملعون من أتى امرأته في دبرها

নবী করীম সা. বলেন, "অভিশপ্ত, যে আপন স্ত্রীর পশ্চাদপথে সঙ্গমে লিপ্ত হলো।" (মুসনাদে আহমদ-৯৭৩৩)

وفي رواية : إن الذين يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه

অন্য হাদিসে বলেন, "স্ত্রীর পশ্চাদপথে সঙ্গমকারীর দিকে আল্লাহ দৃষ্টি দেবেন না।" (মুসনাদে আহমদ-৭৬৮৪)

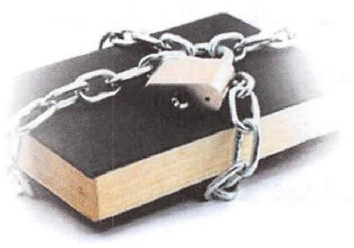
যে সব অপরাধীদের মুখে লাগাম পরানো হবে

দুনিয়াতে যাদের কাছে শরীয়তের জ্ঞান জিজ্ঞেস করা হতো, কিন্তু জেনে শুনেও সে জ্ঞান তারা গোপন করে ফেলত। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও জ্ঞান প্রচার থেকে বিরত থাকত, কেয়ামতের দিন এ সকল ব্যক্তিদের মুখে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেয়া হবে।



قال ﷺ : من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار

নবী করীম সা. বলেন, "শরীয়তের কোনো জ্ঞান জিজ্ঞেস করার পর যে তা গোপন করল, কেয়ামতের দিন তার মুখে আগুনের লাগাম পরানো হবে।" (মুসনাদে আহমদ-১০৪২০)



যাদের সাথে সাক্ষাতকালে আল্লাহ রাগান্বিত থাকবেন

আল্লাহর অসন্তুষ্টি এবং ক্রোধ থেকে আমরা তাঁরই আশ্রয় চাই।

قال ﷺ : من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم ، لقي الله عزوجل وهو عليه غضبان

নবী করীম সা. বলেন, "অন্যায়ভাবে অপর মুসলিমের সম্পদ হরণের জন্য যে ব্যক্তি শপথ করল, আল্লাহর সাথে সাক্ষাতকালে আল্লাহ তার উপর রাগান্বিত থাকবেন।" (বুখারী-২২৮৫)

বিলাসপ্রিয় বিত্তশালীবৃন্দ





সীমার ভেতরে থেকে আল্লাহর দেওয়া নেয়ামত ব্যয় করা বৈধ কাজ। সঠিকরূপে যদি তা ব্যবহার করে এবং সকলের হক আদায় করে, তবে তো সে পুরস্কৃতও হবে।

আর যদি বিলাসিতায় সীমা ছাড়িয়ে যায়, অবশ্যই তা নিন্দনীয় গণ্য হবে। একদা নবী করীম সা. একব্যক্তি সম্পর্কে শুনলেন যে, সে সবসময় মুখ ফুলিয়ে রাখে (যা

খাদ্যের দ্বারা উদরপূর্তি হওয়া বুঝায়), নবীজী তা অপছন্দ করে বললেন,

كف عن جشائك ، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة

মুখ ফোলানো বন্ধ কর। নিশ্চয় দুনিয়াতে অনেক পরিতৃপ্ত আখেরাতে দীর্ঘকাল ক্ষুধার্ত থাকবে।" (তিরমিযী-২৪৭৮)

قال ﷺ : إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله تعالى خيرا ، فنفح فيه بيمينه وشماله ، وبين يديه وورائه وعمل فيه خيرا .

নবী করীম সা. আরো বলেন, "নিশ্চয় বিত্তশালীরা কেয়ামতের দিন সবচেয়ে দরিদ্র থাকবে। তবে যাকে আল্লাহ তা'লা কল্যাণ দিয়েছেন আর সে ওই কল্যাণ থেকে ডানদিকে, বামদিকে ও সামনে-পেছনে বিলিয়ে দেয়। উত্তমকাজে তা ব্যয় করে।" (বুখারী-৬০৭৮)

কেয়ামতের দিন বিশ্বাসঘাতকের অবস্থা



বিশ্বাসঘাতকতা মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য। কারণ, মুনাফিক যখনই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়, বিশ্বাসঘাতকতা করে। তার কাছে আমানতের বস্তু রাখা হলে তা বিনষ্ট করে ফেলে। এরকম ব্যক্তিদেরকে পরকালে চরম লাঞ্ছনার শিকার হতে হবে।

قال ﷺ : إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء ، فقيل : هذه غدرة فلان بن فلان

নবী করীম সা. বলেন, হাশরের ময়দানে যখন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষকে একত্রিত করা হবে, তখন প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্য একটি করে পতাকা উত্তোলন করা হবে। বলা হবে, এটি হলো অমুকের পুত্র অমুকের বিশ্বাসঘাতকতা।" (বুখারী-৫৮২৪)

এভাবে কেয়ামতের ময়দানে বিশ্বাসঘাতককে সকলের সামনে লাঞ্ছিত করা হবে। পতাকা স্থাপন করা হবে তার নিতম্বে।

قال ﷺ : لكل غادر لواء عند إسته يوم القيامة

নবী করীম সা. বলেন, "প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্য কেয়ামতের দিন তার নিতম্বে পতাকা স্থাপিত থাকবে।" (মুসনাদে আহমদ-১১০৩৮)

গাদ্দারী যত বড় হবে, পতাকাও তত বড় হবে।

قال ﷺ : لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع بقدر غدره ، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة

নবী করীম সা. বলেন, "প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্য কেয়ামতের ময়দানে গাদ্দারী অনুযায়ী পতাকা স্থাপিত হবে। জেনে রেখ, শাসকের বিশ্বাসঘাতকতা অপেক্ষা অধিক বিশ্বাসঘাতকতা আর হয় না।" (মুসনাদে আহমদ-১১৫৮৭)

এখানে শাসক বলতে এলাকার চেয়ারম্যান, জেলার এমপি-মন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপ্রধানবৃন্দ উদ্দেশ্য। ঠিকতেমনি বোর্ড প্রধান, কমিটি প্রধান, কোন প্রতিষ্ঠানের সভাপতি বা বিদ্যালয়ের অধ্যাপক। কারণ তাদের গাদ্দারী হয় ব্যাপক এবং ক্ষতিও হয় মারাত্মক। পাশাপাশি এরকম গাদ্দার থেকে প্রতিশোধ নেয়ারও কোনো সুযোগ থাকে না।



প্রাসঙ্গিক

জাহিলিয়্যাত যুগে গাদ্দারের পরিণতি

সে যুগে গাদ্দারদেরকে হজ্জের মওসুমে মানুষদের সামনে ঘোরানো হতো। অপরাধীকে তার অপরাধকৃত বস্তু নিয়ে সবার সামনে ঘুরতে হতো। চুর তার চুরাই বস্তু নিয়ে সবার সামনে প্রদক্ষিণ করত। এভাবে তাদেরকে চরমভাবে অপমাণ ও লাঞ্ছিত করা হতো।

যুদ্ধলব্ধ সম্পদে চুরি

যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বলতে যুদ্ধ জয়ের পর মুজাহিদীন কর্তৃক শত্রুপক্ষের পরিত্যাক্ত সম্পদপ্রাপ্তি উদ্দেশ্য। এ সম্পদকে একত্র করে শরিয়তসম্মত পন্থায় এর সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা আবশ্যক। তন্মধ্যে কেউ যদি সামান্য পরিমাণ নিজের কাছে রেখে দেয়, সেটাই চুরির অন্তর্ভুক্ত হবে। এ ধরনের কর্মকাণ্ডের নিন্দা করে আল্লাহ বলেন,

﴿ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا
كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾ ﴾ آل عمران: ١٦١

"আর যে লোক গোপন করবে, সে কেয়ামতের দিন সেই গোপন বস্তু নিয়ে হাজির হবে। অতঃপর পরিপূর্ণভাবে পাবে প্রত্যেকে, যা সে অর্জন করেছে। আর তাদের প্রতি কোনো অন্যায় করা হবে না।" (সূরা আলে ইমরান-১৬১)

নবী করীম সা. সাথীদেরকে প্রায়ই এ সম্পর্কে সতর্ক করতেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَذَكَرَ الْغُلُولَ فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ ثُمَّ قَالَ لاَ أُلْفِينَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي. فَأَقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ. لاَ أُلْفِينَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي. فَأَقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ. لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي. فَأَقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ. لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ نَفْسٌ لَهَا صِيَاحٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي. فَأَقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ. لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي. فَأَقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ.

لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, "একবার নবী করীম সা. আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে যুদ্ধলব্ধ সম্পদে চুরি সম্পর্কে অনেক কথা বললেন। একে চরম গর্হিত ও অপরাধকাণ্ড আখ্যায়িত করলেন। বললেন, "কেয়ামতের দিন তোমাদের কাউকে যেন আমি এমতাবস্থায় না পাই যে, তার কাঁধে বিরাট উট চিৎকার করছে। সে আমার কাছে এসে বলবে, হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে সহায়তা করুন! আমি তখন বলে দেব, তোমার জন্য আমি কিছুই করতে পারব না; আমি তো তোমাকে জানিয়ে দিয়েছিলাম।"

"কেয়ামতের দিন তোমাদের কাউকে যেন আমি এমতাবস্থায় না পাই যে, তার কাঁধে ঘোড়া চিৎকার করছে। সে আমার কাছে এসে বলবে, হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে সহায়তা করুন! আমি তখন বলে দেব, তোমার জন্য আমি কিছুই করতে পারব না; আমি তো তোমাকে জানিয়ে দিয়েছিলাম।"

"কেয়ামতের দিন তোমাদের কাউকে যেন আমি এমতাবস্থায় না পাই যে, তার কাঁধে ছাগল চিৎকার করছে। সে আমার কাছে এসে বলবে, হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে সহায়তা করুন! আমি তখন বলে দেব, তোমার জন্য আমি কিছুই করতে পারব না; আমি তো তোমাকে জানিয়ে দিয়েছিলাম।"

"কেয়ামতের দিন তোমাদের কাউকে যেন আমি এমতাবস্থায় না পাই যে, তার কাঁধে অন্য কোন প্রাণী চিৎকার করছে। সে আমার কাছে এসে বলবে, হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে সহায়তা করুন! আমি তখন বলে দেব, তোমার জন্য আমি কিছুই করতে পারব না; আমি তো তোমাকে জানিয়ে দিয়েছিলাম।"

"কেয়ামতের দিন তোমাদের কাউকে যেন আমি এমতাবস্থায় না পাই যে, তার কাঁধে কোন নীরব বস্তু (স্বর্ণ-রূপা কিংবা অন্য কোনো নিষ্প্রাণ বস্তু)। সে আমার কাছে এসে বলবে, হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে সহায়তা করুন! আমি তখন বলে দেব, তোমার জন্য আমি কিছুই করতে পারব না; আমি তো তোমাকে জানিয়ে দিয়েছিলাম।" (মুসনাদে আহমদ-৯৫০৩)

এরা সকলেই যুদ্ধলব্ধ সম্পদে চুরি করেছিল। চুরিকৃত বস্তু দ্বারা তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। নিজের কাঁধে সে তা বহন করে বেড়াবে। প্রচণ্ড চিৎকার করে সকল সৃষ্টির সামনে সে শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।

এ ধরনের চুরি অনেক ধরনেরঃ

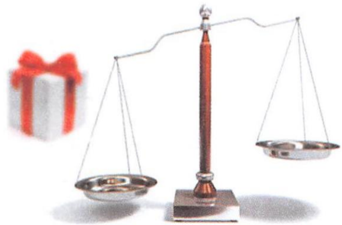
- রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে শাসক (মন্ত্রী/এমপি)দের চুরি
- বেতন ভাতা থেকে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চুরি
- জনগণের সম্পদে দায়িত্বশীল (মেয়র/চেয়ারম্যান/মেম্বার)দের চুরি

নবী করীম সা. যাকাত উসূলের জন্য সাহাবীদেরকে বিভিন্ন গ্রামে ও গোত্রে পাঠাতেন। একবার ইবনে লুতাইবিয়া নামক এক ব্যক্তিকে ‘আযদ’ গোত্রে যাকাত উসূলের জন্য পাঠালেন। সে গোত্রের উট-ছাগল মালিকদের কাছে আসলে তাদের কেউ কেউ নবী করীম সা. এর কাছে পৌঁছাবার জন্য আরোপকৃত যাকাতের মাল হস্তান্তর করল। পাশাপাশি ইবনে লুতাইবিয়াকে ব্যক্তিগতভাবে কিছু অতিরিক্ত বখশিশ দিয়ে দিল। সে যাকাতের সম্পদকে একপাশে জমা করল আর নিজের অতিরিক্ত উপার্জনকে অন্যপাশে জমা করল। মদীনায় নবী করীম সা. এর কাছে এসে বলল, এই হলো আপনাদের উসুলকৃত যাকাত আর এটা আমার উপঢৌকন (যা আমার কাছে রেখে দিলাম)। একথা শুনে নবীজী প্রচণ্ড রাগান্বিত হয়ে গেলেন। মিম্বরে উঠে বলতে লাগলেন,

ما بال العامل نبعثه فيأتي فيقول هذا لك وهذا لي فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى أم لا ؟ والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تعير

“একজন বেতনভূক্ত কর্মচারীকে কাজে পাঠানোর পর কী করে মুসলমানদের ঘর থেকে অতিরিক্ত হাদিয়া (বখশিশ) গ্রহণ করে! সে এসে বলে যে, এটা আপনাদের অংশ আর এটা আমার অংশ?! পিতা-মাতার ঘরে বসে থেকে দেখুক, তাকে কেউ

হাদিয়া দেয় কিনা?! ওই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, এ ধরণের কোনো অতিরিক্ত বিষয় যে গ্রহণ করবে, কেয়ামতের দিন সে তা নিজের ঘাড়ে করে নিয়ে আসবে। উট হলে সে উট তার ঘাড়ে চড়ে চিৎকার করতে থাকবে। গরু ছাগল হলে সেটাই তার ঘাড়ে চড়ে চিৎকার করতে থাকবে।" (মুসনাদে আহমদ-২৩৫৯৮)



এটি একটি সতর্কবার্তা। স্কুল, কলেজ বা মাদরাসা প্রধান যদি ছাত্রদের থেকে অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করে। পৌরসভা, ক্লিনিক বা হাসপাতালের ডাক্তার ও কর্মচারীরা যদি রোগীদের থেকে অতিরিক্ত কিছূ গ্রহণ করে। নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য, পুলিশ বা সেনাবাহিনীর সদস্যগণ যদি জনসাধারণের কাছ থেকে (ঘুষ) গ্রহণ করে.. সবই উপরোক্ত বিধানের আওতাভূক্ত হবে অর্থাৎ কেয়ামতের দিন এ সবগুলোকে তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হবে।

জমি আত্মসাৎ

বর্তমান সমাজে অন্যের জমি জবরদখল, ভাইবোনের উত্তরাধিকার আত্মসাৎ, কৌশলে জমি ব্যক্তিগতকরণ.. ইত্যাদি

ঘটনা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এ ধরণের কর্মকাণ্ডে জড়িতদের জন্য মারাত্মক শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে।

قال ﷺ : من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين

নবী করীম সা. বলেন, "অন্যায়ভাবে কেউ যদি কারো জমি থেকে বিন্দুমাত্র নিয়ে নেয়, কেয়ামতের দিন এ জমিসহ সাত তবক জমিনের নীচে তাকে চাপা দেয়া হবে।" (বুখারী-২৩২২)

থাকা সত্তেও অন্যের কাছে ভিক্ষা (ছুওয়াল)

সচ্চরিত্রবান দরিদ্র ওই ব্যক্তি, যে দিনের উপার্জন দিনে খায়, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কষ্ট করে উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করে। কারো সামনে লজ্জিত হয় না। কারো কাছে নিজের দারিদ্র্য প্রকাশ করে না।

পক্ষান্তরে যে নিজের কাছে যথেষ্ট পরিমাণ থাকা সত্ত্বেও অন্যের কাছে ভিক্ষা (ছুওয়াল) করে, তার পরিণতি হবে ভয়াবহ। নবী করীম সা. এ ধরনের ব্যক্তিদের সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন,

من سأل وله ما يغنيه ، جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو خموشا أو كدوحا في وجهه . قيل : يا رسول الله ،وما يغنيه؟ قال : خمسون درهما أو قيمتها من الذهب

"অপরের কাছে হাত পাততে হয় না এমন সম্পদ থাকার পরও যে অন্যের কাছে চাইল, কেয়ামতের দিন তার চেহারা ধারালো নখ দিয়ে আঁচড়িত ও ক্ষতবিক্ষত থাকবে। জিজ্ঞেস করা হলো, কতটুকু সম্পদ থাকলে বুঝা যাবে সে অন্যের মুখাপেক্ষী নয়? বললেন, পঞ্চাশ দিরহাম বা তার সমমূল্যের স্বর্ণ।" (ইবনে মাজা-১৮৪০)

নামাযে অবহেলা

নামায হলো ইসলামের মৌলিক স্তম্ভ। নামায হলো মুমিনদের চক্ষু শীতলকারী ও খোদাপ্রেমিকদের আশ্রয়স্থল। মুসলিমদের ওপর এ মহান এবাদতকে আল্লাহ ফরয করেছেন।

নবীজীর সর্বশেষ অসিয়ত ছিল নামায। কেয়ামতের দিন নামায সম্পর্কেই সর্বপ্রথম জিজ্ঞেস করা হবে।



আল্লাহর কৃতজ্ঞতা যে, তিনি আমাদেরকে তাঁর সামনে দাঁড়ানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তার কাছে চাওয়ার মাধ্যম তৈরি করে দিয়েছেন।

নামায হলো আল্লাহর সাথে বান্দার মতবিনিময়স্থল। নবী

করীম সা. কোন দুঃসংবাদ বা বিপদের কথা শুনলে দ্রুত নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন।

হাশরের ময়দানে নামায মানুষের অনেক উপকারে আসবে। নামায সম্পর্কে নবী করীম সা. বলেন,

من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القايمة ، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة ، وكان يوم القيامة مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف

"যে ব্যক্তি সময়মতো গুরুত্ব সহকারে ফরয নামাযগুলো আদায় করবে, কেয়ামতের দিন সেগুলো তার জন্য উজ্জ্বল আলো এবং প্রমাণ হয়ে আসবে এবং তার মুক্তির উপায় হবে। আর যে এগুলো সময়মতো আদায় করবে না, তার জন্য কোন নূর নেই, কোন দলিল নেই এবং নাজাতের কোন পথ নেই। কেয়ামতের দিন সে ফেরাউন, ক্বারুন, হামান এবং উবাই বিন খালাফের সাথে থাকবে।" (মুসনাদে আহমদ-৬৫৭৬)

কুৎসাকারী এবং পরনিন্দুক

পরনিন্দুক হলো, যে মানুষের নিন্দা ও সমালোচনা করে বেড়ায়।

কুৎসাকারী (নাম্মাম) হলো, যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে



একজনের কথা অন্যজনের কাছে বলে বেড়ায়।

এ সবের কারণে সমাজে ফেৎনা-ফাসাদ দেখা দেয়। পরিবারে কলহ সৃষ্টি হয়। এ ধরণের ব্যক্তিদের ব্যাপারে কঠোর শাস্তির সতর্কবাণী এসেছে। হাশরের ময়দানে তাদের অবস্থা হবে অতিভয়াবহ। যেমনটি নবী করীম সা. বলেন,

من أكل لحم أخيه في الدنيا قرب له يوم القيامة ، فيقال له : كله ميتا كما أكلته حيا ، فيأكله ويكلح ويصيح

“দুনিয়াতে যে অপর ভাইয়ের মাংস খেল, কেয়ামতের দিন তার লাশ উপস্থিত করে বলা হবে, জীবিত অবস্থায় যেমন তার মাংস খেতে, আজ তার মৃতদেহের মাংস খাও! অতঃপর সে তা থেকে ভক্ষণ করবে আর চরম অনীহাবশতঃ চিৎকার করতে থাকবে।” (বুখারী)

দু’মুখো



যে একজনের কাছে একরকম কথা এবং অপরজনের কাছে অন্যরকম কথা নিয়ে উপস্থিত হয়।

قال ﷺ : من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار

নবী করীম সা. বলেন, “দুনিয়াতে যে দু’মুখো হবে, কেয়ামতের দিন

তার মুখে আগুনের দু'টি জিহ্বা থাকবে।" (ইবনে হিব্বান-৫৭৫৬)

চিত্রকার



চিত্র তৈরি বিভিন্ন রকম হতে পারে। উলামায়ে কেরাম প্রকার বুঝে এগুলোর বিধান নির্দিষ্ট করেছেন। তবে চিত্র তৈরি হারাম হওয়ার বিষয়ে সকলেই একমত পোষণ করেছেন। বিশেষতঃ তা যদি হয় কোনো বিশিষ্ট জনের..।

قال ﷺ : إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة ، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم

নবী করীম সা. বলেন, "নিশ্চয় যারা এসকল চিত্র তৈরি করবে, কেয়ামতের দিন তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। বলা হবে, তোমাদের চিত্রিতকে জীবিত কর।" (বুখারী-৫৬০৭)

وقال ﷺ : من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة ،وليس بنافخ

নবী করীম সা. আরো বলেন, "দুনিয়াতে যে কারো চিত্র তৈরি করবে, কেয়ামতের দিন চিত্রে রূহ দিতে তাকে চাপ দেয়া হবে।

অথচ কোনোদিনই সে তাতে রূহ দিতে পারবে না।” (মুসনাদে আহমদ-২২১৩)

পরিশেষে..

এই হলো হাশরের ময়দানে অপরাধীদের বিভিন্ন অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

তাহলে হিসাব কখন শুরু হবে?
আমলনামা কীভাবে বিতরণ করা হবে?
কখন মানুষ নিজেদের আমলনামা পাঠ করবে?
তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে কীভাবে?

বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসছে..!

দুনিয়াতে মানুষের কৃতকর্মই,
পরকালে তার পরিণাম নির্ণয় করবে।

আমলনামা বিতরণ

হাশরের ময়দানে প্রত্যেককেই একটি করে পুস্তিকা দেয়া হবে। যাতে দুনিয়াতে তার সকল কৃতকর্মের বিবরণ উল্লেখ থাকবে। বলা হবে..

﴿هَٰذَا كِتَٰبُنَا يَنطِقُ عَلَيۡكُم بِٱلۡحَقِّۚ إِنَّا كُنَّا نَسۡتَنسِخُ مَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ٢٩﴾

الجاثية: ٢٩

"আমার কাছে রক্ষিত এই আমলনামা তোমাদের সম্পর্কে সত্য কথা বলবে। তোমরা যা করতে আমি তা লিপিবদ্ধ করতাম।" (সূরা জাছিয়া-২৯)

* তবে কী সেই আমলনামা?
* কী লেখা থাকবে তাতে?
* মানুষ তা কীভাবে গ্রহণ করবে?

ভূমিকা

একদল, যাদের আমলনামা তাদের ডানহাতে দেয়া হবে

অপরদল, যাদের আমলনামা বামহাতে পিঠের পিছন দিকে নিয়ে দেওয়া হবে

ভূমিকা

প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যই লিখিত আমলনামা থাকবে। তাতে তার ভালোমন্দ সকল কর্ম লিপিবদ্ধ থাকবে। ছোট বড় সকল কৃতকর্মের বিবরণ থাকবে। হাশরের ময়দানে প্রত্যেককে নিজের আমলনামা দেখতে ও পাঠ করতে দেয়া হবে।

তবে আমলনামা বিতরণের প্রক্রিয়া হবে ভিন্ন। মুমিনদেরকে সহজ হিসাব নেয়ার পর তাদের আমলনামা সামনের দিক দিয়ে ডানহাতে দেয়া হবে। আমলনামা পেয়ে অত্যন্ত খুশী হয়ে সে পরিবারের কাছে ফিরে আসবে। পক্ষান্তরে অপরাধী ও মুনাফিকদের আমলনামা পিঠের পিছন দিক থেকে বাম হাতে দেওয়া হবে।

প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষে আমলনামা বিতরণকার্য শুরু হবে। আল্লাহ বলেন,

﴿وَإِذَا ٱلصُّحُفُ نُشِرَتۡ ١٠﴾ التكوير: ١٠

"যখন আমলনামা খোলা হবে।" (সূরা তাকবীর-১০)

প্রত্যেক মানুষকে আমলনামায় লিপিবদ্ধ নথি অনুযায়ী প্রতিদান দেয়া হবে। আল্লাহ বলেন,

﴿ وَكُلَّ إِنسَٰنٍ أَلۡزَمۡنَٰهُ طَٰٓئِرَهُۥ فِي عُنُقِهِۦۖ وَنُخۡرِجُ لَهُۥ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ كِتَٰبًا يَلۡقَىٰهُ مَنشُورًا ١٣ ٱقۡرَأۡ كِتَٰبَكَ كَفَىٰ بِنَفۡسِكَ ٱلۡيَوۡمَ عَلَيۡكَ حَسِيبًا ١٤ ﴾

الإسراء: ١٣ - ١٤

"আমি প্রত্যেক মানুষের কর্মকে তার গ্রীবালগ্ন করে রেখেছি। কেয়ামতের দিন বের কের দেখাব তাকে একটি কিতাব, যা সে খোলা অবস্থায় পাবে। পাঠ কর তুমি তোমার কিতাব! আজ তোমার হিসাব গ্রহণের জন্য তুমিই যথেষ্ট।" (সূরা ইসরা ১৩,১৪)

প্রত্যেকেই নিজ নিজ আমলনামা পাঠ করে নিজেদের পরিণামস্থল বুঝতে পারবে।

ডানহাতে যাদের আমলনামা দেয়া হবে



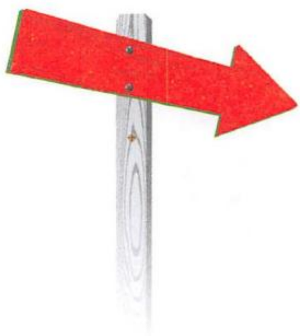
সহজ হিসাব গ্রহণের পর তারা পরিবারের কাছে অত্যন্ত খুশি হয়ে ফিরে আসবে। সব ভয় তার দূর হয়ে যাবে। আনন্দে হৃদয় ভরে উঠবে। মানুষের সামনে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াবে। আল্লাহ তা'লা বলেন,

﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ فَيَقُولُ هَآؤُمُ ٱقْرَءُوا۟ كِتَٰبِيَهْ ۝١٩ إِنِّى ظَنَنتُ أَنِّى
مُلَٰقٍ حِسَابِيَهْ ۝٢٠ فَهُوَ فِى عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۝٢١ فِى جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝٢٢ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ۝٢٣
كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ هَنِيٓـًٔۢا بِمَآ أَسْلَفْتُمْ فِى ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ ۝٢٤﴾ الحاقة: ١٩ - ٢٤

“অতঃপর যার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, সে বলবে, নাও! তোমরাও আমলনামা পড়ে দেখ! আমি জানতাম যে, আমাকে হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। অতঃপর সে সুখী জীবনযাপন করবে, সুউচ্চ জান্নাতে। তার ফলসমূহ অবনমিত থাকবে। বিগত দিনে তোমরা যা প্রেরণ করেছিলে, তার প্রতিদানে তোমরা খাও এবং পান কর তৃপ্তি সহকারে।” (সূরা আল-হাক্কা ১৯-২৪)

যাদের আমলনামা পিঠের পিছন দিক থেকে বাম হাতে দেয়া হবে

ক্ষতিগ্রস্ত, পাপিষ্ঠ, অপরাধী.. যারা জীবনকে হেলায় ফেলায় নষ্ট করেছে, পরকাল ধ্বংস করেছে, তাদের চেহারা হবে সেদিন কালো। আল্লাহ বলেন,



﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ وَرَآءَ ظَهْرِهِۦ ۝١٠ فَسَوْفَ يَدْعُوا۟ ثُبُورًا ۝١١ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ۝١٢﴾ الانشقاق: ١٠ - ١٢

“এবং যাকে তার আমলনামা পিঠের পশ্চাদ্দিক থেকে দেয়া হবে, সে মৃত্যু আহবান করবে এবং জাহান্নামে প্রবেশ করবে।” (সূরা ইনশিকাক ১০-১২)

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ بِشِمَالِهِۦ فَيَقُولُ يَٰلَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَٰبِيَهْ ۝٢٥ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ۝٢٦ يَٰلَيْتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ ۝٢٧ مَآ أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ ۜ ۝٢٨ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَٰنِيَهْ ۝٢٩ ﴾ الحاقة: ٢٥ - ٢٩

“যার আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া হবে, সে বলবে, হায়! আমায় যদি আমার আমলনামা না দেওয়া হত। আমি যদি না জানতাম আমার হিসাব! হায়, মৃত্যুই যদি আমার শেষ হত। আমার ধন-সম্পদ আমার কোন উপকারে আসল না। আমার ক্ষমতাও বরবাদ হয়ে গেল।” (সূরা আল হাক্কা ২৫-২৯)

সেদিন মুমিনদের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে নবী করীম সা. বলেন,

ثم يعطى كتاب حسناته بيمينه ، وأما الكافر أو المنافق فينادى على رؤوس الأشهاد : هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين

“.. অতঃপর তার সৎকর্মের আমলনামা ডানহাতে দেয়া হবে। পক্ষান্তরে কাফের ও মুনাফিকদেরকে সকল সৃষ্টির সম্মুখে ডেকে বলা হবে “এরাই সেসব লোক, যারা তাদের পালনকর্তার প্রতি

মিথ্যারোপ করেছিল। শুনে রাখ, জালেমদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত রয়েছে।” (সূরা হূদ-১৮)

ন্যায়বিচার,

﴿هَٰذَا كِتَٰبُنَا يَنطِقُ عَلَيۡكُم بِٱلۡحَقِّۚ إِنَّا كُنَّا نَسۡتَنسِخُ مَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ٢٩﴾

الجاثية: ٢٩

“আমার কাছে রক্ষিত এই আমলনামা তোমাদের সম্পর্কে সত্য কথা বলবে। তোমরা যা করতে আমি তা লিপিবদ্ধ করতাম।” (সূরা জাছিয়া-২৯)

উপস্থিতি ও হিসাব

মানুষ যখন তাদের আমলনামা গ্রহণ করবে, তখন থেকেই তাদের উপস্থিতি ও হিসাবকার্য শুরু হয়ে যাবে। পাশাপাশি আমলনামা ওজন, সীরাতে জাহান্নামের উপর দিয়ে পারাপার.. ইত্যাদি পর্বগুলোও শুরু হয়ে যাবে। তখনই হবে মূল প্রদর্শনী...

* তবে কী সেই প্রদর্শনী?
* কী প্রদর্শিত হবে?
* প্রদর্শনের সময় বান্দার অবস্থা কীরূপ হবে?

ভূমিকা

“উপস্থিতির দু’টি অর্থ হতে পারেঃ

(১) প্রতিপালকের সামনে সকল সৃষ্টির উপস্থিতি

এ পর্যায়ে কোনো হিসাব-নিকাশ থাকবে না। শুধু পরাক্রমশালী আল্লাহর সামনে সকলেই দণ্ডায়মান থাকবে। জ্বিন-ইনসান, পশু-পাখি.. সকল সৃষ্টি আল্লাহর সামনে আসবে। ঠিক-যেমন প্রথমবার তিনি সৃষ্টি করেছিলেন। কোনোকিছু গোপন থাকবে না।

আল্লাহ বলেন,

﴿ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ ﴿١٨﴾ ﴾ الحاقة: ١٨

“সেদিন তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে। তোমাদের কোনোকিছু গোপন থাকবে না।” (সূরা আল হাক্কা-১৮)

অন্য আয়াতে বলেন,

﴿ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا ﴿٤٨﴾ ﴾ الكهف: ٤٨

“তারা আপনার পালনকর্তার সামনে পেশ হবে সারিবদ্ধভাবে এবং বলা হবে, তোমরা আমার কাছে এসে গেছ, যেমন তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম। না, তোমরা তো বলতে যে, আমি তোমাদের জন্যে কোনো প্রতিশ্রুত সময় নির্দিষ্ট করব না।” (সূরা কাহফ-৪৮)

২। হিসাবের জন্য উপস্থিতি

এ উপস্থিতিতে আমল নিরীক্ষণ চলবে। বান্দাদের জিজ্ঞেস করা হবে, রাসূলদের তোমরা কী উত্তর দিয়েছিলে? দুনিয়াতে তোমরা কোন কাজে লিপ্ত ছিলে? সে সময়ের উপস্থিতি অত্যন্ত কঠিন ও ভয়াবহ হবে। ভয়ে পা পিছলে যাওয়ার উপক্রম হবে। শিশু বৃদ্ধে রূপ নেবে। জিহ্বা কথা বলতে শুরু করবে। আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّ إِلَيْنَآ إِيَابَهُمْ ۝٢٥ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ۝٢٦﴾ الغاشية: ٢٥ - ٢٦

“নিশ্চয় তাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট। অতঃপর তাদের হিসাব-নিকাশ আমারই দায়িত্বে।” (সূরা গাশিয়া ২৫,২৬)

* ‘হিসাব’ এর অর্থ

হিসাব অর্থ গণনা করা, নিরীক্ষণ করা। বিচারদিবসে বান্দাদের হিসাব গ্রহণ আল্লাহর ন্যায়বিচারের বহিঃপ্রকাশ। সুতরাং যারা সৎকর্ম করে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করেছে, পাপিষ্ঠ ও সীমালঙ্ঘনকারীরা কখনই তাদের সমকক্ষ হতে পারবে না।

* পরকালে ‘হিসাব’ এর প্রকারসমূহ

আমল অনুযায়ী মানুষের হিসাব বিভিন্ন রকম হবে। কেউ কেউ বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। কারো কারো হিসাব সহজ করা হবে আর কারো কারো হিসাব কঠিন।

তন্মধ্যে

যারা বিনা-হিসাবে জান্নাতে চলে যাবে। সংখ্যায় তারা সত্তর হাজার। এরা হবে উম্মতের শ্রেষ্ঠাংশ, যারা ঈমান, তাকওয়া, সবর ও জিহাদে অগ্রগামী ছিল। তাদের ব্যাপারে নবী করীম সা. বলেন,

عرضت علي الأمم بالموسم فرأيت أمتي فأعجبتني كثرتهم وهيئتهم قد ملئوا السهل والجبل ، فقال : يا محمد أرضيت؟ قال: نعم أي رب. قال: ومع هؤلاء سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب الذين لا يسترقون ولا يكتوون. فقال عكاشة : ادع الله أن يجعلني منهم .. فقال ﷺ : اللهم اجعله منهم . ثم قال رجل آخر : ادع الله أن يجعلني منهم . قال : سبقك عكاشة

"আমার সামনে সকল উম্মতকে উপস্থাপন করা হল, সেখানে আমার উম্মতকে দেখলাম। তাদের আধিক্য এবং মর্যাদা আমাকে মুগ্ধ করল। সংখ্যাধিক্যের দরুন তারা সকল উঁচু স্থান ও পাহাড় ভরে উঠল। আল্লাহ বললেন, তুমি সন্তুষ্ট হয়েছ হে মোহাম্মাদ? তিনি বললেন, হ্যাঁ.. হে আমার প্রতিপালক। আল্লাহ



বললেন, তাদের সঙ্গে আরও সত্তর হাজার বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে, যারা চিকিৎসার জন্য ঝাড়ফুঁক গ্রহণ করত না এবং আরোগ্য লাভের আশায় দেহ দগ্ধ করত না।"

এ কথা শুনে উকাশা রা. বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, দোয়া করুন আমি যেন তাদের অন্তর্ভুক্ত হই। নবীজী দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! তাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। অতঃপর আরেকজন বলল, আমার জন্যও দোয়া করুন, যেন আমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত হই। তখন নবীজী বললেন, উকাশা তোমার আগে বলে ফেলেছে।" (বুখারী-৫৩৭৮)

মোটকথা, এই সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের কোন হিসাব হবে না। অন্যদের মত তাদের আমল নিরীক্ষণ হবে না। আল্লাহ আমাদেরকেও সেই দলের অন্তর্ভুক্ত করুন..!

তন্মধ্যে

যাদের আল্লাহ হিসাব নিবেন ঠিকই; তবে কোনোরূপ নিরীক্ষণ ব্যতীত অত্যন্ত সহজ হিসাব নিয়ে সেরে ফেলবেন। অল্প উপস্থাপন করে তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। নবী করীম সা. বলেন,

إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا ؟ فيقول نعم أي رب حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في

نفسه أنه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته

"নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনের নিকটবর্তী হয়ে তাকে রহমতের ডানা দিয়ে ঢেকে বলবেন, তোমার কি অমুক অমুক গুনাহের কথা মনে আছে? সে বলবে, হ্যাঁ.. প্রতিপালক! শেষপর্যন্ত যখন সকল গুনাহের স্বীকারোক্তি দেবে, মনে মনে ভাববে যে, সে ধ্বংস হয়ে গেছে। তখন আল্লাহ বলবেন, দুনিয়াতে তোমার এই অপরাধগুলো আমি গোপন রেখেছিলাম আর আজ আমি সেগুলো ক্ষমা করে দিলাম। অতঃপর তাকে পুণ্যের আমলনামা দেয়া হবে।" (বুখারী-২৩০৯)

এ জন্য বেশি করে দোয়া করা, "হে আল্লাহ, আমার হিসাব সহজ করে দিন" যেমনটি আয়েশা রা বলেন যে,

سمعت النبي ﷺ يقول في بعض صلاته: اللهم حاسبني حسابا يسيرا فلما انصرف قلت: يا نبي الله ، ما الحساب اليسير؟ قال: أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه

আমি নবী করীম সা. কে কোনো কোনো নামাযে এই দোয়া পড়তে শুনেছি.. "হে আল্লাহ, আমার হিসাব সহজ করে নিয়ো! নামায থেকে ফেরার পর জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর নবী, সহজ হিসাব কী? উত্তরে বললেন, আমলনামার দিকে তাকিয়েই ছেড়ে দেয়া।" (মুসনাদে আহমদ-২৪২১৫)

তন্মধ্যে

কারো কারো হিসাব অত্যন্ত কঠিন করা হবে। অপরাধের দরুন লাঞ্ছিত করা হবে। সকল কাজ নিরীক্ষণ করা হবে। কেন তুমি নামাযে অবহেলা করতে? কীভাবে যাকাত আদায় করতে? পিতা-মাতার অবাধ্য হয়েছিলে কেন? বান্দার হক নষ্ট করেছিলে কেন? এ ধরণের জিজ্ঞাসিতদেরকে শাস্তির সম্মুখীন করা হবে।

قال ﷺ : ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك فقالت عائشة : يا رسول الله ، أليس قد قال الله تعالى : فأما من أوتي كتابه بيمينه ، فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال رسول الله ﷺ : إنما ذلك العرض ، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب

নবী করীম সা. বলেন, "কেয়ামতের দিন যাকেই হিসাবের সম্মুখীন করা হবে, তাকেই শাস্তি দেয়া হবে।" একথা শুনে আয়েশা রা. বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ কি বলেননি "যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, তার হিসাব-নিকাশ সহজে হয়ে যাবে।" (সূরা ইনশিকাক ৭,৮)? উত্তরে নবীজী বললেন, এতো উপস্থাপন! কিন্তু যার কৃতকর্ম নিরীক্ষণ হবে, তাকেই শাস্তি দেয়া হবে।" (বুখারী-১০৩)

তন্মধ্যে

গুনাহের আধিক্য, বড়ত্ব, স্থায়ী অভ্যাস, নিয়তে গরমিল.. এ সকল কারণে অনেকের হিসাব দীর্ঘ ও কঠিন করা হবে।

قال النبي ﷺ : إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ. قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لأَنْ يُقَالَ جَرِىءٌ. فَقَدْ قِيلَ. ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِىَ فِى النَّارِ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ. قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ. وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ. فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِىَ فِى النَّارِ. وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلاَّ أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ. فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِىَ فِى النَّارِ .

নবী করীম সা. বলেন, “কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যার বিচার করা হবে, সে হল শহীদ। তাকে উপস্থিত করে তার উপর কৃত আল্লাহর অনুগ্রহগুলো তাকে জানিয়ে দেয়া হবে। সকল অনুগ্রহ সে অকপটে স্বীকার করে নেবে। প্রতিপালক বলবেন, এতসব অনুগ্রহ পেয়ে তুমি কী আমল করেছ? সে বলবে, আমি আপনার জন্য যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছি। প্রতিপালক বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ! বরং তুমি যুদ্ধ করতে যেন তোমাকে সাহসী বীর বলা হয়। আর সেটা দুনিয়াতেই তোমাকে বলা হয়ে গেছে। অতঃপর

জাহান্নামে নিক্ষেপের আদেশ করা হলে চেহারায় টেনে হেঁচড়ে তাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে।

অপরব্যক্তি যে শরীয়তের জ্ঞান শিখে অন্যকে শিখিয়েছে এবং কুরআন পড়েছে; তাকে উপস্থিত করে তার উপর কৃত আল্লাহর অনুগ্রহগুলো তাকে জানিয়ে দেয়া হবে। সকল অনুগ্রহ সে অকপটে স্বীকার করে নেবে। তখন জিজ্ঞেস করা হবে, এতসব অনুগ্রহ পেয়ে তুমি কী আমল করেছ? সে বলবে, আমি জ্ঞান শিখে অন্যকে শিখিয়েছি এবং আপনার সন্তুষ্টির জন্য কুরআন পাঠ করেছি। প্রতিপালক বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ! বরং তুমি এজন্য শিখেছ, যেন তোমাকে আলিম বলা হয়। কুরআন পড়েছ; যেন তোমাকে ক্বারী বলা হয়। আর দুনিয়াতে তোমাকে সেটা বলা হয়ে গেছে। অতঃপর জাহান্নামে নিক্ষেপের আদেশ করা হলে চেহারায় টেনে হেঁচড়ে তাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে।

অপর ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ রিযিকের প্রশস্ততা দান করেছেন। অনেক সম্পদ দিয়েছেন। তাকে উপস্থিত করে তার উপর কৃত আল্লাহর অনুগ্রহগুলো তাকে জানিয়ে দেয়া হবে। সকল অনুগ্রহ সে অকপটে স্বীকার করে নেবে। প্রতিপালক বলবেন, এতসব পেয়ে তুমি কী আমল করেছ? সে বলবে, যত পন্থায় আপনি দান করতে বলেছেন, সকল পন্থায় আপনার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আমি দান করেছি! প্রতিপালক বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ! বরং তুমি এজন্য দান করতে, যেন তোমাকে দানবীর বলা হয়। আর

দুনিয়াতেই তোমাকে সেটা বলা হয়ে গেছে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপের আদেশ করা হলে চেহারায় টেনে হেঁচড়ে তাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। (মুস্তাদরাকে হাকিম-৩৬৪)



প্রশ্নঃ সব মুমিনই কি হিসাবের সম্মুখীন হবে?

উত্তরঃ একদল মুমিনকে আল্লাহ হিসাবের ঊর্ধ্বে রাখবেন। বিনা হিসাবে তাদেরকে জান্নাত দেবেন।

قال ﷺ : يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون

নবী করীম সা. বলেন, "আমার উম্মত থেকে সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করব। তারা হল ওই সব লোক, যারা চিকিৎসার উদ্দেশ্যে অন্যের কাছ থেকে ঝাড়ফুঁক চাইত না। কিছু দেখে, শুনে, বা শুঁকে তাকে অশুভ লক্ষণ মনে করত না; কেবল প্রতিপালকের উপরই তারা ভরসা করত।" (বুখারী-৬১০৭)

وفي رواية : قال ﷺ : مع كل ألف سبعون ألفا

অপর বর্ণনায়- "প্রত্যেক হাজারের সাথে আরও সত্তর হাজার" (মুসনাদে আহমদ-২২১৫৬)

* যে সকল মূলনীতি অনুসারে হিসাবকার্য শুরু হবে

সকল সৃষ্টি যখন মহান প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াবে। কঠিন সেই দৃশ্য.. নগ্নপদ.. পায়ে হেটে চলবে। কোনো বাহন নেই। নগ্নদেহ.. কোনো বস্ত্র নেই। খাতনাবিহীন অবস্থায়.. ঠিক যেমন প্রথমবার সৃজিত হয়েছিল।

সে এক মহাত্রাসময় সুদীর্ঘ দিবস। দুশ্চিন্তায় সেদিন সীমালঙ্ঘনকারীদের দৃষ্টি উল্টে যাবে। পাপিষ্ঠদের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠবে। অহংকারীরা চরম লাঞ্ছনার শিকার হবে। অত্যাচারীরা ভীত সন্ত্রস্ত থাকবে। আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ غَٰفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّٰلِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَٰرُ ﴿٤٢﴾ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِى رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۖ وَأَفْـِٔدَتُهُمْ هَوَآءٌ ﴿٤٣﴾﴾ إبراهيم: ٤٢ - ٤٣

“জালেমরা যা করে, সে সম্পর্কে আল্লাহকে কখনও বেখবর মনে করবেন না। তাদেরকে তো ওই দিন পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে রেখেছেন, যেদিন চক্ষুসমূহ বিস্ফোরিত হবে। তারা মস্তক উপরে তুলে ভীত-বিহ্বল চিত্তে দৌড়াতে থাকবে। তাদের দিকে তাদের দৃষ্টি ফিরে আসবে না এবং তাদের অন্তর উড়ে যাবে।” (সূরা ইবরাহীম ৪২,৪৩)

অন্য আয়াতে বলেন,

﴿وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْءَازِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَٰظِمِينَ﴾ غافر:

১৮

"আপনি তাদেরকে আসন্ন দিন সম্পর্কে সতর্ক করুন, যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হবে, দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হবে।" (সূরা গাফির-১৮)

ভূ-পৃষ্ঠ পরিবর্তিত হয়ে যাবে। পর্বতমালা চূর্ণ করে দেয়া হবে। আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে। গ্রহ-নক্ষত্রগুলো নিষ্প্রভ হয়ে যাবে। উপগ্রহসমূহ খসে পড়বে। সমুদ্রকে উত্তাল করে আগুনে রূপান্তর করা হবে। সূর্য আলোহীন হয়ে যাবে। ফেরেশতাকুল ভীত বিহ্বল থাকবে।

সবাই সেদিন মহা বিচারালয়ে দাঁড়াবে। কেয়ামতের সেই বিচারালয়। সেদিন সূর্যকে অতি-নিকটবর্তী করা হবে। আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর সেই পরিস্থিতি হবে চরম ভয়াবহ।

সেই বিচারালয়ে সকল অপরাধী উপস্থিত থাকবে। সকল সাক্ষীর সমাবেশ ঘটবে। আমলনামা উন্মুক্ত হবে। অজুহাত পেশ করার কোনো সুযোগ থাকবে না। অন্তরসমূহ প্রকম্পিত থাকবে। জিহ্বা সকল কৃতকর্মের স্বীকারোক্তি দেবে। আল্লাহ বলেন,

﴿وَٱتَّقُواْ يَوۡمٗا تُرۡجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِۖ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفۡسٖ مَّا كَسَبَتۡ وَهُمۡ لَا يُظۡلَمُونَ ٢٨١﴾ البقرة: ٢٨١

"ওই দিনকে ভয় কর, যেদিন তোমরা আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। অতঃপর প্রত্যেকেই তার কর্মের ফল পুরোপুরি পাবে এবং তাদের প্রতি কোনোরূপ অবিচার করা হবেনা।" (সূরা বাক্বারা-২৮১)

কুরআন হাদিস গবেষণান্তে সেদিনের হিসাব গ্রহণকালের কতিপয় মূলনীতি আবিষ্কার করা গেছেঃ

* প্রথম মূলনীতি-

পুরোপুরি ন্যায়বিচার, যেখানে বিন্দুমাত্র অবিচারের অবকাশ নেই।



প্রতিপালক হলেন ন্যায়বিচারের অধিপতি। তিনি কারো প্রতি বিন্দুমাত্র অবিচার করবেন না। আল্লাহ বলেন,

﴿ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝٢٨١﴾ البقرة: ٢٨١

"অতঃপর পরিপূর্ণভাবে পাবে প্রত্যেকে, যা সে অর্জন করেছে। আর তাদের প্রতি কোনো অন্যায় করা হবে না।" (সূরা বাক্বারা-২৮১))

অন্য আয়াতে তিনি বলেন,

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ النساء: ٤٠

"নিশ্চয়ই আল্লাহ কারো অধিকারে বিন্দুমাত্র অবিচার করেন না।" (সূরা নিসা-৪০)

অন্য আয়াতে বলেন,

﴿ وَمَن يَعۡمَلۡ مِنَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَأُوْلَٰٓئِكَ يَدۡخُلُونَ ٱلۡجَنَّةَ وَلَا يُظۡلَمُونَ نَقِيرٗا ١٢٤ ﴾ النساء: ١٢٤

"যে লোক পুরুষ হোক কিংবা নারী, যদি কোনো সৎকর্ম করে এবং বিশ্বাসী হয়, তবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রাপ্য তিল পরিমাণও নষ্ট হবে না।" (সূরা নিসা-১২৪)

قال النَّبِيّ ﷺ: قال اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعالَى : يَا عِبَادِى إِنِّى حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظَالَمُوا يَا عِبَادِى كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلاَّ مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُونِى أَهْدِكُمْ يَا عِبَادِى كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلاَّ مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُونِى أُطْعِمْكُمْ يَا عِبَادِى كُلُّكُمْ عَارٍ إِلاَّ مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُونِى أَكْسُكُمْ يَا عِبَادِى إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُونِى أَغْفِرْ لَكُمْ يَا عِبَادِى إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّى فَتَضُرُّونِى وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِى فَتَنْفَعُونِى يَا عِبَادِى لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِى مُلْكِى شَيْئًا يَا عِبَادِى لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِى شَيْئًا

يَا عِبَادِى لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِى صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِى فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِى إِلاَّ كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ يَا عِبَادِى إِنَّمَا هِىَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ ثُمَّ

أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ .

নবী করীম সা. বলেন, "আল্লাহ বলেন, হে আমার বান্দাগণ, নিশ্চয় অবিচারকে আমি নিজের জন্য হারাম করেছি। তোমাদের জন্যও তা নিষিদ্ধ করেছি; সুতরাং তোমরা পরস্পর অবিচার করো না। হে আমার বান্দাগণ, তোমাদের প্রত্যেকেই পথভ্রষ্ট; তবে যাকে আমি পথ দেখাই! সুতরাং আমার কাছেই পথ-প্রদর্শন প্রার্থনা কর, অবশ্যই আমি তোমাদের পথ দেখাব। হে আমার বান্দাগণ, তোমাদের প্রত্যেকেই ক্ষুধার্ত, তবে যাকে আমি খাদ্যদান করি; সুতরাং আমার কাছেই খাদ্য প্রার্থনা কর, অবশ্যই তোমাদের আমি খাদ্য দেব। হে আমার বান্দাগণ, তোমাদের প্রত্যেকেই নগ্ন, তবে যাকে আমি বস্ত্রদান করি; সুতরাং আমার কাছেই বস্ত্র প্রার্থনা কর, আমি তোমাদেরকে বস্ত্র দেব। হে আমার বান্দাগণ, তোমরা দিনরাত অপরাধ করতে থাকলেও আমি তোমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করে দেব, সুতরাং আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, অবশ্যই আমি তোমাদের মাফ করে দেব। হে আমার বান্দাগণ, কখনো তোমরা আমার কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারবে না এবং কোনো উপকারও আমার করতে পারবে না। হে আমার বান্দাগণ, তোমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী জ্বিন-ইনসান সকলেই যদি তোমাদের সর্বাধিক তাকওয়াবিশিষ্ট লোকের ন্যায় হয়ে যায়, তবে তা দ্বারা আমার রাজত্বে কিছুই

বৃদ্ধি পাবে না। হে আমার বান্দাগণ, তোমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী জ্বিন-ইনসান সকলেই যদি তোমাদের অতিনিকৃষ্ট পাপিষ্ঠের ন্যায় হয়ে যায়, তবে তা দ্বারা আমার রাজত্বে বিন্দুমাত্র হ্রাস পাবে না। হে আমার বান্দাগণ, তোমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী জ্বিন-ইনসান সকলেই যদি একটি বিশাল সমতল ভূমিতে একত্রিত হয়ে আমার কাছে চায়, আর আমি যদি সকলের চাওয়া পূরণ করি; এর দ্বারা আমার বিন্দুমাত্র কমবে না, তবে এতটুকুই.. সমুদ্রের পানিতে সূচ প্রবেশ করালে সূচের অগ্রভাগে পানি জমাট হয়ে সমুদ্র থেকে যতটুকু কমে। হে আমার বান্দাগণ, তোমরা যা আমল করবে, তা আমি সংরক্ষণ করে রেখে দেব। অতঃপর প্রতিদানস্বরূপ তা তোমাদেরকে পূর্ণরূপে বুঝিয়ে দেব। সেখানে যে উত্তম কিছু পায়, সে যেন আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন করে। তা ব্যতীত অন্য কিছু পেলে কেবল নিজেকেই যেন তিরস্কার করে।” (মুসনাদে আহমদ-৭৬০৬)

* দ্বিতীয় মূলনীতি

অন্যের অপরাধ কেউ বহন করবে না

হ্যাঁ.. এটিই হলো ন্যায়বিচারের বহিঃপ্রকাশ। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কৃতকর্মের ফল ভোগ করবে। আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَا تَكۡسِبُ كُلُّ نَفۡسٍ إِلَّا عَلَيۡهَاۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٞ وِزۡرَ أُخۡرَىٰۚ﴾ الأنعام: ١٦٤

“যে ব্যক্তি কোনো গোনাহ করে, তা তারই দায়িত্বে থাকে। কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না।” (সূরা আনআম-১৬৪)

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

﴿مَّنِ ٱهۡتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهۡتَدِي لِنَفۡسِهِۦۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيۡهَاۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٞ وِزۡرَ أُخۡرَىٰۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبۡعَثَ رَسُولٗا ١٥﴾ الإسراء: ١٥

“যে কেউ সৎপথে চলে, তারা নিজের মঙ্গলের জন্যেই সৎপথে চলে। আর যে পথভ্রষ্ট হয়, তারা নিজের অমঙ্গলের জন্যেই পথভ্রষ্ট হয়। কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না।” (সূরা ইসরা-১৫)

আল্লাহ বলেন,

﴿أَمۡ لَمۡ يُنَبَّأۡ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ٣٦ وَإِبۡرَٰهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّىٰٓ ٣٧ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٞ وِزۡرَ أُخۡرَىٰ ٣٨ وَأَن لَّيۡسَ لِلۡإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ٣٩ وَأَنَّ سَعۡيَهُۥ سَوۡفَ يُرَىٰ ٤٠ ثُمَّ يُجۡزَىٰهُ ٱلۡجَزَآءَ ٱلۡأَوۡفَىٰ ٤١﴾ النجم: ٣٦ - ٤١

“তাকে কি জানানো হয়নি যা আছে মুসার কিতাবে এবং ইবরাহীমের কিতাবে, যে নিজ-দায়িত্ব পালন করেছিল? কিতাবে এই আছে যে, কোনো ব্যক্তি কারও গোনাহ নিজে বহন করবে না। আর মানুষ তাই পায়, যা সে করে। তার কর্ম শীঘ্রই দেখা

হবে। অতঃপর তাকে পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে।” (সূরা নাজম ৩৬-৪১)

প্রশ্নঃ মানুষ যদি অন্যের অপরাধের বোঝা বহন না করে, তবে অপর আয়াতে তো বলা হয়েছে,

﴿ لِيَحْمِلُوٓا۟ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ ﴿٢٥﴾ ﴾ النحل: ٢٥

“ফলে কেয়ামতের দিন ওরা পূর্ণমাত্রায় বহন করবে ওদের পাপভার এবং পাপভার তাদেরও যাদেরকে তারা তাদের অজ্ঞতাহেতু বিপথগামী করে।” (সূরা নাহল-২৫)

এবং অন্য আয়াতে

﴿ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ ۖ ﴾ العنكبوت: ١٣

“তারা নিজেদের পাপভার এবং তার সাথে আরও কিছু পাপভার বহন করবে।” (সূরা আনকাবুত-১৩)

তবে এতদুভয়ের মাঝে কী করে সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব?

উত্তরঃ কোনো মানুষ যদি অন্যের পথভ্রষ্টের কারণ হয়। ইচ্ছাকরে অন্যকে অপরাধের পথ দেখিয়ে দেয়, তবে সে অপরাধ করে যতটুকু গুনাহ অর্জন করল, ঠিক তার সমপরিমাণ গুনাহ পথপ্রদর্শনকারীর উপরেও আসবে।

قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا.

নবী করীম সা. বলেন, "যে ব্যক্তি কাউকে সৎপথের দিকে আহ্বান করল, তার আহ্বানে সাড়া দানকারী সকলের সৎকর্মের সমপরিমাণ প্রতিফল তাকেও প্রদান করা হবে; কারো প্রতিদানে বিন্দুমাত্র হ্রাস ব্যতীতই। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অন্যায়ের দিকে আহ্বান করল, তার আহ্বানে সাড়া দানকারী সকলের পাপভারের সমপরিমাণ তার উপরও চাপিয়ে দেয়া হবে; কারো পাপভারে কোনোরূপ হ্রাস ব্যতীতই।" (মুসনাদে আহমদ-৯১৬০)

* তৃতীয় মূলনীতি

বান্দাদেরকে তাদের সকল কৃতকর্ম জানিয়ে দেয়া হবে

পালনকর্তার নিকট কোনোকিছুই গোপন নয়। আমলনামায় ভালোমন্দ সবকিছু লিপিবদ্ধ থাকবে। কেয়ামতের দিন সবই সে নিজের সামনে দেখতে পাবে।

আল্লাহ বলেন,

﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوٓءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُۥٓ أَمَدًا﴾ آل عمران: ٣٠

“সেদিন প্রত্যেকেই যা কিছু সে ভাল কাজ করেছে; চোখের সামনে দেখতে পাবে এবং যা কিছু মন্দ কাজ করেছে তাও! ওরা তখন কামনা করবে, যদি তার এবং এসব কর্মের মধ্যে ব্যবধান দূরের হতো।” (সূরা আলে ইমরান-৩০)

অন্য আয়াতে বলেন,

﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ۝٥﴾ الانفطار: ٥

“তখন প্রত্যেকে জেনে নিবে সে কী অগ্রে প্রেরণ করেছে এবং কী পশ্চাতে ছেড়ে এসেছে।” (সূরা ইনফিতার-৫)

অন্যত্র বলেন,

﴿وَوَجَدُوا۟ مَا عَمِلُوا۟ حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ۝٤٩﴾ الكهف: ٤٩

“তারা তাদের কৃতকর্মকে সামনে উপস্থিত পাবে। আপনার পালনকর্তা কারও প্রতি জুলুম করবেন না।” (সূরা কাহফ-৪৯)

প্রত্যেককেই নিজ নিজ কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করা হবে তাদের আমলনামার মাধ্যমে। আমলনামা পড়েই সে সবকিছু বুঝতে পারবে। আল্লাহ বলেন

﴿ وَكُلَّ إِنسَٰنٍ أَلْزَمْنَٰهُ طَٰٓئِرَهُۥ فِى عُنُقِهِۦ ۖ وَنُخْرِجُ لَهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ كِتَٰبًا يَلْقَىٰهُ مَنشُورًا ۝١٣ ٱقْرَأْ كِتَٰبَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۝١٤ ﴾

الإسراء: ١٣ – ١٤

“আমি প্রত্যেক মানুষের কর্মকে তার গ্রীবালগ্ন করে রেখেছি। কেয়ামতের দিন বের করে দেখাব তাকে একটি কিতাব, যা সে

খোলা অবস্থায় পাবে। পাঠ কর তুমি তোমার কিতাব! আজ তোমার হিসাব গ্রহণের জন্য তুমিই যথেষ্ট।" (সূরা ইসরা ১৩,১৪)

উক্ত আমলনামায় ছোট বড় সকল কৃতকর্মের বিবরণ থাকবে। আল্লাহ বলেন,

﴿ وَوُضِعَ ٱلۡكِتَٰبُ فَتَرَى ٱلۡمُجۡرِمِينَ مُشۡفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَٰوَيۡلَتَنَا مَالِ هَٰذَا ٱلۡكِتَٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةٗ وَلَا كَبِيرَةً إِلَّآ أَحۡصَىٰهَاۚ وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِرٗاۗ وَلَا يَظۡلِمُ رَبُّكَ أَحَدٗا ٤٩ ﴾ الكهف: ٤٩

"আর আমলনামা সামনে রাখা হবে। তাতে যা আছে তার কারণে আপনি অপরাধীদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত দেখবেন। তারা বলবেঃ হয় আফসোস, এ কেমন আমলনামা। এ যে ছোট বড় কোনোকিছুই বাদ দেয়নি- সবই এতে রয়েছে। তারা তাদের কৃতকর্মকে সামনে উপস্থিত পাবে। আপনার পালনকর্তা কারও প্রতি জুলুম করবেন না।" (সূরা কাহফ-৪৯)

* চতুর্থ মূলনীতি

অসৎকর্মফলসমূহ নয়; সৎকর্মফলসমূহ বাড়িয়ে দেয়া হবে

এটি হবে বান্দাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে সীমাহীন দয়া ও করুণার বহিঃপ্রকাশ। শাস্তি ও আযাব প্রদান অপেক্ষা দয়া ও ক্ষমাই আল্লাহর কাছে অধিক পছন্দনীয়। ফলে বান্দার সৎকর্মে

সন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহ তা আরও বাড়িয়ে দেবেন। তবে অসৎকর্মফল তিনি ঘৃণা করেন ঠিকই, তবে তা বৃদ্ধি করবেন না। হতে পারে ক্ষমা করবেন অথবা শাস্তি দেবেন।

আল্লাহ বলেন,

﴿ إِن تُقْرِضُوا۟ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ﴾ التغابن: ١٧

"যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান কর, তবে তিনি তোমাদের জন্যে তা দ্বিগুণ করে দেবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন।" (সূরা তাগাবুন-১৭)

সৎকর্মফল বৃদ্ধির সর্ব-নিম্নরূপ হল দশগুণ। আল্লাহ বলেন,

﴿مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُۥ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ الأنعام: ١٦٠

"যে একটি সৎকর্ম করবে, সে তার দশগুণ পাবে।" (সূরা আনআম-১৬০)

পক্ষান্তরে অসৎকর্মফলের প্রতিদান হবে সমান। আল্লাহ বলেন,

﴿ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰٓ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦٠﴾ ﴾ الأنعام: ١٦٠

"এবং যে একটি মন্দকাজ করবে, সে তার সমান শাস্তিই পাবে। বস্তুত তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।" (সূরা আনআম-১৬০)

وقال ﷺ فيما يرويه عن ربه : إن ربكم عزوجل رحيم ، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ، فإن عملها كتبت له عشرا إلى سبعمأة ضعف

إلى أضعاف كثيرة ، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له واحدة أو يمحوها الله عزوجل ولا يهلك على الله إلا هالك

নবী করীম সা. আপন প্রতিপালক থেকে বর্ণনা করে বলেন, "নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক অসীম, দয়ালু। যে সৎকাজের ইচ্ছা করে, কিন্তু বাস্তবায়ন করতে পারেনি, তাকে একটি পুরস্কার দেয়া হয়। আর যদি বাস্তবায়ন করে, তবে তার জন্য দশটি থেকে সাতশত অথবা ততোধিক সংখ্যা পর্যন্ত পুরস্কার বৃদ্ধি করা হয়। পক্ষান্তরে যে অসৎকাজের ইচ্ছা করে, কিন্তু বাস্তবায়নের করতে পারেনি, তার জন্য কোনো গুনাহ নেই; বস্তুত পরিত্যাগের দরুন তার জন্য একটি পুরস্কার লিপিবদ্ধ হয়। আর যদি করে ফেলে, তবে একটি গুনাহই লেখা হয় অথবা আল্লাহ তা মিটিয়ে দেন। এতকিছুর পরও যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে সেই প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত।" (মুসনাদে আহমদ-২৫১৯)

وقال ﷺ : يقول الله عزوجل : من عمل حسنة فله عشر أمثالها وأزيد ، ومن عمل سيئة فجزاؤه مثلها أو أغفر ، ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة ، ومن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا ومن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا ، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة

নবী করীম সা. এর ভাষ্য, "আল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি সৎকর্ম করবে, তার জন্য দশগুণ বা ততোধিক আমি বৃদ্ধি করে দেব।

আর যে অসৎকর্ম করে, তার প্রতিদান সমান বা তাকে ক্ষমা করে দেব। কেউ যদি শিরক না করে ভূ-পৃষ্ঠভর অপরাধ নিয়ে আমার কাছে আসে, আমি তার জন্য অনুরূপ ক্ষমা নিয়ে আসব। কেউ আমার দিকে এক হাত আগে বাড়লে আমি তার দিকে একগজ বেড়ে যাব। কেউ আমার দিকে এক গজ অগ্রসর হলে আমি তার দিকে দুই হাত এগিয়ে যাব। কেউ আমার দিকে হেটে আসলে আমি তার দিকে দৌড়ে যাব।" (মুসনাদে আহমদ-২১৩৬০)

আল্লাহর পক্ষ থেকে অতিশয় দয়া ও অনুগ্রহের বহিঃপ্রকাশ যে, তিনি সৎকর্মফলগুলো দশ থেকে সাতশত গুণ বা ততোধিক পর্যন্ত বৃদ্ধি করে দেবেন। আল্লাহ বলেন,

﴿مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِى كُلِّ سُنۢبُلَةٍ مِّا۟ئَةُ حَبَّةٍ ۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾﴾ البقرة: ٢٦١

"যারা আল্লাহর রাস্তায় স্বীয় ধন সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ একটি বীজের মত, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়। প্রত্যেকটি শীষে একশত করে দানা থাকে। আর আল্লাহ যার



জন্য চান, বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ অতি দানশীল, সর্বজ্ঞ।" (সূরা বাক্বারা-২৬১)

* **পঞ্চম মূলনীতি,** সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠা

কেয়ামতের দিন বান্দার কৃতকর্মের সাক্ষী তার সাথেই থাকবে। দুনিয়াতে যেসব বস্তু সর্বদা তার সঙ্গে অবস্থান করত, বান্দা এগুলোকে সাক্ষী মনে করত না; প্রহরী ফেরেশতাবৃন্দ, লিপিকার ফেরেশতাদ্বয়, তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ..! হ্যাঁ.. এগুলোই তার পক্ষে-বিপক্ষে সাক্ষী দেবে।

আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا۟ مِنْهُ مِن قُرْءَانٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ۚ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَٰبٍ مُّبِينٍ ﴿٦١﴾﴾ يونس: ٦١

"বস্তুতঃ যে কোনো অবস্থাতেই তুমি থাক এবং কোরআনের যে কোনো অংশ থেকেই পাঠ কর কিংবা যে কোনো কাজই তোমরা কর, অথচ আমি তোমাদের নিকটে উপস্থিত থাকি যখন তোমরা তাতে আত্মনিয়োগ কর। আর তোমার প্রতিপালক থেকে গোপন থাকে না একটি কণাও, না যমীনের এবং না আসমানের। না

এর চেয়ে ক্ষুদ্র কোন কিছু আছে, না বড় যা এই প্রকৃষ্ট কিতাবে নেই।” (সূরা ইউনুস-৬১)

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٍ شَهِيدًا ۝٣٣﴾ النساء: ٣٣

“নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা’লা সবকিছুই প্রত্যক্ষ করেন।” (সূরা আহকাফ-৮)

পাশাপাশি নবী-রাসূলগণ এবং অন্যসব সৃষ্টিও সাক্ষী হবে। আল্লাহ বলেন,

﴿فَكَيۡفَ إِذَا جِئۡنَا مِن كُلِّ أُمَّةِۭ بِشَهِيدٖ وَجِئۡنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ شَهِيدٗا ۝٤١﴾ النساء: ٤١

“আর তখন কী অবস্থা দাঁড়াবে, যখন আমি ডেকে আনব প্রতিটি উম্মতের মধ্য থেকে অবস্থা বর্ণনাকারী এবং আপনাকে ডেকে আনব তাদের উপর অবস্থা বর্ণনাকারীরূপে।” (সূরা নিসা-৪১)

আল্লাহ আরও বলেন,

﴿وَنَزَعۡنَا مِن كُلِّ أُمَّةٖ شَهِيدٗا فَقُلۡنَا هَاتُواْ بُرۡهَٰنَكُمۡ﴾ القصص: ٧٥

“প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে আমি একজন সাক্ষী আলাদা করব; অতঃপর বলব, তোমাদের প্রমাণ আন।” (সূরা ক্বাসাস-৭৫)

আল্লাহ বলেন,

﴿وَجَآءَتۡ كُلُّ نَفۡسٖ مَّعَهَا سَآئِقٞ وَشَهِيدٞ ٢١﴾ ق: ٢١

“প্রত্যেক ব্যক্তি আগমন করবে, তার সাথে থাকবে চালক ও কর্মের সাক্ষী।” (সূরা ক্বাফ-২১)

সাক্ষী হিসেবে আরও থাকবে,

ভূমিঃ সে তার উপর কৃত আমলের সাক্ষ্য দেবে

﴿يَوۡمَئِذٖ تُحَدِّثُ أَخۡبَارَهَا ٤﴾ الزلزلة: ٤

“সেদিন সে তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে” (সূরা যিলযাল-৪)

দিনরাতঃ তারা উভয়ে তাদের মাঝে কৃত আমলের সাক্ষ্য দেবে।

সম্পদঃ কোত্থেকে অর্জন করেছে এবং কী কাজে ব্যয় করেছে সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে।

ফেরেশতাঃ ব্যক্তির সকল কর্মের সাক্ষ্য দেবে।

বান্দা যদি অস্বীকার করে,

কেয়ামতের ময়দানে কোনো কোনো লোক আমলনামায় লিখিত কৃতকর্ম অস্বীকার করবে। মনে করবে, এসব তারা করেনি। বান্দা যখন বেশি বাড়াবাড়ি করবে, সাক্ষীদেরকে মিথ্যারোপ করবে, তখন আল্লাহ তার মুখ বন্ধ করে দেবেন। অঙ্গ প্রত্যঙ্গই তখন তার সকল কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে।.. কী ভয়াবহ সেই পরিস্থিতি..!



হাত বলবে, আমার দ্বারা সে হারাম বস্তু স্পর্শ করেছে। পা বলবে, আমাকে ব্যবহার করে সে হারাম কাজে গিয়েছে। চোখ বলবে, আমার মাধ্যমে সে নিষিদ্ধ বস্তু দেখেছে। কান বলবে, আমাকে ব্যবহার করে সে হারাম শুনেছে। এভাবে নাক.. চামড়া.. সব অঙ্গই তার বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে। হে আল্লাহ.. আমাদের ক্ষমা করুন.. আমাদের দোষত্রুটি গোপন করুন!

আল্লাহ বলেন,

﴿ ٱلۡيَوۡمَ نَخۡتِمُ عَلَىٰٓ أَفۡوَٰهِهِمۡ وَتُكَلِّمُنَآ أَيۡدِيهِمۡ وَتَشۡهَدُ أَرۡجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكۡسِبُونَ ٦٥ ﴾ يس: ٦٥

“আজ আমি তাদের মুখে মোহর এঁটে দেব তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে।” (সূরা ইয়াসিন-৬৫)

قال أبو موسى الأشعري: يدعى الكافر والمنافق يوم القيامة للحساب فيعرض عليه ربه عمله فيجحده ، ويقول :أي رب! وعزتك لقد كتب علي هذا الملك ما لم أعمل! فيقول الملك: أما عملت كذا في يوم كذا في مكان

كذا؟ فيقول: لا وعزتك أي رب ما عملته! فإذا فعل ذلك ختم على فيه وتكلمت أعضاؤه ثم تلا : اليوم نختم على أفواههم ..

আবু মুছা আশআরী রা. বলেন, কাফের মুনাফিককে কেয়ামতের দিন হিসাবের জন্য ডাকা হবে। প্রতিপালক তার সামনে কৃতকর্ম প্রকাশ করলে সে সামনাসামনি অস্বীকার করে বলবে, হে প্রতিপালক, আপনার মর্যাদার শপথ, এই ফেরেশতা আমার বিরুদ্ধে লিখেছে, আমি এগুলো করিনি। ফেরেশতা বলবে, তুমি অমুক দিন অমুক কাজটি করনি? সে বলবে, না হে প্রতিপালক। অতঃপর তার মুখ বন্ধ করে দেওয়া হবে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গই তখন তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। একথা বলে তিনি উপরোক্ত আয়াত পাঠ করছিলেন।" (তাবারানী)

وقال ﷺ : يقول يا رب ألم تجرني من الظلم قال يقول بلى قال فيقول إني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا فيختم على فيه ويقال لأركانه انطقي فتنطق بأعماله ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول بعدا لكم وسحقا فعنكن كنت أناضل

নবী করীম সা. বলেন, "বান্দা বলবে, হে প্রতিপালক! জুলুম থেকে আমাকে রেহাই দেবেন না? প্রতিপালক বলবেন, অবশ্যই! সে বলবে, আমি শুধু আমার ভিতর থেকেই সাক্ষ্য গ্রহণ করব। প্রতিপালক বলবেন, তোমার হিসাব গ্রহণের জন্য আজ তুমিই

যথেষ্ট। লিপিকার ফেরেশতাও আছে তোমার সাথে। অতঃপর তার মুখ বন্ধ করে দেয়া হবে। অঙ্গগুলোকে বলা হবে, বল! অতঃপর অঙ্গ তার সকল কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে। অতঃপর কথা বন্ধ করে দিয়ে বলবেন, দূর হয়ে যাও! তোমার সাথেই আমি বিবাদ করছিলাম?! (ইবনে হিব্বান-৭৩১৮)

আল্লাহ বলেন,

﴿حَتَّىٰٓ إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيۡهِمۡ سَمۡعُهُمۡ وَأَبۡصَٰرُهُمۡ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ٢٠﴾ فصلت: ٢٠

"তারা যখন জাহান্নামের কাছে পৌঁছাবে, তখন তাদের কান, চক্ষু ও ত্বক তাদের কর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে।" (সূরা ফুসসিলাত-২০)

* যে সব বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হবে

﴿وَقِفُوهُمۡۖ إِنَّهُم مَّسۡـُٔولُونَ ٢٤﴾ الصافات: ٢٤

"এবং তাদেরকে থামাও, তারা জিজ্ঞাসিত হবে।" (সূরা সফফাত-২৪)

মানুষকে তার কৃতকর্ম, তার ইচ্ছা, তার কথা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। কুরআন হাদিসে যেসকল অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার বিবরণ এসেছে-

(১) সর্ববৃহৎ অপরাধঃ শিরক



আল্লাহর নিকট সর্ববৃহৎ অপরাধ হলো, বান্দা কোন সৃষ্টিকে তাঁর সমকক্ষ সাব্যস্ত করা। শিরকের অপরাধ কখনো আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَىٰٓ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾﴾ النساء: ٤٨

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে লোক তাঁর সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন। আর যে লোক অংশীদার সাব্যস্ত করল আল্লাহর সাথে, সে যেন অপবাদ আরোপ করল।" (সূরা নিসা-৪৮)

সকল পূজ্য সেদিন নিজেদেরকে তাদের উপাসনা থেকে মুক্ত ঘোষণা করবে এবং তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে অভিযোগ করবে। আল্লাহ বলেন,

﴿وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٩٢﴾ مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ ﴿٩٣﴾﴾ الشعراء: ٩٢ – ٩٣

"তাদেরকে বলা হবেঃ তারা কোথায়, তোমরা যাদের পূজা করতে আল্লাহর পরিবর্তে? তারা কি তোমাদের সাহায্য করতে

পারে, অথবা তারা প্রতিশোধ নিতে পারে?” (সূরা শুআরা ৯২,৯৩)

অন্যত্র বলেন,

﴿وَيَوۡمَ يُنَادِيهِمۡ فَيَقُولُ أَيۡنَ شُرَكَآءِيَ ٱلَّذِينَ كُنتُمۡ تَزۡعُمُونَ ٧٤﴾ القصص: ٧٤

“যেদিন আল্লাহ তাদেরকে ডেকে বলবেন, তোমরা যাদেরকে আমার শরীক মনে করতে, তারা কোথায়?” (সূরা ক্বাসাস-৭৪)

আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে জবাইকৃত জন্তু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। আল্লাহ বলেন,

﴿وَيَجۡعَلُونَ لِمَا لَا يَعۡلَمُونَ نَصِيبٗا مِّمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡۗ تَٱللَّهِ لَتُسۡـَٔلُنَّ عَمَّا كُنتُمۡ تَفۡتَرُونَ ٥٦﴾ النحل: ٥٦

“তারা আমার দেয়া জীবনোপকরণ থেকে তাদের জন্যে একটি অংশ নির্ধারিত করে, যাদের কোনো খবরই তারা রাখে না। আল্লাহর কসম, তোমরা যে অপবাদ আরোপ করছ, সে সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে।” (সূরা নাহল-৫৬)

জিজ্ঞেস করা হবে রাসূলদের মিথ্যারোপ করা সম্পর্কে। আল্লাহ বলেন,

﴿وَيَوۡمَ يُنَادِيهِمۡ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبۡتُمُ ٱلۡمُرۡسَلِينَ ٦٥ فَعَمِيَتۡ عَلَيۡهِمُ ٱلۡأَنۢبَآءُ يَوۡمَئِذٖ فَهُمۡ لَا يَتَسَآءَلُونَ ٦٦﴾ القصص: ٦٥ – ٦٦

“যে দিন আল্লাহ তাদেরকে ডেকে বলবেন, তোমরা রাসূলগণকে কী জওয়াব দিয়েছিলে? অতঃপর তাদের কথাবার্তা বন্ধ হয়ে যাবে এবং তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে না।” (সূরা কাসাস ৬৫,৬৬)

(২) দুনিয়াতে কী করেছে?

দুনিয়ায় কৃত তাদের ভালো-মন্দ আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। আল্লাহ বলেন,

﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسۡـَٔلَنَّهُمۡ أَجۡمَعِينَ ۝٩٢ عَمَّا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ۝٩٣﴾ الحجر: ٩٢ - ٩٣

“অতএব আপনার পালনকর্তার কসম, আমি অবশ্যই ওদের সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করব, ওদের কাজকর্ম সম্পর্কে।” (সূরা হিজর ৯২,৯৩)

হ্যাঁ.. ধনী-গরিব, রাজা-বাদশা, আরব-অনারব, শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ ও স্বাধীন-কৃতদাস সকলেই জিজ্ঞাসিত হবে।

এমনকি রাসূলদেরকেও আপন সম্প্রদায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে এবং সম্প্রদায়কে তাদের রাসূল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। আল্লাহ বলেন,

﴿فَلَنَسۡـَٔلَنَّ ٱلَّذِينَ أُرۡسِلَ إِلَيۡهِمۡ وَلَنَسۡـَٔلَنَّ ٱلۡمُرۡسَلِينَ ۝٦ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيۡهِم بِعِلۡمٖۖ وَمَا كُنَّا غَآئِبِينَ ۝٧ وَٱلۡوَزۡنُ يَوۡمَئِذٍ ٱلۡحَقُّۚ فَمَن ثَقُلَتۡ

مَوَٰزِينُهُۥ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٨﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُوْلَٰٓئِكَ
ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُم بِمَا كَانُواْ بِـَٔايَٰتِنَا يَظْلِمُونَ ﴿٩﴾ الأعراف: ٦
- ٩

"অতএব আমি অবশ্যই তাদেরকে জিজ্ঞেস করব যাদের কাছে রসূল প্রেরিত হয়েছিল এবং আমি অবশ্যই জিজ্ঞেস করব রাসূলগণকে। অতঃপর আমি সজ্ঞানে তাদের কাছে অবস্থা বর্ণনা করব। বস্তুতঃ আমি অনুপস্থিত তো ছিলাম না। আর সেদিন যথাযথই ওজন হবে। অতঃপর যাদের পাল্লা ভারী হবে, তারাই সফলকাম হবে। আর যাদের পাল্লা হালকা হবে, তারাই এমন হবে, যারা নিজেদের ক্ষতি করেছে। কেননা, তারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করত।" (সূরা আ'রাফ ৬-৯)

عن ابي برزة الاسلمي قال : قال رسول الله ﷺ لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسئل عن عمره فيم أفناه وعن علمه فيم فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وعن جسمه فيم أبلا

নবী করীম সা. বলেন, "কেয়ামতের দিন চারটি বিষয়ে জিজ্ঞেস না করা পর্যন্ত কোন বান্দার পা সামান্য পরিমাণ নড়বে না- তার বয়স, সে তা কোন কাজে নিঃশেষ করেছে। তার জ্ঞান, সে অনুপাতে কতটুকু আমল করেছে। তার সম্পদ, কোত্থেকে উপার্জন আর কোথায় খরচ করেছে। তার দেহ, কোন কাজে তা খর্ব করেছে।" (তিরমিযী-২৪১৬)

(৩) ভোগ বিলাসের বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে



প্রশস্ত বাড়ী, দ্রুতগামী গাড়ী, সুস্বাদু খাদ্য ও নির্মল পানিয়, কোমল পোশাক, সেবক সেবিকা, পরিতৃপ্তি, সুঠাম ও সক্ষম দেহ, নির্মল নিদ্রা এমনকি পানকৃত মধু সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করা হবে।

আল্লাহ তা'লা বলেন,

﴿ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ۝٨﴾ التكاثر: ٨

"অবশ্যই সেদিন তোমরা নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।" (সূরা তাকাসুর-৮)

قال ﷺ : إن أول ما يسأل العبد عنه يوم القيامة من النعيم أن يقال له: ألم نصبح لك جسمك؟ ونرويك من الماء البارد؟

নবী করীম সা. বলেন, "কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম মানুষকে নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। বলা হবে, তোমাকে কি সুস্থ সবল দেহ দেইনি? তোমার জন্য শীতল পানিয়ের ব্যবস্থা করিনি?" (তিরমিযী-৩৩৫৮)

সুতরাং কোনো নেয়ামতকেই ছোট মনে করা অনুচিত।

سأل رجل عبد الله بن عمرو فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء. قال: فإن لي خادما. قال: فأنت من الملوك

একব্যক্তি আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. কে জিজ্ঞেস করল, আমরা কি দরিদ্র মুহাজির ছিলাম না? উত্তরে আব্দুল্লাহ বললেন, তোমার কি কোনো স্ত্রী আছে? সে বলল, হ্যাঁ..! তিনি বললেন, থাকার মত বাড়ী আছে? বলল, হ্যাঁ..! বললেন, তবে তো তুমি ধনী। সে বলল, একজন খাদেমও আছে আমার! বললেন, তবে তো তুমি বাদশা।" (উমদাতুত তাফসীর)

(৪) নাক, কান ও অন্তর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে



বান্দা যতবেশি সামর্থ্যবান হবে, ততবেশি তাকে জিজ্ঞেস করা হবে। আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡبَصَرَ وَٱلۡفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَٰٓئِكَ كَانَ عَنۡهُ مَسۡـُٔولٗا ٣٦﴾

الإسراء: ٣٦

"নিশ্চয় কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণ এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত

হবে।” (সূরা ইসরা-৩৬)

قال قتادة : لا تقل : رأيت ، ولم تر! وسمعت ، ولم تسمع! وعلمت ، ولم تعلم! فإن الله سائلك عن ذلك كله..

কাতাদাহ রা. বলেন, না দেখে কখনো দেখেছি বলো না। না শুনে কখনো শুনেছি বলো না। না জেনে কখনো জেনেছি বলো না। কারণ, এসব কিছু সম্পর্কেই তুমি জিজ্ঞাসিত হবে।” তাফসীরে ইবনে কাছীর)

* সর্বপ্রথম যাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে

সুদীর্ঘকাল মানুষ অপেক্ষমাণ থাকবে। সবার মনে চরম আতঙ্ক বিরাজ করবে। তাদের সামনে জাহান্নাম প্রদর্শন করা হবে। নবীগণ পর্যন্ত ভয়ে থাকবেন। অলিগণ অস্থির থাকবেন। মুমিনগণ পেরেশান হয়ে যাবেন। পাপিষ্ঠরা ঘর্মপুকুরে হাবুডুবু খেতে থাকবে। কেয়ামতের ময়দানের সেই সুদীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে হিসাবকার্য শুরু হবে..



শেষ নবীর প্রতি দয়া ও তার উম্মতকে মর্যাদা দিতে গিয়ে সর্বপ্রথম আল্লাহ তা’লা এই উম্মতের হিসাবকার্য শুরু

করবেন।

যেমনটি নবী করীম সা. বলেন,

نحن آخر الأمم ، وأول من يحاسب ، يقال: أين الأمة الأمية ، ونبيها؟ فنحن الآخرون الأولون

"আমরা সর্বশেষ জাতি এবং আমাদের হিসাবই সর্বাগ্রে গৃহীত হবে। বলা হবে, উম্মী জাতি এবং তাদের নবী কোথায়? সুতরাং আমরা সর্বশেষে এসেছি, তবে সর্বাগ্রে থাকব।" (ইবনে মাজা-৪২৯০)

قال ﷺ : نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق

নবী করীম সা. আরো বলেন, "দুনিয়াবাসীর মধ্যে আমরাই সর্বশেষ জাতি। তবে কেয়ামতের দিন আমরাই সর্বাগ্রে থাকব। সকল সৃষ্টির পূর্বে আমাদেরই হিসাব-নিকাশ শুরু হবে।" (মুসলিম-২০১৯)

* সর্বপ্রথম যে বিষয়ের ফায়সালা হবে



অন্যের অধিকারে সবচেয়ে বড় অপরাধ হলো, অন্যায়ভাবে তার রক্ত প্রবাহিত করা। বর্তমানকালে অস্ত্রশস্ত্র সহজলভ্য

হওয়ায় খুনাখুনি ও হত্যাযজ্ঞ বেড়েই চলেছে। নবী করীম সা. একে কেয়ামতের নিদর্শন বলে আখ্যা দিয়েছেন।

لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج . قالوا : وما الهرج؟ قال : القتل القتل

"কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না হত্যাযজ্ঞ বেড়ে যায়।" (বুখারী-মুসলিম)

রক্তের অধিকার সবচেয়ে বড় অধিকার। তাই সর্বপ্রথম এ বিষয়ের হিসাব শুরু হবে।

قال ﷺ : أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء

নবী করীম সা. বলেন, "কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যে বিষয়ের ফায়সালা হবে, তা হলো রক্তের অধিকার।" (মুসলিম-৪৪৭৫)

قال النبي ﷺ : يجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول يا رب هذا قتلني فيقول الله له لم قتلته فيقول قتلته لتكون العزة لك فيقول فإنها لي ويجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول إن هذا قتلني فيقول الله له لم قتلته فيقول لتكون العزة لفلان فيقول إنها ليس لفلان فيبوء بإثمه

নবী করীম সা. আরো বলেন, "কেয়ামতের দিন একজন অপরজনকে ধরে নিয়ে এসে বলবে, হে প্রতিপালক, সে আমাকে হত্যা করেছিল। আল্লাহ বলবেন, কেন তুমি তাকে হত্যা করেছিলে? সে বলবে, এজন্য হত্যা করেছি, যেন আপনার মর্যাদা উন্নীত হয়। প্রতিপালক বলবেন, মর্যাদা একমাত্র আমার জন্যই! অপর ব্যক্তি অন্য একব্যক্তিকে ধরে নিয়ে এসে বলবে, হে

প্রতিপালক, সে আমাকে হত্যা করেছিল। আল্লাহ বলবেন, কেন তুমি তাকে হত্যা করেছিলে? সে বলবে, যেন অমুকের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। প্রতিপালক বলবেন, মর্যাদা তার জন্য নয়। অতঃপর তার জন্য অপরাধ সাব্যস্ত হয়ে যাবে।” (তিরমিযী-৩০২৯)

প্রতিটি মানুষের উচিত, রক্তের অপরাধ থেকে দূরে থাকা। ঝগড়া-বিবাদ, হানাহানি, মারামারি পরিত্যাগ করা। গোস্বাকালে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখা।

* বিচারদিবসে মানুষের অবস্থা

বিচারদিবস এক সুদীর্ঘ কঠিন দিবস, তবে আল্লাহ যার জন্য সহজ করে দেন। মানুষের অবস্থা সেদিন হবে বিভিন্ন রকম।

মহা প্রতাপশালী আল্লাহর সামনে সেদিন সকলেই ভীত সন্ত্রস্ত থাকবে। একে অন্যকে চিনতে চাইবে না। পরস্পর বংশ ভুলে যাবে। আল্লাহ বলেন

﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلَآ أَنسَابَ بَيۡنَهُمۡ يَوۡمَئِذٖ وَلَا يَتَسَآءَلُونَ ١٠١ ﴾

المؤمنون: ١٠١

“অতঃপর যখন শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে, সেদিন তাদের পারস্পরিক আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না এবং একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে না।” (সূরা মুমিনুন-১০১)

বন্ধুত্ব যতই গভীর হোক, সম্পর্ক যতই পুরোনো হোক; কেয়ামতের দিন একে অন্যকে চিনতে চাইবে না। সকলেই নিজের পরিণাম নিয়ে চিন্তিত থাকবে। আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَا يَسْـَٔلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ۝١٠﴾ المعارج: ١٠

"(সেদিন) বন্ধু বন্ধুর খবর নেবে না।" (সূরা মাআরিজ-১০)

সেদিন মানুষ তার পরিবার ও বন্ধুদের থেকে পলায়ন করবে। ভাই-বোন থেকে দূরে থাকবে। সকল ক্ষমতার অবসান ঘটবে সেদিন। সকল প্রতাপশালী চরম লাঞ্ছনার শিকার হবে,

﴿۞ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَىِّ ٱلْقَيُّومِ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ۝١١١﴾ طه: ١١١

"সেই চিরঞ্জীব চিরস্থায়ী সত্তার সামনে সব মুখমণ্ডল অবনমিত হবে এবং ব্যর্থ হবে যে জুলুমের বোঝা বহন করবে।" (সূরা ত্বাহা-১১১)

কত কঠিন হবে সেই দৃশ্য..!!

قال ﷺ : ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل

নবী করীম সা. বলেন, "রাসূলগণ ছাড়া সেদিন কেউ কথা বলার সাহস পাবে না।" (বুখারী-৭০০০)

সেদিন সকলেই তার কৃতকর্ম হাতের সামনে উপস্থিত পাবে। আল্লাহ বলেন,

﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوٓءٍ
تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُۥٓ أَمَدًۢا بَعِيدًا ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُۥ ۗ وَٱللَّهُ رَءُوفٌۢ
بِٱلْعِبَادِ ٣٠ ﴾ آل عمران: ٣٠

"সেদিন প্রত্যেকেই যা কিছু সে ভাল কাজ করেছে; চোখের সামনে দেখতে পাবে এবং যা কিছু মন্দ কাজ করেছে তাও, ওরা তখন কামনা করবে, যদি তার এবং এসব কর্মের মধ্যে ব্যবধান দূরের হতো! আল্লাহ তাঁর নিজের সম্পর্কে তোমাদের সাবধান করছেন। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু।" (সূরা আলে ইমরান-৪০)

* ব্যক্তির রেখে যাওয়া আমল

আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا
قَدَّمُوا۟ وَءَاثَـٰرَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَىْءٍ
أَحْصَيْنَـٰهُ فِىٓ إِمَامٍ مُّبِينٍ ١٢ ﴾

يس: ١٢



"আমিই মৃতদেরকে জীবিত করি এবং তাদের কর্ম ও কীর্তিসমূহ লিপিবদ্ধ করি। আমি প্রত্যেক বস্তু

স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত রেখেছি।" (সূরা ইয়াছিন-১২)

প্রতিপালক মানুষের অবস্থা এবং কৃতকর্ম সংরক্ষণ করছেন। হ্যাঁ.. সেদিন প্রতিটি বস্তুর যথাযথ হিসাব নেওয়া হবে। দুনিয়াতে যা সে করেছে; কুরআনের জ্ঞান শিখেছে এবং এর প্রচার করেছে, সেবামূলক কাজ করেছে, নলকূপ স্থাপন করেছে, নদী প্রবাহিত করেছে, এতিমকে লালন করেছে, জ্ঞানের প্রসার করেছে অথবা সুসন্তান রেখে গেছে। এ সবই মৃত্যুর পর তার জন্য সাদাকায়ে জারিয়ার উপকরণ হবে।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি হারাম বস্তু রেখে গেছে। যেমন, মদ্যশালা, নৃত্যাগার, অশ্লীল টিভি চ্যানেল অথবা উপকথা সম্বলিত পুস্তক, তবে এসবই মৃত্যুর পর তার জন্য গুনাহ সরবরাহের মাধ্যম হবে।



হাশরের ময়দানে সবকিছুই সে উপস্থিত দেখতে পাবে। আল্লাহ বলেন,

﴿ يُنَبَّؤُا۟ ٱلْإِنسَـٰنُ يَوْمَئِذٍۭ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ﴿١٣﴾ بَلِ ٱلْإِنسَـٰنُ عَلَىٰ نَفْسِهِۦ بَصِيرَةٌ ﴿١٤﴾ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُۥ ﴿١٥﴾ ﴾ القيامة: ١٣ – ١٥

“সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে যা সে সামনে প্রেরণ করেছে ও পশ্চাতে ছেড়ে দিয়েছে। বরং মানুষ নিজেই তার নিজের চক্ষুষ্মান। যদিও সে তার অজুহাত পেশ করতে চাইবে।” (সূরা ক্বিয়ামাহ ১৩-১৫)

যে ব্যক্তি কোন গুনাহকে ছোট মনে করল, কেয়ামত দিবসে আল্লাহ তা বড় করে দেখবেন।

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ كَقَوْمٍ نَزَلُوا فِي بَطْنِ وَادٍ فَجَاءَ ذَا بِعُودٍ وَجَاءَ ذَا بِعُودٍ حَتَّى أَنْضَجُوا خُبْزَتَهُمْ وَإِنَّ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ مَتَى يُؤْخَذْ بِهَا صَاحِبُهَا تُهْلِكْهُ

নবী করীম সা. বলেন, “তোমরা ছোট গুনাহ থেকে বেঁচে থেকো! কেননা তার উদাহরণ ঐ দলের ন্যায়, যারা একটি উপত্যকায় অবস্থান করল। সবাই ছোট ছোট লাকড়ি এনে জমা করল। অতঃপর লাকড়িগুলো দিয়ে তারা রুটি পাক করে খেলো। ছোট গুনাহের জন্য কাউকে ধরে ফেলা হলে নির্ঘাত সে ধ্বংস হয়ে যাবে।” (আল-মু’জামুল কাবীর-৫৮৭২)

* অধিকার আদায়ের ধাপসমূহ

অধিকার (হক) আদায় বলতে কোনো বস্তুকে তার প্রকৃত মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেয়া। মানুষের জন্য আল্লাহ অধিকার নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ নিজের জন্যও কিছু অধিকার ধার্য

করেছেন। উভয় প্রকার অধিকারে যদি বিন্দুমাত্র খর্ব করা হয়, তবে এর জন্য জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হতে হবে।

আল্লাহর হক

বান্দাদের উপর আল্লাহর অধিকার (হক) হল, তারা কেবল তাঁরই ইবাদত করবে। তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক সাব্যস্ত করবে না। নামায প্রতিষ্ঠা করবে। যাকাত আদায় করবে। অন্যান্য এবাদতগুলো যত্নসহকারে আদায় করবে। কেয়ামতের দিন প্রথম প্রশ্নই হবে, "দুনিয়াতে তোমরা কীসের এবাদত করতে? রাসূলদের আহ্বানে তোমরা কতটুকু সাড়া দিয়েছিলে?"..

এবাদতসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম হিসাব হবে নামাযের..

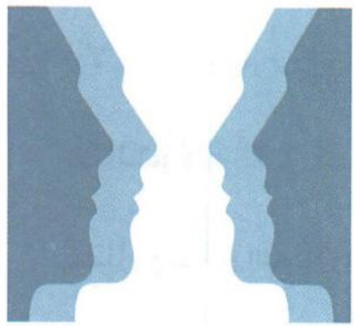
قال رسول الله ﷺ : إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع ؟ فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك

নবী করীম সা. বলেন, "কেয়ামতের দিন বান্দার আমলের মধ্যে সর্বপ্রথম হিসাব হবে নামাযের। নামাযের হিসাব ঠিকঠাক থাকলে সে সফলকাম হয়ে যাবে। আর যদি নামাযে ধরা খেয়ে যায়, তবে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। তবে যদি সামান্য ঘাটতি থাকে, তবে প্রতিপালক বলবেন, দেখ বান্দার কোনো নফল এবাদত আছে কিনা! থাকলে সেগুলো দিয়ে ফরয

নামাযের ক্ষতিগুলো পূরণ করা হবে। এরপর অন্যসব আমলের হিসাব নেয়া হবে।" (তিরমিযী-৪১৩)

বান্দার হক

আল্লাহ মানুষের একে অন্যের উপরও কিছু হক নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। পিতার কিছু হক রয়েছে সন্তানের উপর। আবার সন্তানের কিছু অধিকার রয়েছে পিতার উপর। প্রতিবেশীর কিছু হক রয়েছে। স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক হক রয়েছে। এমনকি জীবজন্তুর প্রতিও কিছু হক রয়েছে।



বান্দার হকসমূহের মধ্যে কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম হিসাব হবে রক্তের অধিকার। সুতরাং যে ব্যক্তি অন্যের হাতে খুন হলো অথবা ছুরিকাঘাতে আহত হলো.. এর বিচার হবে সর্বপ্রথম। যেমনটি পূর্বোক্ত হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।

মানুষকে প্রহার করে অভ্যস্ত

কেয়ামতের দিন প্রহারের মাধ্যমে এ ধরণের ব্যক্তিদের থেকে তারা প্রতিশোধ নেবে

قال النبي ﷺ : ما من رجل يضرب عبدا له إلا أقيد منه يوم القيامة

নবীজী আরো বলেন, "কোনো লোক যদি অপর কোনো লোককে প্রহার করে, তবে কেয়ামতের দিন তার থেকে অনুরূপ প্রতিশোধ নেয়া হবে।" (মুসনাদে বাযযার)

নবী করীম সা. বলেন, "অন্যায়ভাবে যাকে চাবুক দিয়ে আঘাত করা হয়েছে, কেয়ামতের দিন সে এর বদলা গ্রহণ করবে।" (বুখারী-মুসলিম)

عن أم سلمة زوج النبي ﷺ قالت : كان رسول الله في بيتي وكان بيده سواك ، فدعا وصيفة له ، أو لها ، حتى استأثر الغضب في وجهه فخرجت أم سلمة إلى الحجرات ، فوجدت الوصيفة وهي تلعب ببهيمة فقالت : ألا أراك تلعبين بهذه البهيمة ورسول الله ﷺ يدعوك؟ فقالت : لا والذي بعثك بالحق ما سمعتك!! فقال رسول الله ﷺ : لولا خشية القود ، لأوجعتك بهذا السواك.

নবী করীম সা. এর সম্মানিত স্ত্রী উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবী করীম সা. আমার ঘরে ছিলেন। তাঁর হাতে ছিল মিসওয়াক। তিনি ছোট সেবিকাকে ডাকছিলেন। (কয়েকবার ডাকার পর) রাগান্বিত হয়ে গেলেন। অতঃপর উম্মে সালামা ঘর থেকে বেরিয়ে দেখলেন সে জন্তু নিয়ে খেলা করছে।

বললেন, নবীজী তোমাকে ডাকছেন আর তুমি এখানে জন্তু নিয়ে খেলা করছ?! সে নবীজীর কাছে এসে বলল, ঐ সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে প্রেরণ করেছেন, আমি শুনতে পাইনি। তখন আল্লাহর রাসূল বললেন, কেয়ামতের দিন প্রতিশোধের ভয় না থাকলে আমি এই মিসওয়াক দিয়ে তোমাকে ব্যথিত করতাম।” (আল-মু’জামুল কাবীর-৮৮৯)

পাওনাদার

মানুষের হক কখনো বৃথা যাবে না। আল্লাহ তা’লা সকলকে নিজ নিজ অধিকার বুঝিয়ে দেবেন। এমনকি তা সামান্য হলেও!

قال رسول الله ﷺ من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه



নবী করীম সা. বলেন, “কেউ যদি অন্যের উপর অবিচার করে থাকে, তবে আজই যেন সে তা মীমাংসা করে নেয়। সেদিন আসার পূর্বেই, যেদিন দিরহাম-দীনার বলতে কিছু থাকবে না। সৎকর্ম থাকলে অবিচার অনুপাতে কেটে নেয়া হবে। নচেৎ

তার কৃত অপরাধের বোঝা তাকে বহন করতে হবে।" (বুখারী) পাওনাদার আখেরাতে অবশ্যই তার পাওনা বুঝে নেবে। হয়ত সৎকর্মফল নিয়ে নেবে অথবা অসৎকর্মফলের বোঝা তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেবে। দুনিয়ার স্বর্ণমুদ্রা বা রৌপ্যমুদ্রা সেখানে কোনই কাজে আসবে না।

অপবাদ আরোপকারী

কারো প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপকারীকে দুনিয়াতেও এবং আখেরাতেও শাস্তি প্রদান করা হবে। এমনকি কৃতদাসের উপর ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করলে কেয়ামতের দিন মনিবের উপর যিনার দণ্ড কার্যকর হবে।

قال النبي ﷺ : من قذف مملوكه وهو بريء مما قال، جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال.

নবী করীম সা. বলেন, "যে ব্যক্তি তার কৃতদাসকে যিনার অপবাদ দিল, বাস্তবে এমনটি না হলে কেয়ামতের দিন তাকে বেত্রাঘাত করা হবে।" (মুসলিম-৪৪০১)

দরিদ্রদের নিপীড়নকারী

শক্তি, প্রভাব ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে গরিব-দুঃখী মানুষকে নিপীড়নকারী থেকে কেয়ামতের দিন বদলা নেয়া হবে।

عن عائشة : أن رجلا قعد بين يدي النبي ﷺ فقال يا رسول الله إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأشتمهم وأضربهم فكيف أنا منهم ؟ قال يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك وإن كان عقابا إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل قال فتنحى الرجل فجعل يبكي ويهتف فقال رسول الله ﷺ أما تقرأ كتاب { ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال } الآية فقال الرجل والله يا رسول الله ما أجد لي ولهؤلاء شيئا خيرا من مفارقتهم أشهدكم أنهم أحرارا كلهم

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছে যে, একব্যক্তি নবী করীম সা. এর সামনে বসে বলতে লাগল, হে আল্লাহর রাসূল, আমার কিছু কৃতদাস রয়েছে। তারা আমাকে মিথ্যা বলে, আমার সাথে অবাধ্যতা ও বিশ্বাসঘাতকতা করে। ফলে আমি তাদের গালমন্দ করি। প্রহার করি। এতে কি আমার কিছু হবে? নবীজী উত্তরে বললেন, যতটুকু তারা তোমার অবাধ্য হয়েছে বা মিথ্যারোপ করেছে বা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে ততটুকু তাদের থেকে হিসাব নেয়া হবে। আর তাদের প্রতি তোমার শাস্তি যদি অপরাধ অনুপাতে হয়ে থাকে, তবে তাতে তোমার কোনো সমস্যা হবে না। তবে যদি মাত্রাতিরিক্ত শাস্তি দিয়ে থাক, তবে অতিরিক্ত শাস্তির প্রতিশোধ তোমাকে কেয়ামতের দিন পেতে

হবে।” একথা শুনে ব্যক্তি হাউমাউ করে কাঁদকে আরম্ভ করল। আল্লাহর রাসূল বললেন, তুমি কি আল্লাহর গ্রন্থ পাঠ কর না? (অর্থ-) “আমি কেয়ামতের দিন ন্যায়বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব। সুতরাং কারও প্রতি জুলুম হবে না। যদি কোনো আমল সরিষার দানা পরিমাণও হয়, আমি তা উপস্থিত করব এবং হিসাব গ্রহণের জন্যে আমিই যথেষ্ট।” (সূরা আম্বিয়া-৪৭) তখন ব্যক্তিটি বলল, এখন তাদেরকে স্বাধীন করে দেয়াটাই আমার জন্য শ্রেয় মনে করছি। আপনাকে সাক্ষী রেখে বলছি, আজ থেকে তারা সকলেই স্বাধীন।” (তিরমিযী-৩১৬৫)

এই হল অবিচারের পরিণাম। অবশ্যই তা থেকে আমাদের বিরত থাকা উচিত। অবিচার কেয়ামতের দিন অন্ধকার হয়ে দেখা দেবে।



প্রশ্ন, কেয়ামতের দিন কীভাবে প্রতিশোধ নেয়া হবে?

উত্তরঃ অবিচারের পরিবর্তে যদি তার সৎকর্মফল থাকে, তবে অনুরূপ কেটে নেয়া হবে। অন্যথায় অবিচারককে তাদের পাপভার বহন করতে হবে।

قال رسول الله ﷺ من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه

নবী করীম সা. বলেন, "কেউ যদি অন্যের উপর অবিচার করে থাকে, তবে আজই যেন সে তা মীমাংসা করে নেয়। সেদিন আসার পূর্বেই, যেদিন দিরহাম-দীনার বলতে কিছু থাকবে না। সৎকর্ম থাকলে অবিচার অনুপাতে কেটে নেয়া হবে। নচেৎ তার কৃত অপরাধের বোঝা তাকে বহন করতে হবে।" (বুখারী-২৩১৭)

জীবজন্তুদের হক

পরম সুবিচারের বহিঃপ্রকাশ হল, কেবল মানুষের পারস্পরিক নয়; বরং জীবজন্তুদের পারস্পরিক অন্যায় অবিচারের প্রতিশোধও আল্লাহ গ্রহণ করবেন।



قال النبي ﷺ : لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء



নবী করীম সা. বলেন, "নিশ্চয় কেয়ামতের দিন সকল অধিকার ফিরিয়ে দেয়া হবে; এমনকি শিংবাহী

ছাগল থেকে শিংবিহীন ছাগল (দুনিয়াতে কৃত আঘাতের পরিবর্তে) প্রতিশোধ গ্রহণ করবে।" (মুসলিম-৬৭৪৫)

কেউ যদি জীবজন্তুকে কষ্ট দিয়ে থাকে, তবে আখেরাতে এর বদলা নেয়া হবে।

قال رسول الله ﷺ عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار فقال لا أنت أطعمتها ولا سقيتها حين حبستها ولا أنت أرسلتها فأكلت من خشاش الأرض

নবী করীম সা. বলেন, "জনৈক মহিলা একটি বিড়ালকে আটকে রেখে কষ্ট দিয়েছিল। বিড়ালটি কষ্টে মৃত্যুবরণ করলে এর পরিবর্তে ঐ মহিলা জাহান্নামে গিয়েছিল। আল্লাহ বললেন, আবদ্ধ রেখে তুমি তাকে খাদ্য দাওনি, পানি দাওনি; জমিন থেকে কিছু খাওয়ার জন্য ছেড়েও দাওনি।" (বুখারী-২২৩৬)

এটিই হলো আল্লাহ তা'লার ন্যায়পরায়ণতার শীর্ষ চূড়া। সকলের প্রাপ্যই তিনি যথাযথভাবে বুঝিয়ে দেবেন।

* হাশরের বিচারালয়ে সাক্ষীবৃন্দ

কেয়ামতের দিন পুরো ময়দান প্রতিপালকের নূর দ্বারা আলোকিত থাকবে। সৃষ্টির বিচারকার্য সমাধা করতে তিনি নূর ছড়িয়ে দেবেন। নবী ও শহীদদেরকে উপস্থিত করা হবে। আল্লাহ বলেন,

﴿وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِتَٰبُ وَجِا۟ىٓءَ بِٱلنَّبِيِّـۧنَ
وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِىَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٩﴾﴾ الزمر: ٦٩

"জমিন তার পালনকর্তার নূরে উদ্ভাসিত হবে, আমলনামা স্থাপন করা হবে, নবী ও সাক্ষীগণকে আনা হবে এবং সকলের মধ্যে ন্যায় বিচার করা হবে- তাদের প্রতি অবিচার করা হবে না।" (সূরা যুমার-৬৯)

প্রশ্ন, কারা সেই সাক্ষী এবং কীসের উপর সাক্ষ্য দেবে?

স্বয়ং আল্লাহ সর্বপ্রথম মানুষকে তাদের আমল জানিয়ে দেবেন। তিনিই প্রধান সাক্ষী। কোন কিছুই তার থেকে গোপনীয় নয়। আল্লাহ বলেন,

﴿وَٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٨﴾﴾ آل عمران: ٩٨

"তোমরা যা করছ তা তিনি প্রত্যক্ষ করছেন।" (সূরা আলে ইমরান-৯৮)

আমাদের নবী মোহাম্মাদ সা. ও তাঁর উম্মত সকল সম্প্রদায়ের উপর সাক্ষী হবে



নবী রাসূলদেরকে আল্লাহ তা'লা সৃষ্টির প্রতি রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছিলেন। তারা মানুষকে সুসংবাদ দিয়েছেন এবং ভীতি

প্রদর্শন করেছেন। কেউ তাদের কথা শুনেছে আবার কেউ তাদেরকে মিথ্যারোপ করেছে। কেয়ামতের দিন সকল সৃষ্টি যখন আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে- আল্লাহর ভাষ্য,

﴿فَلَنَسْـَٔلَنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْـَٔلَنَّ ٱلْمُرْسَلِينَ ۝٦ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ ۖ وَمَا كُنَّا غَآئِبِينَ ۝٧﴾ الأعراف: ٦ - ٧

"অতএব, আমি অবশ্যই তাদেরকে জিজ্ঞেস করব যাদের কাছে রাসূল প্রেরিত হয়েছিল এবং আমি অবশ্যই রাসূলদেরকে জিজ্ঞেস করব। অতঃপর আমি সজ্ঞানে তাদের কাছে অবস্থা বর্ণনা কর। বস্তুতঃ আমি অনুপস্থিত ছিলাম না।" (সূরা আ'রাফ ৬,৭)

বিভিন্ন সম্প্রদায় যখন তাদের কাছে আগত রিসালাতকে অস্বীকার করবে, তখন নবী মোহাম্মাদ সা. এবং তাঁর উম্মত সেই নবী রাসূলদের পক্ষে সাক্ষ্য দেবেন। আল্লাহ বলেন,

﴿لِّتَكُونُوا۟ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ﴾ البقرة: ١٤٣

"যাতে করে তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমণ্ডলীর জন্যে.." (সূরা বাক্বারা-১৪৩)

قال رسول الله ﷺ يدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يا رب فيقول هل بلغت ؟ فيقول نعم فيقال لأمته هل بلغكم ؟ فيقولون ما أتانا من نذير فيقول من يشهد لك ؟ فيقول محمد وأمته فيشهدون أنه قد بلغ.

فذلك قوله جل ذكره { وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا }) . والوسط العدل

নবী করীম সা. বলেন, "কেয়ামতের দিন নূহকে ডাকা হবে। তিনি বলবেন, "উপস্থিত হে প্রতিপালক"। জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি কি বাণী পৌঁছিয়েছিলে? বলবেন, হ্যাঁ। তার উম্মতকে জিজ্ঞেস করা হবে, তিনি কি তোমাদেরকে বাণী পৌঁছিয়েছেন? সকলেই বলবে, আমাদের কাছে কোনো ভীতি প্রদর্শনকারী আসেনি। প্রতিপালক বলবেন, তোমার পক্ষে কে সাক্ষ্য দেবে হে নূহ! তিনি বলবেন, মোহাম্মাদ ও তাঁর উম্মত। অতঃপর তোমরা তার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে। এটিই হলো আল্লাহর বাণীর মর্মার্থ "এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী সম্প্রদায় করেছি যাতে করে তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমণ্ডলীর জন্যে" (সূরা বাক্বারা-১৪৩)

সুতরাং উম্মতে মোহাম্মাদী হলো কেয়ামতের দিন সকল মানুষের উপর সাক্ষী। অন্য বর্ণনায়- উম্মতে মোহাম্মাদী সকল নবীদের পক্ষে তাদের সম্প্রদায়ের উপর সাক্ষ্য দেবে।

قال رسول الله ﷺ : يجيء النبي ومعه رجل ويجيء النبي ومعه الرجلان وأكثر من ذلك. فيقال له هل بلغت قومك ؟ فيقول نعم . فيدعى قومه فيقال هل بلغكم ؟ فيقولون لا . فيقال من شهد لك ؟ فيقول محمد وأمته .

فتدعى أمة محمد فيقال هل بلغ هذا ؟ فيقولون نعم . فيقول وما علمكم بذلك ؟ فيقولون أخبرنا نبينا بذلك أن الرسل قد بلغوا فصدقناه .

নবী করীম সা. বলেন, "কেয়ামতের দিন একজন নবী আসবে, যার অনুসারী কেবল একজন। আরেকজন আসবে, যার অনুসারী দু'জন বা ততোধিক। তাকে বলা হবে, তুমি কি আপন সম্প্রদায়ের কাছে বাণী পৌঁছিয়েছ? তিনি বলবেন, হ্যাঁ..। অতঃপর তাদের সম্প্রদায়কে ডেকে বলা হবে, সে কি তোমাদের কাছে বাণী পৌঁছিয়েছে? তারা বলবে, না। নবীকে বলা হবে, কে তোমার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে? বলবে, মোহাম্মাদ ও তাঁর উম্মত। অতঃপর উম্মতে মোহাম্মাদীকে ডেকে জিজ্ঞেস করা হবে, সে কি আল্লাহর বাণী পৌঁছিয়েছে? সকলেই বলবে, হ্যাঁ..! প্রতিপালক বলবেন, তোমরা কী করে জানলে? তারা বলবে, আমাদের নবী আমাদেরকে অবহিত করেছেন যে, নবীগণ আল্লাহর বাণী পৌঁছিয়েছেন। আর আমরা নবীর কথা সত্যায়ন করেছি।" (মুসলিম-৫৪৯)

নবী মোহাম্মাদ সা. স্বীয় উম্মতের উপর সাক্ষী

তিনি সাক্ষ্য দেবেন যে, তিনি উম্মতের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছিয়েছেন। তাদেরকে ভীতিপ্রদর্শন করেছেন। সকল কল্যাণকর বিষয়ে সংবাদ শুনিয়েছেন। সকল অনিষ্ট থেকে তাদের সতর্ক করেছেন। আল্লাহ বলেন,

﴿ فَكَيۡفَ إِذَا جِئۡنَا مِن كُلِّ أُمَّةِۭ بِشَهِيدٖ وَجِئۡنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ شَهِيدٗا ٤١ ﴾ النساء: ٤١



"আর তখন কী অবস্থা দাঁড়াবে, যখন আমি ডেকে আনব প্রতিটি উম্মতের মধ্য থেকে অবস্থা বর্ণনাকারী এবং আপনাকে ডাকব তাদের উপর অবস্থা বর্ণনাকারীরূপে।" (সূরা নিসা-৪১)

কেয়ামতের সেই সাক্ষ্যর বিষয়টি স্মরণ করে তিনি কেঁদে ফেলেছিলেন। এমনকি অতি ক্রন্দনের ফলে তাঁর দাড়ি ভিজে উঠেছিল (তাঁর জন্য আমার পিতা-মাতা উৎসর্গ হোক)

قال النبي ﷺ لعبد الله بن مسعود : اقرأ علي قال : يا رسول الله اقرأ عليك وعليك أنزل ؟ قال : إني أحب أن أسمعه من غيري قال : فقرأت سورة النساء حتى أتيت هذه الآية : { فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد و جئنا بك على هؤلاء شهيدا } فقال ﷺ : حسبك الآن.. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان .

একদা তাঁর নিকট আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ বসা ছিলেন। তিনি বললেন, আমাকে কুরআন পড়ে শুনাও! ইবনে মাসউদ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনার উপরই তো কুরআন অবতীর্ণ হয়,

আমি আপনাকে পড়ে শুনাবো? নবীজী বললেন, আমি অন্যের থেকে কুরআন শ্রবণ পছন্দ করি। ইবনে মাসউদ রা. বলেন, অতঃপর আমি সূরায়ে নিসার কিছু আয়াত পাঠ করে এই আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলাম- (অর্থ-) “আর তখন কী অবস্থা দাঁড়াবে, যখন আমি ডেকে আনব প্রতিটি উম্মতের মধ্য থেকে অবস্থা বর্ণনাকারী এবং আপনাকে ডাকব তাদের উপর অবস্থা বর্ণনাকারীরূপে।” নবীজী বললেন, ব্যাস..! আমি নবীজীর দিকে তাকিয়ে দেখলাম তাঁর দু’চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছে।” (বুখারী-৪৭৬৩)

কী পরিমাণ দয়া ও ভালোবাসা ছিল উম্মতের প্রতি। সুতরাং উম্মত হিসেবে আমরা যেন তার সেই সুধারণা রক্ষা করি। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে তাঁকেও খুশি করে তুলি।

প্রত্যেক রাসূল স্বীয় উম্মতের উপর সাক্ষী

অতঃপর নবীগণ নিজ নিজ সম্প্রদায়ের জন্য সাক্ষী হয়ে আসবেন। তারা আপন সম্প্রদায়ের প্রতি আল্লাহর বাণী পৌঁছানোর এবং শিরকের পরিণাম সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করার পক্ষে সাক্ষী দেবেন। আল্লাহ বলেন,

﴿وَنَزَعۡنَا مِن كُلِّ أُمَّةٖ شَهِيدٗا فَقُلۡنَا هَاتُواْ بُرۡهَٰنَكُمۡ فَعَلِمُوٓاْ أَنَّ ٱلۡحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنۡهُم مَّا كَانُواْ يَفۡتَرُونَ ٧٥﴾ القصص: ٧٥

"প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে আমি একজন সাক্ষী আলাদা করব; অতঃপর বলব, তোমাদের প্রমাণ আন। তখন তারা জানতে পারবে যে, সত্য আল্লাহর এবং তারা যা গড়ত, তা তাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে যাবে।" (সূরা কাসাস-৭৫)
আয়াতে সাক্ষী বলতে নবীগণ উদ্দেশ্য।

প্রহরী ফেরেশতাগণ

প্রহরী ফেরেশতাগণ কখনই মানুষ থেকে পৃথক হন না। জাগ্রত অবস্থায় বা নিদ্রায়.. সর্বক্ষণ তারা আমল সংরক্ষণের কাজে ব্যস্ত। মানুষের সকল কথা এবং কাজ তারা সংরক্ষণ করেন। আল্লাহ তা'লা বলেন,

﴿وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا﴾ يونس: ٦١

"যে কোন কাজই তোমরা কর আমি তোমাদের নিকট উপস্থিত থাকি।" (সূরা ইউনুস-৬১)
কেয়ামতের দিন তারা মানুষের জন্য সাক্ষী দেবে। কতবার সে নামায পড়েছে, কতবার সে আল্লাহর দরবারে দোয়া করেছে, কতবার কুরআন পাঠ করেছে।

মানুষ নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে

কৃত পাপের স্বীকারোক্তি দেবে। কাফেররা তাদের কুফুরি সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। অপরাধীরা তাদের অপরাধের কথা বলতে

থাকবে। একাধিক সাক্ষীর উপস্থিতিতে তারা অস্বীকার করার সাহস পাবে না। আল্লাহ বলেন,

﴿ وَشَهِدُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا۟ كَـٰفِرِينَ ﴿١٣٠﴾ ﴾

الأنعام: ١٣٠

"তারা নিজেদের বিরুদ্ধে স্বীকার করে নিয়েছে যে, তারা কাফের ছিল।" (সূরা আনআম-১৩০)

জমিনের সাক্ষ্য



জমিন তার উপর কৃত সকল আমলের সাক্ষ্য দেবে। নামাযী ব্যক্তির নামায সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। মুজাহিদদের প্রতিটি পদক্ষেপ সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। পাশাপাশি ব্যভিচারীর ব্যভিচার সম্পর্কেও সাক্ষ্য দেবে। চুরের চুরি বলে দেবে। খুনির খুন ফাঁস করে দেবে। অপরাধীদের সেদিন পলায়নের কোনো পথ থাকবে না। আল্লাহ বলেন,

﴿ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴿٤﴾ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ﴿٥﴾ ﴾ الزلزلة: ٤ - ٥

"সেদিন সে তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে, কারণ আপনার পালনকর্তা তাকে আদেশ করবেন।" (সূরা যিলযাল ৪,৫)

عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : قرأ رسول الله ﷺ هذه الآية { يومئذ تحدث أخبارها } قال : أتدرون ما أخبارها ؟ قالوا : الله و رسوله أعلم قال : فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد و أمة بما عمل على ظهرها أن تقول عمل كذا في يوم كذا فهذه أخبارها

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, একদা নবী করীম সা. উপরোক্ত আয়াত পাঠ করে বলতে লাগলেন, তোমরা কি জান জমিনের বৃত্তান্ত-বর্ণনা কী? সবাই বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জানেন। বললেন, তার বৃত্তান্ত-বর্ণনা হল, প্রত্যেক স্বাধীন ও কৃতদাস তার বুকে কী কী কাজ করেছে সেগুলো প্রকাশ করা। সে বলবে, অমুক আমার উপর অমুক দিন অমুক কাজ করেছে..!" (তিরমিযী-২৪২৯)

قال النبي ﷺ : تحفظوا من الأرض فإنها أمكم ، وإنه ليس من أحد عامل عليها خيرا أو شرا إلا وهي مخبرة به

নবীজী আরো বলেন, "তোমরা জমিনকে সংরক্ষণ কর, কারণ তা হল তোমাদের মাতা সদৃশ। মানুষ তার উপর যত কাজ করেছে, কেয়ামতের দিন সে সকল কাজের সাক্ষ্য দেবে।" (তাবারানী)

পালনকর্তার সাথে সাক্ষাত করতে হবে, তাঁর সামনে দাঁড়াতে হবে জানার পরও মানুষ কী করে অপরাধে লিপ্ত হয়!

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য

যে চোখ দিয়ে সে দেখেছে, যে কান দিয়ে সে শুনেছে, যে হাত দিয়ে সে স্পর্শ করেছে, যে পা দিয়ে হেটে চলেছে; এমনকি দেহের চামড়াও একদিন সাক্ষ্য দেবে। তেমনি পেট, পিঠ, গোছা, ঊরু ইত্যাদিও..!



আল্লাহ বলেন,

﴿ ٱلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰٓ أَفْوَٰهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ﴿٦٥﴾ ﴾

يس: ٦٥

"আজ আমি তাদের মুখে মোহর এঁটে দেব তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে।" (সূরা ইয়াসিন-৬৫)

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾ ﴾

النور: ٢٤

"যেদিন প্রকাশ করে দেবে তাদের জিহ্বা, তাদের হাত ও তাদের পা, যা কিছু তারা করত।" (সূরা নূর-২৪)

عن أنس قال : كنا عند رسول الله ﷺ فضحك فقال هل تدرون مما ضحكت قلنا الله ورسوله أعلم قال من مخاطبة العبد ربه يقول يا رب ألم تجرني من الظلم قال يقول بلى قال فيقول إني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا فيختم على فيه ويقال لأركانه انطقي فتنطق بأعماله ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول بعدا لكم وسحقا فعنكن كنت أناضل

আনাছ রা. বলেন, একদা আমরা নবী করীম সা. এর কাছে ছিলাম, তিনি হেসে দিয়ে বললেন, তোমরা কি বুঝতে পারছ কীজন্যে আমি হাসছি? বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জানেন। বললেন, আল্লাহর সাথে বান্দার সংলাপ স্মরণ করে..। বান্দা বলবে, হে প্রতিপালক! আপনি কি আমাকে অবিচার থেকে মুক্তি দেবেন না? প্রতিপালক বলবেন, অবশ্যই! সে বলবে, আজ আমি নিজসত্তা ছাড়া অন্য কারো সাক্ষ্য গ্রহণ করব না। অতঃপর প্রতিপালক বলবেন, তোমার সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য আজ তুমিই যথেষ্ট। পাশাপাশি তোমার সাথে আছে লিপিকার ফেরেশতা। অতঃপর তার মুখ বন্ধ করে দেয়া হবে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে বলা হবে, বল! অতঃপর অঙ্গসমূহ তার কৃতকর্মের বিবরণ তুলে ধরবে। অতঃপর পুনরায় কথা বলার অনুমতি দেয়া হলে সে নিজের অঙ্গসমূহকে লক্ষ্য করে বলবেঃ ধিক তোদের! তোদের

বাঁচানোর জন্যই তো আমি মিথ্যা বলছিলাম। তোদেরকে আগুন থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিলাম।" (মুসলিম-৭৬২৯)

অন্য হাদিসে নবী করীম সা. কেয়ামতের দিন বান্দাদের প্রশ্নোত্তর পর্বের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন,

ثُمَّ يَلْقَى الثَّالِثَ فَيَقُولُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ آمَنْتُ بِكَ وَبِكِتَابِكَ وَبِرُسُلِكَ وَصَلَّيْتُ وَصُمْتُ وَتَصَدَّقْتُ. وَيُثْنِي بِخَيْرٍ مَا اسْتَطَاعَ فَيَقُولُ هَا هُنَا إِذًا ثُمَّ يُقَالُ لَهُ الآنَ نَبْعَثُ شَاهِدَنَا عَلَيْكَ. وَيَتَفَكَّرُ فِي نَفْسِهِ مَنْ ذَا الَّذِى يَشْهَدُ عَلَيَّ فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ وَيُقَالُ لِفَخِذِهِ وَلَحْمِهِ وَعِظَامِهِ انْطِقِي فَتَنْطِقُ فَخِذُهُ وَلَحْمُهُ وَعِظَامُهُ بِعَمَلِهِ وَذَلِكَ لِيُعْذِرَ مِنْ نَفْسِهِ. وَذَلِكَ الْمُنَافِقُ وَذَلِكَ الَّذِى يَسْخَطُ اللَّهُ عَلَيْهِ.

".. অতঃপর তৃতীয়জন অনুরূপ বলতে থাকবে। বলবে, হে প্রতিপালক, আমি আপনার প্রতি, আপনার কিতাবসমূহের প্রতি, আপনার রাসূলদের প্রতি বিশ্বাসী ছিলাম। দুনিয়াতে আমি নামায পড়েছি, রোযা রেখেছি, যাকাত আদায় করেছি.. এভাবে যতগুলো পারবে বলবে। প্রতিপালক বলবেন, এখানে এসেও মিথ্যা বলছ? অতঃপর বলা হবে, এখন আমার পক্ষের সাক্ষী বের করব। এমনসময় সে নিজেকে নিয়ে চিন্তা করতে থাকবে; কে তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে পারে..! অতঃপর তার মুখে মোহর এঁটে দেওয়া হবে। উরু, মাংস ও হাড়কে বলা হবে, সাক্ষ্য দাও! অতঃপর এগুলো তার কৃতকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবেঃ এ হলো

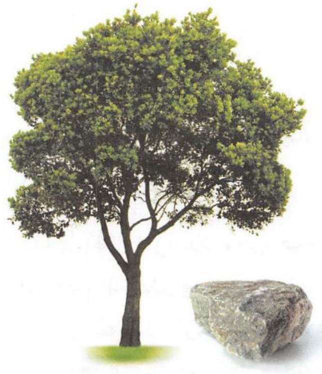
মুনাফিক, এ হলো মিথ্যুক, নিজের সম্পর্কে সে অজুহাত পেশ করছে, এর উপর প্রতিপালক অসন্তুষ্ট হয়েছেন।" (মুসলিম-৭৬২৮)

পাথর ও বৃক্ষকুলের সাক্ষ্য

এগুলোও কেয়ামতের দিন মানুষের পক্ষে বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে। মুয়াযযিনের জন্য আযানের সাক্ষ্য দেবে। হাদিসে আছে,

قال ﷺ : فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة

"মুয়াযযিনের আযানের ধ্বনি যতদূর পর্যন্ত পৌঁছায়, তত দূর পর্যন্ত যত জ্বিন, ইনসান এবং যত বস্তু রয়েছে, সকলেই তার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে।" (বুখারী-৫৮৪)



হিসাব গ্রহণের পূর্বে নিজের হিসাব নিজেই করে নাও!
আমল পরিমাপের পূর্বে নিজের আমল মেপে নাও!
আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতে পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে যাও!

মীযান (মানদণ্ড)

হাশরের ময়দানে সবাইকে যথাযথ প্রতিফল প্রদানের জন্য মানুষের কৃতকর্ম পরিমাপ করতে মানদণ্ড স্থাপন করা হবে। আমল পরিমাপের ধাপ শুরু হবে প্রশ্নোত্তর ও হিসাব নিকাশ শেষে। কারণ, হিসাব-নিকাশ হলো আমলের প্রতিদান নির্ধারণের জন্য, আর পরিমাপ হলো আমলের পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য; যেন পরিপূর্ণ প্রতিফল সাব্যস্ত হয়, বিন্দুমাত্র তারতম্যের কোন অবকাশ না থাকে।

* কী সেই মীযান?
* কী তার বৈশিষ্ট্য? কেমন তার আকৃতি?
* কী পরিমাপ করা হবে?
* সকল কৃতকর্মই কি মাপে আসবে?

ভূমিকা

আল্লাহ তা'লা কুরআনুল কারীমে মীযানের কথা উল্লেখ করে তার জন্য যথাযথ প্রস্তুতি নিতে মানুষকে আদেশ করেছেন। নবী করীম সা. মীযানের বর্ণনা দিয়ে তাতে ভারী ও হালকা আমল সম্পর্কে উম্মতকে অবহিত করেছেন।

* মীযান স্থাপন সংক্রান্ত প্রমাণ

আল্লাহ বলেন,

﴿وَنَضَعُ ٱلۡمَوَٰزِينَ ٱلۡقِسۡطَ لِيَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ فَلَا تُظۡلَمُ نَفۡسٞ شَيۡـٔٗاۖ وَإِن كَانَ مِثۡقَالَ حَبَّةٖ مِّنۡ خَرۡدَلٍ أَتَيۡنَا بِهَاۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَٰسِبِينَ ٤٧﴾ الأنبياء: ٤٧



"আমি কেয়ামতের দিন ন্যায়বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব। সুতরাং কারও প্রতি জুলুম হবে না। যদি কোনো আমল সরিষার দানা পরিমাণও হয়, আমি তা উপস্থিত করব এবং হিসাব গ্রহণের জন্য আমিই যথেষ্ট।" (সূরা আম্বিয়া-৪৭)

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلَآ أَنسَابَ بَيۡنَهُمۡ يَوۡمَئِذٖ وَلَا يَتَسَآءَلُونَ ﴿١٠١﴾ فَمَن ثَقُلَتۡ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ﴿١٠٢﴾ وَمَنۡ خَفَّتۡ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ فِي جَهَنَّمَ خَٰلِدُونَ ﴿١٠٣﴾﴾ المؤمنون: ١٠١ - ١٠٣

"অতঃপর যখন শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে, সেদিন তাদের পারস্পরিক আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না এবং একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে না। যাদের পাল্লা ভারী হবে, তারাই হবে সফলকাম। আর যাদের পাল্লা হালকা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতি সাধন করেছে, তারা দোযখেই চিরকাল বসবাস করবে।" (সূরা মুমিনুন ১০১-১০৩)

قال النبي ﷺ كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده

নবী করীম সা. বলেন, "দুটি বাক্য, উচ্চারণে অতি সহজ, তবে মীযানে অনেক ভারী হবে এবং দয়াময় আল্লাহর কাছেও বাক্য দু'টি প্রিয়ঃ

سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده

অর্থঃ (আমরা আল্লাহর প্রশংসা ও পবিত্রতার গুণগান করছি। মহান আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি।" (বুখারী-৬০৪৩)

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. এর পায়ের দুই গোছা সম্পর্কে নবীজী বলেছিলেন,

لهما في الميزان أثقل من أحد

"ওই দুটি পা মীযানে ওহুদ পর্বত অপেক্ষা ভারী পড়বে।" সামনে বিস্তারিত বিবরণ আসছে।

* মীযানের আকার

কুরআন হাদিসের বর্ণনাসমূহে চিন্তা করলে স্পষ্ট বুঝে আসে যে, মীযান হবে প্রকৃত মানদণ্ড। পরিমাপ করার জন্য একটি কজ্বা ও দু'টি পাল্লা থাকবে। একটি ভারী হলে অপরটি হালকা হয়ে যাবে। তবে এর আয়তন সম্পর্কে স্পষ্ট কিছু বর্ণিত নয়। আল্লাহ ছাড়া এর সঠিক আয়তন সম্পর্কে কেউ অবগত নয়। সেটি হবে বিশাল এক মানদণ্ড।

عن سلمان : عن النبي ﷺ قال : يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات و الأرض لوسعت فتقول الملائكة : يا رب لمن يزن هذا ؟ فيقول الله تعالى : لمن شئت من خلقي فتقول الملائكة : سبحانك ما عبدناك حق عبادتك

নবী করীম সা. বলেন, "কেয়ামতের দিন মীযান স্থাপন করা হবে। সকল আসমান ও জমিন যদি তাতে পরিমাপ করতে হয়, করা যাবে। ফেরেশতাগণ বলবেন, হে প্রতিপালক, কার জন্য পরিমাপ হবে? আল্লাহ বলবেন, আমার সৃষ্টি থেকে যার জন্য ইচ্ছা! তখন ফেরেশতাগণ বলবেন, আমরা আপনার পবিত্রতা

ঘোষণা করছি। সত্যিই, আমরা আপনার যথাযথ উপাসনা করতে পারিনি।” (মুস্তাদরাকে হাকিম-৮৭৩৯)

* সূক্ষ্ম এক মানদণ্ড

চরম সুবিচারের বহিঃপ্রকাশ। মানুষের ছোট-বড় সকল কৃতকর্ম সেখানে তোলা হবে। আল্লাহ বলেন,

﴿وَنَضَعُ ٱلۡمَوَٰزِينَ ٱلۡقِسۡطَ لِيَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ فَلَا تُظۡلَمُ نَفۡسٞ شَيۡـٔٗاۖ وَإِن كَانَ مِثۡقَالَ حَبَّةٖ مِّنۡ خَرۡدَلٍ أَتَيۡنَا بِهَاۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَٰسِبِينَ ٤٧﴾

الأنبياء: ٤٧

“কেয়ামতের দিন আমি ন্যায়বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব। সুতরাং কারও প্রতি জুলুম হবে না। যদি কোনো আমল সরিষার দানা পরিমাণও হয়, আমি তা উপস্থিত করব এবং হিসাব গ্রহণের জন্য আমিই যথেষ্ট।” (সূরা আম্বিয়া-৪৭)

প্রশ্ন, মীযান কি একটি হবে নাকি একাধিক?

উত্তরঃ একাধিক মীযানও হতে পারে। হতে পারে প্রত্যেক মুমিনের জন্য পৃথক মানদণ্ড। অথবা মুমিনদের জন্য এক মীযান এবং কাফেরদের জন্য ভিন্ন মীযান। প্রত্যেক উম্মতের জন্য পৃথক পৃথক মীযানও হতে পারে। এর সঠিক জ্ঞান কেবল আল্লাহর কাছেই। তবে

﴿وَنَضَعُ ٱلْمَوَٰزِينَ﴾

"আমি কেয়ামতের দিন ন্যায়বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব" আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, মীযান একাধিক হবে। আবার উক্ত আয়াতে মানদণ্ড বলতে পরিমাপকৃত বিষয়ও উদ্দেশ্য হতে পারে।

* মীযানে কী রাখা হবে?

পরিমাপকৃত কি মানুষের কৃতকর্ম, আমলনামা নাকি বান্দা নিজেই?

উলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মত হলো, সবগুলোই পরিমাপযোগ্য। বিভিন্ন হাদিসে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

কৃতকর্ম পরিমাপ

কতিপয় হাদিসে মানুষের কৃতকর্ম পরিমাপের কথা বলা হয়েছে।

عن أبي هريرة : عن النبي ﷺ قال

كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده



নবী করীম সা. বলেন, "দুটি বাক্য, যা উচ্চারণে অতি সহজ, তবে মীযানে অনেক ভারী এবং দয়াময় আল্লাহর কাছেও বাক্য দু'টি প্রিয়ঃ যার অর্থঃ (আমরা আল্লাহর প্রশংসা ও পবিত্রতার গুণগান করছি। মহান আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি।" (বুখারী-৬০৪৩)

অন্যত্র নবীজী বলেন, "আল্লাহর প্রশংসা পাঠ মীযানকে ভরে দেবে।" (মুসলিম-৫৫৬)

আমলনামা পরিমাপ

মানুষের কৃতকর্মের বিবরণ-সম্বলিত আমলনামা পরিমাপ হবে। নবী করীম সা. কালেমায়ে শাহাদাৎ লিখিত কাগজ মীযানে স্থাপন সংক্রান্ত হাদিসের মধ্যে বলেন,

قال رسول الله ﷺ : يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له تسع و تسعون سجلا كل سجل مد البصر ثم يقال له أتنكر من هذا شيئا فيقول : لا يا رب فيقول ألك عذر أو حسنة فيهاب الرجل فيقول : لا يا رب فيقول بلى : إن لك عندنا حسنات و أنه لا ظلم عليك فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا عبده و رسوله فيقول : يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقول : إنك لا تظلم قال فيوضع السجلات في كفه و البطاقة في كفه فطاشت السجلات و ثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء

“একব্যক্তিকে কেন্দ্র করে কেয়ামতের দিন সকল সৃষ্টির মধ্যে হৈ-চৈ পড়ে যাবে। তার বিপক্ষে নিরানব্বইটি সংরক্ষিত কাগজ উন্মুক্ত করা হবে। প্রতিটি কাগজ দৃষ্টিসীমা পরিমাণ দীর্ঘ। আল্লাহ বলবেন, এগুলো তুমি অস্বীকার করতে পারবে? সে বলবে, না হে প্রতিপালক! বলবেন, আমার পক্ষ থেকে নিযুক্ত ফেরেশতাগণ কি তোমার প্রতি অবিচার করেছে? সে বলবে, না হে প্রতিপালক! প্রতিপালক বলবেন, তোমার কিছু বলার আছে? তোমার কি কোন নেকী আছে? অতঃপর লোকটি ভয় পেয়ে বলবে, না। প্রতিপালক বলবেন, নিশ্চয় তোমার জন্য আমার কাছে একটি পুণ্য রয়েছে। আজ তোমার প্রতি অবিচার করা হবে না। অতঃপর একটি কাগজ বের করা হবে যেখানে লেখা

أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا عبده و رسوله

সে বলবে, হে প্রতিপালক! এতগুলো বিশাল তালিকার সামনে এই ছোট্ট চিরকুটের কীই-বা মূল্য! প্রতিপালক বলবেন, আজ তোমার প্রতি অবিচার করা হবে না। অতঃপর সকল কাগজগুলো এক পাল্লায় রাখা হবে এবং ছোট্ট চিরকুট অপর পাল্লায় রাখা হবে। অতঃপর দীর্ঘ কাগজগুলোর পাল্লা ধপাস করে পড়ে যাবে এবং ছোট্ট চিরকুটের পাল্লা ভারী হয়ে যাবে। আল্লাহর নামের বিপরীতে কোন কিছু ভারী হতে পারে না।” (তিরমিযী-২৬৩৯)

বুঝা গেল, মানুষের আমলনামাও পরিমাপ হবে।



প্রাসঙ্গিক

শুধু "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেবে?

হাদিসে বলা হয়েছে যে, একত্ববাদের স্বীকৃতি সকল গুনাহকে মুছে দেয়। যে স্বীকৃতির পর মুরতাদ হওয়ার ভয় থাকে না। ইসলাম থেকে বের হওয়ার অবকাশ থাকে না। তবে যদি মুরতাদ হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তবে তার "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" কেবল একটি বাক্য উচ্চারণ ছাড়া কিছু নয়।

قيل للحسن البصير : إن ناسا يقولون : من قال لا إله إلا اللهُ دخل الجنة. فقال: من قال لا إله إلا اللهُ ، فأدى حقها وفرضها دخل الجنة

হাসান বসরী রহ. কে জিজ্ঞেস করা হলো, অনেকে বলে থাকে, যে ব্যক্তি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। উত্তরে তিনি বললেন, যে ব্যক্তি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলবে এবং তার সমুদয় অধিকার ও ফরযগুলো আদায় করবে, সেই জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

হ্যাঁ.. "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" তখনই জান্নাতে প্রবেশের উপকরণ হবে, যখন এ বাক্যের সমুদয় চাহিদা পূরণ হবে। মুনাফিকরা যদি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলে, তাদের কোনো কাজে আসবে না; বরং তাদের ঠিকানা জাহান্নামের সর্বনিম্নেই হবে। কারণ,

তারা কেবল মুখেই বলে, অন্তরে বিশ্বাস করে না। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়ে তার চাহিদাগুলো পূরণ করে না।

স্বয়ং ব্যক্তিও পরিমাপ হতে পারে

এভাবে যে, ব্যক্তিকে মীযানে উঠানো হলো। অতঃপর তার কৃতকর্ম অনুযায়ী তার পাল্লা ভারী বা হালকা হলো।

ইবনে মাসউদ রা. এর ঘটনা সম্বলিত হাদিসে এর বিবরণই এসেছে। তিনি নবী করীম সা. এর সাথে একবার একটি বৃক্ষের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। নবী করীম সা. তাকে সেই বৃক্ষে উঠে মিসওয়াক তৈরির জন্য একটি ঢাল কেটে আনার আদেশ করলেন। ইবনে মাসউদ ছিলেন হালকা দেহগড়নের। তিনি গাছে উঠে ঢাল কাটছিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে বাতাস এসে কাপড় সরিয়ে ফেললে তার পায়ের দুই নলা প্রকাশ হয়ে যায়। তার দু'পায়ের ছিপছিপে নলা দেখে সবাই হেসে উঠে। নবী করীম সা. বললেন,

مم تضحكون؟!.. من دقة ساقيه؟! والذي نفسي بيده إنهما أثقل في الميزان من أحد

তোমরা হাসছ কেন? তার দুই সরু নলা দেখে? ঐ সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ, তার দুই সরু নলা মীযানে ওহুদ পর্বত থেকেও অধিক ভারী পড়বে।" (মুসনাদে আহমদ-৩৯৯১)

কীসে তার দুই পা'কে মীযানে ভারী করল? নিঃসন্দেহে তা তার দীর্ঘ নামায, অধিক পরিমাণে রোযা.. ইত্যাদি।

আর ইবনে মাসউদ ব্যতীত যে ব্যক্তিবর্গ নিজেদের দেহকে সুঠাম ও স্থূলকায় বানিয়েছে। বাহ্যত সুদর্শন পোশাক পরলেও অভ্যন্তর রয়ে গেছে নোংরা, তাদের ব্যাপারে নবীজী বলেন,

إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة ، ثم قال ﷺ : اقرءوا إن شئتم :

﴿فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَزْنًا﴾ الكهف: ١٠٥

"নিশ্চয় সুঠাম ও স্থূলকায় ব্যক্তি কেয়ামতের দিন আসবে, আল্লাহর কাছে সে মশার ডানা পরিমাণ মূল্যায়নও পাবে না। অতঃপর বললেন, তোমরা চাইলে পাঠ কর.. "কেয়ামতের দিন তাদের জন্য আমি মানদণ্ড স্থাপন করব না" (সূরা কাহফ-১০৫)-(বুখারী-৪৪৫২)

ব্যক্তির পরিণাম তার আমলের পরিমাপ অনুপাতে নির্ধারণ হবে

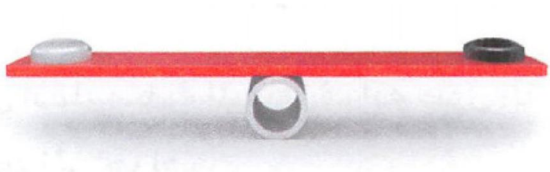
সুতরাং যার সৎকর্মফলের পাল্লা ভারী হবে, সে জান্নাতে যাবে। আর যার অসৎকর্মফলের পাল্লা ভারী হবে, সে জাহান্নামে যাবে। তবে যদি আল্লাহ ক্ষমা করে দেন অথবা তার ব্যাপারে সুপারিশকারীদের সুপারিশ গ্রহণ করেন। আল্লাহ বলেন,

﴿ وَٱلْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ ٱلْحَقُّ ۚ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٨﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا۟ أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا يَظْلِمُونَ ﴿٩﴾ ﴾ الأعراف: ٨ - ٩

"আর সেদিন যথাযথই ওজন হবে। অতঃপর যাদের পাল্লা ভারী হবে, তারাই সফলকাম হবে। আর যাদের পাল্লা হালকা হবে, তারাই এমন হবে, যারা নিজেদের ক্ষতি করেছে। কেননা, তারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করত।" (সূরা আ'রাফ ৮,৯)

প্রশ্ন, যাদের সৎকাজের পাল্লা এবং অসৎকাজের পাল্লা সমান-সমান হবে, তাদের কী উপায়?

উত্তরঃ এদের ঠিকানা হবে আ'রাফে। আ'রাফবাসী জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যস্থলে থাকবে। যেমনটি আল্লাহ বলেছেন,



﴿ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۚ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّۢا بِسِيمَىٰهُمْ ۚ ﴾
الأعراف: ٤٦

“এবং আ‘রাফের উপরে অনেক লোক থাকবে। তারা প্রত্যেককে তার তার চিহ্ন দ্বারা চিনে নেবে।” (সূরা আ’রাফ-৪৬)

আ‘রাফবাসীর পরিণাম-স্থল বিলম্বে নির্ধারণ হবে। পরিণাম-স্থল নির্ধারণ শেষে জান্নাতবাসী জান্নাতে চলে যাবে আর জাহান্নামবাসী জাহান্নামে প্রবেশ করবে। অতঃপর সুপারিশের প্রেক্ষিতে আ‘রাফবাসীকে আল্লাহ তা‘লা জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। এটি হবে দয়াময় আল্লাহর পক্ষ থেকে পরম করুণা। জান্নাত ও জাহান্নামবাসীর আলোচনা শেষে আল্লাহ তা‘লা আ‘রাফবাসীর বিবরণ এভাবে দিয়েছেন

﴿ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌۚ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلَّۢا بِسِيمَىٰهُمْۚ وَنَادَوْاْ أَصْحَٰبَ ٱلْجَنَّةِ أَن سَلَٰمٌ عَلَيْكُمْۚ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿٤٦﴾ ۞ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَٰرُهُمْ تِلْقَآءَ أَصْحَٰبِ ٱلنَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٤٧﴾ ﴾ الأعراف: ٤٦ - ٤٧

“উভয়ের মাঝখানে থাকবে একটি প্রাচীর এবং আ‘রাফের উপরে অনেক লোক থাকবে। তারা প্রত্যেককে তার চিহ্ন দ্বারা চিনে নেবে। তারা জান্নাতীদেরকে ডেকে বলবেঃ তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তারা তখনও জান্নাতে প্রবেশ করবে না, কিন্তু প্রবেশ করার ব্যাপারে আগ্রহী হবে। যখন তাদের দৃষ্টি জাহান্নামীদের উপর পড়বে, তখন বলবে, হে আমাদের

প্রতিপালক, আমাদেরকে এ জালেমদের সাথী করবেন না।” (সূরা আ’রাফ ৪৬,৪৭)

* কাফেরদের কৃতকর্ম

ব্যক্তি চায় কাফের হোক বা মুসলিম; কারও প্রতি আল্লাহ বিন্দু পরিমাণ অবিচার করবেন না। অনেক কাফেরের আমল ওজনই করা হবে না। আল্লাহ বলেন,

﴿ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِمۡ وَلِقَآئِهِۦ فَحَبِطَتۡ أَعۡمَٰلُهُمۡ فَلَا نُقِيمُ لَهُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَزۡنٗا ١٠٥ ﴾ الكهف: ١٠٥

“তারাই সে লোক, যারা তাদের পালনকর্তার নিদর্শনাবলী এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতের বিষয় অস্বীকার করে। ফলে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। সুতরাং কেয়ামতের দিন তাদের জন্য আমি কোন গুরুত্ব স্থির করব না।” (সূরা কাহফ-১০৫)

কাফেরদের কৃতকর্ম দুই প্রকার

প্রথম প্রকার

যারা সীমালঙ্ঘন করেছে এবং দুনিয়াতে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়েছে। তাদের সকল কৃতকর্ম পরিত্যাজ্য। মূলত কর্ম সম্পাদনকালেই তারা কোন ফলাফল আশা করেনি। তাদের এসব কৃতকর্মকে আল্লাহ অন্ধকার বলে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ বলেন,

﴿ أَوۡ كَظُلُمَٰتٖ فِي بَحۡرٖ لُّجِّيّٖ يَغۡشَىٰهُ مَوۡجٞ مِّن فَوۡقِهِۦ مَوۡجٞ مِّن فَوۡقِهِۦ سَحَابٞۚ ظُلُمَٰتُۢ بَعۡضُهَا فَوۡقَ بَعۡضٍ إِذَآ أَخۡرَجَ يَدَهُۥ لَمۡ يَكَدۡ يَرَىٰهَاۗ وَمَن لَّمۡ يَجۡعَلِ ٱللَّهُ لَهُۥ نُورٗا فَمَا لَهُۥ مِن نُّورٍ ٤٠ ﴾ النور: ٤٠

"অথবা (তাদের কর্ম) প্রমত্ত সমুদ্রের বুকে গভীর অন্ধকারের ন্যায়, যাকে উদ্বেলিত করে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, যার উপরে ঘন কালো মেঘ আছে। একের উপর এক অন্ধকার। যখন সে তার হাত বের করে, তখন তাকে একেবারেই দেখতে পায় না। আল্লাহ যাকে জ্যোতি দেন না, তার কোন জ্যোতিই নেই।" (সূরা নূর-৪০)

দ্বিতীয় প্রকার

দুনিয়াতে যারা পরকালে প্রতিদানের আশায় সৎকাজ করেছে, যেমন সাদকা, আত্মীয়তার বন্ধন বজায়, অত্যাচারিতের সহায়তা, জনসেবামূলক কাজ ইত্যাদি.. এর বিনিময় তাকে দুনিয়াতেই দিয়ে দেয়া হবে। হয়তো তাদের ধনসম্পদ বাড়িয়ে দেওয়া হবে, আত্মা প্রশান্ত করা হবে, অসুস্থতা দূর করা হবে, কষ্ট লাঘব করা হবে অথবা বিপদ দূর করা হবে। তবে পরকালে এসব কর্ম কোনোই উপকারে আসবে না। কারণ, আমল কবুলের একমাত্র শর্তই হল, আল্লাহর প্রতি ঈমান।

তথাপি আল্লাহর নিকট সৎ ও অসৎ কাফের এক নয়। তাই তো তাদের সৎকর্মীদেরকে দুনিয়াতেই প্রতিদান দিয়ে দেন। আল্লাহ বলেন,

﴿مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيۡهِمۡ أَعۡمَٰلَهُمۡ فِيهَا
وَهُمۡ فِيهَا لَا يُبۡخَسُونَ ١٥ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَيۡسَ لَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ إِلَّا
ٱلنَّارُۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَٰطِلٞ مَّا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ١٦﴾ هود: ١٥
- ١٦

"যে ব্যক্তি পার্থিব জীবন ও তার চাকচিক্যই কামনা করে, হয় আমি দুনিয়াতেই তাদের আমলের প্রতিফল ভোগ করিয়ে দেব এবং যাতে তাদের প্রতি কিছুমাত্র কমতি করা হয় না। এরাই সেসব লোক যাদের জন্য আগুন ছাড়া কিছুই নেই। তারা এখানে যা কিছু করেছিল সবই বরবাদ করেছে; আর যা কিছু উপার্জন করেছিল, সবই বিনষ্ট হলো।" (সূরা হূদ ১৫,১৬)

আল্লাহ তাদের কৃতকর্মের কিছু দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন, মরীচিকা সদৃশ

কারণ, তারা এসব কাজের বিনিময়ে প্রতিদান আশা করে। অথচ প্রতিদানে এরা কিছুই পাবে না। তার দৃষ্টান্ত ঐ পিপাসিত ব্যক্তির ন্যায়, যে মরীচিকাকে পানি মনে করে। আল্লাহ বলেন,

﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَعۡمَٰلُهُمۡ كَسَرَابِۭ بِقِيعَةٖ يَحۡسَبُهُ ٱلظَّمۡـَٔانُ مَآءً حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَهُۥ لَمۡ يَجِدۡهُ شَيۡـٔٗا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُۥ فَوَفَّىٰهُ حِسَابَهُۥۗ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلۡحِسَابِ ٣٩ ﴾ النور: ٣٩

"যারা কাফের, তাদের কর্ম মরুভূমির মরীচিকা সদৃশ, যাকে পিপাসিত ব্যক্তি পানি মনে করে। শেষপর্যন্ত যখন সে তার কাছে যায়, তখন কিছুই পায় না এবং পায় সেখানে আল্লাহকে, অতঃপর আল্লাহ তার হিসাব চুকিয়ে দেন। আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।" (সূরা নূর-৩৯)



আল-কুরআনে বর্ণিত মরীচিকার নমুনা। দেখতে ঠিক পানির মত মনে হলেও বাস্তবে তা মরুভূমি। কাছে গেলেই তা উধাও হয়ে যাবে। তপ্ত মরূপ্রান্তরে সূর্যের আলোকরশ্মি পতিত হওয়ার ফলে অনেক সময় এরকম দৃষ্টিগোচর হয়। তাছাড়া প্রচণ্ড বাতাস প্রবাহের কালেও কখনো কখনো এরকম লক্ষ্য করা যায়

ছাই সদৃশ

লাকড়ি আগুনে পুড়ে যাওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে, তাকেই ছাই এবং কয়লা বলা হয়। কাফেরদের আমল সেই ছাইয়ের ন্যায়, যা সামান্য বাতাস এলেই বিক্ষিপ্ত হয়ে উড়ে যায়।

আল্লাহ বলেন,

﴿ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمۡۖ أَعۡمَٰلُهُمۡ كَرَمَادٍ ٱشۡتَدَّتۡ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوۡمٍ عَاصِفٖۖ لَّا يَقۡدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيۡءٖۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلضَّلَٰلُ ٱلۡبَعِيدُ ١٨ ﴾ إبراهيم: ١٨



যারা স্বীয় পালনকর্তার সত্তার অবিশ্বাসী তাদের অবস্থা এই যে, তাদের কর্মসমূহ ছাইভস্মের মত যার উপর দিয়ে প্রবল বাতাস বয়ে যায় ধূলিঝড়ের দিন। তাদের উপার্জনের কোনো অংশই তাদের করতলগত হবে না। এটাই দূরবর্তী পথভ্রষ্টতা। (সূরা ইবরাহীম-১৮)

প্রশ্ন, কাফেরদের কৃতকর্ম অগ্রাহ্য কেন?

উত্তরঃ আল্লাহ তা'লা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন কেবলই তার উপাসনার জন্য। তাদেরকে আদেশ করেছেন আনুগত্যের। পাশাপাশি যুগে যুগে নবী-রাসূল প্রেরণ করে তাদেরকে সুসংবাদের সাথে সাথে শাস্তির ভয়ও দেখিয়েছেন। নবীগণ তাদেরকে প্রমাণসহ সত্য বুঝিয়েছেন। তথাপি তারা বিমুখতার পথ বেছে নিয়েছে। আল্লাহর বাণী অস্বীকার করেছে। অথচ তারা

পাগল ছিল না। ফলে নিজেদের কৃতকর্মের দ্বারাই তারা শাস্তির যোগ্য হয়েছে।

সেদিন সকল মানুষকে আল্লাহ উপস্থিত করবেন। সকলের হিসাব নেবেন হাশরের ময়দানের সেই বিচারালয়ে। সেদিনে কাফেরদের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ বলেন,

﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِىَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٦٢﴾ ﴾

القصص: ٦٢

“যেদিন আল্লাহ তাদেরকে ডেকে বলবেন, তোমরা যাদেরকে আমার শরীক মনে করতে, তারা কোথায়?” (সূরা কাসাস-৬২)

হ্যাঁ.. কোথায় তারা, যাদের তোমরা উপাসনা করতে? যাদেরকে তোমরা বড় মনে করতে? যাদের নৈকট্য অর্জন সচেষ্ট ছিলে? আল্লাহর রাজত্বে তাদেরকেও অংশীদার ভাবতে! আজ তারা কোথায়? কেন তোমাদের মুক্ত করতে আসছে না?

আল্লাহ বলেন,

﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٦٥﴾﴾ القصص: ٦٥

“যেদিন আল্লাহ তাদের ডেকে বলবেন, তোমরা রাসূলদেরকে কী উত্তর দিয়েছিলে?” (সূরা কাসাস-৬৫)

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

﴿وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَٰزِينُهُۥ ۝٨ فَأُمُّهُۥ هَاوِيَةٌ ۝٩ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا هِيَهْ
۝١٠ نَارٌ حَامِيَةٌۢ ۝١١﴾ القارعة: ٨ - ١١

"আর যার পাল্লা হালকা হবে, তার ঠিকানা হবে হাবিয়া। আপনি জানেন তা কী? প্রজ্বলিত অগ্নি।" (সূরা ক্বারিআ ৮-১১)

আল্লাহর বাণী,

﴿وَمَنْ خَفَّتْ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ فِى جَهَنَّمَ
خَـٰلِدُونَ ۝١٠٣ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَـٰلِحُونَ ۝١٠٤ أَلَمْ تَكُنْ
ءَايَـٰتِى تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ۝١٠٥﴾ المؤمنون: ١٠٣ - ١٠٥

"এবং যাদের পাল্লা হালকা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতিসাধন করেছে, তারা জাহান্নামেই চিরকাল বসবাস করবে। আগুন তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে এবং তারা তাতে বীভৎস আকার ধারণ করবে। তোমাদের সামনে কি আমার আয়াতসমূহ পঠিত হতো না? তোমরা তো সেগুলোকে মিথ্যা বলতে।" (সূরা মুমিনুন ১০৩-১০৫)

প্রশ্ন, কাফেরদের হিসাব নেয়া হবে কি?

উত্তরঃ সবাইকে প্রশ্ন করা হবে এবং সকলের কাছ থেকেই হিসাব নেওয়া হবে।

প্রশ্ন, কাফেরদের ঠিকানা তো জাহান্নাম; তারপরও কেন তাদের হিসাব নেয়া হবে? কেন তাদের কৃতকর্ম পরিমাপ করা হবে?

আল্লাহর বাণী

﴿وَقِفُوهُمۡۖ إِنَّهُم مَّسۡـُٔولُونَ ٢٤﴾ الصافات: ٢٤

"তাদেরকে থামাও, তারা জিজ্ঞাসিত হবে" (সূরা সাফফাত-২৪)

উত্তরঃ বিভিন্ন কারণে তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে। তন্মধ্যে,

(১) ন্যায়বিচার ও তাদের বিপক্ষে প্রমাণ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যাতে তাদের কোনোরূপ যুক্তি বা অজুহাত উপস্থাপন করার সুযোগ না থাকে। আল্লাহ বলেন,

﴿وَوُضِعَ ٱلۡكِتَٰبُ فَتَرَى ٱلۡمُجۡرِمِينَ مُشۡفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَٰوَيۡلَتَنَا مَالِ هَٰذَا ٱلۡكِتَٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةٗ وَلَا كَبِيرَةً إِلَّآ أَحۡصَىٰهَاۚ وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِرٗاۗ وَلَا يَظۡلِمُ رَبُّكَ أَحَدٗا ٤٩﴾ الكهف: ٤٩

"আর আমলনামা সামনে রাখা হবে। তাতে যা আছে; তার কারণে আপনি অপরাধীদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত দেখবেন। তারা বলবে, হায় আফসোস, এ কেমন আমলনামা। এ যে ছোটবড় কোন কিছুই বাদ দেয়নি; সবই এতে রয়েছে। তারা তাদের কৃতকর্মকে সামনে উপস্থিত পাবে। আপনার পালনকর্তা কারও প্রতি জুলুম করবেন না।" (সূরা কাহফ-৪৯)

(২) লাঞ্ছিত করার উদ্দেশ্যে..

আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ وُقِفُوا۟ عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ قَالَ أَلَيْسَ هَـٰذَا بِٱلْحَقِّ ۚ قَالُوا۟ بَلَىٰ وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُوا۟ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٠﴾﴾ الأنعام: ٣٠

"আর যদি আপনি দেখেন; যখন তাদেরকে প্রতিপালকের সামনে দাঁড় করানো হবে। তিনি বলবেন, এটা কি বাস্তব সত্য নয়? তারা বলবে, হ্যাঁ.. আমাদের প্রতিপালকের কসম! তিনি বলবেন, অতএব স্বীয় কুফরের কারণে শাস্তি আস্বাদন কর।" (সূরা আনআম-৩০)

(৩) মৌলিক বিধানাবলীর পাশাপাশি শরীয়তের শাখা-গত বিধানসমূহ পালনেও তারা আদিষ্ট..

ফলে যেসব বিষয়ে তারা অবজ্ঞা করেছে ও সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করেছে, সেসব বিষয়ে তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে।

নামায, রোযা ও যাকাত ইত্যাদি ফরয বিষয় পরিত্যাগ সম্পর্কেও তাদের জিজ্ঞেস করা হবে।

আল্লাহ বলেন,

﴿وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ﴿٦﴾ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْـَٔاخِرَةِ هُمْ كَـٰفِرُونَ ﴿٧﴾﴾ فصلت: ٦ - ٧

“আর মুশরিকদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ, যারা যাকাত দেয় না এবং পরকালকে অস্বীকার করে।” (সূরা ফুসসিলাত ৬,৭)

অপরাধীদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ﴿٤٢﴾ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ﴿٤٤﴾ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ﴿٤٥﴾ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿٤٦﴾﴾ المدثر: ٤٢ - ٤٦

“বলবে, তোমাদেরকে কীসে জাহান্নামে নীত করেছে? তারা বলবে, আমরা নামায পড়তাম না, অভাবগ্রস্তকে আহার্য্য দিতাম না, আমরা সমালোচকদের সাথে সমালোচনা করতাম এবং আমরা প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার করতাম।” (সূরা মুদ্দাছছির ৪২-৪৬)

(৪) কৃতকর্মে তারতম্য হবে

ফলে শাস্তির স্তর নির্ণয়ের জন্য তাদের হিসাব হবে; জান্নাতে প্রবেশের জন্য নয়। যেমনটি কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী আবু তালেব (নবীজীর চাচা) সম্পর্কে আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব রা. জিজ্ঞেস করেছিলেনঃ

يا رسول الله! هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك،

فقال ﷺ: نعم ، هو في ضحضاح من نار ، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار

হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কি আবু তালিবের কোনো উপকার করতে পেরেছেন? তিনি তো আপনাকে নিরাপত্তা দিতেন, আপনার জন্য রাগান্বিত হতেন। নবীজী বললেন, হ্যাঁ.. সে পায়ের গোছা পরিমাণ আগুনের মধ্যে আছে। আমি না হলে তার ঠিকানা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে হতো।” (মুসলিম-৫৩১)

বুঝ গেল, আবু তালেব আবু লাহাব অপেক্ষা লঘু শাস্তির মধ্যে আছে।

প্রশ্ন, কাফেরদের আমলনামা কীভাবে ওজন হবে? পাল্লায় রাখার মত কোন সৎকর্ম কি তাদের থাকবে?

উত্তরঃ কাফেরদের কৃতকর্ম মীযানের উভয় পাল্লায় রাখা হবে। এক পাল্লায় তার কুফর ও শিরকের আমল রাখা হবে, অপর পাল্লায় রাখার মত কিছু থাকবে না। এভাবে কুফরের পাল্লা ভারী পড়বে।

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে, কোন কাফের যদি সৎকর্ম করে থাকে, তবে আল্লাহ দুনিয়াতেই এর বিনিময় দিয়ে দেবেন। আল্লাহ বলেন,

﴿مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَٰلَهُمْ فِيهَا
وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ۝١٥ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ إِلَّا

ٱلنَّارُۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَٰطِلٞ مَّا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ١٦﴾ هود: ١٥ - ١٦

"যে ব্যক্তি পার্থিব জীবন ও তার চাকচিক্যই কামনা করে, হয় আমি দুনিয়াতেই তাদের আমলের প্রতিফল ভোগ করিয়ে দেব এবং যাতে তাদের প্রতি কিছুমাত্র কমতি না করা হয়। এরাই সেসব লোক যাদের জন্য আগুন ছাড়া কিছুই নেই। তারা এখানে যা কিছু করেছিল সবই বরবাদ করেছে; আর যা কিছু উপার্জন করেছিল, সবই বিনষ্ট হল।" (সূরা হূদ ১৫,১৬)

শিরক সকল সৎকর্মকে ধ্বংস করে দেবে। ফলে আখেরাতে তার প্রাপ্য বলতে কিছুই থাকবে না। আল্লাহ বলেন,

﴿لَّهُۥ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡخَٰسِرُونَ ٦٣ قُلۡ أَفَغَيۡرَ ٱللَّهِ تَأۡمُرُوٓنِّيٓ أَعۡبُدُ أَيُّهَا ٱلۡجَٰهِلُونَ ٦٤ وَلَقَدۡ أُوحِيَ إِلَيۡكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكَ لَئِنۡ أَشۡرَكۡتَ لَيَحۡبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٦٥ بَلِ ٱللَّهَ فَٱعۡبُدۡ وَكُن مِّنَ ٱلشَّٰكِرِينَ ٦٦﴾ الزمر: ٦٣ - ٦٦

"আসমান ও জমিনের চাবি তাঁরই নিকট। যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। বলুন, হে মূর্খরা, তোমরা কি আমাকে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের এবাদত করতে আদেশ করছ? আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের

প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে, যদি আল্লাহর শরীক স্থির করেন, তবে আপনার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের একজন হবেন। বরং আল্লাহরই এবাদত করুন এবং কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত থাকুন" (সূরা যুমার ৬৩-৬৬)

নবী করীম সা. থেকে বর্ণিত যে, কাফেরের সৎকর্মের প্রতিদান দুনিয়াতেই দিয়ে দেয়া হবে। ফলে কেয়ামতের দিন সে খালি হাতে আল্লাহর কাছে আসবে।

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً يُعْطَى بِهَا فِى الدُّنْيَا وَيُجْزَى بِهَا فِى الآخِرَةِ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا لِلَّهِ فِى الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الآخِرَةِ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزَى بِهَا.

নবী করীম সা. বলেন, "মুমিনের সৎকর্মের ব্যাপারে আল্লাহ বিন্দুমাত্র অবিচার করবেন না। দুনিয়াতেও আল্লাহ এর সুফল দেবেন এবং আখেরাতে উত্তম বিনিময় দান করবেন। পক্ষান্তরে কাফেরের সৎকর্মের ফল দুনিয়াতেই আল্লাহ ভোগ করিয়ে দেবেন। অতঃপর যখন আখেরাতে সে আল্লাহর কাছে আসবে, তখন প্রতিফল দেওয়ার মতো কোনো সৎকর্ম তার ভাণ্ডারে থাকবে না।" (মুসলিম-৭২৬৭)

প্রশ্ন, কাফেদেরকে তো প্রশ্নই করা হবে না।

﴿وَلَا يُسْـَٔلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ۝٧٨﴾ القصص:

٧٨

“পাপীদেরকে তাদের পাপকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে না” (সূরা কাসাস-৭৮) এবং অপর আয়াতে

﴿هَٰذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ۝٣٥ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ۝٣٦﴾ المرسلات: ٣٥ - ٣٦

“এটা এমন দিন, যেদিন কেউ কথা বলবে না। এবং কাউকে তাওবা করার অনুমতি দেয়া হবে না।” (সূরা মুরসালাত ৩৫,৩৬)

আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যা কী?

উত্তরঃ কেয়ামতের দিন কাফেরদের অবস্থা দু’ধরনের হবেঃ

(১) মুমিনদের ন্যায় তাদেরকে সৎকর্ম কিংবা অসৎ কর্ম সম্পর্কে কোনো জিজ্ঞাসাই করা হবে না। বরং তাদেরকে কেবল লাঞ্ছিত করার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করা হবে। কেন চুরি করেছ? কেন ব্যভিচার করেছ? ..

(২) কেয়ামতের ময়দানে বিভিন্ন পর্যায় থাকবে। হিসাব নিকাশ, আমলনামা বিতরণ, সীরাত, হাউযে কাউসার..। সে দিনটি হবে অনেক দীর্ঘ। কিছু কিছু পর্যায়ে তাদের জিজ্ঞেস করা হবে আর কিছু কিছু পর্যায়ে তাদের জিজ্ঞেস করা হবে না।

* মীযানে অতিভারী আমল

আমল যতই আল্লাহর প্রিয় হবে, ততই মীযানে তা ভারী পড়বে। আর মীযানে সৎকর্মের পাল্লা ভারী হলেই সে চিরসফলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

আমলের মধ্যেও আবার কিছু প্রকার রয়েছে; ছোট বড়, অধিক পুণ্যময়, অল্প পুণ্যময়, হালকা ভারী..। নবী করীম সা. মীযানে ভারী কতিপয় আমলের কথা বলে গেছেন। তন্মধ্যে..

(১) সৎচরিত্র



সাধারণ একটি গুণ; হাস্যোজ্জ্বল চেহারা আর নরম কথা। যাদেরকে সৎচরিত্র দেওয়া হয়েছে, সদা মুচকি হাসি যাদের চেহারায় লেগে থাকে এবং যাদের শিষ্টাচার উত্তম, মীযানে তাদের আমল সবচেয়ে ভারী হবে। দয়াময় আল্লাহর কাছেও তারা অতিপ্রিয় বিবেচিত হবে।

নবী করীম সা. ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। তাঁর আচরণ ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ। কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'লা তার চরিত্রের প্রশংসা করে বলেন,

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۝٤﴾ القلم: ٤

"আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী।" (সূরা ক্বালাম-৪)
অন্য আয়াতে বলেন,

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ۖ﴾ آل عمران: ١٥٩

"আল্লাহর রহমতেই আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন। পক্ষান্তরে আপনি যদি রাগ ও কঠিন হৃদয় হতেন তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত।" (সূরা আলে ইমরান-১৫৯)

সৎচরিত্রের প্রশংসায় নবীজী বলেন,

إن أثقل شيء يوضع في ميزان العبد يوم القيامة خلق حسن ، وإن الله يبغض الفاحش البذيء

"কেয়ামতের দিন মীযানে সবচে' ভারী হবে সৎচরিত্র। ইতর এবং অশিষ্ট লোকেরা আল্লাহর ঘৃণার পাত্র।" (মুসনাদে আহমদ-২৭৫৫৫)

(২) আল্লাহর জিকির

অধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকির এবং তাসবিহ-তাহলিল মানুষকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়। যে যাকে ভালোবাসে, তার স্মরণ বা আলোচনা সে বেশি করে। সুতরাং যে আল্লাহকে ভালোবাসবে, আল্লাহর স্মরণও সে বেশি বেশি করবে।

আল্লাহ বলেন,



﴿فَٱذۡكُرُونِيٓ أَذۡكُرۡكُمۡ﴾

البقرة: ١٥٢

"তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব।" (সূরা বাক্বারা-১৫২)

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

﴿وَٱلذَّٰكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرٗا وَٱلذَّٰكِرَٰتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغۡفِرَةٗ وَأَجۡرًا عَظِيمٗا ٣٥﴾ الأحزاب: ٣٥

"আল্লাহর অধিক যিকিরকারী পুরুষ ও যিকিরকারী নারী- তাদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরষ্কার।" (সূরা আহযাব-৩৫)

قال النبي ﷺ ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ؟ قالوا بلى قال ذكر الله تعالى

নবী করীম সা. বলেন, "শ্রেষ্ঠ আমল, প্রতিপালকের কাছে সবচে' খাঁটি, স্তর বৃদ্ধিকারী এবং স্বর্ণ-রূপা দান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আমল সম্পর্কে কি আমি তোমাদের বলব? তাছাড়া এটি যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুদের শিরশ্ছেদ বা তোমাদের শহীদ হওয়া অপেক্ষা অধিক

উত্তম আমল! সবাই বলল, বলুন হে আল্লাহর রাসূল! বললেন, তা হলো আল্লাহর যিকির।" (মুসনাদে আহমদ-২১৭০২)

جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت عليه ، فمرني بأمر اتثبت به ، فقال ﷺ : لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عزوجل.

একব্যক্তি এসে নবী করীম সা. কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল, ইসলামের বিধিবিধান আমার কাছে অধিক মনে হচ্ছে। আমাকে নির্দিষ্ট কোনো আমল বলে দিন, যার উপর আমি অবিচল থাকব! নবীজী বললেন, তোমার জিহ্বা যেন সর্বদা আল্লাহর স্মরণে সজীব থাকে।" (মুসনাদে আহমদ)

জিকির মীযানে অনেক ভারী পড়বে। নবী করীম সা. বলেন,

كلمتان خفيفتان على اللسان ، ثقيلتان في الميزان ، حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

"দুটি বাক্য, উচ্চারণে অতি সহজ, তবে মীযানে অনেক ভারী হবে এবং দয়াময় আল্লাহর কাছেও বাক্য দু'টি প্রিয়ঃ

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

অর্থঃ (আমরা আল্লাহর প্রশংসা ও পবিত্রতার গুণগান করছি। মহান আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি।" (বুখারী-৭১২৪)

উত্তম জিকির হলো, 'আলহামদুলিল্লাহ' বলা। মীযানে তা অনেক ভারী হবে।

قال ﷺ : الطهور شطر الإيمان ، والحمد لله تملأ الميزان ، وسبحان الله والحمد لله تملآن -أوتملأ- ما بين السماء والأرض

নবী করীম সা. বলেন, “পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক। ‘আলহামদুলিল্লাহ’ মীযানকে ভরে দেয়। ‘ছুবহানাল্লাহ’ এবং ‘আলহামদুলিল্লাহ’ আসমান-জমিনের মধ্যস্থল পূর্ণ করে দেয়।” (মুসলিম-৫৫৬)

(৩) আল্লাহর জন্য কোনোকিছু ওয়াকফ করা

ওয়াকফ হলো জমি বা সম্পদের নির্দিষ্ট কোনো অংশ আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া। ফলে কেউ আর তা বিক্রি করতে পারবে না। তা থেকে উপার্জিত সমুদয় অর্থ সেবামূলক কাজে ব্যয় হবে। আর ওয়াকফকারীর জন্য এটি সাদাকায়ে জারিয়া’র উপকরণ হবে।



قال ﷺ : إذا مات بن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له

নবী করীম সা. বলেন, “মানুষ মরে গেলে তিনটি ব্যতীত সব আমল তার বন্ধ হয়ে যায়ঃ সাদাকায়ে জারিয়া, তার রেখে যাওয়া

জ্ঞান যার দ্বারা মানুষ উপকৃত হয় অথবা সুসন্তান যে তার জন্য দোয়া করে।" (মুসলিম-৬৯৯৫)

قال رسول الله ﷺ إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه . ومصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته

নবী করীম সা. বলেন, "মৃত্যুর পর যে সব আমল মুমিনের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হবেঃ তার শেখানো ও প্রচারকৃত জ্ঞান, রেখে আসা সুসন্তান, উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে আসা আল-কুরআন, নির্মিত মসজিদ, পথিক-মুসাফিরদের জন্য তৈরি ঘর, প্রবাহকৃত ও খননকৃত পুকুর এবং জীবদ্দশায় সুস্থ অবস্থায় প্রদানকৃত সাদকা। সর্বশেষ সাথে থাকবে তার মৃত্যুপরবর্তী জীবন।" (ইবনে মাজা-২৪২)

قال ﷺ : من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده كان شبعه وريه وروثه وبوله حسنات يوم القيامة

নবী করীম সা. বলেন, "আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রেখে এবং তাঁর প্রতিশ্রুতি সত্য জেনে আল্লাহর রাস্তায় যে একটি অশ্ব লালন করল, তাকে পরিতৃপ্ত করা, পানি পান করানো, তার বিষ্ঠা এবং প্রস্রাব.. সবই কেয়ামতের দিন সৎকর্মের অন্তর্ভুক্ত হবে।" (বুখারী-২৬৯৮)

এসব বর্ণনাসমূহের দ্বারা ওয়াকফের ফযিলত উপলব্ধি করা যায়।

عن أنس : أن أبا طلحة كان أكثر أنصاري مالا بالمدينة بالنخل وكان أحب أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله ﷺ يدخلها فيأكل من ثمرها ويشرب من ماء فيها طيب قال أنس فلما نزلت هذه الآية { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون } قام أبو طلحة إلى رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله إن الله يقول { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون } وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله فقال رسول الله ﷺ بخ ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعله في الأقربين فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة بين أقربائه وبني عمه

আবু তালহা রা. মদিনার আনসারীদের মধ্যে সবচে' ধনী ব্যক্তি ছিলেন। তার কাছে অধিক প্রিয় ছিল মসজিদে নববীর পাশে অবস্থিত 'বায়রুহা' নামক একটি নিজস্ব খেজুর বাগান। তা ছিল মসজিদের ঠিক কেবলার দিকে। নবী করীম সা. সেখানে ঢুকতেন এবং সেখান থেকে পানি পান করতেন।

অতঃপর যখন আয়াত নাযিল হলো

﴿لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَۚ﴾ آل عمران: ٩٢

"কস্মিনকালেও কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যদি তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে তোমরা ব্যয় না কর।" (সূরা আলে ইমরান-৯২) তখন আবু তালহা রা. নবীজীর কাছে গিয়ে বললেন, আল্লাহ তার কালামে বলেছেন, "কস্মিনকালেও কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যদি তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে তোমরা ব্যয় না কর।" আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় হলো এই 'বায়রুহা' খেজুর বাগান। আজ থেকে এটি আল্লাহর জন্য দান করে দিলাম। এর প্রতিদান ও পুরষ্কার কেবল আল্লাহর কাছেই আমি আশা করি। সুতরাং হে আল্লাহর রাসূল, একে আপনি যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করুন। নবী করীম সা. বললেন, হ্যাঁ.. এটিই সর্বাধিক লাভ-যোগ্য বস্তু.. এটিই সর্বাধিক লাভ-যোগ্য বস্তু..! তুমি যা বলেছ, আমি শুনেছি। আমি মনে করি, এই বাগানকে তুমি তোমার নিকটাত্মীয়দের কল্যাণে দিয়ে দাও! আবু তালহা রা. বললেন, ঠিক আছে হে আল্লাহর রাসূল! অতঃপর তিনি তার আত্মীয় এবং চাচাতো ভাইদের মধ্যে সেটি ভাগ করে দিয়ে দিলেন।" (বুখারী-১৩৯২)



عن ابن عمر قال : أصاب عمر أرضا بخيبر فقال يا رسول الله ! أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمرني ؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق بها عمر أنها لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث تصدق بها في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه

ইবনে উমর রা. বলেন, উমর রা. খায়বারে গনিমতের বণ্টনে কিছু জমি পেয়েছিলেন। নবী করীম সা. এর কাছে এসে পরামর্শ চেয়ে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহর রাসূল, খায়বারে আমার কর্তৃত্বে কিছু জমি রয়েছে, এরকম মূল্যবান বস্তু আমি কোনোসময় পাইনি। এগুলো কী করব? আল্লাহর রাসূল বললেন, চাইলে মূলটা রেখে বাকীটা দান করে দিতে পার।”

অতঃপর উমর রা. তা দান করে দিলেন। ফলে তা আর বিক্রি হয়নি, উত্তরাধিকার বণ্টনে আসেনি। দরিদ্র, আত্মীয়, কৃতদাস, আল্লাহর পথের মুজাহিদ, পথিক ও মেহমানদের জন্য তা ওয়াকফ করে দিলেন। ন্যায়পথে যে কেউ তা থেকে খেতে পারবে। কোনোরূপ অর্থ যোগান না দিয়ে বন্ধুদের খাওয়াতে পারবে।” (বুখারী-২৫৮৬)

কোনোকিছু আল্লাহর জন্য ওয়াকফ করে দেওয়া ইসলামের একটি বড় বৈশিষ্ট্য। ওয়াকফ মীযানে ভারী পড়বে।

وقال ﷺ : من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده كان شبعه وريه وروثه وبوله حسنات يوم القيامة

নবী করীম সা. বলেন, "আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রেখে এবং তাঁর প্রতিশ্রুতি সত্য জেনে আল্লাহর রাস্তায় যে একটি অশ্ব লালন করল, তাকে পরিতৃপ্ত করা, পানি পান করানো, তার বিষ্ঠা এবং প্রস্রাব.. সবই কেয়ামতের দিন সৎকর্মের অন্তর্ভুক্ত হবে।" (বুখারী-২৬৯৮)

হাদিসের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মুসলিমদেরকে উৎসাহিত করা, তারা যেন কোনোকিছু ওয়াকফ হিসেবে রেখে যায়। তা ঘোড়া হোক, জমি হোক, মসজিদ হোক, মাদরাসা হোক বা অন্যকিছু। যেন এর প্রতিদান সে পরকালে পরিপূর্ণরূপে পায়।

পরিশেষে..

বেশি করে নেক আমলের মাধ্যমে মীযানের পাল্লা ভারী করতে মুসলিমদের সচেষ্ট হওয়া উচিত।

قال ﷺ : الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمأة ضعف

নবী করীম সা. বলেন, প্রতিটি সৎকর্ম দশগুণ থেকে সাতশত গুণ বা ততোধিক পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।" (বুখারী-মুসলিম)

وفي رواية قال ﷺ : من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة

অন্য হাদিসে বলেন, "যে ব্যক্তি পুণ্যের ইচ্ছা করে অথচ বাস্তবায়ন করেনি, তার জন্যও একটি নেকী লেখা হয়।" (মুসলিম)

নিষ্ঠাপূর্ণ আমল আল্লাহর নৈকট্য অর্জন সহজ করে দেয় এবং ঈমানকে পূর্ণ করে দেয়।

হাউযে কাউসার

মুমিনগণ নবী করীম সা. এর সাথে হাউযে কাউসারে সাক্ষাত করবে। নবীজী তাদেরকে নিজ হাতে কাউসারের পানি পান করাবেন। যা পান করার পর কখনো তারা পিপাসিত হবে না। মুনাফিক ও মুরতাদ সম্প্রদায়কে সেখান থেকে বিতাড়িত করা হবে। ফলে তারা পান করার সুযোগ পাবে না।

* কী সেই হাউয?
* কোথায় তার অবস্থান?
* পানকারীদের বৈশিষ্ট্য কী?

ভূমিকা

হাশরের ময়দানে মানুষ দীর্ঘকাল দাঁড়িয়ে থাকবে। সেখানে আদম আ. থেকে নিয়ে কেয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে আগত সকল সম্প্রদায়ের সমাবেশ ঘটবে। সূর্যকে নিকটবর্তী করা হবে। মহাত্রাসের সেই দিনে মানুষ চরম তৃষ্ণার্ত থাকবে। সকলেই পানির জন্য হাহাকার করবে। সেসময় প্রত্যেক নবীর জন্য একটি করে হাউয প্রকাশ করা হবে। অনুসারীরা সেখান থেকে পান করতে পারবে। কাউকে পান করানো হবে আবার কাউকে বিতাড়িত করা হবে।

হাউয হলো এক সুবিশাল জলাশয়। নবী মোহাম্মাদ সা. কে হাউয দিয়ে আল্লাহ সম্মানিত করবেন। হাউয অতিপ্রশস্ত ও বিশালকায়, যার পানি হবে অতিশয় নির্মল ও স্বচ্ছ। বর্ণ হবে দুধের চেয়ে সাদা। স্বাদ হবে মধুর চেয়ে মিষ্টি। ঘ্রাণ হবে কস্তূরী অপেক্ষা সুগন্ধিময়। পানপাত্র সংখ্যা আকাশের তারকাসমূহের ন্যায়। সেখানে উম্মতে মোহাম্মাদী পান করতে আসবে। একবার যে পান করবে, পরবর্তীতে কখনো সে তৃষ্ণার্ত হবে না।

প্রশ্ন, হাউয কি কেবল মোহাম্মাদ সা. এর জন্যই নির্দিষ্ট?

উত্তরঃ প্রত্যেক নবীর জন্যই হাশরের ময়দানে পৃথক পৃথক হাউয থাকবে। নবী করীম সা. স্বীয় হাউযে অধিক অবতরণকারী (অনুসারী) কামনা করবেন।

قال ﷺ : إن لكل نبي حوضا ، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة ، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة

নবী করীম সা. বলেন, "প্রত্যেক নবীর জন্যই হাউয থাকবে, প্রত্যেকে চাইবে তার হাউযে যেন বেশি লোক অবতরণ করে। আমি আশা করি, আমার হাউযেই অধিক পরিমাণ লোক অবতরণ করবে।" (তিরমিযী-২৪৪৩)

অর্থাৎ সকল নবীই চাইবে নিজের উম্মত অধিক হোক। উম্মত যত বেশি হবে, ততই তাঁরা সন্তুষ্ট ও খুশি হবেন। অন্য নবীদের উপর গর্ববোধ করবেন।

* হাউযের উপর নবীজীর মিম্বার

আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী মোহাম্মাদ সা. এর সম্মানার্থে এবং তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করতে হাউযের উপর তার মিম্বার স্থাপিত হবে। কেয়ামতের দিন তিনিই হবেন সকল আদম সন্তানের নেতা।

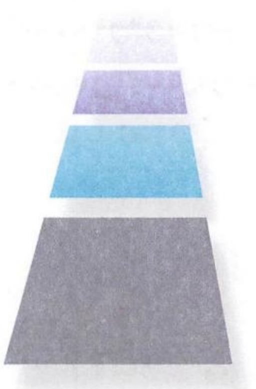
قال ﷺ : ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ، ومنبري على حوضي

নবী করীম সা. বলেন, "আমার ঘর ও মিম্বারের মধ্যস্থল জান্নাতের বাগান সমূহের একটি। আমার মিম্বার আমার হাউযের উপর থাকবে।" (বুখারী-১১৩৮)

কেয়ামতের কঠিন দিনে মুমিন আপন নবীকে দেখার জন্য পাগলপারা থাকবে। তার হাত থেকে পান করার জন্য ব্যাকুল থাকবে।

* হাউযস্থল এবং পরকালে তার বিন্যাস..

হাশরের সেই মহা-সমাবেশে ভয় ও তৃষ্ণা যখন চরম আকার ধারণ করবে, তখন সকলেই হাউযে অবতরণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করবে।



হাউযে মুমিনদের অবতরণ কি সিরাত পাড়ি দেয়ার পূর্বে হবে নাকি পরে?

উলামায়ে কেরাম এতে বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তবে সঠিক মত হল, সীরাত পাড়ি দেয়ার পূর্বেই। কারণ, মুরতাদ, কাফির ও মুনাফিকরা হাউয থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর সীরাত পাড়ি দিতে আসবে। পাড়ি দিতে গিয়ে তারা জাহান্নামে নিপতিত হবে।

* কাউসার নদী এবং হাউযের সাথে তার যোগসূত্র

কাউসার এমন একটি বিশেষ্য, যা অধিক পরিমাণ বুঝায়। হাউযের যোগসূত্র এই ‘কাউসার’ নদীর সাথেই হবে। বিভিন্ন হাদিসে সেই নদীর গুণাগুণ বর্ণিত হয়েছে। ফলে অনেক আহলে এলেম হাউযকেই ‘কাউসার’ বলে আখ্যায়িত করেছেন। সূরায়ে কাউসারে উল্লেখিত ‘কাউসার’ দ্বারাও তারা হাউয উদ্দেশ্য নিয়েছেন।

তবে বাহ্যত যা বুঝা যায়, হাউয হাশরের ময়দানে প্রকাশ করা হবে। আর ‘কাউসার’ হলো জান্নাতের একটি নদীর নাম। কাউসার নহর থেকেই হাউযে পানি সরবরাহ হবে। মনে হবে হাউযটি কাউসার নদীরই একটি শাখা। হাউযের পানিতে কাউসার নহরের পানির সকল গুণাগুণ থাকবে। সামনে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আসবে ইনশাআল্লাহ।

* হাউযের বৈশিষ্ট্য

হাউয হলো এক সুবিশাল জলাশয়। মুমিনগণ তা থেকে পান করবে। হাউয এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

হাদিসে বর্ণিত হাউযের গুণগুলো হলো,

- সেটি সুপ্রশস্ত ও বিশাল

- তার পানি দুধের চেয়ে সাদা, স্বাদ মধুর চেয়ে মিষ্টি, সুবাস কস্তূরী অপেক্ষা সুগন্ধিময়।

- তার পাত্র-সংখ্যা আকাশের তারকাসমূহ হতেও অধিক

- জান্নাতের কাউসার নদী থেকে সেখানে পানি সরবরাহ হবে

- কেবল মোহাম্মাদ সা. এর উম্মত সেখান থেকে পান করবে

- একবার যে পান করবে, পরবর্তীতে কখনো সে পিপাসিত হবে না

* সুপ্রশস্ত ও বিশাল হাউয

হাউযের প্রশস্ততা, বিশালতা ও আয়তন সম্পর্কে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। সেখানে জন-জট হবে না। পান করার ক্ষেত্রে ভোগান্তির সম্মুখীন হতে হবে না। নবী করীম সা. বিভিন্ন শহরের আয়তনের সাথে এর তুলনা দিয়েছেন।

قال ﷺ : أمامكم حوض كما بين جرباء وأذرح

নবী করী সা. বলেন, "তোমাদের সামনে থাকবে হাউয, যা জারবা ও আযরুহ (দুটি নগরী) এর মধ্যস্থলের সমান।" (বুখারী-৬২০৬)

قال ﷺ : إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن

নবীজী বলেন, “আমার হাউযের আয়তন আয়লা (জর্ডানের একটি উপকূল) এবং ইয়েমেনের ‘সানা’র মধ্যস্থলের সমান প্রশস্ত।” (বুখারী-৬২০৯)



قال ﷺ : ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة

নবীজী বলেন, “আমার হাউযের এক পার্শ্ব থেকে অপর পার্শ্বের দূরত্ব মদিনা এবং ‘সানা’র দূরত্বের সমান।” (মুসলিম-৬১৩৮)

قال ﷺ : حوضي ما بين الكعبة وبيت المقدس

নবীজী বলেন, “আমার হাউয কা’বা থেকে বায়তুল মাকদিস এর দূরত্বের সমান।” (ইবনে মাজা-৪৩০১)

قال ﷺ : إني فرطكم على الحوض وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة

নবীজী আরো বলেন, “হাউযে আমি তোমাদের নিকট আগমন করব, যার প্রশস্ততা আয়লা এবং জুহফা এলাকা-দ্বয়ের মধ্যস্থল-তুল্য।” (মুসলিম-৬১১৭)

অন্য হাদিসে- নবীজীকে হাউয সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন,

من مقامي إلى عمان

“এখান থেকে আম্মান (জর্ডানের রাজধানী) এর দূরত্বের সমান প্রশস্ত।” (মুসলিম-৬১৩০)



প্রাসঙ্গিক

একেক সময় একেক নগরীর নাম উল্লেখ করার কারণ কী?

এখানে একাধিক নাম উল্লেখ করার দ্বারা বিষয়টি পরিষ্কার ও স্পষ্ট করা উদ্দেশ্য। কারণ, একেকজন একেক এলাকা চেনে।

* হাউয হবে চতুষ্কোণ

হাউযের আকার বর্ণনা করতে গিয়ে নবীজী বলেন,

حوضي مسيرة شهر ، وزواياه سواء

"আমার হাউয এক মাস ভ্রমণের দূরত্ব পরিমাণ বৃহৎ এবং তার পার্শ্বগুলো সমান।" (মুসলিম-৬১১১)

অর্থাৎ তার এক পার্শ্ব হতে অপর পার্শ্বে যেতে সময় লাগবে এক মাস।

* পাত্র-সংখ্যা

মুমিনগণ হাউযে উপনীত হবে। সেখানে অগণিত পেয়ালা রাখা থাকবে। সেখানে তাদের ঝগড়া করতে হবে না। হুড়োহুড়ি করা লাগবে না।

قال ﷺ : فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء ، أو أكثر من عدد نجوم السماء

নবী করীম সা. বলেন, "সেখানে স্বর্ণরুপার পানপাত্র থাকবে, সংখ্যায় সেগুলো আকাশের তারকারাজির সমান বা ততোধিক হবে।" (মুসলিম-৬১৪০)

* হাউযের পানির উৎস

হাউযের পানি জান্নাতের কাউসার নহর থেকে সরবরাহকৃত হবে। যেমনটি নবী করীম সা. বলেন,

يشخب فيه ميزابان من الجنة

"জান্নাত হতে দুটি নালা দিয়ে সেখানে পানি প্রবাহিত হবে।" (মুসলিম-৬১২৯)

* হাউযের পানির বৈশিষ্ট্য

তার পানি পবিত্র এবং সুমিষ্ট। কারণ, তা জান্নাতেরই পানি।

قال ﷺ : أشد بياضا من اللبن ، وأحلى من العسل ، يشخب فيه ميزابان يمدانه من الجنة ، أحدهما من ذهب والآخر من ورق

নবী করীম সা. এ পানির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, "দুধের চেয়ে সাদা। মধুর চেয়ে মিষ্টি। জান্নাত থেকে দুটি নালা হয়ে সেখানে পানি প্রবাহিত হবে। একটি নালা হবে স্বর্ণের, অপরটি রূপার।" (মুসলিম-৬১৩০)

قال ﷺ : وريحه أطيب من المسك ، وكيزانه كنجوم السماء

নবীজী বলেন, "তার সুবাস কস্তূরী অপেক্ষা সুগন্ধিময়। তার পেয়ালা সংখ্যা আকাশের তারকারাজির সমান।" (মুসলিম)

একবার পান করলে আর তৃষ্ণার্ত হবে না

قال ﷺ : فيه أباريق كنجوم السماء ، من ورده فشرب منه لم يظمأ بعدا أبدا

নবীজী বলেন, "সেখানে অসংখ্য পেয়ালা থাকবে, যার পরিমাণ আকাশের তারকসমূহের সমান। একবার যে পান করবে, দ্বিতীয়বার সে তৃষ্ণার্ত হবে না।" (মুসলিম-৬২০৮)

* সর্বপ্রথম যারা পান করতে আসবে

নবী করীম সা. এর মর্যাদা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'লা তাঁকে হাউয দান করবেন। ঈমান যত মজবুত হবে এবং আমল যত অধিক হবে, তত দ্রুত তারা সেখান থেকে পানি পান করতে পারবে। সর্বপ্রথম পান করবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য প্রাণোৎসর্গকারী দরিদ্র মুহাজিরগণ। কুরআনে আল্লাহ নিজেই তাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন-

﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَٰجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا۟ مِن دِيَٰرِهِمْ وَأَمْوَٰلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ ٨ ﴾ الحشر: ٨

"এই ধন-সম্পদ দেশত্যাগী নিঃস্বদের জন্যে, যারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি লাভের অন্বেষণে এবং আল্লাহ তাঁর রাসূলের সাহায্যার্থে নিজেদের বাস্তুভিটা ও ধন-সম্পদ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে।" (সূরা হাশর-৮)

তাদের সম্মুখভাগে থাকবে আবু বকর, উমর, উসমান, আলী রা. এবং সকল সাহাবীবৃন্দ।

قال ﷺ : أكاويبه كعدد نجوم السماء . من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا . وأول من يرده علي فقراء المهاجرين . الدنس ثيابا والشعث رؤوسا . الذين لا ينكحون المنعمات . ولا يفتح لهم السدد

নবীজী বলেন, "হাউযের পানপাত্র-সংখ্যা আসমানের তারকারাজির সংখ্যার সমান। একবার যে পান করবে, দ্বিতীয়বার সে তৃষ্ণার্ত হবে না। সর্বাগ্রে পান করতে আসবে শীর্ণকায় জীর্ণবস্ত্রবিশিষ্ট দরিদ্র মুহাজিরগণ। দুনিয়াতে যারা সম্ভ্রান্ত নারীদেরকে বিয়ে করতে পারেনি। যাদের জন্য দুয়ার খোলা হতো না।" (মুস্তাদরাকে হাকিম-৭৩৭৪)

* ইয়েমেন-বাসীর অগ্রাধিকার

ইয়েমেন-বাসী হলো কোমল হৃদয়ের মানুষ। তারাই সর্বাগ্রে মুসাফাহা করতে আসে। তাদের স্বভাব হলো উৎকৃষ্ট। হাউযে তারাই অগ্রগামী থাকবে। নবীজী তাদেরকে সর্বাগ্রে পান করাবেন।



قال ﷺ : إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن أضرب بعصاي حتى يرفض عليهم

নবী করীম সা. বলেন, "আমি আমার হাউযের সামনে ইয়েমেন-বাসীর জন্য মানুষকে সরাতে থাকব। পানিতে প্রহার করব যেন বেশি করে প্রবাহিত হয়।" (মুসলিম-৬১৩০)

অর্থাৎ অন্যদেরকে সরাতে থাকব যেন ইয়েমেনবাসী আগে পান করতে পারে। ইসলামের খেদমতে তাদের অগ্রগণ্যতার পুরস্কার স্বরূপ তাদেরকে এ সম্মানে ভূষিত করা হবে।

* হাউযে আগমনকারীগণ

ব্যক্তি যত পরিশুদ্ধ হবে, তত দ্রুত সে হাউযে উপনীত হতে পারবে। সর্ব-পরিশুদ্ধ হলেন সাহাবীগণ। তাদের মধ্য শ্রেষ্ঠ হলেন আবু বকর, উমর, উসমান ও আলী রা.। আনসার সাহাবীগণও অগ্রগণ্য থাকবেন।

আনসার সাহাবীদের সম্পর্কে নবীজী বলেন,

إنكم ستلقون بعدي أثرة ، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض

"আমার মৃত্যুর পর তোমরা অপ্রাধান্য থাকবে। তখন তোমরা ধৈর্যধারণ করো। শেষপর্যন্ত হাউযে তোমরা আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে।" (বুখারী-৩৫৮২)

আনসার সাহাবীগণ ইসলামের জন্য বিশাল ত্যাগ স্বীকার করেছেন। মুহাজিরদেরকে স্থান দিয়েছেন, তাদেরকে সর্বাত্মক

সহযোগিতা করেছেন, নবীজীকে আশ্রয় দিয়েছেন, জিহাদ ও খেদমতে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এর যথাযথ পুরস্কার তারা দুনিয়ায় প্রাপ্ত হবে না। নবীজী তাদেরকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলেন, "তোমরা চিন্তিত হয়ো না। তোমাদের যথাযথ প্রতিদান আল্লাহ পরকালে দিবেন।"

পক্ষান্তরে যারা নবীজীর মৃত্যুর পর মুরতাদ হয়েছিল এবং যে সকল মুনাফিক ভেতরে ভেতরে চরম কুফুরী পোষণ করত, কেয়ামতের দিন তাদের চরিত্র উন্মোচিত হবে। হাউযের পাড় থেকে তাদেরকে বিতাড়িত করা হবে।

قال ﷺ : أنا فرطكم على الحوض أنظركم ليرفع لي رجال منكم حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني . فأقول: رب أصحابي ، أصحابي!! فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك.

নবী করীম সা. বলেন, "হাউযে আমি তোমাদের অপেক্ষায় থাকব; এমন সময় কিছু লোককে আমার সামনে উপস্থিত করে লাঞ্ছিত করা হবে। আমি তাদেরকে চিনে ফেলব। বলব- হে প্রতিপালক, ওরা আমার সাথী.. ওরা আমার সাথী! তখন বলা হবে, আপনি জানেন না; আপনার মৃত্যুর পর তারা কী কাণ্ড ঘটিয়েছে!

وفي رواية : إنهم ارتدوا بعدك على أدرباهم القهقرى

অন্য বর্ণনায়- "আপনার মৃত্যুর পর তারা ইসলাম থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছে, মুরতাদ হয়ে গেছে।" (বুখারী-৬২১৫)



প্রাসঙ্গিক

এখানে সাহাবীদের ত্রুটি ধরা হয়নি..

উপরোক্ত হাদিসে সাহাবীদের নিন্দা করা হয়নি; বরং হাদিসের অর্থ হলো, সেদিন হাউয থেকে বিতাড়িত লোকেরা সেসব লোক, যারা নবীজীর ইন্তেকালের পর আবু বকর রা. এর শাসনামলে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। আবু বকর রা. তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। ফলে তারা কুফরের উপরই মৃত্যুবরণ করেছিল। প্রসিদ্ধ সাহাবীগণ কেউই মুরতাদ হননি; বরং আরবের কিছু বেদুইন ও মুনাফিকেরা মুরতাদ হয়েছিল, যারা ইসলামের জন্য সামান্য পরিমাণ ত্যাগও স্বীকার করেনি।

পাশাপাশি মুনাফিকরাও হাউযে আসতে চাইবে। নবীজী তাদেরকে দেখে আপন সহযোগী মনে করবেন। যেমন, মুনাফিক আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সালুল ও তার সমমনা ব্যক্তিবর্গ। বাহ্যত তারা ইসলাম প্রকাশ করলেও অন্তরে চরম কুফুরী পোষণ করত। কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহ তাদের মুখোশ উন্মোচন করে তাদেরকে চরম লাঞ্ছিত করবেন।

মোহাম্মাদ সা. এর হাউয কেবল তাঁরই উম্মতের জন্য..

প্রত্যেক নবীরই একটি করে হাউয থাকবে, যা থেকে অনুসারী মুমিনগণ পান করতে পারবে। নবী করীম সা. আমাদেরকে

অবহিত করেছেন যে, তাঁর হাউয কেবল তাঁরই উম্মতের জন্য নির্দিষ্ট হবে,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَرِدُ عَلَيَّ أُمَّتِي الْحَوْضَ وَأَنَا أَذُودُ النَّاسَ عَنْهُ كَمَا يَذُودُ الرَّجُلُ إِبِلَ الرَّجُلِ عَنْ إِبِلِهِ. قَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَتَعْرِفُنَا قَالَ نَعَمْ لَكُمْ سِيمَا لَيْسَتْ لأَحَدٍ غَيْرِكُمْ تَرِدُونَ عَلَيَّ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ وَلَيُصَدَّنَّ عَنِّي طَائِفَةٌ مِنْكُمْ فَلاَ يَصِلُونَ فَأَقُولُ يَا رَبِّ هَؤُلاَءِ مِنْ أَصْحَابِي فَيُجِيبُنِي مَلَكٌ فَيَقُولُ وَهَلْ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ.

নবীজী বলেন, "আমার হাউযে আমার উম্মত সেদিন উপনীত হবে। আমি মানুষকে বিন্যাস করতে থাকব, যেমন তোমরা উটকে পানি পান করানোর সময় বিন্যাস করে থাক। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর নবী, আপনি কি সেদিন আমাদেরকে চিনবেন? বললেন, হ্যাঁ.. নিদর্শন দেখে চিনব। তোমাদের ওযুর অঙ্গগুলো শুভ্র এবং উজ্জ্বল থাকবে। তোমাদের কিছু লোক সেদিন আমার কাছে আসতে চাইবে, কিন্তু তারা পৌঁছুতে পারবে না। বলব, হে প্রতিপালক, ওরা আমারই সহযোগী! এক ফেরেশতা তখন উত্তরে বলবেন, আপনি কি জানেন তারা আপনার পর কী কাণ্ড ঘটিয়েছে!?" (মুসলিম-৬০৫)

উপরোক্ত হাদিস থেকে বুঝা যায়, হাউয থেকে বিতাড়িতরা হলো মুনাফিক সম্প্রদায়, যারা অন্তরে কুফুরী পোষণ করত আর মুখে ইসলাম প্রকাশ করত। নবী করীম সা. যেন তার আশপাশে থাকা মুনাফিকদেরকেই সতর্ক করছিলেন। কারণ, কেয়ামতের

দিন আল্লাহ তা'লা তাদের প্রকৃত অবস্থার উপর বিচার করবেন। নবীজীর জীবদ্দশাতেই কতিপয় মুনাফিকের পরিচয় প্রকাশ হয়ে গিয়েছিল। যেমন, উহুদ যুদ্ধের দিন প্রায় তিনশত মুনাফিক যুদ্ধের পূর্বেই রণাঙ্গন ছেড়ে চলে এসেছিল।

কেয়ামতের দিন অগণিত সম্প্রদায় থাকবে যাদের সংখ্যা সম্পর্কে আল্লাহ ব্যতীত কেউ অবগত নয়। প্রচণ্ড ভিড় হবে সেদিন। উম্মতে মোহাম্মাদীর অবস্থান সেদিন কালো ষাঁড়ের দেহে একটি সাদা লোম সদৃশ হবে।

সেই কঠিন পরিস্থিতিতে মানুষ একজন সুপারিশকারীর প্রতীক্ষায় থাকবে। সুপারিশ-কারীগণ হবেন নবী, রাসূল, ফেরেশতা, শহীদ এবং সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ।

বিস্তারিত সামনে আসছে..

আক্বীদা,

নবীজীর সাহাবীগণ উম্মতের সর্বোৎকৃষ্ট মানব সম্প্রদায়,

তাই হাউযে সর্বপ্রথম তারাই উপনীত হবেন।

শাফা‘আত (সুপারিশ)

কেয়ামত দিবসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর মধ্যে অন্যতম হলো সুপারিশ। হাশরের ময়দানে মানুষের পরিণাম নির্ধারণে তা বিরাট ভূমিকা পালন করবে। সকল মানুষ সেদিন নবী রাসূলদের কাছে গিয়ে সুপারিশ প্রার্থনা করবে। নবী রাসূলগণ সুপারিশ করতে অপরাগতা প্রকাশ করবেন। শেষপর্যন্ত আল্লাহ তা‘লা নবী মোহাম্মাদ সা. কে ‘মাক্বামে মাহমুদ’-এ উত্তোলন করে সুপারিশের অনুমতি দেবেন।

* সুপারিশ কী?
* সুপারিশের শর্তগুলো কী?
* সুপারিশের প্রকারগুলো কী?
* শুধু আমাদের নবীর জন্য নির্দিষ্ট, নাকি সকল নবীর জন্যও?
* নবীগণ ব্যতীত অন্যরাও কি সুপারিশের অধিকার রাখবে?

* ভূমিকা

কেয়ামতের সেই কঠিন দিনে মানুষ যখন সুদীর্ঘকাল দাঁড়িয়ে থাকবে, চরম ত্রাস সৃষ্টি হবে, সীমা-লঙ্ঘনকারীদের চোখ অশ্রু ঝরিয়ে শুকিয়ে যাবে, ক্ষতিগ্রস্তদের সকল আশা নিরাশায় পরিণত হবে, নবী রাসূলগণ পর্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত থাকবেন, মর্যাদাশীল ফেরেশতাগণ ভয়ে অস্থির থাকবেন, সেদিন মানুষ মহান আল্লাহর কাছে হিসাবকার্য শুরু করতে একজন সুপারিশকারী খোঁজে বেড়াবে। অনেক খোঁজাখোজির পর, অনেক আকুতি মিনতি ও দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর, সকল নবীদের অপারগতা প্রকাশের পর.. শ্রেষ্ঠনবী মোহাম্মাদ সা. প্রশংসার ঝাণ্ডা বহন করে সুপারিশকারীরূপে আগমন করবেন। তিনি মহান প্রতিপালকের সামনে সেজদায় লুটিয়ে পড়বেন। দোয়া করতে থাকবেন। আকুতি মিনতি করতে থাকবেন। কাঁদতে থাকবেন। অতঃপর আল্লাহ তার সুপারিশ গ্রহণ করবেন। এরপর আরও সুপারিশ করবেন। সেই সুপারিশের প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'লা অনেক মানুষকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাত দেবেন। অনেক মুমিনের স্তর উন্নীত করবেন...।

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ بَيْنَ يَدَىْ مَسِيرَةِ شَهْرٍ وَأُحِلَّتْ لِىَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تُحَلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي وَجُعِلَتْ لِىَ الأَرْضُ طَيِّبَةً طَهُورًا وَمَسْجِدًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ صَلَّى حَيْثُ كَانَ

وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ كُلُّ نَبِيٍّ بعث إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى الناس عامة.

নবী করীম সা. বলেন, "আমাকে এমন পাঁচটি বিষয় দেওয়া হয়েছে যেগুলো অন্য কোন নবীকে দেওয়া হয়নি- ১. একমাস দূরত্বের ব্যবধানে থাকা শত্রুর অন্তরে আমার ভয় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। ২. আমার জন্য যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ গ্রহণ বৈধ করা হয়েছে, যা ইতিপূর্বে কোন নবীর জন্য বৈধ ছিল না। ৩. ভূ-পৃষ্ঠের সকল স্থানে নামায আদায় আমার জন্য বৈধ করা হয়েছে, সুতরাং নামাযের সময় হলে যেখানেই তোমরা থাক; নামায পড়ে নিয়ো। ৪. আমাকে শাফা'আত (সুপারিশের অধিকার) দেয়া হয়েছে। ৫. সকল নবী নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে প্রেরিত, আর আমি সমগ্র বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে প্রেরিত।" (বুখারী-৩২৮)

* 'শাফা'আত' এর সংজ্ঞা

আরবী 'শাফা'আত' শব্দের অর্থ হলো কোন বস্তুকে অপর কোন বস্তুর সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া, জোড়া হওয়া।

পরিভাষায় 'শাফা'আত' হলো, অন্যের জন্য কিছু চাওয়া। কারণ, ব্যক্তি নিজের চাহিদা পূরণে প্রথম একক থাকে, অতঃপর যখন তার সঙ্গে অন্যজন মিলিত হয় তখন তারা জোড়া হয়ে যায়।

* সুপারিশ এর শর্তসমূহ

সুপারিশ কবুল হওয়ার জন্য আল্লাহ তা‘লা কুরআনে দুটি শর্ত উল্লেখ করেছেন..

(১) সুপারিশকারীকে আল্লাহর পক্ষ থেকে সুপারিশের অনুমতি প্রদান। এক্ষেত্রে সুপারিশকারী যেই হোক; নবী, শহীদ কিংবা ফেরেশতা। আল্লাহ বলেন,



﴿ وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَٰعَةُ عِندَهُۥٓ إِلَّا لِمَنۡ أَذِنَ لَهُۥۚ حَتَّىٰٓ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمۡ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمۡۖ قَالُواْ ٱلۡحَقَّۖ وَهُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡكَبِيرُ ٢٣ ﴾

سبأ: ٢٣

“যার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়, তার জন্যে ব্যতীত আল্লাহর কাছে কারও সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না।” (সূরা সাবা-২৩)

(২) সুপারিশকৃত ব্যক্তির প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং শিরকের গুনাহ থেকে সে পবিত্র হতে হবে। সুপারিশকৃত ব্যক্তি কাফের হলে কখনই সুপারিশ গৃহীত হবে না। কারণ, শিরক এর গুনাহ কিছুতেই আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। কাফেরদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

﴿ فَمَا تَنفَعُهُمۡ شَفَٰعَةُ ٱلشَّٰفِعِينَ ٤٨ ﴾ المدثر: ٤٨

"সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোন কাজে আসবে না।" (সূরা মুদ্দাছছির-৪৮)

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

﴿لَّا يَمۡلِكُونَ ٱلشَّفَٰعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحۡمَٰنِ عَهۡدٗا ٨٧﴾ مريم: ٨٧

"যে দয়াময় আল্লাহর কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে, সে ব্যতীত আর কেউ সুপারিশ করার অধিকারী হবে না।" (সূরা মারিয়াম-৮৭)

এখানে প্রতিশ্রুতি হলো শাহাদাত তথা "আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই" সাক্ষ্য দেওয়া।

অনেক ব্যাখ্যাকার এখানে প্রতিশ্রুতি বলতে নামায উদ্দেশ্য করেছেন। কারণ,

قال ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر

নবীজীর ভাষ্য, "তাদের এবং আমাদের মাঝে প্রতিশ্রুতি হলো নামায। যে নামায ত্যাগ করল, সে কুফুরী করল।" (তিরমিযী-২৬২১)

আল্লাহর কাছে কাফেরের কোন প্রতিশ্রুতি নেই। যদ্দরুন তাদের ব্যাপারে সুপারিশকারীদের কোনো সুপারিশ কাজে আসবে না।

قال ﷺ: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي

নবী করীম সা. বলেন, "আমার সুপারিশ কেবল আমার উম্মতের কবীরা গুনাহকারীদের জন্য।" (মুসনাদে আহমদ-১৩২২২)

অর্থাৎ নবী করীম সা. সাধারণ গুনাহগারদের জন্য সুপারিশ করবেন। তবে যদি তার অপরাধ কবীরা গুনাহের ঊর্ধ্বে হয়, শিরক হয়, তবে কখনো তিনি সুপারিশ করবেন না।

শাফা'আতের শর্তদ্বয়কে আল্লাহ একটি আয়াতেই বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ বলেন,

﴿ يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ ٱلشَّفَٰعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُۥ قَوْلًا ١٠٩ ﴾

طه: ١٠٩

"দয়াময় আল্লাহ যাকে অনুমতি দেবেন এবং যার কথায় সন্তুষ্ট হবেন সে ছাড়া কারও সুপারিশ সেদিন কোন উপকারে আসবে না।" (সূরা ত্বাহা-১০৯)

যার কথায় সন্তুষ্ট হবেন বলতে যে শিরিক মুক্ত হয়ে তাঁর কাছে আসবে।

শাফাআতের অনুমতি কেবল আল্লাহর নিকট হবে। আল্লাহ বলেন,

﴿ قُل لِّلَّهِ ٱلشَّفَٰعَةُ جَمِيعًا ﴾ الزمر: ٤٤

"বলুন, সকল সুপারিশ আল্লাহরই ক্ষমতাধীন।" (সূরা যুমার-৪৪)

* সুপারিশের গুরুত্ব

নবী করীম সা. সহ যাদের সুপারিশ আল্লাহ কবুল করবেন, তাদের জন্য সুপারিশের অনুমতি প্রদান আল্লাহর পক্ষ থেকে

এক বিরাট সম্মাননা। সুপারিশকৃতদের জন্য সেটি হবে পরম সৌভাগ্য।



সুপারিশের গুরুত্ব একটি হাদিস থেকেই অনুমান করা যায়, নবী করীম সা. কে দুটি বিষয়ের একটি নির্বাচনের কথা বলা হয়েছিল- ১, তাঁর উম্মতের অর্ধেক লোককে জান্নাত প্রদান ২, সুপারিশ। তিনি সুপারিশকেই বেছে নিয়েছিলেন।

قال ﷺ : أتدرون ما خيرني ربي الليلة؟ قلنا : الله ورسوله أعلم. قال: فإنه خيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة ، فاخترت الشفاعة . قلنا : يا رسول الله ، ادع الله أن يجعلنا من أهلها . قال: هي لكل مسلم

যেমনটি নবী করীম সা. বলেন, "তোমরা কি জান প্রতিপালক গতরাতে আমাকে কী নির্বাচনের কথা বলেছেন? আমরা বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই অধিক জানেন। বললেন, তিনি আমাকে দুটি বিষয়ের একটি নির্বাচন করতে বলেছেন- ১, আমার উম্মতের অর্ধেক লোককে জান্নাত প্রদান। ২, সুপারিশ। আমি সুপারিশকেই বেছে নিয়েছি। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, দোয়া করুন আল্লাহ যেন আমাদেরকে সুপারিশকৃতদের

অন্তর্ভুক্ত করেন। বললেন, সেটি প্রতিটি মুসলিমের জন্যই..!" (মুস্তাদরাকে হাকিম-২২১)

* প্রত্যেক নবীর জন্যই গৃহীত প্রস্তাব..

শাফা'আতের ব্যাপারে নবী করীম সা. উচ্ছ্বসিত ছিলেন। শাফা'আতের প্রসঙ্গ আসলেই তিনি প্রফুল্ল হয়ে যেতেন। প্রত্যেক নবীকেই আল্লাহ একটি মকবুল দোয়ার সুযোগ দিয়েছেন। সকল নবী দুনিয়াতেই সে দোয়া করে ফেলেছিলেন।

তবে নবী করীম সা. শত কষ্ট এবং দুর্ভোগ সত্ত্বেও দোয়াটি তিনি সম্পন্ন করেননি; বরং পরকালের জন্য তা সঞ্চিত রেখেছেন।

قال ﷺ: لكل نبي دعوة مستجابة ، فتعجل كل نبي دعوته ، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة ، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا

নবী করীম সা. বলেন, "প্রত্যেক নবীকেই আল্লাহ গৃহীত দোয়ার একটি সুযোগ দিয়েছেন। সকল নবীই সেই দোয়া দুনিয়াতে করে ফেলেছেন। আমি আমার সেই দোয়া পরকালে শাফা'আত-মুহূর্তের জন্য রেখে দিয়েছি। আল্লাহর সাথে শরীক না করে যে মৃত্যুবরণ করবে আল্লাহ চাহেন তো সেই তা লাভ করবে।" (মুসলিম-৫৫১)

উপরন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে শেষ নবীর প্রতি পরম সম্মাননা হলো, আল্লাহ তাঁর উম্মতের সত্তর হাজার সদস্যকে বিনা হিসাবে

জান্নাতে দেওয়ার ওয়াদা করেছেন। সত্তর হাজারের সাথে আরও অনেক...!

قال ﷺ : وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفا لا حساب عليهم ولا عذاب . مع كل ألف سبعون ألفا ،وثلاث حثيات من حثياته

যেমন নবী করীম সা. বলেন, "প্রতিপালক আমাকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, আমার উম্মত থেকে সত্তর হাজার লোককে বিনা হিসাবে ও বিনা আযাবে জান্নাতে দেবেন। প্রত্যেক হাজারের সাথে আরও সত্তর হাজার এবং প্রতিপালকের পক্ষ জাহান্নাম থেকে তিন তিনটি মুষ্টি।"

* শাফা'আতের প্রকারসমূহ

কেয়ামতের দিন সকল সৃষ্টিই শাফা'আত-প্রাপ্তি কামনা করবে। কারো আশা পূরণ হবে, কেউ নিরাশ হয়ে ফিরে যাবে। সেদিন সর্বাধিক বিতাড়িত এবং ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে সেসব লোক, যারা দুনিয়াতে মূর্তি, প্রস্তর, পদার্থ বা কবরের পূজা করত। তাদের কাছে প্রার্থনা করত। তাদের কাছে বিপদ দূরীকরণ কামনা করত। তাদের কবরের পাশে পশু জবাই দিত। কবরে ফুল দিত। আতর ছেটাত। কেয়ামতের দিন সেসব উপাস্যরা তাদের উপাসনা অস্বীকার করবে। তারা তাদের কোনো উপকার করতে পারবে না। আযাব থেকে তাদের বাঁচাতে পারবে না।

আল্লাহর বাণী,

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِۖ
وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِۗ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ إِذْ يَرَوْنَ
ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ ١٦٥ إِذْ تَبَرَّأَ
ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ
ٱلْأَسْبَابُ ١٦٦ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا
تَبَرَّءُواْ مِنَّاۗ كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَٰلَهُمْ حَسَرَٰتٍ عَلَيْهِمْۖ وَمَا هُم
بِخَٰرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ١٦٧ ﴾ البقرة: ١٦٥ - ١٦٧

“আর কোনো কোনো লোক এমনও রয়েছে যারা অন্যান্যকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনি ভালোবাসা পোষণ করে, যেমন আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা হয়ে থাকে। কিন্তু যারা আল্লাহর প্রতি ঈমানদার তাদের ভালোবাসা ওদের তুলনায় বহুগুণ বেশি। আর কতই না উত্তম হতো যদি এ জালেমরা পার্থিব কোনো কোনো আযাব প্রত্যক্ষ করেই উপলব্ধি করে নিত যে, যাবতীয় ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্য এবং আল্লাহর আযাবই সবচেয়ে কঠিন। অনুসৃতরা যখন অনুসরণকারীদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যাবে এবং যখন আযাব প্রত্যক্ষ করবে আর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে তাদের পারস্পরিক সকল সম্পর্ক। এবং অনুসারীরা বলবে, কতই না ভালো হত, যদি

আমাদিগকে পৃথিবীতে ফিরে যাবার সুযোগ দেওয়া হতো। তাহলে আমরাও তাদের প্রতি তেমনি অসন্তুষ্ট হয়ে যেতাম, যেমন তারা অসন্তুষ্ট হয়েছে আমাদের প্রতি। এভাবেই আল্লাহ তা'লা তাদেরকে দেখাবেন তাদের কৃতকর্ম তাদেরকে অনুতপ্ত করার জন্য। অথচ, তারা কস্মিনকালেও আগুন থেকে বের হতে পারবে না।" (সূরা বাক্বারা ১৬৫-১৬৭)

কুরআন-হাদিস অধ্যয়নে বুঝা যায় যে, কেয়ামতের দিন কোনো কোনো সুপারিশ গৃহীত এবং লাভজনক হবে, আবার কোনো কোনো সুপারিশ ব্যর্থ হবে; নির্বিকার থেকে যাবে।

বুঝা গেল সুপারিশ দুই প্রকার,

(১) গৃহীত সুপারিশ

কুরআন-হাদিসে যার বিবরণ স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। এর অধিকারী হবেন নবী, রাসূল, ফেরেশতা, মুমিন এবং শহীদগণ। গৃহীত সুপারিশের আবার কিছু প্রকার রয়েছে, কিছু ধাপ রয়েছে; কোনোটি পুরো সম্প্রদায়ের জন্য আবার কোনোটি নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য।



(২) ব্যর্থ সুপারিশ



দুনিয়াতে কাফের-মুশরেকরা তাদের উপাস্যের ক্ষেত্রে সুপারিশের যে ধারণা পোষণ করে থাকে, কবর-পূজারীরা তাদের 'বাবা'দের কাছ থেকে যে সুপারিশ কামনা করে থাকে; তাদের নামে পশু জবাই করে থাকে, এবাদত মনে করে কবরে হাত স্পর্শ করে থাকে, কবরের সামনে নামায আদায় করে পরকালে তাদের কাছ থেকে সুপারিশ আশা করে।

এসব ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ মিথ্যাবাদী বলে উপাধি দিয়েছেন। আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত সেদিন কেউ কারো জন্য সুপারিশ করার সাহস পাবে না। সুপারিশকারী এবং সুপারিশকৃত উভয়ের ক্ষেত্রে যদি আল্লাহর অনুমতি এবং সন্তুষ্টি থাকে, তবেই সুপারিশ করতে পারবে।

আল্লাহ বলেন,

﴿مَن ذَا ٱلَّذِي يَشۡفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦۚ﴾ البقرة: ٢٥٥

"কে আছে এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া?" (সূরা বাক্বারা-২৫৫) অন্য আয়াতে,

﴿وَلَا يَشۡفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرۡتَضَىٰ﴾ الأنبياء: ٢٨

"তারা শুধু তাদের জন্যে সুপারিশ করে, যাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট।" (সূরা আম্বিয়া-২৮)

সুতরাং যে ব্যক্তি মাজারে গিয়ে পয়সা ঢালে, পশু জবাই দিয়ে, ওসিলা গ্রহণ করে, প্রার্থনা, তাওয়াফ অথবা নামায আদায় করে কবরস্থ ব্যক্তির নৈকট্য অর্জন করতে চায়, সে চরম পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত। পরকালে কখনো সে শাফাআতপ্রাপ্ত হবে না।





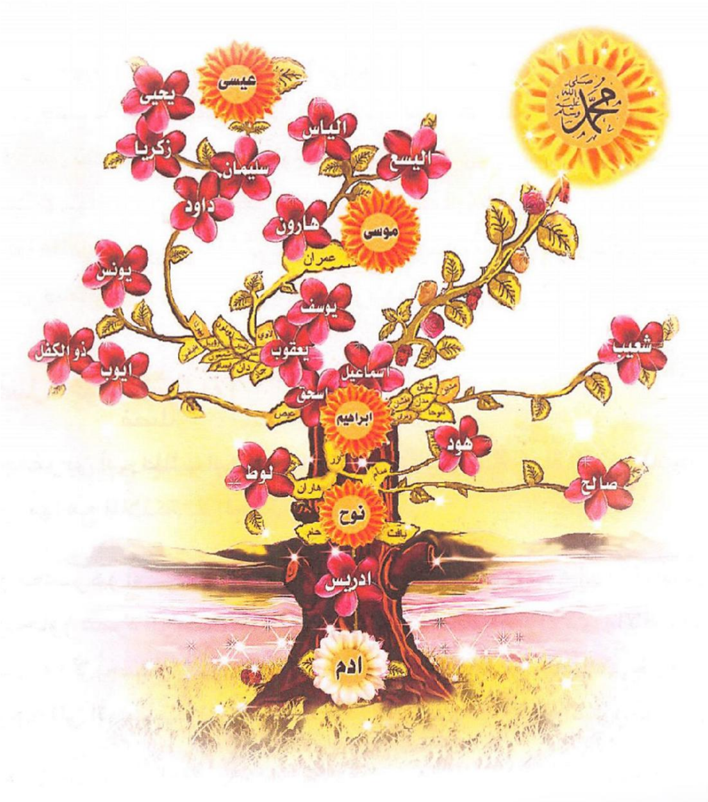
* সুপারিশকারীগণ

নৈকট্যশীল বান্দাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে বিরাট সম্মাননা যে, তিনি জাহান্নামীদের ব্যাপারে তাদেরকে সুপারিশের অনুমতি দেবেন।

কুরআন-হাদিসের উদ্ধৃতিসমূহ পর্যালোচনান্তে সুপারিশকারীরূপে যাদের উল্লেখ পাওয়া যায়..

(১) নবীগণ

সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানবসম্প্রদায় হলেন নবীগণ। যাদেরকে আল্লাহ তা'লা মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে পথপ্রদর্শন করতে মনোনীত করেছেন। তাদের কারো মর্যাদা বেশি, আবার কারো তুলনামূলক কম। আল্লাহ বলেন,



﴿ ۞ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۘ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُ ۖ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَٰتٍ ۚ ﴾ البقرة: ٢٥٣

"এই রাসূলগণ আমি তাদের কাউকে কারো উপর মর্যাদা দিয়েছি। তাদের মধ্যে কেউ তো হলো তারা যার সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন, আর কারও মর্যাদা উচ্চতর করেছেন।" (সূরা বাক্কারা-২৫৩) হাশরের ময়দানে তাদেরকে সুপারিশের অনুমতি প্রদান বিষয়টি তাদের জন্য সবচে' মর্যাদার বিষয় হবে। আল্লাহ তাদের সুপারিশ গ্রহণ করবেন।

সর্বপ্রথম আমরা নবী মোহাম্মাদ সা. এর সুপারিশগুলো উল্লেখ করব। আল্লাহ যেন আমাদেরকে তাঁর সুপারিশপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করেন। কোনো কোনো সুপারিশ কেবল তিনিই করবেন, আবার কোনো কোনো সুপারিশের ক্ষেত্রে তাঁর সাথে অন্য নবী ও শহীদগণও মিলিত হবেন।

সুপারিশগুলো হলো,

প্রথম সুপারিশ

এটিই 'মহা সুপারিশ'। কেয়ামতের দিন সকল সৃষ্টির আকুতি মিনতির প্রেক্ষিতে তিনি 'মাক্বামে মাহমুদে' অধিষ্ঠিত হবেন। আল্লাহ বলেন,

﴿ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴿٧٩﴾ ﴾ الإسراء: ٧٩

“হয়তোবা আপনার পালনকর্তা আপনাকে মাক্বামে মাহমুদে পৌঁছাবেন।” (সূরা ইসরা-৭৯)



এ সুপারিশ কেবল নবী মোহাম্মাদ সা. এর জন্য নির্দিষ্ট। মানুষের শত আকুতির পরও সকল নবীগণ এ সুপারিশ থেকে অপারগতা প্রকাশ করবেন। তা হলো হাশরের ময়দানের ভয়াবহ ও কঠিন পরিস্থিতির অবসান ঘটিয়ে বিচারকার্য শুরু করার সুপারিশ।

قال ابن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا كل تتبع نبيها ، يقولون: يا فلان ، اشفع يا فلان ، اشفع! حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي ﷺ ، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود

ইবনে উমর রা. বলেন, “কেয়ামতের দিন মানুষ সুদীর্ঘকাল দাঁড়িয়ে থেকে তাদের পাগুলো বিকল হওয়ার উপক্রম হবে। ফলে হাঁটু গেড়ে তারা দাঁড়িয়ে থাকবে। প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ নবীর অনুসরণ করবে। সকলেই গিয়ে বলবে, হে অমুক.. আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। শেষপর্যন্ত নবীজীর কাছে এসে পৌঁছুবে। সেদিন আল্লাহ তাকে ‘মাক্বামে মাহমুদ’ (প্রশংসনীয় স্থান) দান করবেন।” (বুখারী-৪৪৪১)

ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত দীর্ঘ হাদিসেও বিষয়টি পরিষ্কার হয়েছে। সেখানে নবী করীম সা. বলেন,

فيشفع ليقضى بين الخلق ، فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب ، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا ، يحمده أهل الجمع كلهم

"অতঃপর মানুষের হিসাবকার্য শুরু করার জন্য তিনি সুপারিশ করবেন। হাটতে থাকবেন, শেষপর্যন্ত গিয়ে দরজায় হাত রাখবেন। সেদিন আল্লাহ তাকে মাক্কামে মাহমুদে অধিষ্ঠিত করবেন। সকল সৃষ্টি সেদিন তাঁর প্রশংসা করবে।"

এই মহা সুপারিশের জন্য নির্দিষ্ট করা আল্লাহর পক্ষ থেকে মোহাম্মাদ সা. এর জন্য এক বিরাট সম্মাননা।

قال ﷺ : أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر ، وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر

নবী করীম সা. বলেন, "কেয়ামতের দিন আমিই সকল আদম সন্তানের নেতা হব; এতে গর্বের কিছু নেই। আমার কবরই সর্বপ্রথম উন্মোচিত হবে। আমিই প্রথম সুপারিশকারী এবং আমার সুপারিশই সর্বপ্রথম গৃহীত হবে; এতে গর্বের কিছু নেই।" (ইবনে মাজা-৪৩০৮)

আর এটিই হল নবী করীম সা. এর সঞ্চিত প্রার্থনা, যা তিনি দুনিয়াতে অপূর্ণ রেখেছিলেন।

سأل رجل رسول الله ﷺ : يا رسول الله ألا سألت ربك ملكا كملك سليمان؟ فضحك رسول الله ﷺ ثم قال: لعل لصاحبكم عند الله أفضل من ملك سليمان ، إن الله لم يبعث نبيا إلا أعطاه دعوة ، منهم من اتخذها دنيا فأعطيها ، ومنهم من دعا بها على قومه إذ عصوه فأهلكوا بها ، فإن الله أعطاني دعوة فاختبأتها عند ربي شفاعة لأمتي يوم القيامة

একব্যক্তি এসে নবী করীম সা. কে বলতে লাগল, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি প্রতিপালকের কাছে সুলাইমান আ. এর মতো রাজত্ব চান না? আল্লাহর রাসূল হেসে দিয়ে বললেন, হয়তো তোমাদের সাথীর জন্য আল্লাহর কাছে সুলাইমান আ. এর রাজত্বের চেয়েও উৎকৃষ্ট কিছু রয়েছে। প্রত্যেক নবীর জন্যই আল্লাহ একটি গৃহীত প্রার্থনার সুযোগ দিয়েছেন। কেউ এ প্রার্থনা দুনিয়াতে করে তা অর্জন করে ফেলেছে। কেউ আপন ক্বওমের উপর বদদোয়া করেছে, ফলে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। ঠিক আমাকেও আল্লাহ একটি প্রার্থনার সুযোগ দিয়েছেন, আর সেটি আমি কেয়ামতের ময়দানে আমার উম্মতের জন্য সুপারিশ হিসেবে রেখে দিয়েছি।" (মুস্তাদরাকে হাকিম-২২৬)

মোহাম্মাদ সা. ব্যতীত সকল নবী সেই সুপারিশ থেকে অপারগতা প্রকাশ করবেন

একাধিক হাদিসে এই সুপারিশের বিস্তারিত বিবরণ এসেছে।

قال ﷺ : إن الله يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحملون فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون ما أنتم فيه ألا ترون ما قد بلغكم ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس لبعض أبوكم آدم فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول لهم آدم عليه السلام إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول لهم نوح إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه كان لي دعوة على قومي نفسي نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول إبراهيم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولن يغضب بعده مثله نفسي نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت فضلك الله

برسالته وكلامه على الناس اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول لهم موسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وأني قتلت نفسا لم أومر بقتلها نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت روح الله وكلمة منه ألقاها إلى مريم روح منه وكلمت الناس في المهد اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر له ذنبا نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين فيأتون فيقولون يا محمد أنت رسول الله خاتم الأنبياء غفر الله لك ذنبك ما تقدم منه وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا فأقوم فآتي تحت العرش فأقع ساجدا إلى ربي ويفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي فيقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطه اشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول رب أمتي أمتي يا رب أمتي يا رب فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن وهو شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب ثم يفصل الله القضاء بين الناس..

নবী করীম সা. বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'লা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল সৃষ্টিকে একটি সমতল ভূমিতে একত্র করবেন। আল্লাহর কথা সেদিন সকলেই একসাথে শুনতে পাবে। আল্লাহ সকলকেই একসাথে দেখতে পাবেন। সূর্যকে সেদিন অতি নিকটবর্তী করা হবে। মানুষ সেদিন চরম ভীতিপ্রদ পরিস্থিতি এবং অতিশয় দুর্ভোগের শিকার হবে। পরিস্থিতি যখন ভয়াবহ আকার ধারণ করবে, তখন তারা দ্রুত বিচারকার্য-সূচনা প্রার্থনা করবে। একে অন্যকে বলতে থাকবে, তোমরা কি নিজেদের পরিস্থিতি লক্ষ্য করছ না? চরম দুর্ভোগ সহ্য করছ না? কেন তোমরা প্রতিপালকের কাছে একজন সুপারিশকারী খোঁজে বের করছ না!? কেউ কেউ বলবে, পিতা আদমের কাছে যাই! অতঃপর তারা আদম আ. এর কাছে এসে বলবে, হে আদম, আপনি সমগ্র জাতির পিতা, নিজ হাতে আল্লাহ আপনাকে সৃষ্টি করেছেন, আপনার মধ্যে তাঁর রূহ ফুঁকে দিয়েছেন, ফেরেশতাদের প্রতি আপনাকে সেজদা করার আদেশ করেছেন, সুতরাং আজ আপনি আমাদের জন্য সুপারিশ করুন! আপনি তো দেখছেন আমরা কী দুর্ভোগের মধ্যে আছি! কী ভয়াবহ পরিস্থিতিতে সময় অতিবাহিত করছি! আদম আ. উত্তরে বলবেন, নিশ্চয় প্রতিপালক আজ এমন রাগান্বিত হয়েছেন, অতীতে কখনো এরকম রাগান্বিত হননি, ভবিষ্যতেও হবেন না। তিনি আমাকে নির্দিষ্ট একটি বৃক্ষ থেকে বারণ করেছিলেন, কিন্তু আমি অবাধ্য হয়েছিলাম। হায়.. আমার কী উপায়.. আমার কী উপায়.. আমার কী উপায়..! অন্যদের

কাছে যাও! অতঃপর তারা নূহ এর কাছে গিয়ে বলবে, হে নূহ, আপনি হলেন রাসূলদের পিতা। আপনাকে আল্লাহ কৃতজ্ঞ বান্দা বলে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং আপনি প্রতিপালকের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন; দেখছেনই তো আমরা কী দুরবস্থায় আছি, কী দুর্ভোগে সময় কাটাচ্ছি! নূহ আ. বলবেন, নিশ্চয় প্রতিপালক আজ এমন রাগান্বিত হয়েছেন, অতীতে কখনো এমন রাগান্বিত হননি, ভবিষ্যতেও হবেন না। আমি তো আমার ক্বওমের উপর বদদোয়া করেছিলাম। হায়.. আমার কী উপায়.. আমার কী উপায়.. আমার কী উপায়..! অন্যদের কাছে যাও! অতঃপর তারা ইবরাহীম আ. এর কাছে এসে বলবে, হে ইবরাহীম, আপনি তো আল্লাহর নবী, দুনিয়াবাসীর মধ্যে আপনি ছিলেন আল্লাহর পরম বন্ধু। সুতরাং আপনি প্রতিপালকের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন; দেখছেনই তো আমরা কী দুরবস্থায় আছি, কী দুর্ভোগে সময় কাটাচ্ছি! ইবরাহীম আ. বলবেন, নিশ্চয় প্রতিপালক আজ এমন রাগান্বিত হয়েছেন, অতীতে কখনো এরকম রাগান্বিত হননি, ভবিষ্যতেও হবেন না। তিনি তার মিথ্যাবাদীতার অজুহাত দিয়ে বলবেন, হায়.. আমার কী উপায়.. আমার কী উপায়.. আমার কী উপায়..! তোমরা মুসা'র কাছে যাও! অতঃপর তারা মুসা'র কাছে এসে বলবে, হে মুসা, আপনি তো আল্লাহর রাসূল, রিসালাত দিয়ে তিনি আপনাকে সম্মানিত করেছেন এবং দুনিয়াতে আপনার সঙ্গে কথা বলেছেন। সুতরাং আজ প্রতিপালকের কাছে আমাদের জন্য

সুপারিশ করুন; দেখছেনই তো আমরা কী দুরবস্থায় আছি, কী দুর্ভোগে সময় কাটাচ্ছি! মুসা আ. বলবেন, নিশ্চয় প্রতিপালক আজ এমন রাগান্বিত হয়েছেন, অতীতে কখনো এরকম রাগান্বিত হননি, ভবিষ্যতেও হবেন না। নিশ্চয় আমি আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত একজনকে হত্যা করে ফেলেছিলাম; হায়.. আমার কী উপায়.. আমার কী উপায়.. আমার কী উপায়..! অন্যদের কাছে যাও! তোমরা ঈসা'র কাছে যাও! অতঃপর তারা ঈসা'র কাছে এসে বলবে, হে ঈসা, আপনি হলেন আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কালিমা এবং তাঁর পক্ষ থেকে রূহ, যা মারিয়াম এর কাছে দেওয়া হয়েছিল! শিশুকালেই আপনি কথা বলেছেন! সুতরাং আজ প্রতিপালকের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন; দেখছেনই তো আমরা কী দুরবস্থায় আছি, কী দুর্ভোগে সময় কাটাচ্ছি! ঈসা বলবেন, নিশ্চয় প্রতিপালক আজ এমন রাগান্বিত হয়েছেন, অতীতে কখনো এরকম রাগান্বিত হননি, ভবিষ্যতেও হবেন না। তিনি কোনো অপরাধের বিবরণ না দিয়ে বলবেন, অন্যদের কাছে যাও! মোহাম্মাদের কাছে যাও!

নবীজী বলেন, অতঃপর তারা আমার কাছে এসে বলবে, হে মোহাম্মাদ, আপনি হলেন আল্লাহর রাসূল এবং সর্বশেষ নবী। আল্লাহ আপনার অতীত ও ভবিষ্যতের সকল গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। সুতরাং আজ প্রতিপালকের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন; দেখছেনই তো আমরা কী দুরবস্থায় আছি, কী দুর্ভোগে সময় কাটাচ্ছি! অতঃপর আমি গিয়ে আরশের নীচে

দণ্ডায়মান হব। অতঃপর প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সেজদায় লুটিয়ে পড়ব। অতঃপর আল্লাহ আমার মনে তার প্রশংসাসমূহ ঢেলে দেবেন। আমার জন্য তাঁর যাবতীয় গুণ, স্তুতি ও তারিফ উন্মোচন করে দেবেন, যা ইতিপূর্বে কারো জন্য উন্মোচন করেননি। অতঃপর বলা হবে, হে মোহাম্মাদ, মাথা উঠাও! চাও, তোমাকে দেওয়া হবে! সুপারিশ কর, গৃহীত হবে! আমি বলব, হে প্রতিপালক, আমার উম্মত.. আমার উম্মত..! হে প্রতিপালক, আমার উম্মত.. আমার উম্মত..! হে প্রতিপালক, আমার উম্মত.. আমার উম্মত..! অতঃপর বলা হবে, "আপনার উম্মত থেকে যাদের হিসাব নেই, তাদেরকে ডানদিকের দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করান।" অন্য দরজা দিয়েও তারা প্রবেশ করতে পারবে। অতঃপর আল্লাহ তা'লা বিচারকার্য শুরু করবেন। (তিরমিযী-২৪৩৪)

এই হলো হাশরের ময়দানে সৃষ্ট পরিস্থিতি। শ্রেষ্ঠনবী মোহাম্মাদ সা. সর্বপ্রথম সুপারিশ করবেন। সকল সম্প্রদায় তাঁর কাছে এসে সুপারিশের আকুতি জানাবে।

দ্বিতীয় সুপারিশ

প্রবেশাধিকার দেওয়ার পর জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি প্রদানে সুপারিশ করতে জান্নাতবাসী একজন সুপারিশকারী খুঁজবে।

আদম আ. এর কাছে এসে বলবে, হে আমাদের পিতা, আমাদের জন্য জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করুন!

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْمَعُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى النَّاسَ فَيَقُومُ الْمُؤْمِنُونَ حَتَّى تُزْلَفَ لَهُمُ الْجَنَّةُ فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ يَا أَبَانَا اسْتَفْتِحْ لَنَا الْجَنَّةَ. فَيَقُولُ وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلاَّ خَطِيئَةُ أَبِيكُمْ آدَمَ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ اذْهَبُوا إِلَى ابْنِى إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللَّهِ فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ إِنَّمَا كُنْتُ خَلِيلاً مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ اعْمِدُوا إِلَى مُوسَى عليه السلام الَّذِى كَلَّمَهُ اللَّهُ تَكْلِيمًا. فَيَأْتُونَ مُوسَى عليه السلام فَيَقُولُ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى كَلِمَةِ اللَّهِ وَرُوحِهِ. فَيَقُولُ عِيسَى عليه السلام لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ. فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا فَيَقُومُ فَيُؤْذَنُ لَهُ

নবী করীম সা. বলেন, "আল্লাহ সকল মানুষকে একত্রিত করবেন। অতঃপর মুমিনদের জন্য জান্নাত নিকটবর্তী করা হবে। তারা আদমের কাছে এসে বলবে, হে আমাদের পিতা, আমাদের জন্য জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করুন! তিনি বলবেন, তোমাদেরকে তো এই পিতার ভুলের কারণেই জান্নাত থেকে বের করা হয়েছিল! এ সুপারিশের যোগ্য আমি নই। তোমরা আমার সন্তান ইবরাহীমের কাছে যাও! ইবরাহীম বলবে, এ সুপারিশের যোগ্য আমি নই। আমি তো কেবল পর্দার পেছন থেকে আল্লাহর বন্ধু ছিলাম। তোমরা বরং মুসা'র কাছে যাও, দুনিয়াতেই আল্লাহ তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন। অতঃপর মুমিনগণ

মুসা'র কাছে আসলে মুসা বলবে, এ সুপারিশের যোগ্য আমি নই। তোমরা ঈসা'র কাছে যাও! তিনি তো আল্লাহর কালিমা ও তাঁর রূহ। ঈসা বলবে, এ সুপারিশের যোগ্য আমি নই। অতঃপর তারা মোহাম্মদের (সা.) এর কাছে আসলে তিনি তাদের পক্ষে দাঁড়াবেন এবং তাঁকে সুপারিশের অনুমতি দেয়া হবে।" (মুসলিম-৫০৩)

নবী করীম সা. জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনার জন্যও সুপারিশ করবেন। সেটিও মাক্বামে মাহমুদ থেকে। এ সুপারিশও নবী মোহাম্মাদ সা. এর জন্য নির্দিষ্ট।

قال ﷺ : أتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح ، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد ، فيقول : بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك

নবী করীম সা. বলেন, কেয়ামতের দিন আমি জান্নাতের দরজায় এসে তাতে প্রবেশের অনুমতি চাইব। প্রহরী বলবে, আপনি কে? বলব, আমি মোহাম্মাদ। সে বলবে, আপনার জন্যই অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আপনার পূর্বে অন্য কারো জন্যে নয়।" (মুসলিম-৫০৭)

তৃতীয় সুপারিশ

এটি যেসকল মুমিনের হিসাব ও আযাব নেই, তাদের জন্য জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি প্রদানের সুপারিশ।

قال ﷺ : أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهَلْ تَدْرُونَ بِمَ ذَاكَ يَجْمَعُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ فِى صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِى وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ وَتَدْنُو الشَّمْسُ فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لاَ يُطِيقُونَ وَمَا لاَ يَحْتَمِلُونَ..

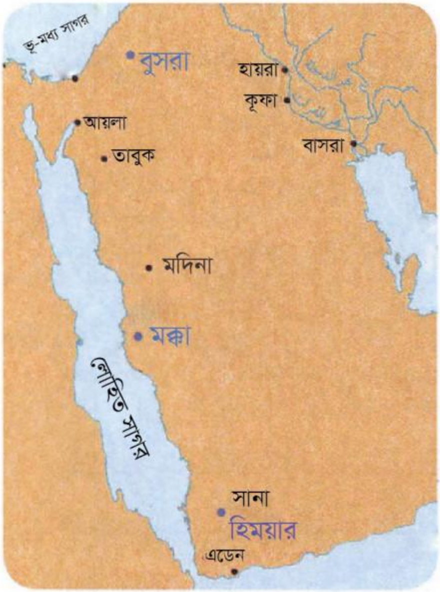
নবী করীম সা. বলেন, "কেয়ামতের দিন আমিই হব মানুষের নেতা। কেন জানো? পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষকে আল্লাহ একটি প্রশস্ত সমতল ভূমিতে জমায়েত করবেন। আল্লাহর কথা সেদিন সকলেই শুনতে পাবে। সকলকে তিনি একসাথে দেখতে পাবেন। সূর্যকে অতি-নিকটবর্তী করা হবে। সেদিন মানুষ অতিশয় দুশ্চিন্তা এবং চরম দুর্ভোগে থাকবে..!"

হাদিসের শেষদিকে তিনি বলেন,

قال ﷺ : ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي فيقول يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب ثم قال والذي نفسي بيده ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير وكما بين مكة وبصرى

"..অতঃপর বলা হবে, হে মোহাম্মাদ, মাথা উঠান! চান, আপনাকে দেওয়া হবে! সুপারিশ করুন, গৃহীত হবে! আমি বলব, হে প্রতিপালক, আমার উম্মত..! হে প্রতিপালক, আমার উম্মত..! হে প্রতিপালক, আমার উম্মত..! অতঃপর বলা হবে, আপনার

উম্মত থেকে যাদের হিসাব নেই, তাদেরকে ডানদিকের দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করান। অন্য দরজা দিয়েও তারা প্রবেশ করতে পারবে। ওই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, নিশ্চয় জান্নাতের দরজাসমূহের এক কপাট থেকে অপর কপাটের দূরত্ব মক্কা থেকে হিময়ার অথবা মক্কা থেকে বসরা'র দূরত্বসম বিস্তৃত।" (বুখারী-৪৪৩৫)



উপরোক্ত সুপারিশও নবী করীম সা. এর জন্য নির্দিষ্ট, যা তিনি মাক্বামে মাহমুদ থেকে করবেন।

চতুর্থ সুপারিশ

আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দাদের জন্য অতিশয় দয়ার বহিঃপ্রকাশ হলো, তাদের জন্য তিনি ক্রোধ এবং শাস্তির পূর্বে দয়া ও সহনশীলতার আচরণ করেন।

সৃষ্টির প্রতি আল্লাহর মহা অনুগ্রহের নিদর্শন হলো, গুনাহের কারণে জাহান্নামে প্রবেশকারী মুমিনদের মুক্তির জন্য নবী করীম সা. কে তিনি সুপারিশ করার অনুমতি দেবেন।



শাফা'আতের হাদিসের মধ্যে এ বিষয়টিও নবীজী উল্লেখ করেছেন..

فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي عليه فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقال لي ارفع محمد وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع فأحمد ربي بمحامد علمنيها ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقال ارفع محمد وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع فأحمد ربي بمحامد علمنيها ربي ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقال ارفع محمد قل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع فأحمد ربي بمحامد علمنيها ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أرجع فأقول يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود. قال النبي ﷺ يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة ثم يخرج من النار

من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة ثم يخرج من النار
من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن من الخير ذرة

“.. অতঃপর আমি গিয়ে প্রতিপালকের কাছে অনুমতি চাইব। আমাকে অনুমতি দেওয়া হবে। প্রতিপালককে দেখার সাথে সাথে আমি সেজদায় পড়ে যাব। অতঃপর আল্লাহ তা‘লা আমাকে এভাবেই রাখবেন যত সময় রাখার। অতঃপর বলা হবে, হে মোহাম্মাদ, মাথা উঠান! বলুন, শুনা হবে। চান, দেওয়া হবে। সুপারিশ করুন, গৃহীত হবে। অতঃপর আমি প্রতিপালকের শেখানো যাবতীয় প্রশংসা ও গুণ বলতে থাকব। অতঃপর সুপারিশ করব। তিনি আমার জন্য সীমা নির্ধারণ করে দেবেন। অতঃপর আমি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাব।

ফিরে এসে প্রতিপালককে দেখার সাথে সাথে আবার সেজদায় পড়ে যাব। অতঃপর আল্লাহ তা‘লা আমাকে এভাবেই রাখবেন যতসময় রাখার। অতঃপর বলা হবে, হে মোহাম্মাদ মাথা উঠান! বলুন, শুনা হবে। চান, দেওয়া হবে। সুপারিশ করুন, গৃহীত হবে। অতঃপর আমি প্রতিপালকের শেখানো যাবতীয় প্রশংসা ও গুণ বর্ণনা করব। অতঃপর সুপারিশ করব। তিনি আমার জন্য সীমা নির্ধারণ করে দেবেন। অতঃপর আমি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাব।

ফিরে এসে প্রতিপালককে দেখার সাথে সাথে পুনরায় সেজদায় লুটিয়ে পড়ব। অতঃপর আল্লাহ তা‘লা আমাকে এভাবেই

রাখবেন যতসময় রাখার। অতঃপর বলা হবে, হে মোহাম্মাদ মাথা উঠান! বলুন, শুনা হবে। চান, দেওয়া হবে। সুপারিশ করুন, গৃহীত হবে। অতঃপর আমি প্রতিপালকের শেখানো যাবতীয় প্রশংসা ও গুণ বর্ণনা করব। অতঃপর সুপারিশ করব। তিনি আমার জন্য সীমা নির্ধারণ করে দেবেন। অতঃপর আমি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাব।

অতঃপর ফিরে এসে বলব, হে প্রতিপালক, জাহান্নামে কেবল তারাই অবশিষ্ট, যাদেরকে কুরআন রুদ্ধ করে রেখেছে এবং যাদের জন্য চিরস্থায়ী জাহান্নাম লিপিবদ্ধ হয়েছে।

অতঃপর নবীজী বলেন, যে ব্যক্তি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলবে, তার অন্তরে যবের দানা পরিমাণ ঈমান থাকলেও সে জাহান্নাম থেকে বের হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলবে, তার অন্তরে গমের দানা পরিমাণ ঈমান থাকলেও সে জাহান্নাম থেকে বের হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলবে, তার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান থাকলেও সে জাহান্নাম থেকে বের হয়ে যাবে।" (বুখারী-৭০০২)

وقال ﷺ : شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي

অন্য হাদিসে নবী করীম সা. বলেন, "আমার সুপারিশ কেবল আমার উম্মতের কবীরা গুনাহকারীদের জন্য।" (মুসনাদে আহমদ-১৩২২২)

فيقال انطلق فمن كان في قلبه إما قال مثقال برة أو شعيرة من إيمان فأخرجه منها فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمد بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعط واشفع تشفع فأقول يا رب أمتي أمتي فيقال انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجه منها فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمد بتلك المحامد ثم أخر ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعط واشفع تشفع فأقول يا رب أمتي أمتي فيقال انطلق فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة خردل فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل..

অপর হাদিসে বলেন, ".. অতঃপর বলা হবে, যান, যার অন্তরে যব অথবা গমের দানা পরিমাণ ঈমান রয়েছে তাকে জাহান্নাম থেকে বের করুন। অতঃপর আমি গিয়ে তাদেরকে বের করব। ফিরে এসে প্রতিপালকের সকল গুণকীর্তন করব। অতঃপর সেজদায় লুটিয়ে পড়ব।

অতঃপর বলা হবে, হে মোহাম্মাদ, মাথাও উঠাঃন! বলুন, আপনার কথা শুনা হবে। চান, দেয়া হবে। সুপারিশ করুন, গৃহীত হবে। আমি বলব, আমার উম্মত.. আমার উম্মত..! বলা হবে, যান, যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান রয়েছে, তাকে জাহান্নাম থেকে বের করুন। অতঃপর আমি গিয়ে তাদেরকে বের করব।

অতঃপর ফিরে এসে আল্লাহর সকল প্রশংসা ও স্তুতি গাইব অতঃপর সেজদায় পড়ে যাব। অতঃপর বলা হবে, হে মোহাম্মাদ, মাথা উঠান! বলুন, আপনার কথা শুনা হবে। চান, দেয়া হবে। সুপারিশ করুন, গৃহীত হবে। আমি বলব, হে প্রতিপালক! আমার উম্মত.. আমার উম্মত..! তখন বলা হবে, যান, যার অন্তরে অণু পরিমাণ, ক্ষুদ্র পরিমাণ, সামান্য পরিমাণ, সরিষার দানা পরিমাণ ঈমানও রয়েছে, তাকে জাহান্নাম থেকে বের করুন। অতঃপর আমি গিয়ে তাদেরকে বের করব।

হাদিসের শেষাংশে বলা হয়েছে,

فأقول يا رب ائذن لي فيمن قال لا إله إلا الله فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله

"অতঃপর আমি বলব, হে প্রতিপালক, যারা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলেছে, তাদের ব্যাপারে আমাকে সুপারিশের অনুমতি দিন। বলবেন, সেটি আপনার জন্য নয়; তবে আমার মর্যাদা ও অহংকারের শপথ, আমার মহত্ব ও বড়ত্বের শপথ, যে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলেছে, অবশ্যই তাকে জাহান্নাম থেকে বের করব।" (মুসলিম-৫০০)

সুপারিশের প্রেক্ষিতে জাহান্নাম থেকে মুক্তিপ্রাপ্তদের বৈশিষ্ট্য

নবী করীম সা. জাহান্নাম থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত কতিপয় মুমিন গুনাহগারের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

يخرج من النار بالشفاعة كأنهم الثعارير



"সুপারিশের প্রেক্ষিতে তারা জাহান্নাম থেকে বের হবে। আগুনে পুড়ে তারা শুকনো শসার মতো হয়ে যাবে।" (বুখারী-৬১৯০)

পাপ অনুপাতে শাস্তি প্রদানের পর একত্ববাদে বিশ্বাসী অনেক মুমিনকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে।

قال ﷺ : يخرج قوم من النار بعد ما مسهم منها سفع فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة : الجهنميين

নবীজী বলেন, "আগুনের পুড়ে কয়লা-সদৃশ হয়ে যাওয়ার পরও অনেককে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে দেওয়া হবে। জান্নাতবাসীগণ তাদেরকে 'জাহান্নামী' বলে ডাকবে।" (বুখারী-৬১৯১)

এ ধরনের সুপারিশ মুশরিক ব্যতীত অন্যদের জন্য। অপরাধের শাস্তি ভোগ করার পর সুপারিশের প্রেক্ষিতে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করা হবে। এ ধরণের সুপারিশ নবী করীম সা. এর জন্য নির্দিষ্ট নয়; বরং আল্লাহর অনুমতিপ্রাপ্ত সকল নবী-রাসূল

এবং সৎকর্মশীল মুমিন করতে পারবেন। তবে নবী মোহাম্মাদ সা. এর বেলায় তা সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে।

পঞ্চম সুপারিশ

এটি কেবল নবী মোহাম্মাদ সা. এর জন্য আপন চাচা আবু তালিবের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট; অন্য কাফেরদের ক্ষেত্রে নয়। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন,

﴿فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَٰعَةُ ٱلشَّٰفِعِينَ ﴿٤٨﴾﴾ المدثر: ٤٨

"সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোনোই কাজে আসবে না।" (সূরা মুদ্দাছছির-৪৮)

আবু তালিবের বিষয়টি আল্লাহ তা'লা একটু আলাদা করে দেখবেন। জাহান্নাম থেকে মুক্ত করতে নয়; বরং জাহান্নামে তার শাস্তি লাঘব করতে নবী করীম সা. সুপারিশ করবেন। তার অবস্থান হবে পায়ের গোছা বরাবর আগুনের মধ্যে।

জাহান্নামে এটিই হবে সর্বনিম্ন শাস্তি।

অপর হাদিসে আবু তালিবের অবস্থা বিশদভাবে এসেছে। নবীজী তাঁর চাচা আবু তালিবকে জাহান্নামের মধ্যস্থলে প্রচণ্ড আগুনের মধ্যে দেখেছিলেন। অতঃপর সুপারিশ করে তাকে জাহান্নামের সর্বনিম্ন শাস্তিতে নিয়ে আসেন, যেখানে শুধু পায়ের গোছা পর্যন্ত অগ্নিশাস্তি দেওয়া হয়।

জাহান্নাম থেকে বের করতে নয়; বরং নবী করীম সা. তার শাস্তি লাঘবের সুপারিশ করেন। কারণ, আবু তালিব কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। আর কাফেরের জন্য আল্লাহ জান্নাতকে চির-নিষিদ্ধ করেছেন।

আবু তালিবের মৃত্যুর সময় নবীজী তাকে মুসলমান বানাতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। তার মাথার পাশে দাঁড়িয়ে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" উচ্চারণ করছিলেন। আবু তালিব অস্বীকার করে বলছিল, আমি আব্দুল মুত্তালিবের ধর্মের উপর আছি।

মৃত্যুর পর তার শাস্তি লাঘবের সুপারিশ করলে আল্লাহ তাঁর সুপারিশ গ্রহণ করেন। কারণ, ইসলামের প্রাথমিক যুগে নবী করীম সা. কে সে অনেক সহযোগিতা করেছে। তাঁকে শত্রুদের অনিষ্ট হতে রক্ষা করেছে। তবে আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَآءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾﴾ القصص: ٥٦

"আপনি যাকে পছন্দ করেন, তাকে সৎপথে আনতে পারবেন না, তবে আল্লাহ তা'লাই যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন। কে সৎপথে আসবে, সে সম্পর্কে তিনিই ভালো জানেন।" (সূরা কাসাস-৫৬)



অন্য আয়াতে বলেন,

﴿ لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ﴾

البقرة: ٢٧٢

"তাদেরকে সৎপথে আনার দায় আপনার নয়। বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন।" (সূরা বাক্বারা-২৭২)

قال ﷺ: أهون الناس عذابا يوم القيامة أبو طالب ، فإنه في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه

নবী করীম সা. বলেন, "জাহান্নামীদের মধ্যে সর্বনিম্ন শাস্তি হবে আবু তালিবের; তাকে দুটি (আগুনের) জুতো পরিয়ে দেয়া হবে, যার তাপে মাথার মস্তক পর্যন্ত বিগলিত হয়ে যাবে।" (মুসলিম)

ষষ্ঠ সুপারিশ

তা হলো অপরাধের দরুন জাহান্নাম অবধারিত ব্যক্তিদের মুক্তির জন্য সুপারিশ।

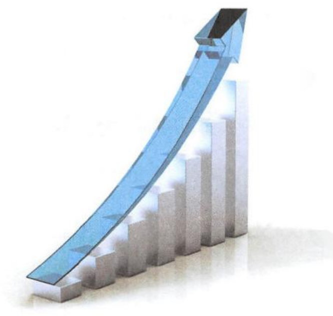
এ ধরণের সুপারিশ শুধু নবী মোহাম্মাদ সা. এর জন্য নির্দিষ্ট নয়; বরং তা সকল নবী-রাসূল, ফেরেশতা, সিদ্দিকীন, শুহাদা ও সালেহীনই করতে পারবেন। তারা জাহান্নাম অবধারিত ব্যক্তিদের ব্যাপারে সুপারিশ করে তাদেরকে মুক্ত করবেন।

সপ্তম সুপারিশ

জান্নাতে প্রবিষ্ট মুমিনদের স্তরবৃদ্ধি ও পদোন্নতির সুপারিশ। নবী করীম সা. আবু সালামা'র মৃত্যুর পর তার জন্য দোয়া করে বলেন,

اللهم اغفر لأبي سلمة ، وارفع درجته في المهديين ، واخلفه في عقبه في الغابرين ، واغفر لنا وله يا رب العالمين ، وافسح له في قبره ، ونور له فيه .

"হে আল্লাহ, আবু সালামাকে ক্ষমা করুন। হেদায়েতপ্রাপ্তদের মধ্যে তার স্তর উন্নীত করুন। তার পেছনে উত্তম প্রতিনিধির ব্যবস্থা করুন। হে প্রতিপালক, তাকে এবং আমাদেরকে মাফ করুন। তার কবর প্রশস্ত করে তা আলোকিত করুন।" (মুসিলম)



অষ্টম সুপারিশ

যারা মদিনাতে স্থায়ীভাবে বাস করবে। বিপদে মদিনা ছেড়ে চলে যাবে না, তাদের ব্যাপারে সুপারিশ..

قال ﷺ : لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي ، إلا كنت له شفيعا يوم القيامة ، أو شهيدا

নবী করীম সা. বলেন, "আমার উম্মতের যে কেউ মদিনায় বসবাস করে মদিনার যাবতীয় কষ্ট ও দুর্ভোগ সহ্য করবে,

কেয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশকারী অথবা সাক্ষী হব।” (মুসলিম-৩৪১৩)

নবম সুপারিশ

মদিনায় মৃত্যুবরণকারী মুমিনদের জন্য সুপারিশ। নবী করীম সা. বলেন,

قال ﷺ : من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت ، فإني أشفع لمن يموت بها

“যে ব্যক্তি মদিনায় মৃত্যুবরণ করার ইচ্ছা করে, সে যেন মদিনাতেই ইন্তেকাল করে, কারণ মদিনায় মৃত্যুবরণকারীদের জন্য আমি নিজে সুপারিশ করব।” (মুসনাদে আহমদ-৫৮১৮)



সুতরাং মদিনাবাসীর জন্য সুসংবাদ! সাধুবাদ, যারা মদিনায় ইন্তেকাল করেছে।

কেয়ামতের দিন আরও অনেক ক্ষেত্রে সুপারিশ হবে। সুপারিশকারীগণও হবেন অধিক। বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসছে..

(২) ফেরেশতা ও মুমিনগণ

ফেরেশতা এবং মুমিন বান্দাগণ আল্লাহর কাছে সম্মান ও মর্যাদার পাত্র।

قال ﷺ : ..فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون فيقول الجبار بقيت شفاعتي فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل قد رأيتموها إلى جانب الصخرة إلى جانب الشجرة فما كان إلى الشمس منها كان أخضر وما كان منها إلى الظل كان أبيض فيخرجون كأنهم اللؤلؤ فيدخلون الجنة فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه فيقال لهم لكم ما رأيتم ومثله معه

নবী করীম সা. বলেন, ".. অতঃপর নবী, ফেরেশতা এবং মুমিনগণ সুপারিশ করবেন। অতঃপর প্রতাপশালী আল্লাহ বলবেন, বাকি রইল আমার সুপারিশ। অতঃপর জাহান্নামে

হস্তক্ষেপ করে তা থেকে অনেক সম্প্রদায়, যারা আগুনে পুড়ে অঙ্গার হয়ে গিয়েছিল- বের করে জান্নাতের প্রবেশমুখে বহমান একটি নদীতে নিক্ষেপ করবেন। সেই নদীর পানিকে জীবন-পানি বলা হবে। অতঃপর তারা নদীর উপকুল থেকে দ্রুত উৎপন্ন হতে থাকবে; ঠিক যেমন প্রবাহিত পানিতে জমাট মাটি থেকে দ্রুত চারা উৎপন্ন হয় এবং তোমরা পাথর ও বৃক্ষের আশপাশে এগুলো অধিক পরিমাণে দেখে থাক, যেগুলোতে সূর্যের আলো পড়ে, সেগুলো সবুজ এবং যেগুলো আলো-বঞ্চিত থাকে সেগুলো সাদা হয়ে যায়। সেই নদী থেকে তারা উজ্জ্বল মোতি-সদৃশ বের হবে। তারা হবে কেবল দয়াময় আল্লাহর অনুগ্রহে মুক্তিপ্রাপ্ত সম্প্রদায়। কোনোপ্রকার আমল ও কল্যাণ কাজ ছাড়াই আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা যা দেখছ তা এবং ততসদৃশ ভোগ্য তোমাদের জন্য বরাদ্দ।” (বুখারী-৭০০১)

(৩) শহীদগণ



যারা আল্লাহর পথে প্রাণ উৎসর্গ করেছে, তাওহীদের পতাকা উড্ডীন করেছে, তাদের সুমহান ত্যাগ ও একনিষ্ঠ জিহাদের কল্যাণেই জমিনে আল্লাহর

উপাসনা টিকে ছিল, পরিবার, মাতৃভূমি, বন্ধুদের ছেড়ে পরম করুণাময় আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তারা দূরদেশে পাড়ি জমিয়েছিল, পুরষ্কারস্বরূপ কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'লা তাদেরকে সুপারিশকারীদের অন্তর্ভুক্ত করবেন।

قال ﷺ : يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته

নবীজী বলেন, "একজন শহীদ তার পরিবারস্থ সত্তর-জন ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করতে পারবে।" (আবু দাউদ-২৫২৪)

(৪) সৎকর্মশীলগণ



যারা আল্লাহকে ভালোবেসেছে এবং আল্লাহও তাদেরকে ভালোবেসেছেন, তাদেরকে নৈকট্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। যারা আল্লাহর সাহায্য চেয়েছে, আল্লাহও তাদের সহযোগিতা করেছেন। সম্মানার্থে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাদেরকে সুপারিশের অনুমতি দেবেন।

رجل من أصحاب النبي ﷺ سمع النبي ﷺ يقول: يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. قيل: يا رسول الله سواك؟ قال : سواي

قال الرواي: فلما قام النبي ﷺ قلت: من هذا؟ قالوا: هذا ابن أبي الجدعاء

জনৈক সাহাবী নবী করীম সা. কে বলতে শুনেছেন- "আমার উম্মতের একজন ব্যক্তির সুপারিশে বনিতামীম গোত্র অপেক্ষা অধিক পরিমাণ লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে। জিজ্ঞেস করা হলো, সে কি আপনি ছাড়া অন্য কেউ? বললেন, হ্যাঁ.. অন্যজন। বর্ণনাকারী বলেন, নবী করীম সা. উঠে যাওয়ার পর আমি বললাম, সে কে হতে পারে? সবাই বলল, সে হলো আব্দুল্লাহ বিন আবুল জাদআ।" (তিরমিযী-২৪৩৮)

(৫) আল-কুরআন



আল-কুরআন হলো আল্লাহর বাণী। আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের শ্রেষ্ঠ উপায়। কুরআনের পাঠককে প্রতিটি অক্ষরের বিনিময়ে নেকী দেওয়া হয়। দুনিয়াতে আল-কুরআন সম্মান ও আখেরাতে মুক্তির মাধ্যম।

قال ﷺ : اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه

নবী করীম সা. বলেন, “তোমরা অধিক পরিমাণে আল কুরআন পড়, কেননা কেয়ামতের দিন সে তার সাথীদের জন্য সুপারিশকারী হবে।” (মুসলিম-১৯১০)

قال ﷺ : يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن : يا رب حله فيلبس تاج الكرامة ثم يقول : يا رب زده يا رب ارض عنه فيرضى عنه و يقال له اقرأ و ارق و يزاد بكل آية حسنة

নবীজী আরও বলেন, “কেয়ামতের দিন আল-কুরআন এসে বলবে- হে আল্লাহ, তাকে (আমার সঙ্গী) শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট দিয়ে সজ্জিত করুন! অতঃপর তাকে সজ্জিত করা হবে। কুরআন বলবে, হে পালনকর্তা, তাকে আরো বেশি সজ্জিত করুন! অতঃপর তাকে শ্রেষ্ঠত্বের অলংকার পরানো হবে। কুরআন বলবে, হে আল্লাহ, আপনি তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন! পালনকর্তা তখন সন্তুষ্ট হবেন। অতঃপর বলা হবে, পড় এবং উন্নীত হও! প্রতিটি আয়াতের বিনিময়ে তোমাকে সৎকর্মফল দেওয়া হবে।” (তিরমিযী-২৯১৫)

قال ﷺ : ِنَّ الْقُرْآنَ يَلْقَى صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ يَنْشَقُّ عَنْهُ قَبْرُهُ كَالرَّجُلِ الشَّاحِبِ فَيَقُولُ لَهُ هَلْ تَعْرِفُنِي فَيَقُولُ مَا أَعْرِفُكَ فَيَقُولُ لَهُ هَلْ تَعْرِفُنِي فَيَقُولُ مَا أَعْرِفُكَ فَيَقُولُ أَنَا صَاحِبُكَ الْقُرْآنُ الَّذِي أَظْمَأْتُكَ فِي الْهَوَاجِرِ وَأَسْهَرْتُ لَيْلَكَ وَإِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِنْ وَرَاءِ تِجَارَتِهِ وَإِنَّكَ الْيَوْمَ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تِجَارَةٍ فَيُعْطَى الْمُلْكَ بِيَمِينِهِ وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ

الْوَقَارِ وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَيْنِ لَا يُقَوَّمُ لَهُمَا أَهْلُ الدُّنْيَا فَيَقُولَانِ بِمَ كُسِينَا هَذِهِ فَيُقَالُ بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ اقْرَأْ وَاصْعَدْ فِي دَرَجَةِ الْجَنَّةِ وَغُرَفِهَا فَهُوَ فِي صُعُودٍ مَا دَامَ يَقْرَأُ هَذًّا كَانَ أَوْ تَرْتِيلًا

নবী করীম সা. বলেন, "কেয়ামতের দিন কবর উন্মোচিত হওয়ার পর ব্যক্তি মলিন চেহারা নিয়ে কবর থেকে উঠবে। তখন কুরআন তার সঙ্গে সাক্ষাত করে জিজ্ঞেস করবে, চিনতে পেরেছ আমায়? বলবে, না.. তোমাকে চিনি না। সে বলবে, আমি তোমার সঙ্গী আল-কুরআন। কত দ্বিপ্রহর তোমাকে তৃষ্ণার্ত রেখেছি! কতরাত তোমাকে জাগিয়ে রেখেছি! নিশ্চয় প্রত্যেক ব্যবসায়ী আপন ব্যবসার পেছনে লেগে থাকে। অবশ্যই আজ তুমি সকল ব্যবসাকে জয় করেছ। অতঃপর সে তার ডান হাতে রাজত্ব দেবে, বাম হাতে স্থায়িত্ব দেবে। মাথায় শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট পরিয়ে দেবে। তার পিতামাতাকে উত্তম সাজে সজ্জিত করা হবে, যা দুনিয়াতে তারা পায়নি। উভয়ে বলবে, কীসের বিনিময়ে আমাদেরকে এসব পরানো হচ্ছে? বলা হবে, তোমার সন্তান কুরআনকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করার দরুন। অতঃপর বলা হবে, পড় এবং জান্নাতের কক্ষসমূহে পদোন্নতি লাভ কর! এভাবে সে যতক্ষণ হাদর বা তারতীলের সাথে পড়তে থাকবে, ততক্ষণ সে উপরে উঠতে থাকবে।" (মুসনাদে আহমদ)

বুঝা গেল, কেয়ামতের দিন আল-কুরআন সুপারিশকারীরূপে আসবে। ঠিক তেমনি সূরা বাক্বারা ও আলে ইমরান তাদের

পাঠককে জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্যে যুক্তি পেশ করবে। সুতরাং যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে আল-কুরআন; বিশেষত উক্ত সূরাদ্বয় পাঠ করবে, কেয়ামতের দিন সে সুপারিশ প্রাপ্তির অধিকারী হবে।

قال ﷺ : اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا

নবী করীম সা. বলেন, "তোমরা আল-কুরআন পড়, কেননা সে তার সঙ্গীদের ব্যাপারে সুপারিশকারী হবে। দুটি বড় সূরা- বাক্বারা ও আলে ইমরান- পাঠ কর। কেননা এতদুভয় কেয়ামতের দিন দুটি ছায়াদানকারী মেঘমালার ন্যায় আসবে অথবা মনে হবে তারা দুটি সারিবদ্ধ পাখির বহর। তাদের সঙ্গীদের পক্ষে যুক্তি দাঁড় করাবে।"
(মুসলিম-১৯১০)

(৬) শৈশবে মৃত্যুবরণকারীগণ



শিশুসন্তানের মৃত্যু পিতামাতার হৃদয়ে বিরাট মানসিক আঘাত। এক্ষেত্রে উভয়ে যদি ধৈর্যধারণ করে আল্লাহর কাছে উত্তম প্রতিদান আশা

করে, তবে অবশ্যই তারা পুরষ্কারপ্রাপ্ত হবে।

أن رجلا كان يأتي النبي ﷺ معه ابن له ففقده النبي ﷺ فقال : ما فعل فلان ؟ قالوا : مات ابنه فقال النبي صلى الله عليه و سلم : أما يسرك أن لا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك فقال رجل : أله خاصة أو لكنا قال : بل لكلكم

নবীযুগে একব্যক্তি সবসময় নবীজীর সাথে দেখা করতে এলে ছেলেকে সাথে নিয়ে আসত। একদিন সাক্ষাতকালে ছেলেকে দেখতে না পেয়ে নবীজী জিজ্ঞেস করলেন, ছেলের কী হলো? সবাই বলল, সে মারা গেছে হে আল্লাহর রাসূল! তখন নবীজী তার পিতাকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি কি চাও না, জান্নাতের প্রবেশদ্বারে সে তোমার অপেক্ষায় থাকবে? একব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল, এটি কি শুধু তার সন্তানের জন্যই, নাকি আমাদের সন্তানের জন্যও? বললেন, বরং সকলের সন্তানের জন্য।” (মুসনাদে আহমদ-১৫৫৯৫)

সন্তানের দোয়া



কেয়ামতের দিন পিতামাতার জন্য সন্তানের দোয়া উপকারে আসবে। মৃত্যুর পর তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করবে।

قال ﷺ : إن الله عزوجل ليرفع

الدرجة للعبد الصالح في الجنة . فيقول: يا رب أني لي هذه؟! فيقال: باستغفار ولدك لك

নবী করীম সা. বলেন, “নিশ্চয় জান্নাতে আল্লাহ বান্দার পদোন্নতি ঘটাবেন। সে বলবে, হে প্রতিপালক, কীসের দরুন আমার এই পদোন্নতি? বলা হবে, তোমার জন্য তোমার সন্তানের ক্ষমাপ্রার্থনার দরুন।” (মুসনাদে আহমদ-১০৬১০)

(৭) রোযা

রোযা সবচেয়ে মহান, মর্যাদাবান এবং বান্দার জন্য সর্বোপকারী এবাদত।

قال رسول الله ﷺ قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم . والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك

নবী করীম সা. এর ভাষ্য, আল্লাহ তা‘লা বলেন, “আদমসন্তানের প্রতিটি সৎকর্মই দশগুণ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়। তবে রোযার বেলায় একটু ভিন্ন, কারণ তা একমাত্র আমার জন্যই পালিত হয় এবং এর প্রতিদানও আমি নিজে দেব। কেবল আমার জন্য সে পানাহার ও মনোবৃত্তি ত্যাগ করেছে।” রোজাদারের জন্য দুটি আনন্দঘন মুহূর্ত রয়েছে- (১)

ইফতারকালে। (২) প্রতিপালকের সাক্ষাতকালে। রোজাদারের মুখনির্গত গন্ধ আল্লাহর কাছে কস্তূরীর সুঘ্রাণ অপেক্ষা অধিক পছন্দনীয়। (বুখারী-৩৪২৩)

وفي رواية : قال ﷺ : من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا



অন্য হাদিসে বলেন, "আল্লাহর রাস্তায় যে একদিন রোযা রাখল, ওই দিনের বিনিময়ে আল্লাহ তাকে জাহান্নাম থেকে সত্তর বৎসর দূরত্বে নিয়ে যাবেন।" (মুসলিম-২৭৬৭)

জান্নাতের একটি ফটক রয়েছে, যার নাম রাইয়ান। কেবল রোজাদারগণই সে ফটক দিয়ে প্রবেশ করবে। প্রবেশান্তে সে দরজা চিরতরে বন্ধ করে দেয়া হবে; অন্য কারো জন্য খোলা হবে না।

কেয়ামতের দিন রোযা বান্দার জন্য সুপারিশ করবে।

قال ﷺ : الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة ، يقول الصيام : أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار ، فشفعني فيه . ويقول القرآن : منعته النوم بالليل فشفعني فيه . قال : فيشفعان

নবী করীম সা. বলেন, “রোযা এবং কুরআন কেয়ামতের দিন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোযা বলবে, হে প্রতিপালক, দিনের বেলায় আমি তাকে পানাহার ও মনোবৃত্তি থেকে বিরত রেখেছি, সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। কুরআন বলবে, রাত্রিকালে তাকে বিনিদ্র রেখেছি, সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। এভাবে তাদের সুপারিশ গৃহীত হবে।” (মুসনাদে আহমদ-৬৬২৬)

মৃত ব্যক্তির জন্য জানাযায় উপস্থিত লোকদের সুপারিশ

এক মুসলিমের উপর অপর মুসলিমের সাধারণ অধিকারসমূহের একটি হলো, মৃত্যুর পর তার জানাযায় শরীক হওয়া। জানাযায় অংশগ্রহণের প্রতিদান অনেক।



قال ﷺ : من شهد جنازة حتى يصلى عليه فله قيراط ، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين.

নবী করীম সা. বলেন, “যে ব্যক্তি কারো জানাযায় উপস্থিত হয়ে জানাযার নামায আদায় করল, তার জন্য এক ‘ক্বীরাত’। আর যে জানাযার নামায পড়ে দাফনকার্য সমাধা হওয়া পর্যন্ত উপস্থিত

থাকল, তার জন্য দুই 'ক্বীরাত'। দুই ক্বীরাত কী জিজ্ঞেস করা হলে নবীজী বললেন, বিশাল দুটি পাহাড়-সদৃশ (পুণ্য)।" (মুসলিম-২২৩৯)

قال ﷺ : ما من ميت يصلى عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة ، كلهم يشفعون له ، إلا شفعوا فيه

নবীজী আরো বলেন, "মুসলিমদের কেউ মারা গেলে যদি একশতজন জানাযায় উপস্থিত হয়ে তার মাগফেরাতের সুপারিশ করে, আল্লাহ তাদের সুপারিশ গ্রহণ করেন।" (মুসলিম-২২৪১)

* নবী করীম সা. এর সুপারিশ লাভের উপায়

কেয়ামতের দিন নবীজীর সুপারিশপ্রাপ্তি হবে বিরাট অর্জন ও মহাসফলতা। নবী করীম সা. কেয়ামতের দিন তাঁর সুপারিশ লাভের কিছু আমল বলে গেছেন। যেন এসব আমল পূর্ণ করে কেয়ামতের দিন তারা তাঁর সুপারিশপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। তন্মধ্যে..

(১) আযানের পর জিকির

অধিক পরিমাণে জিকিরের ফযিলত অনেক। নবী করীম সা. নির্দিষ্ট কিছু জিকির বলে গেছেন, যেগুলো প্রত্যেক আযানের পর আদায় করলে সে কেয়ামতের দিন নবীজীর সুপারিশ-প্রাপ্তির অধিকারী হবে।

قال ﷺ : من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة ، والصلاة القائمة ، آت محمد الوسيلة والفضيلة ، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ، إنك لا تخلف الميعاد . حلت له شفاعتي يوم القيامة .

নবী করীম সা. বলেন, "আযান শুনে যে ব্যক্তি বলবে, (অর্থঃ-) হে আল্লাহ; এই পরিপূর্ণ আহ্বান ও শাশ্বত নামাযের প্রভু! মোহাম্মাদ সা. কে দান করুন পবিত্র অবলম্বন এবং সুমহান মর্যাদা। তাঁকে অধিষ্ঠিত করুন প্রশংসনীয় স্থানে; যার প্রতিশ্রুতি তাঁকে দিয়েছেন। নিশ্চয় আপনি



প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না।) কেয়ামতের দিন সে আমার সুপারিশ লাভ করবে।" (বুখারী-৪৪৪২)

(২) নবীজীর উপর বেশি করে দরূদ পাঠ

নবী করীম সা. সা. হলেন আমাদের সর্বজন-শ্রদ্ধেয়, সর্বপ্রিয় ও আদর্শ ব্যক্তিত্ব; বরং আমাদের আত্মা, আমাদের সন্তান অপেক্ষা অধিক প্রিয়। বেশি করে তাঁকে স্মরণ করা, তাঁর জীবনচরিত আলোচনা করা, তাঁর উপর দরূদ পাঠ করা তাঁর প্রতি ভালোবাসার বড় প্রমাণ এবং তাঁর সুপারিশ লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়।

قال ﷺ : من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسى عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة .

নবী করীম সা. বলেন, "যে ব্যক্তি সকালে দশবার এবং বিকালে দশবার আমার উপর দরূদ পাঠ করবে, কেয়ামতের দিন সে আমার সুপারিশ লাভ করবে।" (তাবারানী)

(৩) অধিক পরিমাণে নফল নামায

নামায আল্লাহর প্রিয় আমল। নবী করীম সা. বলেন,



واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة

"জেনে রেখো, তোমাদের শ্রেষ্ঠ আমল হলো নামায।" (মুসনাদে আহমদ-২২৩৭৮)

ফরয ও অধিক পরিমাণে নফল নামায কল্যাণ ও সুপারিশ লাভের অন্যতম উপায়। নবী করীম সা. এর সেবা করতে গিয়ে রাবিআ বিন কা'ব রা. বলেন,

.. حاجتي أن تشفع لي يوم القيامة. فقال ﷺ : فأعني بكثرة السجود

".. কেয়ামতের দিন আপনার সুপারিশ আমার খুব বেশি দরকার হবে। তখন নবীজী বলেছিলেন, তবে অধিক পরিমাণে সেজদা (নামায আদায়) করে তোমার বাসনা পূরণে আমাকে সহায়তা কর।" (মুসনাদে আহমদ-১৬০৭৬)

(৪) মুসলিমদের প্রয়োজন পূরণ



মানুষকে আল্লাহ বিভিন্ন স্তরে ও নানান বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। কাউকে উচ্চবিত্ত আর কাউকে নিম্নবিত্ত করেছেন। কেউ ধনী কেউ গরিব। কেউ শাসক কেউ শাসিত। সম্পদের যাকাতের ন্যায় সম্ভ্রমেরও যাকাত নির্ধারণ করেছেন। আর তা হলো, দরিদ্র মুসলিমদের প্রয়োজন পূর্ণ করা ও সুখে-দুঃখে তাদের পাশে থাকা।

قال ﷺ : من قضى لأخيه حاجة ، كنت واقفا عند ميزانه ، فإن رجح وإلا شفعت له.

নবী করীম সা. বলেন, “যে ব্যক্তি অপর ভাইয়ের কোনো প্রয়োজন পূর্ণ করল, মীযানের পাশে তার জন্য আমি দাঁড়িয়ে থাকব। সৎকর্মের পাল্লা ভারী না হলে আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (হুলিয়া, আবু নুআইম)

(৫) আল্লাহর জন্য ভ্রাতৃত্ব

মুমিনদেরকে আল্লাহ ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। বলেছেন,

﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾ ﴾ الحجرات: ١٠

"মুমিনরা তো পরস্পর ভাই-ভাই। অতএব, তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করবে এবং আল্লাহকে ভয় করবে, যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও।" (সূরা হুজরাত-১০)



আল্লাহর জন্য ভ্রাতৃত্ব হলো ঈমানের সর্বোত্তম সঙ্গী। দেহ ভিন্ন হলেও সকল মুমিনের আত্মাগুলো এক। যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য কাউকে ভালোবাসল, তাকে ভাই বানিয়ে নিলো, কেয়ামতের দিন সে নবী করীম সা. এর সুপারিশ লাভ করবে।

قال ﷺ : أنا شفيع لكل رجلين تحابا في الله ، من مبعثي إلى يوم القيامة

নবী করীম সা. বলেন, "কেয়ামতের দিন কেবলই আল্লাহর জন্য ভালোবাসা পোষণকারী ব্যক্তিদ্বয়ের জন্য আমি সুপারিশকারী হব।" (হুলিয়া, আবু নুআইম)

* অধিক অভিশাপ শাফা'আত থেকে বঞ্চিত করে দেয়

قال ﷺ : إن اللعانين لا يكونون شهداء ، ولا شفعاء يوم القيامة

নবী করীম সা. বলেন, "অভিশাপকারীরা কেয়ামতের দিন সাক্ষীও হতে পারবে না। সুপারিশকারীও হতে পারবে না।" (মুসলিম-৬৭৭৭)

* নবীজীর সুপারিশ লাভের সর্বাধিক হকদার

عن أبي هريرة أنه قال : قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال رسول الله ﷺ لقد ظننت - يا أبا هريرة - أن لا تسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه

এ ব্যাপারে আবু হুরায়রা রা. নবীজীকে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল, কেয়ামতের দিন আপনার সুপারিশ লাভের সর্বাধিক হকদার কে? উত্তরে নবীজী বলেন, "হাদিস গ্রহণে তোমার অতি আগ্রহ থেকেই আমি অনুমান করেছিলাম, এ প্রশ্ন তোমার আগে অন্য কেউ করবে না। আমার সুপারিশ লাভের সর্বাধিক হকদার ওই ব্যক্তি যে অন্তর থেকে পূর্ণ একনিষ্ঠতার সাথে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে।"

وقال ﷺ : من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة . قيل : يا رسول الله ، ما إخلاصها؟ قال: أن تحجزه عن محارم الله .

নবীজী আরও বলেন, "এখলাসের সাথে যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। "ইখলাস কী হে

আল্লাহর রাসূল!” জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, ইখলাস হলো, বাক্যটি তাকে আল্লাহ কর্তৃক সকল নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বিরত রাখবে।” (আল-মু‘জামুল কাবীর-৫০৭৪)

মুমিনের উচিত,

কেবল সুপারিশ লাভের আশা নয়; বরং সুপারিশকারী হওয়ার জন্য চেষ্টা করা।

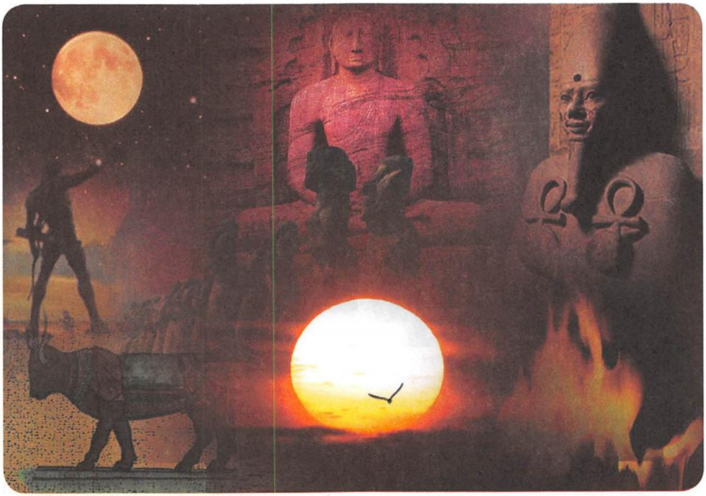
প্রত্যেক সম্প্রদায় স্বীয়
উপাস্যকে অনুসরণ করবে

হাশরের ময়দান সমাপ্তির মধ্য দিয়ে সকলের চিরস্থায়ী ঠিকানা নির্ধারণ হয়ে যাবে। হয়তো জান্নাত নয়তো জাহান্নাম। মৃত্যুর পর এ দুই ঠিকানা ব্যতীত আর কোনো আশ্রয়স্থল নেই।

দিবসের শেষ পর্যায়ে প্রত্যেক সম্প্রদায়কে দুনিয়াতে তাদের পূজ্য উপাস্যের অনুসরণ করতে বলা হবে। তখন অসংখ্য উপাস্য প্রকাশ করা হবে। উপাসনাকারীরা তাদের পেছনে পেছনে যাবে। যে সূর্যের পূজা করত, সে সূর্যের পেছনে পেছনে যাবে। যে চন্দ্রের পূজা করত, সে চন্দ্রের পেছনে পেছনে যাবে। যারা মূর্তিপূজা করত, তাদের সামনে মূর্তি আনা হবে, তারা ওই মূর্তির পেছনে পেছনে যাবে। যারা ফেরাউনের উপাসনা করত, তারা ফেরাউনের পেছনে পেছনে চলবে। এভাবে সকলেই চলতে চলতে জাহান্নামে গিয়ে নিপতিত হবে। আল্লাহ বলেন,

﴿يَقْدُمُ قَوْمَهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَ ۖ وَبِئْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ۝٩٨﴾ هود: ٩٨

"কেয়ামতের দিন সে তার জাতির লোকদের আগে আগে থাকবে এবং তাদেরকে জাহান্নামের আগুনে পৌঁছে দেবে। আর সেটা অতীব নিকৃষ্ট স্থান, যেখানে তারা পৌঁছেছে।" (সূরা হূদ-৯৮)



এরপর মুমিন ও আহলে কিতাব (ইহুদী-খৃস্টান) ছাড়া কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। নবী করীম সা. এর সুস্পষ্ট বিবরণ দিয়েছেন,

إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ لِيَتَّبِعْ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ. فَلاَ يَبْقَى أَحَدٌ كَانَ يَعْبُدُ غَيْرَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ مِنَ الأَصْنَامِ وَالأَنْصَابِ إِلاَّ يَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلاَّ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ بَرٍّ وَفَاجِرٍ وَغُبَّرِ أَهْلِ الْكِتَابِ

فَيُدْعَى الْيَهُودُ فَيُقَالُ لَهُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ قَالُوا كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ ابْنَ اللَّهِ. فَيُقَالُ كَذَبْتُمْ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلاَ وَلَدٍ فَمَاذَا تَبْغُونَ قَالُوا عَطِشْنَا يَا رَبَّنَا فَاسْقِنَا. فَيُشَارُ إِلَيْهِمْ أَلاَّ تَرِدُونَ فَيُحْشَرُونَ إِلَى النَّارِ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيَتَسَاقَطُونَ فِى النَّارِ. ثُمَّ يُدْعَى النَّصَارَى فَيُقَالُ لَهُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ قَالُوا كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسِيحَ ابْنَ اللَّهِ. فَيُقَالُ لَهُمْ كَذَبْتُمْ. مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلاَ وَلَدٍ. فَيُقَالُ لَهُمْ مَاذَا تَبْغُونَ فَيَقُولُونَ عَطِشْنَا يَا رَبَّنَا فَاسْقِنَا. - قَالَ - فَيُشَارُ إِلَيْهِمْ أَلاَّ تَرِدُونَ فَيُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيَتَسَاقَطُونَ فِى النَّارِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلاَّ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ تَعَالَى مِنْ بَرٍّ وَفَاجِرٍ أَتَاهُمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِى أَدْنَى صُورَةٍ مِنَ الَّتِى رَأَوْهُ فِيهَا قَالَ فَمَا تَنْتَظِرُونَ تَتْبَعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ. قَالُوا يَا رَبَّنَا فَارَقْنَا النَّاسَ فِى الدُّنْيَا أَفْقَرَ مَا كُنَّا إِلَيْهِمْ وَلَمْ نُصَاحِبْهُمْ. فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ. فَيَقُولُونَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ لاَ نُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا - مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا - حَتَّى إِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَكَادُ أَنْ يَنْقَلِبَ. فَيَقُولُ هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آيَةٌ فَتَعْرِفُونَهُ بِهَا فَيَقُولُونَ نَعَمْ. فَيُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ فَلاَ يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلَّهِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ إِلاَّ أَذِنَ اللَّهُ لَهُ بِالسُّجُودِ وَلاَ يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ اتِّقَاءً وَرِيَاءً إِلاَّ جَعَلَ اللَّهُ ظَهْرَهُ طَبَقَةً وَاحِدَةً كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ خَرَّ عَلَى قَفَاهُ. ثُمَّ يَرْفَعُونَ رُءُوسَهُمْ وَقَدْ تَحَوَّلَ فِى صُورَتِهِ الَّتِى رَأَوْهُ فِيهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمْ. فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا. ثُمَّ يُضْرَبُ الْجِسْرُ عَلَى جَهَنَّمَ وَتَحِلُّ الشَّفَاعَةُ

وَيَقُولُونَ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ. قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْجِسْرُ قَالَ دَحْضٌ مَزِلَّةٌ. فِيهِ خَطَاطِيفُ وَكَلَالِيبُ وَحَسَكٌ تَكُونُ بِنَجْدٍ فِيهَا شُوَيْكَةٌ يُقَالُ لَهَا السَّعْدَانُ فَيَمُرُّ الْمُؤْمِنُونَ كَطَرْفِ الْعَيْنِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالرِّيحِ وَكَالطَّيْرِ وَكَأَجَاوِيدِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ وَمَخْدُوشٌ مُرْسَلٌ وَمَكْدُوسٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ

"কেয়ামতের দিন এক ঘোষক প্রত্যেক সম্প্রদায়কে স্বীয় উপাস্যের অনুসরণ করতে ঘোষণা করবেন, অতঃপর আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উপাসনাকারী সকল সম্প্রদায় তাদের উপাস্যের অনুসরণ করে জাহান্নামে গিয়ে নিপতিত হবে। শেষপর্যন্ত সৎ ও পাপিষ্ঠ আল্লাহর উপাসনাকারী এবং পথভ্রষ্ট আহলে কিতাব সম্প্রদায় অবশিষ্ট থাকবে।



তখন ইহুদীদেরকে ডেকে বলা হবে, তোমরা কীসের উপাসনা করতে? তারা বলবে, আমরা আল্লাহর সন্তান উযাইর এর উপাসনা করতাম। বলা হবে, তোমরা মিথ্যা বলছ; আল্লাহ কোনো স্ত্রী-সন্তান গ্রহণ করেননি! এখন তোমরা কী চাও? বলবে, হে প্রতিপালক, আমরা বেজায় তৃষ্ণার্ত; আমাদের পানি দিন। অতঃপর তাদেরকে ইঙ্গিত করে বলা হবে যে, তোমাদের পরিতৃপ্ত করা হবে না। অতঃপর তাদেরকে জাহান্নামের দিকে একত্রিত করা হবে, জাহান্নামকে

তারা মরীচিকা-সদৃশ মনে করবে, যার একাংশ অপর অংশের মধ্যে মিশে গেছে। অতঃপর তারা জাহান্নামে নিপতিত হবে।”

অতঃপর খৃষ্টানদের ডেকে বলা হবে, তোমার কীসের উপাসনা করতে? তারা বলবে, আমরা আল্লাহর পুত্র মাসীহের উপাসনা করতাম। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা মিথ্যা বলছ; আল্লাহ কোনো স্ত্রী-সন্তান গ্রহণ করেননি! এখন তোমরা কী



চাও? বলবে, হে প্রতিপালক, আমরা অতিপিপাসিত; আমাদের পানি দিন। অতঃপর তাদেরকে ইঙ্গিত করে বলা হবে যে, তোমাদের পরিতৃপ্ত করা হবে না। অতঃপর তাদেরকে জাহান্নামের দিকে একত্রিত করা হবে, জাহান্নামকে তারা মরীচিকা-সদৃশ মনে করবে, যার একাংশ অপর অংশের মধ্যে মিশে গেছে। অতঃপর তারা জাহান্নামে নিপতিত হবে।”



শেষপর্যন্ত যখন সৎ ও পাপিষ্ঠদের মধ্যে কেবল আল্লাহর উপাসনাকারীরা অবশিষ্ট থাকবে, তখন জগতসমূহের প্রতিপালক ইতিপূর্বে তারা তাঁকে যেমন দেখেছিল, তা

থেকে ছোট আকৃতিতে এসে বলবেন, এখন তোমরা কীসের অপেক্ষা করছ? সবাই তো নিজ নিজ উপাস্যের পেছনে পেছনে চলে গেছে! তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক, দুনিয়াতে আমরা আপনার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরিবারকে অতি-দরিদ্রতায় রেখে চলে এসেছিলাম। তাদেরকে সময় দিতে পারিনি। তিনি বলবেন, আমিই তোমাদের প্রতিপালক। তারা বলবে, আল্লাহর কাছেই আমরা তোমার থেকে আশ্রয় চাই, আল্লাহর সঙ্গে আমরা কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করব না (এভাবে দুই থেকে তিনবার বলবে)। কেয়ামতের সেই পরীক্ষার মুখে অনেকেই সত্য থেকে বিচ্যুত হওয়ার উপক্রম হবে। তিনি বলবেন, তোমাদের ও তাঁর মধ্যে কি কোনো নিদর্শন রয়েছে, যা দ্বারা তাঁকে চিনতে পার? তারা বলবে, হ্যাঁ..! অতঃপর পরিস্থিতি আরো কঠিন আকার ধারণ করবে। অতঃপর প্রতিপালক আপন জ্যোতি প্রকাশ করবেন। অতঃপর প্রতিপালককে দেখে সকলেই সেজদায় পড়ে যাবে। অতঃপর দুনিয়াতে যারা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নামায আদায় করত, তাদেরকে সেজদার শক্তি দেবেন। পক্ষান্তরে যারা আত্মপ্রদর্শন বা খোদাভীতি জাহির করার মানসে নামায পড়ত, তাদের পিঠকে আল্লাহ শক্ত ও কঠিন বানিয়ে দেবেন। ফলে যখনই তারা সেজদা করতে চাইবে উপুড় হয়ে পড়ে যাবে। অতঃপর সেজদাকারীগণ মাথা উঠাবে। দেখবে, প্রতিপালক স্বরূপে ফিরে গেছেন। তিনি বলবেন, আমিই তোমাদের প্রতিপালক। সকলেই বলবে, হ্যাঁ..! আপনিই আমাদের

প্রতিপালক। অতঃপর জাহান্নামের উপরে সেতু (সিরাত) স্থাপন করা হবে এবং সুপারিশের অনুমতি দেওয়া হবে। সবাই বলতে থাকবে, হে আল্লাহ, নিরাপত্তা দিন! নিরাপত্তা দিন!

জিজ্ঞেস করা হলো, সেতু কী হে আল্লাহর রাসূল? বললেন, অতি-পিচ্ছিল পথ; যাতে বাঁকা পেরেক, ধারালো লোহা এবং সা'দান নামক কাঁটা বিছানো থাকবে। মুমিনগণ তার উপর দিয়ে কেউ চোখের পলকে, কেউ বিদ্যুৎগতিতে, কেউ পাখির উড়ন্ত গতিতে, কেউ দ্রুতগামী অশ্ব ও বাহনের গতিতে নিরাপদে পার হয়ে যাবে। আবার কেউ ক্ষতবিক্ষত দেহ নিয়ে আহত অবস্থায় কোনোরকমে পার হয়ে যাবে। আর কেউ চলতে না পেরে জাহান্নামের আগুনে পতিত হবে।" (মুসলিম-৭০০১)

সিরাতে উঠার পূর্বে এই হবে মানুষের অবস্থা। তখন হাশরের ময়দানে মুমিন মুসলমান ছাড়া কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। তাদের মধ্যে কেউ থাকবে পাপী, কেউ মুনাফিক, কেউ বিদ'আতী আবার কেউ নির্ভেজাল মুমিন।

* তারপর কী হবে?
* সিরাত কীভাবে পার হবে?
* কাফেরদেরকে কীভাবে জাহান্নামে একত্রিত করা হবে?

সামনের অধ্যায়গুলোতে বিস্তারিত বিবরণ আসছে..

মুক্তি,

যে নিষ্ঠার সাথে কাউকে শরীক না করে আল্লাহর এবাদত করবে, সেই কেবল কেয়ামতের দিন মুক্তি পাবে, অবশিষ্টদের পরিণতি হবে জাহান্নাম।

কাফেরদেরকে যেভাবে জাহান্নামে একত্রিত করা হবে

মুমিনদেরকে জান্নাতে একত্রিত করার বিষয়টি আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে জানিয়েছেন। জান্নাতের সুখ-শান্তি, আরাম-আয়েশ, সম্মান-মর্যাদা সম্পর্কে আমাদের অবহিত করেছেন। পক্ষান্তরে কাফেরদেরকে জাহান্নামে একত্রিত করার বিষয়েও আমাদেরকে অবহিত করেছেন। তাদের দুঃখ-দুর্দশা, অপমান-লাঞ্ছনা সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন। এসবই কুরআনুল কারীমে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

* কীভাবে কাফেরদেরকে জাহান্নামে একত্রিত করা হবে?
* তাদের উপাস্যগুলোর কী পরিণাম হবে?
* জাহান্নামে নিক্ষেপের পর তাদের সঙ্গে অগ্নির কীরূপ আচরণ হবে?

কুরআনুল কারীম অধ্যয়নকারী এ বিষয়ে একাধিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে অবহিত হয়। তন্মধ্যে..

* প্রথম প্রেক্ষাপট



তাদেরকে দলবদ্ধ ছাগলের ন্যায় একত্রিত করা হবে এবং সেখানে তারা চিৎকার করতে থাকবে।

আল্লাহ বলেন,

﴿وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًاۖ﴾ الزمر: ٧١

"কাফেরদেরকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে হাঁকিয়ে নেয়া হবে।" (সূরা যুমার-৭১)

অন্য আয়াতে বলেন,

﴿يَوۡمَ يُدَعُّونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ١٣﴾ الطور: ١٣

"সেদিন তোমাদেরকে জাহান্নামের অগ্নির দিকে ধাক্কা মেরে মেরে নিয়ে যাওয়া হবে।" (সূরা তুর-১৩)

অন্যত্র বলেন,

﴿وَيَوۡمَ يُحۡشَرُ أَعۡدَآءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمۡ يُوزَعُونَ ١٩﴾ فصلت: ١٩

"যেদিন আল্লাহর শত্রুদেরকে অগ্নিকুণ্ডের দিকে ঠেলে নেওয়া হবে এবং ওদেরকে বিন্যস্ত করা হবে বিভিন্ন দলে।" (সূরা ফুসসিলাত-১৯)

* দ্বিতীয় প্রেক্ষাপট

দুনিয়াতে যেমন পায়ে হেঁটে চলত তেমন নয়; বরং উপুড় করে চেহারায় টেনে হেঁচড়ে তাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হবে। আল্লাহ বলেন,

﴿ ٱلَّذِينَ يُحۡشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمۡ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُوْلَٰٓئِكَ شَرّٞ مَّكَانٗا وَأَضَلُّ سَبِيلٗا ٣٤ ﴾ الفرقان: ٣٤

"যাদেরকে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা অবস্থায় জাহান্নামের দিকে একত্রিত করা হবে, তাদেরই স্থান হবে নিকৃষ্ট এবং তারাই পথভ্রষ্ট।" (সূরা ফুরকান-৩৪)

أقبل رجل إلى النبي ﷺ فسأله قال: يا رسول الله ، كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ فقال ﷺ: أليس الذين أمشاه على رجليه في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة

একব্যক্তি নবী করীম সা. এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল, কেয়ামতের দিন কাফেরদেরকে উপুড় করে কীভাবে একত্রিত করা হবে? নবীজী উত্তরে বললেন, দুনিয়াতে যে সত্তা মানুষকে পায়ে হেঁটে চলার সামর্থ্য দিয়েছেন,

কেয়ামতের দিন সে সত্তা কি তাদেরকে চেহারা দিয়ে চলার ক্ষমতা দিতে পারেন না?!” (বুখারী-৪৪৮২)

এবং তাদেরকে একত্রিত করা হবে অন্ধাবস্থায়, ফলে তারা দেখতে পাবে না। মুক অবস্থায়, ফলে তারা বলতে পারবে না। বধির অবস্থায়, ফলে তারা শুনতে পাবে না।

মহান প্রতিপালক বলেন,

﴿ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا ۖ مَّأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَـٰهُمْ سَعِيرًا ﴿٩٧﴾ ﴾ الإسراء: ٩٧

“আমি কেয়ামতের দিন তাদের সমবেত করব তাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায়, অন্ধ অবস্থায়, মুক অবস্থায় এবং বধির অবস্থায়। তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম। যখনই নির্বাপিত হওয়ার উপক্রম হবে আমি তখন তাদের জন্যে অগ্নি আরও বৃদ্ধি করে দেব।” (সূরা ইসরা-৯৭)

* তৃতীয় পেক্ষাপট

আবার অনেককে তাদের নকল উপাস্য, সহযোগী এবং দোসরদের সহিত একত্র করা হবে। আল্লাহ বলেন,

﴿ ۞ ٱحْشُرُوا۟ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ وَأَزْوَٰجَهُمْ وَمَا كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ ﴿٢٢﴾ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَٱهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلْجَحِيمِ ﴿٢٣﴾ ﴾ الصافات: ٢٢ - ٢٣

“একত্রিত কর গোনাহগারদেরকে, তাদের দোসরদেরকে এবং যাদের তারা এবাদত করত আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে। অতঃপর তাদেরকে পরিচালিত কর জাহান্নামের দিকে।” (সূরা সাফফাত-২২)

* চতুর্থ প্রেক্ষাপট

তাদেরকে তুচ্ছ, হেয়-প্রতিপন্নকৃত ও লাঞ্ছিত অবস্থায় একত্রিত করা হবে। আল্লাহ বলেন,

﴿قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ﴿١٢﴾﴾ آل عمران: ١٢

“কাফেরদিগকে বলে দিন, খুব শিগগীরই তোমরা পরাভূত হয়ে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নীত হবে, সেটা কতই না নিকৃষ্টতম অবস্থান।” (সূরা আলে ইমরান-১২)

* পঞ্চম প্রেক্ষাপট

জাহান্নামের মধ্যে অগ্নির গর্জন ও হুংকারে তাদের কর্ণসমূহ ফেঁটে পড়ার উপক্রম হবে, ফলে শাস্তির সঙ্গে সঙ্গে তাদের আতঙ্কও দ্বিগুণ বেড়ে যাবে। যেমনটি প্রতিপালক বলেছেন,

﴿إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ﴿١٢﴾﴾

الفرقان: ١٢

"অগ্নি যখন দূর থেকে তাদেরকে দেখবে, তখন তারা শুনতে পাবে তার গর্জন ও হুংকার।" (সূরা ফুরকান-১২)

* ষষ্ঠ প্রেক্ষাপট

যখন আগুনের কাছে দাঁড়িয়ে ভীতিপ্রদ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করবে, তখন তারা মুমিন হওয়ার আশায় দুনিয়ায় পুনঃপ্রত্যাবর্তন কামনা করবে। আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ وُقِفُوا۟ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُوا۟ يَٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِـَٔايَٰتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢٧﴾ الأنعام: ٢٧

"আর আপনি যদি দেখেন, যখন তাদেরকে জাহান্নামের ওপর দাঁড় করানো হবে। তারা বলবে, কতই না ভালো হতো, যদি আমরা পুনঃপ্রেরিত হতাম; তাহলে আমরা স্বীয় পালনকর্তার নিদর্শনসমূহে মিথ্যারোপ করতাম না এবং আমরা বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম।" (সূরা আনআম-২৭)

কিন্তু কোনোভাবেই তারা আগুন থেকে রেহাই পাবে না। আল্লাহ বলেন,

﴿وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا۟ عَنْهَا مَصْرِفًا ٥٣﴾ الكهف: ٥٣

"অপরাধীরা আগুন দেখে বোঝে নেবে যে, তাদেরকে তাতে পতিত হতে হবে এবং তারা তা থেকে রাস্তা পরিবর্তন করতে পারবে না।" (সূরা কাহফ-৫৩)

* সপ্তম প্রেক্ষাপট

চরম অপমান ও লাঞ্ছনা সহকারে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। আর সেটা কতইনা নিকৃষ্ট অবস্থানস্থল। আল্লাহ বলেন,

﴿ فَٱدۡخُلُوٓاْ أَبۡوَٰبَ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَاۖ فَلَبِئۡسَ مَثۡوَى ٱلۡمُتَكَبِّرِينَ ٢٩ ﴾ النحل: ٢٩

"অতএব, জাহান্নামের দরজাসমূহে প্রবেশ কর, এতেই অনন্তকাল বাস কর। আর অহংকারীদের আবাসস্থল কতই নিকৃষ্ট।" (সূরা নাহলো-২৯)

আল্লাহ তা'লা কুরআনের আয়াতসমূহে এ সকল প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছেন, যেন আমরা সতর্ক হই, মুক্তির জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি নিই।

সিরাত

কেয়ামত দিবসের কঠিন প্রেক্ষাপটসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো সিরাত অতিক্রম। সে এক দুষ্কর পারাপার। ভীতিপ্রদ দৃশ্য। দুনিয়াতে যারা ঈমানের ওপর অবিচল ছিল, তাদেরকে আল্লাহ তা'লা দৃঢ়পদ রাখবেন। আর যারা সত্য ও ন্যায়কে অস্বীকার করেছিল, সেসব ক্ষতিগ্রস্তদের পদস্খলন ঘটাবেন। সে এক কঠিন পরীক্ষা। যে মুক্তি পেয়ে যাবে, সে চিরসফল। যে গ্রেফতার হয়ে যাবে, সে মহাদুর্ভাগা।

* কী সেই সিরাত?
* বৈশিষ্ট্য কী?
* অবস্থান কোথায়?
* তাতে অতিক্রমকারী মানুষের অবস্থা কীরূপ?

ভূমিকা

নবী করীম সা. কেয়ামতের ভয়াবহ পরিস্থিতির বিবরণ দিয়েছেন। হাশরের প্রেক্ষাপটসমূহ বর্ণনা করেছেন, যার একটি হলো সিরাত অতিক্রম। নবী রাসূলগণও সেদিন ভয় ও আশার দুলাচলে থাকবে। উম্মতে মোহাম্মাদী স্বীয় নবীর সুপারিশে ধন্য হবে। এই সিরাতের কিছু ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য থাকবে। তার ওপর দিয়ে অতিক্রমকারীদেরও অবস্থা হবে বিভিন্নরকম।

- আরবী 'সিরাত' এর শাব্দিক অর্থ, পরিস্কার ও সুস্পষ্ট পথ।

- পরকালে 'সিরাত' বলতে জাহান্নামের উপরিভাগে স্থাপিত দীর্ঘ সেতু, যা সকল মুমিনকে অতিক্রম করতে হবে।

* সিরাতের বৈশিষ্ট্য

এটি হলো জাহান্নামের উপরিভাগে স্থাপিত দীর্ঘ সেতু, যা তরবারীর চেয়ে ধারালো, চুলের চেয়ে চিকন। যাতে বিছানো থাকবে সা'দান নামক কাঁটা। তাতে প্রোথিত থাকবে বড়শির ন্যায় ধারালো চিকন লোহা। যদ্দরুন অনেকে আহত ও ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাবে। যা একমাসের পথ। সেখানে রয়েছে মহা অন্ধকার।

قال ﷺ : ... ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم ، قلنا : يا رسول الله، وماالجسر؟ قال: مدحضة ، مزلة ، عليه خطاطيف ، وكلاليب، وحسكة مفلطحة ، له شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان

নবী করীম সা. বলেন, ".. অতঃপর জাহান্নামের মধ্য-উপরিভাগে সেতু স্থাপিত হবে। জিজ্ঞেস করলাম, সেতু কী হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন, অতিপিচ্ছিল পথ; যাতে বাঁকা মাথাবিশিষ্ট পেরেক, ধারালো লোহা এবং নাজদ এলাকার সা'দান নামক ভয়ঙ্কর কাঁটা বিছানো থাকবে।" (বুখারী-মুসলিম)



একপ্রকার বড়শি



قال أبو سعيد ﷺ: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف

আবু সাইদ রা. বলেন, "আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, সেতু হবে চুলের চেয়ে সূক্ষ্ম এবং তরবারীর চেয়ে ধারালো।" (মুসলিম-৪৭৩)

* সিরাত স্থাপন-মুহূর্ত

আমলনামা বিতরণ, কৃতকর্ম পরিমাপ, কতিপয় সুপারিশ সম্পাদন, হাউযে অবতরণ, হিসাব গ্রহণ এবং মানুষের বিচারকার্য সমাপ্ত হওয়ার পর সিরাত স্থাপন করা হবে।

* মুশরিকরা সিরাত অতিক্রম করবে না



কারণ, কেয়ামতের দিন মানুষ বিভিন্ন দলে বিভক্ত থাকবে। (১) নিষ্ঠাবান মুমিন, যারা একনিষ্ঠতা সহকারে আল্লাহর এবাদত করেছে। আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করেনি। (২) মুনাফিক। (৩) এবং মুশরিক, যারা আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করেছে।

মুশরিকরা সিরাত অতিক্রম করবে না; সিরাত স্থাপনের পূর্বেই তারা জাহান্নামে নিপতিত হবে। যাদের মুমিন ও মুসলিম বলা হতো, একবার হলেও যারা কালেমা উচ্চারণ করেছে কেবল তারাই সিরাতে উঠবে।

* মুনাফিক সম্প্রদায় এবং সিরাত

একত্ববাদের দিকে আহ্বানকারী নবী রাসূলদের অনুসারীগণ দাঁড়িয়ে যাবে। তাদের মধ্যে গুনাহগার ও মুনাফিকরাও থাকবে। সিরাতে উঠার পূর্বে মহাঅন্ধকার নামিয়ে দেওয়া হবে। অতঃপর ঈমান ও সৎকর্ম অনুপাতে প্রত্যেকের মাঝে নূর (জ্যোতি) বিতরণ করা হবে।

قالت عائشة رضي الله عنها: سئل الرسول ﷺ: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات؟ فقال: هم في الظلمة دون الجسر

আয়েশা রা. বলেন, নবীজীকে জিজ্ঞেস করা হলো- যেদিন নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে তৎসদৃশ অপর বস্তু দিয়ে পরিবর্তন করা হবে, সেদিন মানুষ কোথায় অবস্থান করবে? উত্তরে তিনি বললেন, সেদিন তারা সেতুর পার্শ্বে মহাঅন্ধকারে অবস্থান করবে।" (মুসলিম-৭৪২)

এ স্থলেই মুমিনদের থেকে মুনাফিকরা পৃথক হয়ে যাবে। তারা পেছনে থেকে যাবে। মুমিনগণ অগ্রসর হয়ে সামনে চলে যাবে। অতঃপর উভয় দলের মাঝে প্রাচীর স্থাপন করে দেওয়া হবে, ফলে মুমিনদের সাথে তারা গিয়ে মিলিত হতে পারবে না। আল্লাহ বলেন,

﴿يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَٰفِقُونَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱنظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُوا۟ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَمِسُوا۟ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُۥ بَابٌۢ بَاطِنُهُۥ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَٰهِرُهُۥ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ ﴿١٣﴾﴾ الحديد: ١٣

"যেদিন কপটবিশ্বাসী পুরুষ ও কপটবিশ্বাসী নারীরা মুমিনদেরকে বলবে, তোমরা আমাদের জন্যে অপেক্ষা কর, আমরা কিছু আলো নেবো তোমাদের জ্যোতি থেকে। বলা হবে, তোমরা পেছনে ফিরে যাও এবং আলোর খোঁজ কর। অতঃপর উভয় দলের মাঝখানে খাড়া করা হবে একটি প্রাচীর, যার একটি

দরজা হবে। তার অভ্যন্তরে থাকবে রহমত এবং বাইরে থাকবে আযাব।" (সূরা হাদীদ-১৩)

কোরআন-সুন্নাহর অনুসারী মুমিনদেরকে কেয়ামতের দিন আলো প্রদান করা হবে, যা কেয়ামতের সেই মহা অন্ধকারে তাদের জন্য জ্যোতি নিয়ে আসবে এবং সিরাতে পদস্খলন থেকে রক্ষা করবে।



পক্ষান্তরে কুরআন-সুন্নাহ থেকে বিমুখতা প্রদর্শনকারী মুনাফিকরা কেয়ামতের দিন সেই মহাঅন্ধকারে নিমজ্জিত থাকবে।

মুমিনদের নূর থেকে সামান্য সংগ্রহের জন্য তাদের অপেক্ষা করতে বলবে। অতঃপর তাদেরকে বলা হবে, তোমরা পেছনে গিয়ে আলো খোঁজো! অতঃপর মুনাফিকরা পেছনে চলে গেলে মুমিনগণ সামনে অগ্রসর হয়ে যাবে। এভাবেই উভয় দল বিভক্ত হয়ে গেলে আল্লাহ তাদের মাঝে প্রাচীর দাঁড় করিয়ে দেবেন। বাহ্যত দেখা যাবে শাস্তি, কিন্তু ভেতরে কেবলই শান্তি। এভাবে মুমিন নর-নারীগণ জান্নাতে এবং মুনাফিক নর-নারীরা জাহান্নামে চলে যাবে।

* মুমিনের নূর

সিরাত অতিক্রমকারী মুমিন-মুনাফিক সকলকেই নূর দেওয়া হবে। যেমন নবী করীম সা. আল্লাহর দর্শনের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন,

فيتجلى لهم ويضحك ، فينطلق بهم ويتبعونه ، ويعطى كل إنسان منهم ، منافق ، أو مؤمن ، نورا . ثم يتبعونه . وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك ، تأخذ من شاء الله . ثم يطفأ نور المنافقين . ثم ينجو المؤمنون . فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر سبعون ألفا لا يحاسبون

"..অতঃপর তিনি তাদের সামনে হাস্যোজ্জ্বল প্রকাশিত হবেন। তাদের নিয়ে চলবেন, সবাই তাঁকে অনুসরণ করবে। মুমিন মুনাফিক সকলকে নূর দেওয়া হবে। জাহান্নামের ওপর স্থাপিত সেতুতে কাঁটাযুক্ত ধারালো লোহা থাকবে; আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী সেগুলো অনেককে আহত করে ফেলবে। অতঃপর মুনাফিকদের নূর নির্বাপিত হয়ে যাবে। মুমিনগণ মুক্তি পাবে। মুমিনদের মধ্যে মুক্তিপ্রাপ্ত প্রথম দলের লোকদের চেহারাগুলো হবে পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল। সংখ্যায় তারা হবে সত্তরহাজার। বিনা হিসাবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (মুসলিম-৪৮৯)

قال ﷺ : فمنهم من يعطى مثل الجبل بين يديه . ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك . ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه .ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه . حتى يكون آخر من يعطى نوره في إبهام قدمه يضيء

مرة ويطفئ أخرى ، إذا أضاء قدم قدمه ،وإذا انطفأ قام . قال : فيمروا ويمرون على الصراط



অপর হাদিসে নবী করীম সা. বলেন, “কারো কারো সামনে সেদিন পবর্তসদৃশ বিশাল নূর দেওয়া হবে। আর কাউকে এর চেয়ে বেশি। আবার কারো কারো ডানদিকে খর্জুর বৃক্ষ সদৃশ নূর দেওয়া হবে। কাউকে এর চেয়ে কম। সর্বশেষ নূর দেওয়া হবে ব্যক্তির পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে; একবার জ্বলবে তো আরেকবার নিভে যাবে। প্রজ্বলিত হলে সামনে চলবে, নিভে গেলে দাঁড়িয়ে যাবে। নবীজী বলেন, এভাবে তারা সিরাতের ওপর দিয়ে চলতে থাকবে।” (আল মু'জামুল কাবীর-৯৭৬৩)

* সিরাতে মুমিনদের দোয়া

আল্লাহ কুরআনুল কারীমে নূর লাভের পর সিরাতে মুমিনদের কৃত দোয়াটি উল্লেখ করেছেন

﴿ رَبَّنَآ أَتۡمِمۡ لَنَا نُورَنَا وَٱغۡفِرۡ لَنَآۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ ٨ ﴾

التحريم: ٨

“হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের নূরকে পূর্ণ করে দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয় আপনি সবকিছুর ওপর সর্ব শক্তিমান।” (সূরা তাহরীম-৮)



* সিরাতে অতিক্রমকারীগণ

জাহান্নামের ওপর দিয়ে অতিক্রমকারী লোকজন তিন ধরনের হবে,

(১) নিরাপদে মুক্তিপ্রাপ্ত

(২) আহত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে মুক্তিপ্রাপ্ত

(৩) অতিক্রমে ব্যর্থ হয়ে জাহান্নামে নিপতিত

قال ﷺ : يوضع الصراط بين ظهراني جهنم عل حسك كحسك السعدان ثم يستجيز الناس : فناج مسلم ، ومخدوج به ثم ناج ، ومحتبس به ، ومنكوس فيها .

নবী করীম সা. বলেন, “জাহান্নামের উপরিভাগে সিরাত স্থাপিত হবে। তাতে সা‘দান বৃক্ষের কাঁটা সদৃশ অনেক কাঁটা থাকবে। অতঃপর মানুষকে অতিক্রম করতে বলা হলে কেউ নিরাপদে পার হয়ে মুক্তি পেয়ে যাবে। কেউ আহত ও আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে

মুক্তি পেয়ে যাবে। আবার কেউ কেউ ব্যর্থ হয়ে জাহান্নামে পতিত হবে।” (ইবনে মাজা-৪২৮০)

عن أبي سعيد الخدري ﷺ أن النبي ﷺ قال عن الجسر ... : عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفة تكون بنجد يقال لها السعدان المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا

আবু সাইদ রা. থেকে বর্ণিত হাদিসে সেতু সম্পর্কে নবী করীম সা. বলেন, “.. সেতুর ওপর অনেক লোহাজাতীয় ধারালো পেরেক, বড়শির ন্যায় বাঁকা কণ্টক এবং সা‘দান বৃক্ষের কাঁটা সদৃশ অসংখ্য কাঁটা থাকবে। মুমিনগণ তার ওপর দিয়ে কেউ চোখের পলকে, কেউ বিদ্যুৎগতিতে, কেউ বাতাসের বেগে এবং কেউ দ্রুতগামী অশ্ব ও বাহনের বেগে পার হয়ে যাবে। কেউ নিরাপদে পার হয়ে মুক্তি পেয়ে যাবে। কেউ আহত ও আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মুক্তি পেয়ে যাবে। আবার কেউ ব্যর্থ হয়ে জাহান্নামে পতিত হবে। সর্বশেষজন (আহত হয়ে পড়ে থাকবে, সামনে চলতে পারবে না। ফলে) টেনে হেঁচড়ে তাকে পার করানো হবে।” (বুখারী-৭০০১)



সা’দান কাঁটা

সিরাতে স্থাপিত কণ্টকের আকৃতি হবে বিশাল।

قال ﷺ : .. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم السعدان . قالوا نعم يا رسول الله قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله تخطف الناس بأعمالهم فمنهم المؤمن يبقى بعمله أو الموبق بعمله أو الموثق بعمله ومنهم المخردل أو المجازى أو نحوه

নবী করীম সা. বলেন, "জাহান্নামে সা'দান কাঁটাসদৃশ ধারালো কণ্টক থাকবে। তোমরা কি সা'দান দেখেছ? সবাই বলল, জ্বি.. হে আল্লাহর রাসূল! বলেন, সেগুলোও হবে সা'দান কাঁটাসদৃশ। তবে তার বিশালতা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। আমল অনুপাতে অতিক্রমকারীকে আঘাত করবে। কেউ আঘাতের কারণে ধ্বংসপ্রায়; কিন্তু আমলের দরুন বেঁচে থাকবে। কেউ অধিক আমলের দরুন পূর্ণ অক্ষত থাকবে। আবার কেউ টুকরো টুকরো হয়ে যাবে বা শাস্তিপ্রাপ্ত হবে ইত্যাদি..।" (বুখারী-৭০০০)

* অতিক্রমকারীদের গতিসীমা

সম্মুখে উদ্ভাসিত নূর অনুযায়ী অতিক্রমকারীদের গতিতে তারতম্য থাকবে। নবী করীম সা. তাদের অবস্থা এভাবে বর্ণনা করেছেন,

.. والصراط كحد السيف دحض مزلة فيقال : انجوا على قدر نوركم فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب و منهم من يمر كالطرف و منهم من يمر

كالريح و منهم من يمر كشد الرحل و يرمل رملا فيمرون على قدر أعمالهم حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه قال : يجر يدا و يعلق يدا و يجر رجلا و يعلق رجلا و تضرب جوانبه النار قال : فيخلصوا فإذا خلصوا قالوا : الحمد لله لذي نجانا منك بعد الذي أراناك لقد أعطانا الله ما لم يعط أحدا

“..সিরাত হলো তরবারীর চেয়ে ধারালো। অতি পিচ্ছিল পথ। বলা হবে, নূরের ঔজ্জ্বল্য অনুপাতে তোমরা চলতে থাক! সুতরাং কেউ উল্কাপিণ্ডের ন্যায় চলে যাবে। কেউ বাতাসের বেগে পার হয়ে যাবে। কেউ চোখের পলকে অতিক্রম করে ফেলবে। কেউ আমল অনুপাতে দ্রুতগতিতে ঘন পদক্ষেপে হাঁটতে থাকবে। এমনকি যার নূর পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে অল্প পরিমাণ থাকবে, সে চলতে গিয়ে এক হাত সরে যাবে তো অন্য হাতে ধরে রাখবে, এক পা পিছলে যাবে তো অন্য পা আটকে রাখবে; তার দেহের পার্শ্বগুলো আগুনে ঝলসে যাবে। এভাবে তারা মুক্তি পেয়ে যাবে। মুক্তির পর (জাহান্নামকে উদ্দেশ্য করে) বলবে, সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি তোমাকে দেখানোর পর তোমার শাস্তি হতে আমাদের মুক্ত করেছেন। তিনি আমাদেরকে যা দিয়েছেন, তা কখনো অন্য কাউকে দেননি।” (আল মুস্তাদরাক-৩২৪)

* সিরাত অতিক্রমকারী প্রথম ব্যক্তি

সেতু স্থাপনের পর সর্বপ্রথম নিরাপদে ও নিঃসংশয়ে পার হবেন নবী মুহাম্মাদ সা.। অতঃপর তাঁর উম্মত তাঁর পেছনে পেছনে পার হবে। যেমন,

قال ﷺ : ويضرب الصراط بين ظهري جهنم ، فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها ،ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ، ودعوى الرسل يومئذ : اللهم سلم سلم

নবী করীম সা. বলেন, "জাহান্নামের উপরিভাগে সিরাত স্থাপন করা হবে। সর্বপ্রথম আমি এবং আমার উম্মত তা পার হবো। সেদিন নবীগণ ছাড়া কেউ কথা বলতে পারবে না। নবীদের মুখে থাকবে একটিই বাক্য.. "হে আল্লাহ! নিরাপদে রাখুন! নিরাপদে রাখুন!" (বুখারী-৭০০০)



* সিরাতে নবীজী স্বীয় উম্মতকে ডাকবেন

সিরাতে ব্যক্তির আমলই তাকে পার করবে। আমল অনুযায়ী কারো গতি হবে বিদ্যুতের ন্যায় আবার কারো বাতাসের ন্যায়।

অপরদিকে নবী করীম সা. সিরাতে দাঁড়িয়ে বলতে থাকবেন, হে আল্লাহ! মুক্তি দিন! মুক্তি দিন!

قال ﷺ : فيمر أولكم كالبرق ، ثم كمر الريح ، ثم كمر الطير ، وشد الرحال ، تجري بهم أعمالهم . ونبيكم قائم على الصراط يقول : رب سلم ، سلم. حتى تعجز أعمال العبد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا .

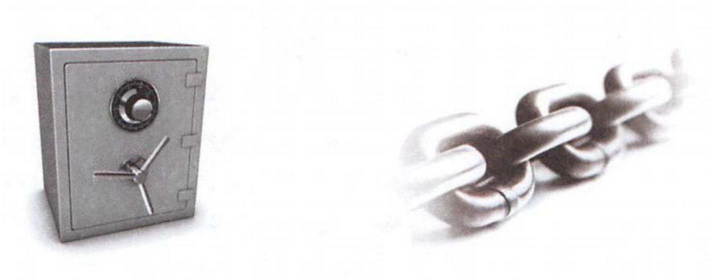
নবীজীর ভাষ্য- "তোমাদের প্রথমদল বিদ্যুৎবেগে পার হয়ে যাবে। অপরদল বাতাসের গতিতে.. অপরদল পাখির চলার ন্যায়.. অপরদল উট চলার গতিতে। তাদের আমলই তাদেরকে পার করবে। তোমাদের নবী সিরাতের ওপর দাঁড়িয়ে বলতে থাকবে, হে প্রতিপালক, মুক্তি দিন! মুক্তি দিন! শেষপর্যন্ত কারো কারো আমল দুর্বল হওয়ায় চলতে পারবে না। ফলে হামাগুড়ি দিতে থাকবে।" (মুসলিম-৫০৩)

* সিরাতের পার্শ্বদ্বয়ে আত্মীয়তার বন্ধন ও বিশ্বস্ততা

কতিপয় সৎকর্ম সিরাতে উপস্থিত হয়ে ব্যক্তিকে সহায়তা করবে। তন্মধ্যে.. আমানত (বিশ্বস্ততা) এবং আত্মীয়তার বন্ধন সিরাতের দুইপাশে ডানদিকে ও বামদিকে এসে দাঁড়াবে। যেমনটি আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত হাদিসে বলে হয়েছে,

... وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا

".. আমানত ও আত্মীয়তার বন্ধন-মিলন এ দুটোকে পাঠানো হবে। তারা এসে সিরাতের দুই পাশে ব্যক্তির ডানদিকে ও বামদিকে দাঁড়িয়ে যাবে।" (মুসলিম-৫০৩)



পরিশেষে..

চোখ বন্ধ করে সিরাতের সেই ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা ভাবুন.. মনে করুন আপনি সিরাতের ওপর দাঁড়িয়ে। নীচে জাহান্নামের আগুন ধাউ ধাউ করে জ্বলছে। চারপাশে ঘোর অন্ধকার। কখনো আপনি হাঁটছেন আবার কখনো পড়ে গিয়ে হামাগুড়ি খাচ্ছেন। আপনার সামনে-পেছনে ডানে-বামে অসংখ্য মানুষ পা পিছলে পড়ে যাচ্ছে, কাঁটা দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হচ্ছে, আগুন তার পার্শ্বগুলো ঝলসে দিচ্ছে। আপনার চোখের সামনে কেউ কেউ জাহান্নামের আগুনে পড়ে যাচ্ছে। হায়.. কী ভয়াবহ পরিস্থিতি..!!

বাস্তবতা,

একত্ববাদে বিশ্বাসী মুমিনগণ ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। অবশিষ্ট সকলেই জাহান্নামের আগুনে পতিত হবে।

সিরাত পার হওয়ার পর মুমিনদের পরস্পর কেসাস গ্রহণ

মুমিনগণ সিরাত পার হওয়ার পর দুনিয়াতে তাদের হক ও অবিচারের পরস্পর বদলা (কেসাস) গ্রহণ করবে। মহান আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশের পূর্বে সবাইকে স্বচ্ছ ও পবিত্র করে দিবেন। যেন কারো কোনো দাবী বাকি না থাকে। আল্লাহ বলেন,

﴿ ٱدۡخُلُوهَا بِسَلَٰمٍ ءَامِنِينَ ۝٤٦ وَنَزَعۡنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنۡ غِلٍّ إِخۡوَٰنًا عَلَىٰ سُرُرٖ مُّتَقَٰبِلِينَ ۝٤٧ ﴾ الحجر: ٤٦ - ٤٧

"বলা হবে, এগুলোতে নিরাপত্তা ও শান্তি সহকারে প্রবেশ কর। তাদের অন্তরে যে ক্রোধ ছিল, আমি তা দূর করে দেব। তারা ভাই-ভাই হয়ে সামনা-সামনি আসনে বসবে।" (সূরা হিজর ৪৬,৪৭)

* কীভাবে তাদের পরস্পর কেসাস নেয়া হবে?

* এটা কি তবে নতুনরূপে হিসাবগ্রহণ?

* এর দরুন কি তাদের শাস্তি হবে?

ভূমিকা

জান্নাতে প্রবেশের পূর্বে মুমিনদের পারস্পরিক কেসাস গ্রহণের বিষয়টি নবীজী এভাবে বর্ণনা করেছেন,

إذا خلص المؤمنون من النار ، حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار ، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا . حتى إذا نقوا وهذبوا ،أذن لهم بدخول الجنة . فوالذي نفسي بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا



“জাহান্নাম (সিরাত) থেকে মুক্ত হওয়ার পর জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী একটি সরু স্থানে মুমিনদেরকে থামানো হবে। অতঃপর সেখানে দুনিয়াতে হরণকৃত অধিকারের পারস্পরিক কেসাস নেয়া হবে। শেষপর্যন্ত সম্পূর্ণ পূত-পবিত্র হয়ে গেলে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে। ওই সত্তার শপথ যার হাতে মোহাম্মাদের প্রাণ, জান্নাতে তারা নিজ বসতি নিয়ে অনেক প্রমাণ পেশ করবে (গর্ব করবে)।” (বুখারী-২৩০৮)

* কেসাসের স্বরূপ

জান্নাতে প্রবেশের পূর্বে সেখানেও মুমিনদের অন্তর ভীত-সন্ত্রস্ত থাকবে। সেদিন কোনো সম্পদ থাকবে না, কোনো সন্তান

থাকবে না, টাকা পয়সার মূল্য থাকবে না। কেসাস হবে কেবল সৎকর্মফল বা অসৎকর্মফল বিনিময়। সুতরাং যারা দুনিয়াতে অপরের মাল হরণ করেছিল, অন্যকে কষ্ট দিয়েছিল, প্রহার করেছিল; অবিচারের মাত্রা বুঝে সেখানে তাদের থেকে সৎকর্মফল কেটে নেয়া হবে। এভাবে সৎকর্মফল শেষ হয়ে গেলে দ্বিতীয়পক্ষের অসৎকর্মফল তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হবে। এটিই আল্লাহর চরম ন্যায়পরায়ণতা, বান্দাদের পরস্পর কোনো অভিযোগ ও অবিচার তিনি অবশিষ্ট রাখবেন না। তাদের কোনো অনুতাপ বাকি রাখবেন না।

* উভয় পক্ষকে সন্তুষ্টকরণ

عن أنس بن مالك ﵁ قال : بينا رسول الله ﷺ جالس إذ رأيناه ضحك حتى بدت ثناياه فقال له عمر : ما أضحكك يا رسول الله بأبي أنت و أمي ؟ قال : رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة فقال أحدهما : يا رب خذلي مظلمتي من أخي فقال الله تبارك و تعالى للطالب : فكيف بأخيك و لم يبق من حسناته شيء ؟ قال : يا رب فليحمل من أوزاري قال : و فاضت عينا رسول الله ﷺ بالبكاء ثم قال : إن ذاك اليوم عظيم يحتاج الناس أن يحمل عنهم من أوزارهم فقال الله تعالى للطالب ارفع بصرك فانظر في الجنان فرفع رأسه فقال : يا رب أرى مدائن من ذهب و قصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ لأي نبي هذا أو لأي صديق هذا أو لأي شهيد

هذا ؟ قال : هذا لمن أعطى الثمن قال : يا رب و من يملك ذلك ؟ قال : أنت تملكه قال : بماذا قال : بعفوك عن أخيك قال : يا رب فإني قد عفوت عنه قال الله ﷻ : فخذ بيد أخيك فادخله الجنة فقال رسول الله ﷺ عند ذلك : اتقوا الله و أصلحوا ذات بينكم فإن الله تعالى يصلح بين المسلمين

আনাস রা. বলেন, "একদা নবী করীম সা. বসা ছিলেন। হঠাৎ দেখলাম তিনি হাসছেন; হাসির ফলে তার দাঁতগুলো প্রকাশ হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করা হলো, কেন হাসছেন হে আল্লাহর রাসূল? উত্তরে তিনি বললেন, আমার উম্মতের দুই ব্যক্তি প্রতিপালকের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়বে। একজন বলবে, হে প্রতিপালক, এই ভাই থেকে আমার অবিচারের মূল্য গ্রহণ করুন! দ্বিতীয় ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তা'লা বলবেন, তুমি অবিচার পরিমাণ মূল্য পরিশোধ কর! সে বলবে, হে প্রতিপালক, আমার কাছে তো কোনো সৎকর্মফল অবশিষ্ট নেই। প্রথমজন বলবে, হে প্রতিপালক, তাহলে সে আমার অসৎকর্মগুলো বহন করুক! এ কথা বলার সময় নবীজীর দুই চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। অতঃপর বলতে লাগলেন, সেদিন মানুষ তাদের পাপের বোঝা নিজের ঘাঁড় থেকে সরাতে অতি-তৎপর থাকবে। অতঃপর আল্লাহ অবিচারের মূল্য-প্রার্থনাকারীকে বলবেন, চোখ তুলে তাকাও! সে মাথা উঠিয়ে দেখে বলতে থাকবে- হে প্রতিপালক, আমি মণিমুক্তায় সুশোভিত স্বর্ণখচিত শহর ও সোনালী প্রাসাদ

দেখতে পাচ্ছি! কোন নবীর জন্য এগুলো? কোন সিদ্দীকের জন্য এগুলো? অথবা কোন শহীদের জন্য এগুলো? আল্লাহ বলবেন, বরং যে ওই ব্যক্তির অবিচারের মূল্য পরিশোধ করবে তার জন্য! সে বলবে, কে এর মূল্য আদায় করতে পারবে? বলবেন, তুমি! বলবে, কীভাবে? বলবেন, তাকে ক্ষমা করার মাধ্যমে! সে বলবে, হে প্রতিপালক, আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম। বলবেন, হাতে ধরে তোমার ভাইকে জান্নাতে প্রবেশ করাও! অতঃপর নবীজী বললেন, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং পরস্পর মীমাংসা স্থাপন কর। কেননা কেয়ামতের দিন আল্লাহ মুমিনদের মাঝে মীমাংসা স্থাপন করবেন।" (মুসনাদে আবু ইয়া'লা মুসেলী)

সংশোধন,

সংশোধন ও সংস্কারকাজে লিপ্ত হোন! কারণ, স্বয়ং আল্লাহ মুমিনদেরকে জান্নাতে প্রবেশের পূর্বে সংশোধন করে দেবেন।

মধ্যবর্তীদের অবস্থা

যারা ইসলাম সম্পর্কে জানেনি অথবা নবী করীম সা. এর আগমনের পূর্বেই দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছে। কোনো নবীর সাহচর্য পায়নি অথবা যাদের কাছে ইসলামকে বিকৃতরূপে উপস্থাপন করা হয়েছে- হাশরের ময়দানে তাদেরকে "মধ্যবর্তী লোক" বলে আখ্যায়িত করা হবে।

* তারা কারা?
* কী তাদের যুক্তি?
* আল্লাহ তাদের সঙ্গে কী আচরণ করবেন?

* ভূমিকা

দুনিয়াতে নবী রাসূলদেরকে আল্লাহ তা'লা জান্নাতের সুসংবাদ বাহক ও জাহান্নাম থেকে ভীতিপ্রদর্শনকারী রূপে পাঠিয়েছেন। নবী রাসূলদের সাথে কৃত আচরণের মাত্রা অনুযায়ী তাদের বিচার হবে। আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۝١٥﴾ الإسراء: ١٥

"কোনো রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত আমি কাউকেই শাস্তি দান করি না।" (সূরা ইসরা-১৫)

মানুষকে আল্লাহ অহেতুক ছেড়ে দেননি; বরং তাদের কাছে নবী প্রেরণ করেছেন। গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন। রাসূল-প্রেরণ এবং ভীতিপ্রদর্শন ব্যতীত কোনো উম্মতকেই আযাব দেওয়া হবে না। কেয়ামতের দিন জাহান্নামের বিবরণ দিতে গিয়ে আল্লাহ বলেন,

﴿كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ۝٨ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا﴾

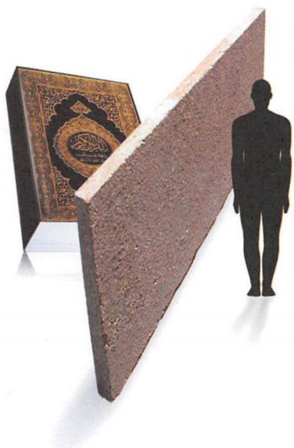
الملك: ٨ – ٩

"যখনই তাতে কোনো সম্প্রদায় নিক্ষিপ্ত হবে তখন তাদেরকে তার সিপাহীরা জিজ্ঞাসা করবে, তোমাদের কাছে কি কোনো সতর্ককারী আগমন করেনি? তারা বলবে- হ্যাঁ.. আমাদের কাছে সতর্ককারী আগমন করেছিল.." (সূরা মুলক ৮,৯)

সুতরাং দাওয়াত পৌঁছার পর যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করতঃ আমৃত্যু ঈমানের ওপর অবিচল থাকল, নবী মুহাম্মাদ সা. এর আনীত

'নূর' অনুসরণ করল, সেই সঠিক পথ প্রাপ্ত হলো। তার পরিনাম হবে শুভ। পক্ষান্তরে যে সত্য থেকে বিমুখ রইল, সে বরং নিজেকেই অবিচার করল। তার পরিণাম হবে অশুভ ও নিকৃষ্ট। তার অপরাধ সেদিন কেউ বহন করবে না।

* যাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছেনি..



যাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছেনি, ইসলাম সম্পর্কে শুনেনি; যেমন, আফ্রিকার জংলী বাসিন্দা ছিল, দূরের কোনো বন-জঙ্গলে জীবনযাপন করেছিল, উত্তর কিংবা দক্ষিন মেরুর পর্বতাঞ্চলে বসবাসরত ছিল অথবা ইসলামকে তার কাছে বিকৃতরূপে উপস্থাপন করা হয়েছে (যেমনটি পশ্চিমা বিশ্বের গণমাধ্যমগুলোতে এবং ইন্টারনেটের বিভিন্ন ওয়েবসাইটে করা হয়ে থাকে), ফলে সে ইসলামকে বিকৃতরূপ বুঝেছে।

অথবা হতে পারে সে বধির অবস্থায় জন্মানোর ফলে কিছুই শুনেনি অথবা নির্বোধ, আকল-বুদ্ধি বলতে কিছুই ছিল না অথবা বয়োবৃদ্ধ, বয়সের ভারে নতজানু, পরিস্থিতি অনুমান করতে

পারেনি.. তাদের ওপর আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীটি প্রতিফলিত হবে-

﴿وَلَوۡ أَنَّآ أَهۡلَكۡنَٰهُم بِعَذَابٖ مِّن قَبۡلِهِۦ لَقَالُواْ رَبَّنَا لَوۡلَآ أَرۡسَلۡتَ إِلَيۡنَا رَسُولٗا فَنَتَّبِعَ ءَايَٰتِكَ مِن قَبۡلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخۡزَىٰ ١٣٤﴾ طه: ١٣٤

"যদি আমি এদেরকে ইতিপূর্বে কোনো শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করতাম, তবে এরা বলত- হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি আমাদের কাছে একজন রাসূল প্রেরণ করলেন না কেন? তাহলে তো আমরা অপমানিত ও হেয় হওয়ার পূর্বেই আপনার নিদর্শনসমূহ মেনে চলতাম।" (সূরা ত্বাহা-১৩৪)

অন্য আয়াতে বলেন,

﴿وَلَوۡلَآ أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةُۢ بِمَا قَدَّمَتۡ أَيۡدِيهِمۡ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوۡلَآ أَرۡسَلۡتَ إِلَيۡنَا رَسُولٗا فَنَتَّبِعَ ءَايَٰتِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٤٧﴾

القصص: ٤٧

"আর এজন্য যে, তাদের কৃতকর্মের জন্যে তাদের কোনো বিপদ হলে তারা বলত, হে আমাদের পালনকর্তা, তুমি আমাদের কাছে কোনো রাসূল প্রেরণ করলে না কেন? করলে আমরা তোমার আয়াতসমূহের অনুসরণ করতাম এবং আমরা বিশ্বাস স্থাপনকারী হয়ে যেতাম।" (সূরা কাসাস-৪৭)

সুতরাং জাহান্নাম সম্পর্কে অবহিতকরণ এবং নবী রাসূল প্রেরণ ব্যতীত কাউকে আল্লাহ শাস্তি দেবেন না। এদেরকে কেয়ামতের ভয়াবহ পরিস্থিতিগুলোতে পরীক্ষা করা হবে। তখন যারা অনুসরণ করবে এবং আল্লাহ যাদের ব্যাপারে সৌভাগ্যের নিদর্শন দেখবেন, তাদেরকে জান্নাতে দেবেন। আর যে তখন অবাধ্য হবে এবং আল্লাহ তাদের ব্যাপারে দুর্ভাগ্যের নিদর্শন দেখবেন, তাদেরকে জাহান্নামে নিপতিত করবেন।

এ মতটিই সর্বজনবিদিত এবং সকল প্রমাণের সমন্বয়ক।

সৃষ্টির প্রতি আল্লাহর ন্যায়বিচার..

"রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত আমি কাউকেই শাস্তি প্রদান করি না"

জাহান্নাম

আল্লাহ তা'লার প্রণীত মহাপ্রজ্ঞা হলো, তিনি বান্দাদের জন্য দুটি পথ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। হয়তো কৃতজ্ঞ হয়ে জান্নাতের পথ ধরবে, নয়তো অকৃতজ্ঞ হয়ে জাহান্নামের দিকে চলে যাবে। সুতরাং যে ব্যক্তি সৎপথপ্রাপ্ত হলো, সে নিজের জন্যই লাভবান হলো। আর যে পথভ্রষ্ট হলো, সে নিজেকেই চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করল।

* কী সেই জাহান্নাম?
* বৈশিষ্ট্য কী?
* অগ্নিবাসী কারা?
* কেন তারা এতে প্রবেশ করবে?

ভূমিকা

আল্লাহ তা'লা জান্নাতী এবং জাহান্নামীদের অবস্থার মধ্যে সম্পূর্ণ বৈপরিত্য রেখেছেন। আল্লাহ বলেন,

﴿لَا يَسۡتَوِيٓ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِ وَأَصۡحَٰبُ ٱلۡجَنَّةِۚ أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَنَّةِ هُمُ ٱلۡفَآئِزُونَ ٢٠﴾ الحشر: ٢٠

"জাহান্নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসী সমান হতে পারে না। যারা জান্নাতের অধিবাসী, তারাই সফলকাম।" (সূরা হাশর-২০)

জ্বিন ও ইনসানকে আল্লাহ তা'লা কেবল তাঁরই এবাদতের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। তাদেরকে আনুগত্যের আদেশ করেছেন। মুমিনদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। মিথ্যারোপকারীদেরকে জাহান্নামের ভয় দেখিয়েছেন। তাদের হেদায়েতের জন্য অসংখ্য নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন।

قال رسول الله ﷺ : إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها فجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقحمون فيها

নবী করীম সা. বলেন, "আমার এবং মানুষের দৃষ্টান্ত হলো এমন এক ব্যক্তির ন্যায়, যে আগুন প্রজ্বলিত করল। অতঃপর আলোৎসাহী পোকাগুলো এসে আগুনে পতিত হচ্ছিল। ওই ব্যক্তি

বাঁধা দিয়েও তাদের বারণ করতে পারছিল না; তারা আগুনে ঢুকেই পড়ছিল। আমিও তেমন, তোমাদেরকে আগুন থেকে বারণ করছি আর তোমরা আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ছ।" (বুখারী-৩২৪৪)



* আশ্রয় প্রার্থনা

নবী করীম সা. আল্লাহর কাছে বেশি করে জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। সাহাবীদেরকেও আশ্রয় প্রার্থনার আদেশ করতেন। কুরআনের সূরাগুলোর মতো তাদেরকে নিম্নোক্ত দোয়া শিক্ষা দিতেন..

قولوا : اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذا ب القبروأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات

তোমরা বল...

(অর্থ- হে আল্লাহ, আমরা জাহান্নামের আগুন থেকে আপনার আশ্রয় চাই। কবরের আযাব থেকে আপনার আশ্রয় চাই। দাজ্জালের ফেতনা থেকে আপনার আশ্রয় চাই এবং জীবন ও মৃত্যুর পরীক্ষা থেকে আপনার আশ্রয় চাই।" (মুসলিম-১৩৬১)

* ভীতি প্রদর্শন

নবী করীম সা. প্রায়ই জাহান্নামের বিবরণ দিতেন। জাহান্নাম থেকে সতর্ক করতেন। জাহান্নাম থেকে বাঁচার উপায় বলতেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নবীজীর দোয়া ছিল,

اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

"হে আল্লাহ, দুনিয়াতে আমাদেরকে কল্যাণ দিন, আখেরাতেও আমাদেরকে কল্যাণ দিন এবং জাহান্নাম থেকে আমাদের রক্ষা করুন!" (বুখারী)

قال عدي بن حاتم ﵁: ذكر النبي ﷺ النار ، فتعوذ منها وأشاح بوجهه . ثم ذكر النار ، فتعوذ منها ، وأشاح بوجهه. ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجد فبلكمة طيبة

নবীজীর এ সতর্ককরণের বিবরণ দিতে গিয়ে আদি বিন হাতিম রা. বলেন, "একদা নবী করীম সা. জাহান্নামের বিবরণ দিয়ে জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। চেহারায় সতর্কতার ছাপ ফুটে উঠল। আবার জাহান্নামের বিবরণ দিয়ে তা থেকে আশ্রয় চাইলেন। চেহারায় সতর্কতার ছাপ ফুটে উঠল। অতঃপর বললেন, জাহান্নাম থেকে বাঁচো! খেজুরের একটি অংশ দিয়ে হলেও! তা না পেলে একটি উত্তম কথা দিয়ে হলেও!" (বুখারী-৩৪০০)

عن النعمان بن بشير ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يخطب فقال: أنذرتكم النار . أنذرتكم النار . أنذرتكم النار. فما زال يقولها حتى لو كان في مقامي هذا لسمعه أهل السوق ، وحتى سقطت خميصة كانت عليه عند رجليه

নুমান বিন বাশীর রা. বলেন, একদা নবী করীম সা. কে ভাষণ দানকালে বলতে শুনেছি, আমি তোমাদেরকে জাহান্নাম থেকে সতর্ক করছি! আমি তোমাদেরকে জাহান্নাম থেকে সতর্ক করছি! আমি তোমাদেরকে জাহান্নাম থেকে সতর্ক করছি! বারবার এভাবে বলছিলেন, এমনকি যদি এখন এ স্থলে থেকে বলতেন, তবে বাজারের লোকেরাও তা শুনতে পেত; বলার সময় তার পায়ের কাছে থাকা একটি পশমের চাদরও পড়ে গিয়েছিল।" (দারেমী-২৮১২)

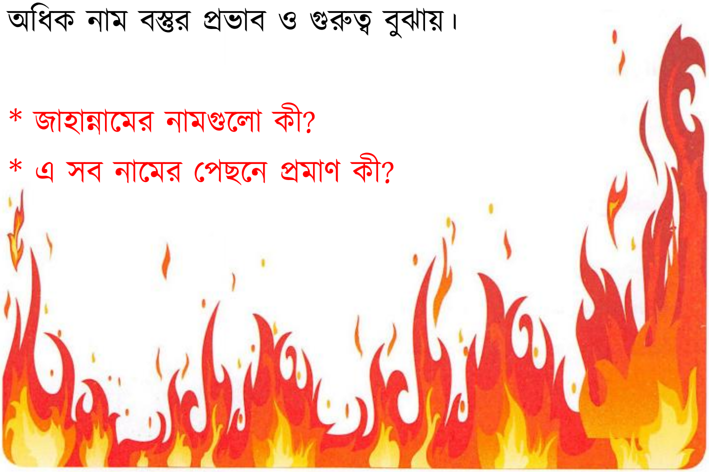
দোয়া,

হে আল্লাহ, জাহান্নামের আযাব থেকে আমাদের রক্ষা করুন!

জাহান্নামের নামসমূহ

অধিক নাম বস্তুর প্রভাব ও গুরুত্ব বুঝায়।

* জাহান্নামের নামগুলো কী?
* এ সব নামের পেছনে প্রমাণ কী?



ভূমিকা

জাহান্নামের বিশালতা, তার কঠিন শাস্তি এবং তার অধিবাসীদের চরম পরিতাপের দিকে লক্ষ্য করে তার নামও একাধিক বর্ণিত হয়েছে।

(১) জাহান্নাম جهنم

এটিই তার প্রসিদ্ধ নাম। 'জাহান্নাম' শব্দটি আরবী 'জাহম' শব্দ থেকে নির্গত; যার অর্থ- দুর্ভোগ, তীব্রতা, অন্ধকার..।

আল্লাহ তা'লা জাহান্নামকে একাধিকবার এ নামে ব্যক্ত করেছেন। বলেছেন

﴿يَوۡمَ يُدَعُّونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ١٣﴾ الطور: ١٣

"সেদিন তোমাদেরকে জাহান্নামের অগ্নির দিকে ধাক্কা মেরে মেরে নিয়ে যাওয়া হবে।" (সূরা তুর-১৩)

(২) লাযা لظى

যার অর্থ, অগ্নিশিখা। জাহান্নামের অগ্নিশিখা মানুষের দেহগুলো ঝলসে দেবে। আল্লাহ বলেন,

﴿كَلَّآۖ إِنَّهَا لَظَىٰ ١٥ نَزَّاعَةٗ لِّلشَّوَىٰ ١٦﴾ المعارج: ١٥ – ١٦

"কখনই নয়। নিশ্চয় এটা লেলিহান শিখা। যা চামড়া তুলে দেবে।" (সূরা মাআরিজ ১৫,১৬)

(৩) হুতামা الحطمة

শাব্দিক অর্থ, নিঃশেষ করা, ধ্বংস করা, চূর্ণ করা। জাহান্নামের আগুন তার অধিবাসীকে চূর্ণ করে দেবে। আল্লাহ বলেন,

﴿كَلَّاۖ لَيُنۢبَذَنَّ فِي ٱلۡحُطَمَةِ ٤ وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا ٱلۡحُطَمَةُ ٥ نَارُ ٱللَّهِ ٱلۡمُوقَدَةُ ٦ ٱلَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى ٱلۡأَفۡـِٔدَةِ ٧ إِنَّهَا عَلَيۡهِم مُّؤۡصَدَةٞ ٨ فِي عَمَدٖ مُّمَدَّدَةِۭ ٩﴾ الهمزة: ٤ – ٩

"কখনও না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে পিষ্টকারীর মধ্যে। আপনি কি জানেন, পিষ্টকারী কী? এটা আল্লাহর প্রজ্বলিত অগ্নি, যা হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছুবে। এতে তাদেরকে বেঁধে দেওয়া হবে, লম্বা লম্বা খুঁটিতে।" (সূরা হুমাযা ৪-৯)

(৩) ছাঈর السعير

শাব্দিক অর্থ, চরম প্রজ্বলন। লাকড়ি দেওয়ার পর আগুন যখন পূর্ণরূপে জ্বলে উঠে, তখন এ শব্দ দিয়ে তাকে ব্যক্ত করা হয়। আল্লাহ বলেন,

﴿ وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ ٱلْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ فَرِيقٌ فِى ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِى ٱلسَّعِيرِ ۝٧ ﴾ الشورى: ٧



প্রতীকী চিত্র
আয়াতে এটা উদ্দেশ্য নয়

"এমনিভাবে আমি আপনার প্রতি আরবী ভাষায় কোরআন নাযিল করেছি, যাতে আপনি মক্কা ও তার আশপাশের লোকদের সতর্ক করেন এবং সতর্ক করেন সমাবেশের দিন সম্পর্কে, যাতে কোনো সন্দেহ নেই। একদল জান্নাতে এবং একদল জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" (সূরা শূরা-৭)

(৪) হাবিয়া هاوية

শাব্দিক অর্থ, কোনো গভীর গহ্বরে নিপতিত হওয়া। আল্লাহ বলেন,



﴿ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُۥ ۝٨ فَأُمُّهُۥ هَاوِيَةٌ ۝٩ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا هِيَهْ ۝١٠ نَارٌ حَامِيَةٌۢ ۝١١ ﴾

القارعة: ٨ – ١١

"আর যার পাল্লা হালকা হবে, তার ঠিকানা হবে হাবিয়া। আপনি জানেন তা কী? প্রজ্বলিত অগ্নি।" (সূরা ক্বারিআ ৮-১১)

(৫) জাহীম الجحيم

শাব্দিক অর্থ অগ্নির অধিক প্রজ্বলন, যার শিখা অধিক উপরে উঠে। আল্লাহ বলেন,

﴿ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ۝٣٠ ثُمَّ ٱلْجَحِيمَ صَلُّوهُ ۝٣١ ﴾ الحاقة: ٣٠ – ٣١

"ফেরেশতাদেরকে বলা হবে, ধর একে গলায় বেড়ি পরিয়ে দাও! অতঃপর নিক্ষেপ কর জাহান্নামে।" (সূরা আলহাক্কা ৩০,৩১)

(৬) ছাক্বার سقر

সূর্যের প্রচণ্ড তাপকে আরবীতে ‘সাক্বার’ বলা হয়। আল্লাহ বলেন,

﴿يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ﴿٤٨﴾﴾ القمر: ٤٨

“যেদিন তাদেরকে মুখ হেঁচড়ে টেনে নেয়া হবে জাহান্নামে, বলা হবে, সাক্বার তথা অগ্নির খাদ্য আস্বাদন কর।” (সূরা ক্বামার-৪৮)

অন্য আয়াতে বলেন,

﴿سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ﴿٢٦﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ ﴿٢٧﴾ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ﴿٢٨﴾ لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ ﴿٢٩﴾ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴿٣٠﴾﴾ المدثر: ٢٦ – ٣٠

“আমি তাকে প্রবেশ করাব সাক্বার তথা অগ্নিতে। আপনি কি বুঝলেন সাক্বার কী? এটা অক্ষত রাখবে না এবং ছাড়বেও না। মানুষকে দগ্ধ করবে। এর ওপর নিয়োজিত আছে ঊনিশ (ফেরেশতা)।” (সূরা মুদ্দাছছির ৩০-৩৬)

এই ছিল কুরআন-হাদিসে উল্লেখিত জাহান্নামের কতিপয় নাম। সবগুলিই জাহান্নামের বৈশিষ্ট্যের বিবরণ দেয়।

মনে রাখবেন,

জাহান্নামের নামগুলো তার বৈশিষ্ট্যের বিবরণ প্রকাশ করে।

জাহান্নাম থেকে মুক্তির আমল

আল্লাহ তা'লা জান্নাত-জাহান্নাম সৃষ্টি করে উভয়ের বৈশিষ্ট্য বলে দিয়েছেন। জান্নাতের দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপায় নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ কারো ওপর জোর করে কিছু চাপিয়ে দেন না। তিনি পরিষ্কারভাবে সবকিছু বর্ণনা করেছেন। হেদায়েত করেছেন, শিখিয়েছেন, উৎসাহ দিয়েছেন, সতর্ক করেছেন। আর মানুষ স্বেচ্ছায় নিজ পরিণামস্থল ঠিক করে নেয়।

* কোন কোন আমল জাহান্নাম থেকে রক্ষা করে?
* প্রকারগুলো কী?

ভূমিকা

একদিকে কুফর চিরস্থায়ী জাহান্নামের পথ। অপরদিকে ঈমান ও সৎকর্ম জাহান্নাম থেকে মুক্তির পথ। এ কারণেই মুসলিমগণ প্রতিপালকের কাছে তাদের ঈমানের ওসিলা দিয়ে জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চান। আল্লাহ বলেন,

﴿ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ إِنَّنَآ ءَامَنَّا فَٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿١٦﴾ ﴾ آل عمران: ١٦

"যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা ঈমান এনেছি, কাজেই আমাদের গোনাহ ক্ষমা করে দিন আর আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন!" (সূরা আলে ইমরান-১৬)

কুরআন-হাদিসে জাহান্নাম থেকে বাঁচার অনেকগুলো আমল বর্ণিত হয়েছে-

(১) এখলাস তথা একনিষ্ঠতা সহকারে শাহাদাতদ্বয় পাঠ করে মনে প্রাণে তাতে বিশ্বাস করা।

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" (আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল) এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া ব্যক্তির ঈমানের লক্ষণ। এটিই জান্নাতের চাবিকাঠি, আল্লাহর রজ্জু এবং তাঁর প্রদর্শিত সরল পথ। এটিই ইসলামের প্রধান শর্ত।



শান্তিময় এ ধর্মের প্রবেশপথ। জাহান্নাম থেকে মুক্তির প্রধান উপায় এবং দয়াময় আল্লাহর করুণা লাভের শ্রেষ্ঠ উপকরণ।

قال رسول الله ﷺ : من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار

নবী করীম সা. বলেন, "যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল- তার ওপর আল্লাহ তা'লা জাহান্নামকে নিষিদ্ধ করে দেবেন।" (মুসলিম-১৫১)

(২) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালোবাসা পোষণ



ভালোবাসা হলো হৃদয়সম্পৃক্ত বিষয়, যা দ্বারা বান্দা আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করে। বান্দা পরকালে প্রতিপালকের দর্শন লাভের আশায় তাঁর ভালোবাসাকে সত্য প্রতীয়মান করে। যেকোনো ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসবে, অবশ্যই সে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে মনোনিবেশ করবে।

عن أنس رضي الله عنه : أن رجلا سأل النبي ﷺ عن الساعة فقال متى الساعة ؟ قال (وماذا أعددت لها) . قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله فقال (أنت مع من أحببت) . قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي

ﷺ (أنت مع من أحببت) . قال أنس فأنا أحب النبي ﷺ وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم

আনাস রা. থেকে বর্ণিত, একব্যক্তি নবীজীকে 'কেয়ামত কখন' জিজ্ঞেস করলে উত্তরে তিনি বললেন, "সে জন্য তুমি কী প্রস্তুতি নিয়েছ?" সে বলল, কিছুই না, তবে আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসি। নবীজী বললেন, যাকে তুমি ভালোবাসবে, তার সঙ্গেই তুমি থাকবে। আনাছ রা. বলেন, এ কথা শুনে আমরা সেদিন এত খুশি হয়েছিলাম, ইতিপূর্বে কোনোদিনই এত খুশি হইনি। আনাছ রা. বলেন, আমি ভালোবাসি নবীকে, আবু বকর ও উমরকে। তাদের মতো আমল না করতে পারলেও ভালোবাসা পোষণকারী হিসেবে তাদের সঙ্গে থাকব বলে আশা রাখি।" (বুখারী-৩৪৮৫)

(৩) দান সাদকা

দান একটি উৎকৃষ্ট আমল, যা মানুষকে পবিত্র করে। মর্যাদা বৃদ্ধি করে।

قال ﷺ : من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل



নবী করীম সা. বলেন, "একটি খেজুরের টুকরা দিয়ে হলেও

যদি কেউ জাহান্নাম থেকে বাঁচতে পারে, সে যেন তাই করে।” (বুখারী-২৩৯৪)

قال رسول الله ﷺ ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان . فينظر من عن أيمن منه فلا يرى إلا شيء قدمه . ثم ينظر من عن أيسر منه فلا يرى إلا شيء قدمه . ثم ينظر أمامه فتستقبله النار . فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل .

নবীজী আরও বলেন, “কেয়ামতের দিন তোমাদের প্রত্যেকের সাথে আল্লাহ কথা বলবেন। তাঁর ও তোমাদের মাঝে কোনো দুভাষী থাকবে না। তখন বান্দা ডানদিকে তাকিয়ে তার কৃতকর্ম দেখতে পাবে। বামদিকে তাকিয়েও কৃতকর্ম দেখতে পাবে। সামনের দিকে তাকিয়ে জাহান্নাম দেখতে পাবে। সুতরাং খেজুরের একটি অংশ দিয়ে হলেও তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচো!” (বুখারী-৭০৭৪)

উপরোক্ত হাদিসে নবীজী সাদকার প্রতি উৎসাহিত করছেন। সম্পদ অল্প থাকলেও দানে অবহেলা করতে নেই। কারণ, তা জাহান্নাম থেকে মুক্তির অন্যতম মাধ্যম।

(৪) নফল রোযা

রোযা হলো গুরুত্বপূর্ণ এবাদত। রোযাদারগণকে আল্লাহ জাহান্নাম থেকে মুক্তির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

قال ﷺ : الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال

নবী করীম সা. বলেন, "রোযা হলো জাহান্নাম থেকে মুক্তির ঢাল; ঠিকযেমন তোমরা যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মরক্ষার জন্য ঢাল ব্যবহার কর।" (মুসনাদে আহমদ-১৭৯০২)

নফল রোযার অনেক ফযিলত বর্ণিত হয়েছে।

قال ﷺ : من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا

নবী করীম সা. বলেন, "কেবল আল্লাহর জন্য যে ব্যক্তি একদিন রোযা পালন করবে, বিনিময়ে আল্লাহ তাকে জাহান্নাম থেকে সত্তর বৎসর দূরত্বে নিয়ে যাবেন।" (মুসলিম-২৭৬৭)

(৫) নিয়মিত জামাতে নামায আদায়

গুরুত্ব সহকারে নিয়মিত জামাতে নামায আদায় ঈমানের অন্যতম নিদর্শন। আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّمَا يَعۡمُرُ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ مَنۡ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ ﴾ التوبة: ١٨

"নিঃসন্দেহে তারাই আল্লাহর মসজিদ আবাদ করবে যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি ও শেষ দিনের প্রতি.." (সূরা তাওবা-১৮)

কেয়ামতের দিন জাহান্নামের অধিবাসীগণকে জিজ্ঞেস করা হবে,

﴿ مَا سَلَكَكُمۡ فِي سَقَرَ ٤٢ قَالُواْ لَمۡ نَكُ مِنَ ٱلۡمُصَلِّينَ ٤٣ ﴾ المدثر: ٤٢ - ٤٣

"কীসে তোমাদেরকে জাহান্নামে নীত করেছে? তারা বলবে, আমরা নামায পড়তাম না।" (সূরা মুদ্দাছছির ৪২-৪৩)
সুতরাং নামায হলো জাহান্নাম থেকে মুক্তির অন্যতম উপায়।



قال ﷺ : من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان : براءة من النار . وبراءة من النفاق

নবী করীম সা. বলেন, "যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন আল্লাহর জন্য 'তাকবীরে ঊলা'র সাথে জামাতে নামায আদায় করবে, তার জন্য দুটি মুক্তি-সনদ লিখে দেওয়া হবে- জাহান্নাম থেকে মুক্তির এবং মুনাফেকী থেকে পবিত্রতার।" (তিরমিযী-২৪১)

নামায সম্পর্কে তিনি আরো বলেন,

من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له برهان ولا نور ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وهامان وفرعون وأبي بن خلف.

"যে ব্যক্তি নিয়মিত জামাতের সহিত তা আদায় করবে, কেয়ামতের দিন সেটি তার জন্য জ্যোতি, যুক্তি এবং মুক্তির মাধ্যম হবে। আর যে নিয়মিত জামাতকে গুরুত্ব দেবে না, তার জন্য কেয়ামতের দিন কোনো জ্যোতি, যুক্তি এবং মুক্তি হবে না। কেয়ামতের দিন বরং সে ফেরাউন, হামান, কারুন ও উবাই বিন খালাফের দলে থাকবে।" (ইবনে হিব্বান-১৪৬৭)

(৬) জামাতে ফজর ও আসর আদায়

সব নামাযেরই গুরুত্ব অপরিসীম। পুরুষদের জন্য জামাতে নামায আবশ্যক। বিশেষতঃ ফজর এবং আসর। এ দুই নামাযে মানুষের কর্মঝামেলা এবং ঢিলেমীর সম্ভাবনা বেশি থাকে।

قال ﷺ : لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها

নবী করীম সা. বলেন, "সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের পূর্বের নামায যে আদায় করবে, সে কখনো জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।" (মুসলিম-১৪৬৮)

(৭) সকাল সন্ধ্যার আমল

অধিক পরিমাণে দোয়া ও যিকির জাহান্নাম থেকে মুক্তির অন্যতম উপকরণ।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ أَوْ يُمْسِى اللَّهُمَّ إِنِّى أَصْبَحْتُ أُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلاَئِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ أَعْتَقَ اللَّهُ رُبْعَهُ مِنَ النَّارِ فَمَنْ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَعْتَقَ اللَّهُ نِصْفَهُ وَمَنْ قَالَهَا ثَلاَثًا أَعْتَقَ اللَّهُ ثَلاَثَةَ أَرْبَاعِهِ فَإِنْ قَالَهَا أَرْبَعًا أَعْتَقَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ.

নবী করীম সা. বলেন, “যে ব্যক্তি সকালে ও সন্ধ্যায় নিম্নোক্ত দোয়া একবার পড়বে, আল্লাহ তার এক-চতুর্থাংশ জাহান্নাম থেকে মুক্ত করবেন। যে দুইবার পড়বে, তার অর্ধাংশ মুক্ত করবেন। যে তিনবার পড়বে, তার তিন-চতুর্থাংশ মুক্ত করবেন এবং যে চারবার পড়বে, তাকে আল্লাহ জাহান্নাম থেকে পূর্ণ মুক্ত করে দেবেন,

اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك

অর্থ- হে আল্লাহ, নিশ্চয় আমি আজ সকালে আপনাকে, আপনার আরশবাহী ফেরেশতাগণকে, সকল ফেরেশতাদিগকে এবং সমস্ত সৃষ্টিকে সাক্ষী রেখে বলছি, আপনিই আল্লাহ, আপনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আপনার বান্দা ও রাসূল!” (আবু দাউদ-৫০৭১)

(৮) মুক্তির প্রার্থনা



দোয়া হলো এক ধারালো তরবারী, নির্ভেজাল সম্পদ, মুমিনের অস্ত্র এবং কাফেরের ক্রোধ। মুমিনদের গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ বলেন,

﴿وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصۡرِفۡ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَۖ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۝٦٥ إِنَّهَا سَآءَتۡ مُسۡتَقَرّٗا وَمُقَامٗا ۝٦٦﴾ الفرقان: ٦٥ - ٦٦

"এবং যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি হটিয়ে দিন! নিশ্চয় এর শাস্তি নির্ঘাত বিনাশ; বসবাস ও অবস্থানস্থল হিসেবে তা কত নিকৃষ্ট জায়গা।" (সূরা ফুরকান ৬৫,৬৬)

قال ﷺ : ما يسأل رجل مسلم الله الجنة ثلاثا إلا قالت الجنة : اللهم أدخله ولا استجار رجل مسلم الله من النار ثلاثا ، إلا قالت النار : اللهم أجره.

নবী করীম সা. বলেন, "কোনো মুসলিম যদি আল্লাহর কাছে তিনবার জান্নাত প্রার্থনা করে, তবে জান্নাত বলে, হে আল্লাহ, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান! পক্ষান্তরে কোনো মুসলিম যদি

জাহান্নাম থেকে তিনবার মুক্তির প্রার্থনা করে, তবে জাহান্নাম বলে, হে আল্লাহ, তাকে মুক্তি দিন।” (মুসনাদে আহমদ-১২৪৩৯) অর্থাৎ তিনবার এই দোয়া পড়বে -

اللهم إني أسألك الجنة اللهم أجرني من النار

অর্থ- হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে জান্নাত চাই। হে আল্লাহ, জাহান্নাম থেকে আমাকে মুক্তি দিন।

(৯) সাতবার ‘আল্লাহুম্মা আজিরনী মিনান্নার’ পড়া

আশা করা যায়, নিয়মিত এই দোয়া পাঠকারীকে আল্লাহ মুক্তি দেবেন।

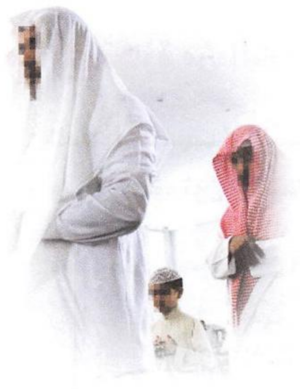
قال رسول الله ﷺ : إذا صليت الصبح فقل قبل أن تكلم أحدا اللهم أجرني من النار سبع مرات فإنك ان مت من يومك كتب لك جوار من النار وإذا صليت المغرب فقل قبل أن تكلم أحدا مثل ذلك فإنك ان مت من ليلتك كتب لك جوار من النار

নবী করীম সা. বলেন, “ফজরের নামাযের পর কারো সাথে কথা বলার পূর্বে সাতবার বল ‘اللهم أجرني من النار হে আল্লাহ, জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিন!’ তবে যদি তুমি সেদিনে মারা যাও, তবে আল্লাহ তোমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবেন। তেমনি মাগরিবের নামাযের পর কারো সাথে কথা বলার পূর্বে সাতবার বল اللهم أجرني من النار হে আল্লাহ, জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিন!’

যদি তুমি সে রাত্রিতে মারা যাও, তবে আল্লাহ তোমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবেন।” (মুসনাদে আহমদ-১৮০৫৪)

(১০) জুহরের পূর্বের ও পরের চার রাকাত সুন্নাত

নামায আল্লাহর প্রিয় আমল। বান্দা যতবেশি নফল আদায় করবে, ততবেশি সে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করবে। আল্লাহর সর্বাধিক প্রিয় আমল হলো ফরয নামায। অতঃপর নফল।

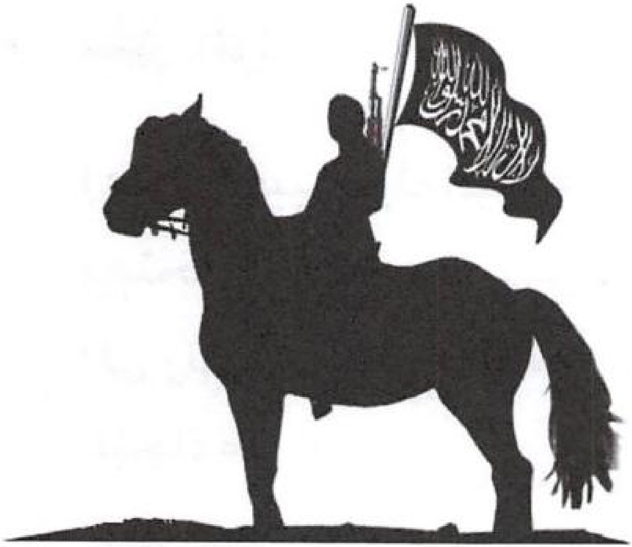


قال ﷺ : من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار

নবী করীম সা. বলেন, “যে ব্যক্তি জুহরের পূর্বের ও পরের চার রাকাত নিয়মিত আদায় করবে, তার ওপর আল্লাহ জাহান্নাম হারাম করে দেবেন।” (তিরমিযী-৪২৮)

(১১) আল্লাহর পথে ধূলিমলিন পা

জিহাদ হলো ইসলামের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সংগ্রাম। ইসলামী শাসনব্যবস্থা বাস্তবায়নে এর বিকল্প নেই। কোনোব্যক্তি উটের দুধ দোহন পরিমাণ সময়ও যদি জিহাদ করে, তার ওপর জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।



قال ﷺ : من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار

নবী করীম সা. বলেন, "যার দুই পা আল্লাহর রাস্তায় ধূলিমিশ্রিত হবে, তার ওপর আল্লাহ জাহান্নাম হারাম করে দেবেন।" (বুখারী-৮৬৮)

قال ﷺ : ما اغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار

অন্য হাদিসে বলেন, “আল্লাহর রাস্তায় ধূলিমিশ্রিত পা কখনো জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না।” (বুখারী-২৬৫৬)

(১২) আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন

সকল প্রজ্ঞার মূল হলো আল্লাহর ভয়। আল্লাহ বলেন,

﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ جَنَّتَانِ ﴿٤٦﴾﴾ الرحمن: ٤٦

“যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্যে রয়েছে দু'টি উদ্যান।” (সূরা আররাহমান-৪৬)



قال ﷺ : لا يلج النار من بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع .ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخرى مسلم أبدا

নবী করীম সা. বলেন, “দুধ যেমন স্তনে ফিরে যাওয়া অসম্ভব, তেমনি আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দনকারী ব্যক্তির জাহান্নামে যাওয়া অসম্ভব। আর আল্লাহর পথের ধূলাবালি ও জাহান্নামের আগুন কখনো একত্রিত হবে না।” (তিরমিযী-১৬৩৩)

قال ﷺ : عينان لا تمسهما النار : عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله

নবীজী আরো বলেন, “দুই ধরণের চোখ কখনো আগুন স্পর্শ করবে না- যে চোখ আল্লাহর ভয়ে কেঁদেছে এবং যে চোখ আল্লাহর রাস্তায় সজাগ থেকে পাহারাদারী করেছে।” (তিরমিযী-১৬৩৯)

(১৩) কৃতদাস মুক্তি



কৃতদাসকে তার মনিবের আয়ত্তাধীন হতে মুক্ত ও স্বাধীন করে দেওয়া জাহান্নাম থেকে মুক্তির অন্যতম উপায়।

قال ﷺ : من أعتق رقبة مسلمة ، أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار ، حتى فرجه بفرجها

নবী করীম সা. বলেন, “যে ব্যক্তি কোনো মুসলিম কৃতদাসীকে মুক্ত করবে, তার প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে স্বাধীনকারীর অঙ্গসমূহ জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দেওয়া হবে। এমনকি তার লজ্জাস্থানের বিনিময়ে মুক্তকারীর লজ্জাস্থানকে..।” (বুখারী-মুসলিম-৬৩৩৭)

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي عَمَلًا يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ فَقَالَ لَئِنْ كُنْتَ أَقْصَرْتَ الْخُطْبَةَ لَقَدْ أَعْرَضْتَ

الْمَسْأَلَةَ أَعْتِقْ النَّسَمَةَ وَفُكَّ الرَّقَبَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَلَيْسَتَا بِوَاحِدَةٍ قَالَ لَا إِنَّ عِتْقَ النَّسَمَةِ أَنْ تَفَرَّدَ بِعِتْقِهَا وَفَكَّ الرَّقَبَةِ أَنْ تُعِينَ فِي عِتْقِهَا وَالْمِنْحَةُ الْوَكُوفُ وَالْفَيْءُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الظَّالِمِ فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ فَأَطْعِمْ الْجَائِعَ وَاسْقِ الظَّمْآنَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنْ الْمُنْكَرِ فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ فَكُفَّ لِسَانَكَ إِلَّا مِنْ الْخَيْرِ

একদা জনৈক এসে নবীজীকে বলল, এমন আমল সম্পর্কে বলুন, যা আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী করে দেয় এবং জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। নবীজী বললেন, আমি কথা সংক্ষেপ করতে চেয়েছিলাম এমনসময় তুমি এ প্রশ্ন উত্থাপন করেছ! কৃতদাস স্বাধীন কর এবং দাসত্ব মুক্ত কর। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! উভয়টাই কি এক বিষয় নয়? নবীজী বললেন, না, কৃতদাস স্বাধীন করা মানে তাকে মুক্ত করা। আর দাসমুক্তি মানে দাসত্ব মুক্তির ক্ষেত্রে তার মূল্য পরিশোধে সহায়তা করা। সর্বোৎকৃষ্ট দান হলো, অধিক দুগ্ধবাহী উট প্রদান। সর্বোত্তম আশ্রয়দান হলো, অবিচারকারী আত্মীয় স্বজনকে আশ্রয়দান। এগুলো না পারলে তবে জিহবাকে উত্তম কথা ছাড়া ব্যবহার করো না।” (মুসনাদে আহমদ-১৮৬৪৭)

(১৪) ইসলামের রুকনসমূহ আদায়

كان رسول الله ﷺ في سفر ، فعرض له أعرابي فأخذ بخطام ناقته ، أو بزمامها ،ثم قال: يا رسول الله ، أو يامحمد ، أخبرني بما يقربني من الجنة ، وما يباعدني من النار ؟ فكف النبي ﷺ ثم نظر في أصحابه ، ثم قال : لقد وفق أو لقد هدي فقال ﷺ : كيف قلت؟ فأعاد الأعرابي كلامه ، فقال النبي ﷺ : تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم، ثم قال للأعرابي : دع الناقة .

একদা নবী করীম সা. ভ্রমণে ছিলেন। এক বেদুইন এসে তাঁর ঊটের লাগাম ধরে বলতে লাগল, হে আল্লাহর রাসূল, (অথবা বলল, হে মুহাম্মাদ,) এমন বস্তুর কথা বলুন যা আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী করে দেয় এবং জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। তখন নবী করীম সা. থেমে গিয়ে সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে বললেন, অবশ্যই তাকে সৎপথ দেখানো হয়েছে। নবীজী বেদুইনকে বললেন, তুমি কী যেন বলছিলে? তখন বেদুইন তার প্রশ্ন পুনর্ব্যক্ত করলে নবীজী উত্তরে বললেন, আল্লাহর এবাদত করবে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না, নামায আদায় করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবে। অতঃপর বেদুইনকে বললেন, ঊট ছেড়ে দাও!" (মুসলিম)

(১৫) অপর মুসলিমের সম্ভ্রম রক্ষা

এক মুসলিমের ওপর অপর মুসলিমের সাধারণ অধিকার হলো, অনুপস্থিতিতে তার সম্ভ্রম রক্ষা করা। তার পক্ষ থেকে প্রতিরোধ করে তাকে সহায়তা করা। কোনোক্রমেই অন্য মুসলিমের অপমান সহ্য না করা।

قال ﷺ : من ذب عن عرض أخيه بالمغيب كان حقا على الله عزوجل أن يعتقه من النار

নবী করীম সা. বলেন, "অনুপস্থিতিতে যে অপর ভাইয়ের সম্ভ্রম রক্ষা করবে, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহর অধিকার হয়ে যাবে।" (তাবারানী)

(১৬) জ্বর-ব্যাধি



অসুস্থতা এবং বিপদাপদের দরুন বান্দাকে প্রতিদান দেওয়া হবে। তার গুনাহ মাফ করা হবে।

قال ﷺ : الحمى كير من جهنم فما أصاب المؤمن منها كان حظه من جهنم

নবী করীম সা. বলেন, "জ্বর হলো জাহান্নামের একটি অংশ। যতটুকু পরিমাণ জ্বরে আক্রান্ত হবে, ততটুকু সে জাহান্নাম থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।" (মুসনাদে আহমদ-২২২৭৪)

(১৭) সৎ চরিত্র

সর্বশ্রেষ্ঠ যে বৈশিষ্ট্যের দরুন মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে, তা হলো সৎচরিত্র। তাদেরকে আল্লাহ জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দেবেন। সৎচরিত্রবানগণ নবী করীম সা. এর সবচেয়ে নিকটে থাকবে।



قال ﷺ : ألا أخبركم بمن يحرم على النار ، أو بمن تحرم عليه النار؟ على كل قريب ، هين ، لين ، سهل

নবী করীম সা. বলেন, "যাদের ওপর জাহান্নাম হারাম হয়ে গেছে তাদের কথা কি বলব? তারা হলো প্রত্যেক সহজ, সরল ও সৎচরিত্রবান লোক।" (তিরমিযী-২৪৮৮)

(১৮) ন্যায়ের কথা বলা এবং উচ্ছিষ্ট দান করা

أن رجلا إعرابيا أتى النبي ﷺ فقال : أخبرني بعمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار فقال النبي ﷺ : (او هما أهملتاك ؟) قال : نعم قال : (تقول العدل وتعطي الفضل) قال : والله ما استطيع أن أقول العدل كل ساعة وما استطيع أن أعطى فضل مالي قال : تطعم الطعام وتفشي السلام قال : هذه أيضا شديدة فقال : فهل لك إبل ؟ قال : نعم قال : فانظر إلى بعير من إبلك وسقاء ثم اعمد إلى أهل بيت لا يشربون

الماء إلا عبا فاسقهم فلعلك لا تهلك بعيرك ولا تخرق سقاءك حتى تجب لك الجنة فانطلق إعرابي يكبر فما انخرق سقاؤه ولا هلك بعيره حتى قتل شهيدا

এক বেদুইন এসে নবী করীম সা. কে বলল, জান্নাতের নিকটবর্তী করে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এমন আমলের কথা বলুন! নবীজী বললেন, তা তুমি করতে পারবে তো? সে বলল, হ্যাঁ..! বললেন, সর্বদা ন্যায়সঙ্গত কথা বলবে এবং উচ্ছিষ্ট দান করে দেবে। সে বলল, আল্লাহর শপথ, সর্বদা আমি ন্যায় বলতে পারব না এবং উচ্ছিষ্ট প্রদান করাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। নবীজী বললেন, তাহলে বেশি করে খাদ্য দান কর এবং সালাম প্রচার কর। সে বলল, এটিও তো অনেক কঠিন। নবীজী বললেন, তোমার কি কোনো উট আছে? সে বলল, হ্যাঁ..! বললেন, তাহলে দুধবাহী উষ্ট্রীর কাছে গিয়ে দুধ দোহন কর। অতঃপর সচরাচর দুধ পায় না এমন পরিবারের কাছে গিয়ে তাদের দুধপান করাও! এর দ্বারা তোমার উষ্ট্রীও নিঃশেষ হবে না এবং তোমার পান করানোও বৃথা যাবে না। এভাবেই তোমার ওপর জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। অতঃপর বেদুইন চলে গেল। পরবর্তীতে তার উটও নিঃশেষ হয়নি এবং দানও বৃথা যায়নি। শেষপর্যন্ত সে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে শহীদী মর্যাদা লাভ করেছিল।” (আল-মু‘জামুল কাবীর-৪২২)

(১৯) সন্তানের মৃত্যুতে ধৈর্যধারণ



বিপদাপদ গুনাহ মুছে দেয়। মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি করে। সবচেয়ে বড় বিপদ হলো সন্তানের মৃত্যু। সন্তান হলো আমাদের কলিজার টুকরা। সন্তানের মৃত্যুতে মানুষ প্রচণ্ড আঘাত পায়। হৃদয় ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। সে কারণেই কেয়ামতের দিন তা জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপকরণ হবে।

قال ﷺ : لا يموت لأحد ثلاثة من الولد فيحتسبهم إلا كن له جنة من النار

নবী করীম সা. বলেন, "কারো যদি তিনটি সন্তান মারা যায় এবং সে ধৈর্যধারণ করে আল্লাহর কাছেই এর প্রতিদান আশা করে, তবে তারা তার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তির ঢাল হবে।"

মহিলাদেরকে উদ্দেশ্য করে নবীজী বলেছিলেন,

ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار . فقالت امرأة : واثنين ؟ فقال : واثنين

"তোমাদের কারোর যদি তিনজন সন্তান মারা গিয়ে থাকে, তবে তারা তার ও জাহান্নামের মধ্যে আবরণ হবে। এক মহিলা বলল, দুজন হলেও? বললেন, দুজন হলেও!" (বুখারী-৬৮৮০)

(২০) মেয়েদের লালন পালনে ধৈর্যধারণ

মূর্খতাযুগে আরব অধিবাসীরা মেয়েসন্তান পালনকে অশুভ মনে করত। ঘৃণা করত। কারণ, ছেলেসন্তান লালন করলে তারা বড় হয়ে তার উপকারে আসবে। তার মর্যাদা উঁচু করবে। অথচ মেয়েসন্তান বড় হয়ে অন্যের ঘরে চলে যাবে। পরবর্তীতে স্বামী আর সংসার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। কিন্তু ইসলাম তাদের এ ভুল ধারণার নিন্দা করে মেয়েদেরকে সম্মানিত করেছে। তাদের অধিকার নিশ্চিত করেছে; বরং ছেলেসন্তান পালন অপেক্ষা মেয়েসন্তান পালনে অধিক পুরষ্কার ঘোষণা করেছে।

قال ﷺ : من كن له ثلاثة بنات ، أوثلاث أخوات ، أو ابنتين أو أختين ، اتقى الله فيهن ، وأحسن إليهن ، حتى يبن ، أو يمتن ، كن له حجابا من النار

নবীজী বলেন, "যার তিনটি মেয়ে আছে অথবা তিনটি বোন আছে, বা দুটি মেয়ে বা দুটি বোন আছে এবং সে তাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করেছে এবং উত্তমরূপে তাদের লালন পালন করেছে, এভাবে তারা তার থেকে (বিবাহের ফলে) বিচ্ছিন্ন হয়েছে অথবা মৃত্যুবরণ করেছে, তবে (কেয়ামতের দিন) তারা তার জন্য জাহান্নাম থেকে বাঁচার আবরণ হবে।" (মুসনাদে আহমদ-২৩৯৯১)

(২১) জাহান্নাম থেকে বাঁচার আরো কতিপয় আমল

সকল সৎকাজই জান্নাতে প্রবেশ এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপকরণ। সাহাবীরা নবীজীকে প্রায়ই জাহান্নাম থেকে মুক্তির আমল জিজ্ঞেস করতেন।

قال أبو ذر : قلت : يا رسول الله ماذا ينجي العبد من النار ؟ قال : (الإيمان بالله) قلت : يا نبي الله إن مع الإيمان عمل ؟ قال : (يرضخ مما رزقه الله) قلت : يا رسول الله أرأيت إن كان فقيرا لا يجد ما يرضخ به ؟ قال : (يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر) قلت : يا رسول الله أرأيت إن كان عييا لا يستطيع أن يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر) قال : (يصنع لأخرق) قلت : أرأيت إن كان أخرق لا يستطيع أن يصنع شيئا ؟ قال : (يعين مغلوبا) قلت : أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مظلوما ؟ فقال : (ما تريد أن تترك في صاحبك من خير تمسك الأذى عن الناس) فقلت : يا رسول الله إذا فعل ذلك دخل الجنة ؟ قال : (ما من مسلم يفعل خصلة من هؤلاء إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة)

আবু যর রা. বলেন, জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল, কোন কাজ বান্দাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবে? নবীজী বললেন, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন।

বললাম, হে আল্লাহর নবী, ঈমানের সাথে আমলও তো লাগবে! তিনি বললেন, আল্লাহ তাকে যে রিযিক দিয়েছেন তা থেকে খরচ করবে।

বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! দরিদ্র হওয়ার ফলে যদি সে ব্যয় করার সামর্থ্য না রাখে? বললেন, তবে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে।

বললাম, অপরাগ হওয়ার ফলে যদি সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধও না করতে পারে? তিনি বললেন, তবে নির্বোধের জন্য (উপকারী) কিছু করবে।

বললাম, সে যদি নিজেই নির্বোধ হয়, ফলে কোনো উপকার করতে না পারে? বললেন, তবে নিপীড়িতকে সহায়তা করবে।

বললাম, যদি দুর্বল হওয়ার ফলে সে নিপীড়িতকে সহায়তা না করতে পারে? নবীজী বললেন, তুমি দেখছি তোমার সাথীর জন্য পরোপকারজনিত কোনো কল্যাণই অবশিষ্ট রাখছ না?

বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, এগুলো করলে কি সে জান্নাতে প্রবেশ করবে? নবীজী বললেন, কোনো মুসলিম যদি উপরোক্ত কোনো একটি বৈশিষ্ট্যকে আঁকড়ে ধরে, (কেয়ামতের দিন) ওই বৈশিষ্ট্যই তাকে হাতে ধরে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেবে।”
(আল-মু‘জামুল কাবীর-১৬৫০)

(২২) যিকিরের মজলিস



যিকিরের মজলিস ও তা‘লিমের হালকা জাহান্নাম থেকে মুক্তির অন্যতম

উপকরণ।

قال رسول الله ﷺ إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم . قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا قال فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم ما يقول عبادي ؟ قال تقول يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك قال فيقول هل رأوني ؟ قال فيقولون لا والله ما رأوك قال فيقول وكيف لو رأوني ؟ قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا قال يقول فما يسألونني ؟ قال يسألونك الجنة قال يقول وهل رأوها ؟ قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها قال يقول فكيف لو أنهم رأوها ؟ قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة قال فمم يتعوذون ؟ قال يقولون من النار قال يقول وهل رأوها ؟ قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها قال يقول فكيف لو رأوها ؟ قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة قال فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم . قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة . قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم)

নবী করীম সা. বলেন, “নিশ্চয় ফেরেশতাগণ পথে পথে ঘুরে আল্লাহর স্মরণকারীদের খোঁজতে থাকে। আল্লাহর স্মরণে লিপ্ত কোনোদলকে পেয়ে গেলে একে অপরকে ডাকাডাকি করতে থাকে, এদিকে এসো, তোমাদের প্রয়োজনের দিকে এসো! তারা

এসে সে স্থান হতে আসমান পর্যন্ত তাদেরকে বেষ্টন করে নেয়। অতঃপর প্রতিপালক তাদের জিজ্ঞেস করেন (অথচ প্রতিপালক স্মরণকারী দল সম্পর্কে উত্তমরূপে জ্ঞাত) আমার বান্দারা কী বলছে? তারা বলে, আপনার পবিত্রতা বলছে, আপনার বড়ত্ব বর্ণনা করছে, আপনার প্রশংসা পাঠ করছে, আপনার মহত্বের গুণ গাইছে! তিনি বলেন, তারা কি আমাকে দেখেছে? তারা বলে, আল্লাহর শপথ, না.. তারা আপনাকে দেখেনি। তিনি বলেন, তারা যদি আমাকে দেখে, তবে কী করবে? তারা উত্তর দেয়, আপনাকে দেখলে তারা আরো বেশি করে আপনার এবাদত করবে, আরো বেশি করে প্রশংসা পাঠ করবে, আরো বেশি করে আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করবে। তিনি বলেন, তবে তারা আমার কাছে কী চায়? তারা উত্তর দেয়, তারা আপনার কাছে জান্নাত চায়। তিনি বলেন, তারা কি জান্নাত দেখেছে? তারা বলে, আল্লাহর শপথ, না.. হে প্রতিপালক, তারা জান্নাত দেখেনি। তিনি বলেন, যদি তারা জান্নাত দেখে, তবে কী করবে? তারা বলে, জান্নাত দেখলে তারা জান্নাতের প্রতি আরো উৎসাহী হয়ে উঠবে। আরো বেশি জান্নাত প্রার্থনা করবে। তিনি বলেন, তারা কী থেকে আশ্রয় চাইছে? তারা বলে, জাহান্নাম থেকে। তিনি বলেন, তারা কি জাহান্নাম দেখেছে? তারা বলে, আল্লাহর শপথ, তারা জাহান্নাম দেখেনি! তিনি বলেন, যদি তারা জাহান্নাম দেখে, তবে কী করবে? তারা বলে, জাহান্নাম দেখলে তারা আরো বেশি ভয় করবে, আরো বেশি জাহান্নাম থেকে পলায়ন করবে।

অতঃপর আল্লাহ বলেন, সুতরাং আমি তোমাদের সাক্ষ্য রেখে বলছি, তাদের আমি ক্ষমা করে দিলাম। এক ফেরেশতা বলে, অমুক তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং অন্য প্রয়োজনে এসেছে। উত্তরে আল্লাহ বলেন, তারা সকলেই একসঙ্গী। তাদের কেউই এথেকে বঞ্চিত হবে না।” (বুখারী-৬০৪৫)

(২৩) স্থায়ী সৎকর্মসমূহ

আল্লাহ বলেন,

﴿وَٱلۡبَٰقِيَٰتُ ٱلصَّٰلِحَٰتُ خَيۡرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابٗا وَخَيۡرٌ أَمَلٗا ٤٦﴾ الكهف: ٤٦

“এবং স্থায়ী সৎকর্মসমূহ তোমার পালনকর্তার কাছে সওয়াবের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ এবং প্রতিদান হিসেবেও শ্রেষ্ঠ।” (সূরা মারিয়াম-৭৬)

এভাবেই আল্লাহ তা'লা আমাদের সামনে সৎকর্মের ফযিলতগুলো তুলে ধরেছেন।

قال رسول الله ﷺ : خذوا جنتكم قلنا يا رسول الله من عدو قد حضر قال : لا جنتكم من النار قولوا سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر فإنها يأتين يوم القيامة منجيات و مقدمات و هن الباقيات الصالحات

নবী করীম সা. বলেন, “তোমরা তোমাদের ঢাল আঁকড়ে ধর! আমরা বললাম, কোনো শত্রুর আগমন ঘটেছে কি হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন, না.. বরং জাহান্নাম থেকে বাঁচার ঢাল! বল, ‘সুবহানাল্লাহ ওয়াল হামদু লিল্লাহ ওয়াল্লাহু আকবার’। এ বাক্যগুলো মুক্তিদানকারী, অগ্রে গমনকারী এবং এগুলোই স্থায়ী সৎকর্মসকল।” (আল মুস্তাদরাক-১৯৮৫)

এই ছিল জাহান্নাম থেকে মুক্তিদানকারী কতিপয় আমলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ..। মুমিন মাত্রই এগুলো বাস্তবয়ানে সচেষ্ট হবে, জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপায় খোঁজবে। আল্লাহ সকলকে আমলের তাওফিক দিন।

মনে রাখবেন,
সত্যনিষ্ঠ মুমিন কেবল আশ্রয় চেয়েই ক্ষান্ত হয় না; বরং জাহান্নাম থেকে মুক্তিদানকারী আমলসমূহ বাস্তবায়নে মনযোগী হয়!

জাহান্নামের প্রহরীবৃন্দ

জাহান্নামে অসংখ্য নির্দয় ও নিষ্ঠুর ফেরেশতা নিয়োজিত থাকবে। বিশাল দেহবিশিষ্ট, শাস্তি প্রদানে তারা কোনোরূপ দয়া প্রদর্শন করবে না।

* তাদের সংখ্যা কত?
* তাদের প্রধান কে?

ভূমিকা

জাহান্নামের প্রহরী এমন ফেরেশতাদল, যারা আদিষ্ট পালনে কোনোসময় অবাধ্য হয় না। যা আদেশ করা হয়, তাই বাস্তবায়ন করে। আল্লাহ বলেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ٦ ﴾ التحريم: ٦

"মুমিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও

প্রস্তর, যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণ হৃদয়, কঠোরস্বভাব ফেরেশতাগণ। তারা আল্লাহ তা'লা যা আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করা হয়, তাই করে।" (সূরা তাহরিম-৬)

তাদের সংখ্যা

দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতাবৃন্দই হলেন জাহান্নামের প্রহরী। আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানে তাদের আকার, শক্তি ও সামর্থ্য আন্দাজ করা অসম্ভব। তাদের সংখ্যা ঊনিশ.. যেমন আল্লাহ বলেন,



﴿ سَأُصۡلِيهِ سَقَرَ ٢٦ وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا سَقَرُ ٢٧ لَا تُبۡقِي وَلَا تَذَرُ ٢٨ لَوَّاحَةٞ
لِّلۡبَشَرِ ٢٩ عَلَيۡهَا تِسۡعَةَ عَشَرَ ٣٠ وَمَا جَعَلۡنَآ أَصۡحَٰبَ ٱلنَّارِ إِلَّا مَلَٰٓئِكَةٗۙ ﴾ المدثر:
٢٦ - ٣١

"আমি তাকে দাখিল করব অগ্নিতে। আপনি কি বুঝলেন অগ্নি কী? এটা অক্ষত রাখবে না এবং ছাড়বেও না। মানুষকে দগ্ধ করবে। এর ওপর নিয়োজিত আছে ঊনিশ (ফেরেশতা)। আমি

জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতাই রেখেছি।” (সূরা মুদ্দাছছির ২৬-৩১)

তারাই জাহান্নামের প্রহরী। আল্লাহ বলেন,

﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِى ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُوا۟ رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ ۝٤٩﴾ غافر: ٤٩

“যারা জাহান্নামে আছে, তারা জাহান্নামের রক্ষীদেরকে বলবে, তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে বল, তিনি যেন আমাদের থেকে একদিনের আযাব লাঘব করে দেন।” (সূরা গাফির-৪৯)

তাদের দায়িত্ব



জাহান্নামে নিযুক্ত পাষাণহৃদয় ফেরেশতাদের কতিপয় দায়িত্ব রয়েছে। তারা জাহান্নামীদের শাস্তির ব্যবস্থা করবে, আদেশানুযায়ী তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব আস্বাদন করাবে। আগুন প্রজ্বলিত করবে। আগুনের তাপ বৃদ্ধি করবে। জাহান্নামীদের ওপর তারা হবে অতি কঠোর। দয়াভিক্ষা চাইলে শাস্তির মাত্রা আরো বাড়িয়ে দেবে। কারণ, আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টিই করেছেন কঠোর হৃদয়ের

অধিকারী করে। বলিষ্ঠ দেহ করে। অতীব শক্তিমান.. অন্তরে তাদের বিন্দুমাত্র দয়া থাকবে না। শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্যেই তাদের সৃষ্টি।

قال المنهال بن عمرو: إذا قال الله تعالى : خذوه فغلوه .. ابتدره سبعون ألف ملك ، وإن الملك منهم ليقول هكذا .. يعني : يفتح يديه فيلقي سبعين ألفا في النار

মিনহাল বিন আমর রা. বলেন, "আল্লাহ তা'লা যখন বলবেন, এদেরকে ধরে গলায় বেড়ি পরিয়ে দাও.. তখন সত্তর হাজার ফেরেশতা তৎপর হয়ে যাবে। তাদের একজনই দুই হাতে সত্তর হাজার জাহান্নামীকে উঠিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে।" (ইবনে কাসীর)

জাহান্নামের প্রহরীদের বিবরণ দিয়ে আল্লাহ বলেন,

﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًاۖ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتۡ أَبۡوَٰبُهَا وَقَالَ لَهُمۡ خَزَنَتُهَآ أَلَمۡ يَأۡتِكُمۡ رُسُلٞ مِّنكُمۡ يَتۡلُونَ عَلَيۡكُمۡ ءَايَٰتِ رَبِّكُمۡ وَيُنذِرُونَكُمۡ لِقَآءَ يَوۡمِكُمۡ هَٰذَاۚ قَالُواْ بَلَىٰ وَلَٰكِنۡ حَقَّتۡ كَلِمَةُ ٱلۡعَذَابِ عَلَى ٱلۡكَٰفِرِينَ ٧١ ﴾ الزمر: ٧١

"কাফেরদেরকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে হাঁকিয়ে নেয়া হবে। তারা যখন সেখানে পৌঁছাবে, তখন তার দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে,

তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে রাসূলগণ আসেনি, যারা তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করত এবং সতর্ক করত এদিনের ব্যাপারে? তারা বলবে, হ্যাঁ.. কিন্তু কাফেরদের প্রতি শাস্তির হুকুমই বাস্তবায়িত হয়েছে।" (সূরা যুমার-৭১)

প্রহরী প্রধান

তাদের প্রধান হবে দীর্ঘকায় এক ফেরেশতা, যার নাম মালেক। তার বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ বলেন,

﴿وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ۖ قَالَ إِنَّكُم مَّاكِثُونَ ﴿٧٧﴾﴾ الزخرف: ٧٧

"তারা ডেকে বলবে, হে মালেক! পালনকর্তা আমাদের কিসসাই শেষ করে দিন। সে বলবে, নিশ্চয় তোমরা চিরকাল থাকবে।" (সূরা যুখরুফ-৭৭)

দীর্ঘ স্বপ্ন সম্বলিত হাদিসে নবীজী জাহান্নামীদের কতিপয় শাস্তির বিবরণ দিয়েছিলেন। তন্মধ্যে..

.. فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرأة كأكره ما أنت راء رجلا مرآه ، فإذا هو عند نار يحشها ويسعى حولها ، قال: قلت لهما : ما هذا؟ قالا لي: انطلق انطلق .. حتى قال ﷺ في آخر الحديث: وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها فإنه مالك خازن جهنم

“আমরা চলতে চলতে অতিকুৎসিত এক লোকের কাছে এসে উপনীত হলাম, সে আগুন প্রজ্বলিত করে তা বাড়িয়ে দিচ্ছিল এবং আগুনের পাশে প্রদক্ষিণ করছিল। জিজ্ঞেস করলাম, এ কে? তারা বলল, চলুন.. চলুন..। হাদিসের শেষাংশে জিবরীল বলেছিলেন, ঐ অতিকুৎসিত ব্যক্তিটি হচ্ছে জাহান্নামের দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতা ‘মালেক’।

এই হলো জাহান্নামের প্রহরীদের কতিপয় বৈশিষ্ট্য... আল্লাহ তা‘লা তাদের বিবরণ দিয়ে আমাদের সতর্ক করেছেন। জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে আমলের তাগিদ করেছেন।
আল্লাহ সকলকে জাহান্নাম থেকে বাঁচার তাওফিক দিন!..

আহবান,
মুমিনগণ, নিজেদেরকে এবং পরিবারকে আগুন থেকে বাঁচাও!

জাহান্নামের দরজাসমূহ



আল্লাহ তা'লা জাহান্নামের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। জাহান্নামের দরজা, জাহান্নামের শিকল ও জাহান্নামের অভ্যন্তরীণ সকলকিছু বর্ণনা করে মানুষকে তা থেকে বাঁচার আদেশ করেছেন।

* জাহান্নামের দরজা কয়টি?
* তা কি বন্ধ না খোলা?
* দরজাগুলো কি পাশাপাশি নাকি ওপরনিচ?

ভূমিকা

জান্নাতের অনেকগুলো দরজা থাকবে, সেগুলো দিয়ে জান্নাতবাসী আনন্দচিত্তে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের চেহারা হবে পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল। তাদের মাঝে কোনো বিচ্ছিন্নতা বা কোনো প্রতিহিংসা থাকবে না। অপরদিকে জাহান্নামের অধিবাসীরাও জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তাদের চেহারাসমূহ হবে কালো। অন্তরগুলো হবে প্রতিহিংসায় ভরপুর। একে অন্যকে

তিরস্কার ও অভিশাপ করতে থাকবে। তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। সেখানে তারা দগ্ধ হতে থাকবে।

দরজা-সংখ্যা

সাতটি দরজা দিয়ে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। প্রতিটি দরজার জন্যই রয়েছে নির্দিষ্ট সংখ্যক জাহান্নামী। আল্লাহ বলেন,

﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ۝٤٣ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ۝٤٤﴾ الحجر: ٤٣ - ٤٤

"তাদের সবার নির্ধারিত স্থান হচ্ছে জাহান্নাম। এর সাতটি দরজা আছে। প্রত্যেক দরজার জন্যে আছে একেকটি পৃথক দল।" (সূরা হিজর ৪৩,৪৪)

কাফেররা জাহান্নামে উপনীত হলে জাহান্নামের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করা হবে। অতঃপর তারা চিরকাল অবস্থান করতে তাতে প্রবেশ করবে। আল্লাহ বলেন,

﴿وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَٰبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَٰتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا ۚ قَالُواْ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ

ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٧١﴾ قِيلَ ٱدْخُلُوٓاْ أَبْوَٰبَ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۖ
فَبِئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٢﴾ ﴾ الزمر: ٧١ - ٧٢

"কাফেরদেরকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে হাঁকিয়ে নেয়া হবে। তারা যখন সেখানে পৌঁছাবে, তখন তার দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে রাসূলগণ আসেনি, যারা তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করত এবং সতর্ক করত এ দিনের সাক্ষাতের ব্যাপারে? তারা বলবে, হ্যাঁ.. কিন্তু কাফেরদের প্রতি শাস্তির হুকুমই বাস্তবয়িত হয়েছে। বলা হবে, তোমরা জাহান্নামের দরজা দিয়ে প্রবেশ কর, সেখানে চিরকাল অবস্থানের জন্যে। কত নিকৃষ্ট অহংকারীদের আবাসস্থল।" (সূরা যুমার ৭১-৭২)

দরজাসমূহ ওপরনিচ

জাহান্নামের দরজাগুলো একটি অপরটির উপরে স্থাপিত।

قال علي رضي الله عنه : أبواب جهنم سبعة بعضها فوق بعض ، فيمتلئ الأول ، ثم الثاني ، ثم الثالث ، ثم تمتلئ كلها

আলী রা. বলেন, "জাহান্নামের দরজাসমূহ একটি অপরটির ওপর স্থাপিত। প্রথমটি পূর্ণ হয়ে গেলে দ্বিতীয়টি, অতঃপর তৃতীয়টি.. এভাবে সবগুলো পূর্ণ করা হবে।" (তাফসীরে তাবারী)

قال ابن جريج : لها سبعة أبواب : أولها جهنم ثم لظى ثم الحطمة ثم السعير ثم سقر ثم الجحيم ثم الهاوية

ইবনে জুরাইজ রহ. বলেন, "প্রবেশান্তে শাস্তির মাত্রা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাহান্নামের সকল দরজা আটকিয়ে দেওয়া হবে।"

দ্বারবদ্ধ জাহান্নাম

শাস্তির মাত্রা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে জাহান্নামের দরজাসমূহ বদ্ধ রাখা হবে। আল্লাহ বলেন,

﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِـَٔايَٰتِنَا هُمۡ أَصۡحَٰبُ ٱلۡمَشۡـَٔمَةِ ١٩ عَلَيۡهِمۡ نَارٞ مُّؤۡصَدَةُۢ ٢٠﴾ البلد: ١٩ – ٢٠

"আর যারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে তারাই বামপন্থী। তারা অগ্নিপরিবেষ্টিত অবস্থায় বন্দী থাকবে।" (সূরা বালাদ ১৯,২০)

যাদের আমলনামা বামহাতে দেওয়া হবে, তাদেরকেই বামপন্থী বলা হয়েছে। অন্য আয়াতে এসব ব্যক্তি সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

﴿وَأَصۡحَٰبُ ٱلشِّمَالِ مَآ أَصۡحَٰبُ ٱلشِّمَالِ ٤١ فِي سَمُومٖ وَحَمِيمٖ ٤٢ وَظِلّٖ مِّن يَحۡمُومٖ ٤٣ لَّا بَارِدٖ وَلَا كَرِيمٍ ٤٤﴾ الواقعة: ٤١ – ٤٤

"বামপার্শ্বস্থ লোক, কত না হতভাগা তারা। তারা থাকবে প্রখর বাষ্পে, উত্তপ্ত পানিতে এবং ধুম্রকুঞ্জের ছায়ায়, যা শীতল নয় এবং আরামদায়কও নয়।" (সরা ওয়াকিআ ৪১-৪৪)

বর্তমানে জাহান্নামের দরজাগুলো উন্মুক্ত। রমযান মাস এলে সেগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়।

قال ﷺ : إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين

নবী করীম সা. বলেন, "রমযান মাস এলে জান্নাতের দরজাগুলো উন্মুক্ত করা হয়, জাহান্নামের সকল দরজা বন্ধ করা হয় এবং শয়তানদের আবদ্ধ করা হয়।" (মুসলিম-২৫৪৭)

অপরাধী ভেদে ফটকের ভিন্নতা

জান্নাতীদের যেমন সৎকর্ম অনুযায়ী বিভিন্ন দরজা নির্দিষ্ট রয়েছে। জিহাদের দরজা দিয়ে মুজাহিদগণ প্রবেশ করবে। রাইয়ান দরজা দিয়ে রোযাদারগণ প্রবেশ করবে। তেমন জাহান্নামে প্রবেশের জন্যও অপরাধ অনুযায়ী ফটক নির্দিষ্ট রয়েছে।

পর্যবেক্ষণ,

প্রবেশের পর অপরাধীদের শাস্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে জাহান্নামের দরজাগুলো আটকিয়ে দেওয়া হবে..

হে আল্লাহ! আমাদেরকে রক্ষা করুন !..

জাহান্নামের ইন্ধন



এ হলো দুনিয়ার আগুন। জাহান্নামের আগুন এরচেয়েও সত্তরগুণ অধিক তেজস্ক্রিয় হবে

জাহান্নামের আগুন সর্বদা প্রজ্বলিত; কখনো নির্বাপিত হয় না। তার শাস্তি চিরকাল চলমান। জাহান্নামের অধিবাসীরা সহায়তা চাইবে, কোনো সহায়ক পাবে না। পালানোর পথ পাবে না। কেননা, দুনিয়াতে তারা আল্লাহকে অস্বীকার করেছে। তাঁর বিধানাবলীকে মিথ্যারোপ করেছে। সেদিন কোন মুখে তারা রহমত আশা করতে পারে! তাদের স্থায়ী আবাসস্থল তো অগ্নি।

* জাহান্নামের ইন্ধন কী?
* মূর্তিসমূহকে জাহান্নামে নিক্ষেপের কারণ কী?

ভূমিকা

প্রচণ্ড উত্তাপ ও স্থায়ী প্রজ্বলনের পাশাপাশি জাহান্নামের কিছু ইন্ধন থাকবে। তাছাড়া সেখানে থাকবে মহাঅন্ধকার, সাপ-বিচ্ছু..

আরো কত কী..!! থাকবে জাহান্নামীদের হা-হুতাশ ও প্রচণ্ড আর্ত চিৎকার।

ইন্ধন

পাথর ও পাপিষ্ঠ কাফের সম্প্রদায় জাহান্নামের ইন্ধন। আল্লাহ বলেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ ﴾ التحريم: ٦

"মুমিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর.." (সূরা তাহরিম-৬)

অন্য আয়াতে বলেন,

﴿فَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُۖ أُعِدَّتۡ لِلۡكَٰفِرِينَ ٢٤﴾ البقرة: ٢٤

"সেই জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা কর, যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর। যা প্রস্তুর করা হয়েছে কাফেরদের জন্য।" (সূরা বাক্বারা-২৪)

কীরকম ভয়াবহ পরিস্থিতি বিরাজ করবে জাহান্নামের ভেতরে..! সর্বদা তারা সেখানে জ্বলতে থাকবে। যতদিন মানুষ সেখানে

শাস্তি ভোগ করবে, ততদিন সেই কালো পাথরও তাতে প্রজ্বলিত হবে। সেই পাথরগুলো হলো অতি উত্তাপবিশিষ্ট কৃষ্ণপাথর। তাছাড়া দুনিয়াতে আল্লাহকে ছেড়ে যে সকল বস্তুর পূজা হতো, সেগুলোও জাহান্নামে প্রজ্বলিত হবে। আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ
لَهَا وَٰرِدُونَ ﴿٩٨﴾ لَوْ كَانَ هَٰٓؤُلَآءِ ءَالِهَةً مَّا وَرَدُوهَا ۖ
وَكُلٌّ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٩٩﴾ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا
يَسْمَعُونَ ﴿١٠٠﴾ ﴾ الأنبياء: ٩٨ – ١٠٠

“তোমরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের পূজা কর, সেগুলো জাহান্নামের ইন্ধন। তোমরাই তাতে প্রবেশ করবে। এই মূর্তিরা যদি উপাস্য হতো, তবে জাহান্নামে প্রবেশ করত না। প্রত্যেকেই তাতে চিরস্থায়ী হয়ে পড়ে থাকবে। তারা সেখানে চীৎকার করবে এবং সেখানে তারা কিছুই শুনতে পাবে না।” (সূরা আম্বিয়া ৯৮-১০০)

জিজ্ঞাসা

মূর্তি কেন জাহান্নামে যাবে? সেগুলো তো নির্জীব। বোধশক্তি নেই। তাছাড়া তাদের তো কোনো অপরাধ নেই!

উত্তরঃ মূর্তিসমূহকে আল্লাহ জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন শাস্তি দিতে নয়; বরং ব্যর্থ-উপাস্য প্রতিপন্ন করতে। যখন দেখবে, দুনিয়াতে তাদের পূজ্য উপাস্যগুলোও তাদের সাথে জাহান্নামে জ্বলছে, তখন তাদের পরিতাপ আরো বৃদ্ধি পাবে।

প্রশ্ন,

দুনিয়াতে ঈসা বিন মারিয়াম আ. কেও তো অনেকে উপাস্য বানিয়েছে। অনেকে আবার ফেরেশতাদেরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে। তারাও কি সেদিন জাহান্নামে যাবে?

উত্তরঃ আল্লাহর নবী ঈসা আ., নবী উযাইর আ., ফেরেশতাগণ এবং যে সকল সৎকর্মশীল ওলিদেরকে দুনিয়াতে পূজা করা হতো, পরকালে তারা জাহান্নামে যাবে না, শাস্তিপ্রাপ্ত হবে না। কারণ, আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَٰرِدُونَ ﴿٩٨﴾ ﴾ الأنبياء: ٩٨

“তোমরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের পূজা কর, সেগুলো জাহান্নামের ইন্ধন। তোমরাই তাতে প্রবেশ করবে।” (সূরা আম্বিয়া-৯৮)

পরের আয়াতেই বলেন,

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتۡ لَهُم مِّنَّا ٱلۡحُسۡنَىٰٓ أُوْلَٰٓئِكَ عَنۡهَا مُبۡعَدُونَ
١٠١ لَا يَسۡمَعُونَ حَسِيسَهَاۖ وَهُمۡ فِي مَا ٱشۡتَهَتۡ أَنفُسُهُمۡ خَٰلِدُونَ
١٠٢ ﴾ الأنبياء: ١٠١ – ١٠٢

"যাদের জন্য প্রথম থেকেই আমার পক্ষ থেকে কল্যাণ নির্ধারিত হয়েছে তারা জাহান্নাম থেকে দূরে থাকবে। তারা তার ক্ষীনতম শব্দও শুনবে না এবং তারা তাদের মনের বাসনা অনুযায়ী চিরকাল বসবাস করবে।" (সূরা আম্বিয়া ১০১,১০২)

এই ছিল জাহান্নামের ইন্ধন সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা..। আল্লাহ সবাইকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করুন!

দায়মুক্তি,

পূজ্য ও অনুসৃতরা পরকালে তাদের অনুসারীদের থেকে দায়মুক্তি ঘোষণা করবে। সুতরাং যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের অনুসারী হলো, তারাই চির-ব্যর্থ ও মহাবঞ্চিত।

প্রচণ্ড উত্তাপ ও প্রকট শীত

আল্লাহ তা'লা মানুষকে তাঁর প্রণীত বিধানাবলী মেনে চলার আদেশ করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধাচরণ থেকে সতর্ক করেছেন। আনুগত্যশীলদের জন্য জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অবাধ্যদেরকে জাহান্নামের প্রচণ্ড উত্তাপ ও প্রকট শীত সম্পর্কে অবহিত করে তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করেছেন।

* আগুনের বৈশিষ্ট্য কী?
* আগুনের ছায়া কী?
* দুনিয়ার অগ্নির তুলনায় আখেরাতের অগ্নির ক্ষমতা কতটুকু?

ভূমিকা

দুনিয়ার আগুনকে আল্লাহ আখেরাতের আগুনের স্মৃতিস্বরূপ সৃষ্টি করেছেন। অল্লাহ বলেন,

﴿ أَفَرَءَيْتُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ ۝٧١ ءَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَآ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنشِـُٔونَ ۝٧٢ نَحْنُ جَعَلْنَٰهَا ﴾ الواقعة: ٧١ - ٧٣

"তোমরা যে অগ্নি প্রজ্বলিত কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? তোমরা কি এর বৃক্ষ সৃষ্টি করেছ, না আমি সৃষ্টি করেছি? আমি সেই বৃক্ষকে করেছি স্মরণিকা.." (সূরা ওয়াকিআ ৭১-৭৩)

قال ﷺ : ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من سبعين جزءا من حر جهنم . قالوا : والله إن كانت لكافية يا رسول الله! قال: فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلها مثل حرها

নবী করীম সা. বলেন, "আদমসন্তান যে আগুন প্রজ্বলিত করে, তা জাহান্নামের আগুনের উত্তাপের সত্তরভাগের একভাগ। সবাই বলল, আল্লাহর শপথ, যদি এ আগুনই যথেষ্ট হতো হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, দুনিয়ার আগুনের অনরূপ আরো ঊনসত্তর গুণ তাতে বৃদ্ধি করা হবে।" (মুসলিম-৭৩৪৪)

বামপার্শ্বস্থ লোক

আল্লাহ বলেন,

﴿ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ ﴿٤١﴾ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ﴿٤٢﴾ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ ﴿٤٣﴾ لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ﴿٤٤﴾ ﴾

الواقعة: ٤١ - ٤٤



"বামপার্শ্বস্থ লোক, কত না হতভাগা তারা। তারা থাকবে প্রখর বাষ্পে, উত্তপ্ত পানিতে এবং ধূম্রকুঞ্জের

ছায়ায়, যা শীতল নয় এবং আরামদায়কও নয়।” (সূরা ওয়াকিআ ৪১-৪৪)

অর্থাৎ বামপার্শ্বস্থ লোক তারাই, যারা দুনিয়াতে সত্য থেকে বিমুখ ছিল। কেয়ামতের দিন তাদের আমলনামা বাম হাতে দেওয়া হবে। হাশরের ময়দানে তাদের অবস্থান হবে বাম দিকে। তাদের অবস্থা কীরূপ হতে পারে?!

প্রচণ্ড উত্তাপে তারা সময় অতিবাহিত করবে। তীব্র উষ্ণতায় তাদের দেহের চামড়া খসে পড়বে। জাহান্নামে তারা গরম পূজ পান করবে। তাদের উপরে থাকবে কালো ধোয়া, যা শীতল নয় এবং আরামদায়কও নয়।

অন্য আয়াতে আল্লাহ সেই আগুনের ভয়াবহতা স্পষ্ট করেছেন,

﴿وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَٰزِينُهُۥ ۝٨ فَأُمُّهُۥ هَاوِيَةٌ ۝٩ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا هِيَهْ ۝١٠ نَارٌ حَامِيَةٌۢ ۝١١﴾ القارعة: ٨ - ١١

“আর যার পাল্লা হালকা হবে, তার ঠিকানা হবে হাবিয়া। আপনি জানেন তা কী? প্রজ্বলিত অগ্নি!” (সূরা ক্বারিআ ৮-১১)

হ্যাঁ.. পরকালে তার ঠিকানা হবে সেই প্রজ্বলিত অগ্নিতে। কারণ, দুনিয়াতে সে আল্লাহর অবাধ্য ছিল। শয়তানের অনুসারী ছিল।

ধূম্রকুঞ্জ

আগুন থেকে সৃষ্ট ধূম্রকুঞ্জ না হবে শীতল; না হবে আরামদায়ক। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

﴿ٱنطَلِقُوٓاْ إِلَىٰ ظِلّٖ ذِي ثَلَٰثِ شُعَبٖ ٣٠ لَّا ظَلِيلٖ وَلَا يُغۡنِي مِنَ ٱللَّهَبِ ٣١ إِنَّهَا تَرۡمِي بِشَرَرٖ كَٱلۡقَصۡرِ ٣٢ كَأَنَّهُۥ جِمَٰلَتٞ صُفۡرٞ ٣٣﴾ المرسلات: ٣٠ - ٣٣

"চল তোমরা তিন কুণ্ডলীবিশিষ্ট ছায়ার দিকে, যে ছায়া সুনিবিড় নয় এবং অগ্নির উত্তাপ থেকে রক্ষা করে না। এটা অট্টালিকা সদৃশ বৃহৎ স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করবে। যেন তা পীতবর্ণ উষ্ট্রশ্রেণী।" (সূরা মুরসালাত ৩০-৩৩)

সর্বক্ষণ প্রজ্বলিত

কালের পরিক্রমায় সেই অগ্নি কখনো নির্বাপিত হবে না। তার উত্তাপ কখনো হ্রাস পাবে না। আল্লাহ বলেন,

﴿فَذُوقُواْ فَلَن نَّزِيدَكُمۡ إِلَّا عَذَابًا ٣٠﴾ النبأ: ٣٠

"অতএব, তোমরা আস্বাদন কর, আমি কেবল তোমাদের শাস্তিই বৃদ্ধি করব।" (সূরা নাবা-৩০)

প্রতিনিয়ত সেই অগ্নির তাপ বৃদ্ধি করা হবে,

قَالَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ السُّلَمِيُّ كُنْتُ وَأَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَظُنُّ أَنَّ النَّاسَ عَلَى ضَلَالَةٍ وَأَنَّهُمْ لَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَعْبُدُونَ الْأَوْثَانَ فَسَمِعْتُ بِرَجُلٍ بِمَكَّةَ يُخْبِرُ أَخْبَارًا فَقَعَدْتُ عَلَى رَاحِلَتِي فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُسْتَخْفِيًا جُرَءَاءُ عَلَيْهِ قَوْمُهُ فَتَلَطَّفْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ بِمَكَّةَ فَقُلْتُ لَهُ مَا

أَنْتَ قَالَ أَنَا نَبِيٌّ. فَقُلْتُ وَمَا نَبِيٌّ قَالَ أَرْسَلَنِي اللَّهُ. فَقُلْتُ وَبِأَيِّ شَيْءٍ أَرْسَلَكَ قَالَ أَرْسَلَنِي بِصِلَةِ الأَرْحَامِ وَكَسْرِ الأَوْثَانِ وَأَنْ يُوَحَّدَ اللَّهُ لاَ يُشْرَكُ بِهِ شَيْءٌ.

আমর বিন আবাসা সুলামী রা. বলেন, “মূর্খতাযুগে আমি মানুষকে পথভ্রষ্ট ভাবতাম। কারণ, তারা বিনাপ্রমাণে মূর্তিপূজায় লিপ্ত ছিল। এরপর শুনলাম একব্যক্তি মক্কায় আত্মপ্রকাশ করেছে, সে নানান সংবাদ দিচ্ছে। অতঃপর আমি বাহনে উঠে তার কাছে চলে এলাম। সম্প্রদায়ের অত্যাচারের ভয়ে আল্লাহর রাসূল তখন গোপনে দাওয়াত দিতেন। তার ওপর আমার দয়া হলো। শেষপর্যন্ত আমি মক্কায় তার কাছে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কে? তিনি বললেন, আমি নবী। জিজ্ঞেস করলাম, নবী কী? বললেন, আল্লাহ আমাকে প্রেরণ করেছেন। জিজ্ঞেস করলাম, কী দিয়ে তিনি আপনাকে প্রেরণ করেছেন? বললেন, আত্মীয়তার বন্ধন মিলন, মূর্তি ধ্বংস এবং আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করে কেবল তাঁরই একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব দিয়ে আমাকে প্রেরণ করেছেন।

قال عمرو : .. أَخْبِرْنِي عَنِ الصَّلاَةِ قَالَ صَلِّ صَلاَةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ فَإِنَّ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ فَإِذَا

أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ.

আমর বললেন, আমাকে নামায সম্পর্কে বলুন! তিনি বললেন, প্রভাতের নামায পড়.. অতঃপর সূর্যোদয় থেকে পূর্ণ সূর্যবিকিরণ মুহূর্ত পর্যন্ত নামায থেকে বিরত থাক। কারণ, উদয়কালে তা শয়তানের দুই শিংয়ের মাঝখান দিয়ে উদিত হয়। আর তখন কাফেররা সূর্যকে সেজদা করে থাকে। অতঃপর তীর সমতুল্য ছায়া থেকে ব্যক্তির ছায়া হ্রাস পাওয়ার মুহূর্ত পর্যন্ত নামায পড়। সেসময়ের নামাযে অনেক ফেরেশতা উপস্থিত থাকে, তারা সাক্ষী থাকে। অতঃপর নামায থেকে বিরত থাক। কারণ (সূর্য ঠিক মাথার উপরে থাকাকালে) জাহান্নামকে উত্তপ্ত করা হয়। অতঃপর সূর্য ঢলে যাবার পর নামায পড়। কারণ, সে সময়ের নামাযে অনেক ফেরেশতা উপস্থিত থাকে, তারা সাক্ষী থাকে। অতঃপর আসরের নামায পড়। অতঃপর সূর্যাস্তের সময় নামায থেকে বিরত থাক। কারণ, তা শয়তানের দুই শিংয়ের মাঝখান দিয়ে অস্ত যায়। আর তখন কাফেররা তাকে সেজদা করে থাকে।” (মুসলিম-১৯৬৭)

কেয়ামতের দিন যখন পাপিষ্ঠদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপের সময় হবে, তখনও জাহান্নামকে উত্তপ্ত করা হবে।

জমিনের উষ্ণতা জাহান্নামের উত্তাপের দরুন



গ্রীষ্মকালে দুনিয়াতে মানুষ যে তাপদাহ অনুভব করে, তা জাহান্নামের শ্বাস গ্রহণের ফলে হয়ে থাকে। অনেক মানুষ সূর্যের প্রচণ্ড তাপে মৃত্যুবরণ করে বা অসুস্থ হয়ে পড়ে।

عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال : إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم واشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير

নবী করীম সা. বলেন, "তীব্র গরমকালে তোমরা নামাযকে শীতল (বিলম্ব) করে পড়। কারণ, গরমের তীব্রতা জাহান্নামের শ্বাস গ্রহণের দরুন হয়ে থাকে। জাহান্নাম প্রতিপালকের কাছে আকুতি করে বলেছিল, হে প্রতিপালক, আমার একাংশ অপরাংশকে খেয়ে ফেলছে। ফলে আল্লাহ তার জন্য দুটি শ্বাস নির্ধারণ করেছেন। শীতকালে এক শ্বাস এবং গ্রীষ্মকালে অপর শ্বাস। এর ফলেই দুনিয়াতে তোমরা প্রচণ্ড গরম এবং প্রকট শীত অনুভব করে থাক।" (বুখারী-৫১২)

নিরাপত্তা,

নামায হলো জাহান্নাম থেকে নিরাপত্তার গ্যারাণ্টি,

পরকালে আগুনের উত্তাপকালে নামাযের সুযোগ থাকবে না।

জাহান্নামের বিশালতা ও গভীরতা

জাহান্নামের আয়তন বিশাল। তবে তা পাপিষ্ঠদের জন্য অতিসংকীর্ণ হয়ে যাবে। একজন পাপিষ্ঠের দেহকে জাহান্নমে দীর্ঘ ও বিরাট করে দেওয়া হবে, ফলে একজনের দাঁত হবে উহুদ পর্বতের মতো বড়। তার দুই কাঁধের মাঝে দূরত্ব হবে তিনদিন ভ্রমণের পথ।

* জাহান্নামের বিশালতা কতটুকু?
* গভীরতা কেমন?
* প্রবেশ করার পর কেউ বের হতে পারবে কি?

ভূমিকা

আল্লাহ তা'লা বলেন,

﴿يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ ۝٣٠﴾ ق: ٣٠



"যেদিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞাসা করব; তুমি কি পূর্ণ হয়ে গেছ? সে বলবেঃ আরও

আছে কি?" (সূরা ক্বাফ-৩০)

এভাবেই আল্লাহ তা'লা জাহান্নামের অবস্থা, তার শাস্তি ও তার অধিবাসীদের দুঃখ-দুর্দশার বিবরণ দিয়েছেন।

তার আয়তন সুবিশাল,

قال ﷺ : يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها

নবী করীম সা. বলেন, "সেদিন জাহান্নামকে উপস্থিত করা হবে। সত্তরহাজার লাগাম থাকবে তার। প্রত্যেকটি লাগামকে সত্তরহাজার ফেরেশতা টেনে ধরে নিয়ে আসবে।" (মুসলিম-৭৩৪৩)

কল্পণা করুন, জাহান্নামের আয়তন কত বিশাল হলে এত অধিক সংখ্যক শক্তিশালী ফেরেশতা তাকে টেনে নিয়ে আসবে!

গভীরতা

জাহান্নাম হলো অতি অন্ধকারময় সুগভীর এক গহ্বর।

قال ﷺ : لو أن حجرا يقذف به في جهنم هوى سبعين خريفا قبل أن يبلغ قعرها

নবী করীম সা. বলেন, "জাহান্নামে যদি একটি পাথর নিক্ষেপ করা হয়, তবে তা জাহান্নামের তলানিতে পৌঁছুতে সত্তর বৎসর সময় লেগে যাবে।" (ইবনে হিব্বান-৭৪৬৮)

জাহান্নামের স্তরসমূহ

জাহান্নামের অগ্নির তাপ স্তর অনুপাতে তারতম্যপূর্ণ হবে। আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ فِي ٱلدَّرۡكِ ٱلۡأَسۡفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمۡ نَصِيرًا ١٤٥ ﴾

النساء: ١٤٥

"নিঃসন্দেহে মুনাফেকরা রয়েছে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে। আর তোমরা তাদের জন্য কোনো সাহায্যকারী পাবে না।" (সূরা নিসা-১৪৫)

জিজ্ঞাসা,

জাহান্নামী কারা? একবার প্রবেশ করলে বের হওয়ার সুযোগ থাকবে কি?

উত্তরঃ হ্যাঁ..! আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী মুমিন, যারা আল্লাহর এবাদতে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করেনি; তবে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ছিল। অপরাধ অনুপাতে শাস্তি প্রদানের পর তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। নবী করীম সা. বলেন,

يخرج الله أناسا من المؤمنين من النار بعدما يأخذ نقمته منهم ، قال : لما أدخلهم الله النار مع المشركين ، قال المشركون : أليس كنتم تزعمون في الدنيا أنكم أولياء! فما لكم معنا في النار؟ فإذا سمع الله ذلك منهم أذن في

الشفاعة. فيتشفع لهم الملائكة والنبيون حتى يخرجوا بإذن الله. فلما أخرجوا ، قالوا: يا ليتنا كنا مثلهم ، فتدركنا الشفاعة ، فنخرج من النار . فذلك قول الله جل وعلا :

﴿رُّبَمَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوۡ كَانُواْ مُسۡلِمِينَ ۝٢﴾ الحجر: ٢

. فيسمون في الجنة الجهنميين من أجل سواد في وجوههم ، فيقولون : ربنا أذهب عنا هذا الاسم، فيأمرهم فيغتسلون في نهر في الجنة ، فيذهب ذلك منهم .

“শাস্তি গ্রহণের পর আল্লাহ তা‘লা অনেক মুমিন বান্দাকে জাহান্নাম থেকে বের করবেন। নবীজী বলেন, মুশরিকদের সঙ্গে আল্লাহ যখন তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন, তখন মুশরিকরা বলবে, দুনিয়াতে তোমরা তো নিজেদেরকে আল্লাহর নৈকট্যশীল ভাবতে, আজ তবে তোমরা আমাদের সাথে জাহান্নামে কেন? একথা শুনার পর আল্লাহ তাদের ব্যাপারে সুপারিশের অনুমতি দেবেন। নবী ও ফেরেশতাবৃন্দের সুপারিশ ও আল্লাহর অনুমতির প্রেক্ষিতে তারা জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আসবে। এরপর মুশরিকরা বলবে, হায়.. আমরাও যদি তাদের মতো হতে পারতাম, তবে তাদের মতো আজ আমাদের ব্যাপারেও সুপারিশ করা হতো, জাহান্নাম থেকে আমরা বের হতে পারতাম। এটিই আল্লাহর বাণী- “কোনোসময় কাফেররা আকাঙ্খা করবে, কী চমৎকার হতো, যদি তারা মুসলমান

হতো।” (সূরা হিজর-২) অতঃপর জান্নাতে প্রবিষ্ট হওয়ার পর চেহারা অতিকালো হওয়ায় তাদেরকে জাহান্নামী বলে আখ্যায়িত করা হবে। তারা বলবে, হে প্রতিপালক, আমাদের থেকে এই উপাধি সরিয়ে দিন! অতঃপর তাদেরকে জান্নাতের একটি নদীতে গোসলের আদেশ করা হবে। ফলে তাদের কৃষ্ণতা দূর হয়ে যাবে।” (ইবনে হিব্বান-৭৪৩২)

قال ﷺ : .. حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود فيخرجونهم قد امتحشوا فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة فينبتون نبات الحبة في حميل السيل

নবীজী আরো বলেন, “.. এভাবে সকল মানুষের বিচারকার্য সামাধা করার পর আল্লাহ তা‘লা যখন স্বীয় রহমতে অনেক জাহান্নামীকে মুক্ত করার ইচ্ছা করবেন, তখন ফেরেশতাদেরকে যারা আল্লাহর সঙ্গে অংশীদার সাব্যস্ত করেনি তাদের মধ্যে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” সাক্ষ্যদানকারীদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করতে বলবেন। ফেরেশতারা তাদেরকে সেজদার চিহ্ন দেখে দেখে চিহ্নিত করবে। সেজদার অঙ্গসমূহ ব্যতীত তাদের সর্বাঙ্গই আগুনে খেয়ে ফেলবে। আগুনের ওপর আল্লাহ সেজদার অঙ্গসমূহ ভক্ষণ হারাম করে দেবেন। আগুনে পুড়ে অঙ্গার অবস্থায় তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। অতঃপর

তাদের ওপর ‘জীবনপানি’ ঢালা হবে। ফলে নীচ থেকে তারা এমনভাবে উদগত হবে, যেমন প্রবাহিত পানিতে বৃক্ষচারা উৎপন্ন হয়ে থাকে।” (বুখারী-৭০০০)

পরিতাপ,

জাহান্নামে কাফেরদের পরিতাপ আরো বৃদ্ধি পাবে, যখন তারা জাহান্নাম থেকে একত্ববাদে বিশ্বাসীদের মুক্তি প্রত্যক্ষ করবে।

শাস্তিতে তারতম্য

জাহান্নামে অনেক স্তর থাকবে। স্তরবিশেষ জাহান্নামীদের শাস্তিতে তারতম্য ঘটবে। এটি আল্লাহর ন্যায়পরায়ণতার নিদর্শন।



* তারতম্য বলতে কী উদ্দেশ্য?
* কাফেরদের শাস্তিতেও কি তারতম্য ঘটবে?
* কাদের শাস্তি কঠিন আর কাদের শাস্তি হালকা হবে?

ভূমিকা

আল্লাহ বলেন,

﴿وَوَجَدُوا۟ مَا عَمِلُوا۟ حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿٤٩﴾﴾ الكهف: ٤٩

“তারা তাদের কৃতকর্মকে সামনে উপস্থিত পাবে। আপনার পালনকর্তা কারও প্রতি জুলুম করবেন না।” (সূরা কাহফ-৪৯)

এভাবেই কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা‘লা সকল সৃষ্টির যথাযথ প্রতিদান বুঝিয়ে দেবেন।

হ্যাঁ.. সেদিন যে তার প্রতিদান উত্তম পাবে, সে যেন আল্লাহরই প্রশংসা করে। অনুত্তম পেলে কেবল নিজেকেই যেন তিরস্কার করে।

জাহান্নামীদের শাস্তিতে তারতম্যের প্রমাণ অন্য হাদিসে এভাবে এসেছে..

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : عن النبي ﷺ قال : إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل منتعل بنعلين من نار يغلي منهما دماغه و منهم من في النار إلى ركبتيه مع أجزاء العذاب و منهم من هو على أرديته مع أجزاء العذاب و منهم من هو إلى ترقوته مع أجزاء العذاب و منهم من قد اغتمر فيها

নবী করীম সা. বলেন, "কেয়ামতের দিন জাহান্নামের সর্বনিম্ন শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে আগুনের দুটি পাদুকা পরিয়ে দেওয়া হবে, যার তাপে তার মস্তিষ্ক পর্যন্ত বিগলিত হয়ে যাবে। কারো অন্যান্য শাস্তিসহ হাঁটু পর্যন্ত আগুন প্রজ্বলিত থাকবে। আর কাউকে অন্যান্য শাস্তির সাথে আগুনের চাদর পরিয়ে দেওয়া হবে। কারো অন্যান্য শাস্তির সাথে চুয়াল পর্যন্ত আগুন প্রজ্বলিত থাকবে। আবার কেউ কেউ আগুনের ভেতর নিমজ্জিত থাকবে।" (আল মুস্তাদরাক-৮৭৩৪)

মুসলিম অপরাধীদের শাস্তিতে তারতম্য

আমল অনুপাতে একত্ববাদে বিশ্বাসী অপরাধী মুমিনদের শাস্তি নির্ধারিত হবে। কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিদের শাস্তি সাগীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিদের মতো হবে না। অন্যান্য সৎকর্মের ফলে কারো কারো শাস্তি লাঘব করা হবে।

কাফেরদের শাস্তিতে তারতম্য

পক্ষান্তরে কাফেরদের শাস্তিতেও তারতম্য থাকবে। একজন স্বচ্ছমনা কাফের, যে আল্লাহর সাথে শরীক করেছে, নবী রাসূলদের মিথ্যারোপ করেছে, মনের পূজারী ও শয়তানের অনুগত হয়েছে ঠিক; তবে কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেনি, চুরি করেনি; তার শাস্তি ঐ কাফেরের মতো হবে না যে কুফুরীর সাথে সাথে সীমালঙ্ঘন করেছে, মুমিনদের কষ্ট দিয়েছে, নবীদের হত্যা করেছে। এ কারণেই নবীজীর চাচা আবু তালিবের শাস্তি হবে অল্প। সেই অল্পের মাত্রা হলো, জাহান্নামে তাকে আগুনের দুটি পাদুকা পরিয়ে দেওয়া হবে, যার তাপে তার মস্তিষ্ক পর্যন্ত বিগলিত হয়ে যাবে।

জাহান্নামের সর্বনিম্ন শাস্তি

নবী করীম সা. জাহান্নামীদের শাস্তির বিবরণ দিতে গিয়ে সর্বনিম্ন শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা করেছেন,

قال ﷺ : إن أدنى أهل النار عذابا ينتعل بنعلين من نار يغلى دماغه من حرارة نعليه .

তিনি বলেন, "জাহান্নামের সর্বনিম্ন শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে আগুনের দুটি পাদুকা পরিয়ে দেওয়া হবে, যার তাপে তার মস্তিষ্ক পর্যন্ত বিগলিত হয়ে যাবে।" (মুসলিম৫৩৬)

وقال العباس بن عبد المطلب : يا رسول الله ، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه قد كان يحوطك ويغضب لغضبك. قال ﷺ : نعم ، هو في ضحضاح من نار ، ولولا ذلك لكان في الدرك الأسفل من النار

আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব রা. একদা নবীজীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আবু তালিবের কোনো উপকার করতে পেরেছেন? সেতো আপনাকে আশ্রয় দিত, আপনাকে রক্ষনাবেক্ষণ করত! তখন নবীজী বললেন, হ্যাঁ.. সে জাহান্নামের উপরিভাগে অবস্থান করছে, অন্যথায় তার স্থান জাহান্নামের সর্বনিম্ন গহ্বরে হতো।" (মুসলিম-৫৩১)



জিজ্ঞাসা,

আল্লাহর নিকট তো কাফেরদের কোনো আমলেরই মূল্য নেই, তবে কীরূপে তাদের আমল তাদের উপকার করতে পারে?

উত্তরঃ আল্লাহর নিকট আমল গৃহীত হওয়ার একমাত্র শর্ত হলো ইসলাম। আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَن يَبۡتَغِ غَيۡرَ ٱلۡإِسۡلَٰمِ دِينٗا فَلَن يُقۡبَلَ مِنۡهُ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٨٥﴾ آل عمران: ٨٥

"যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম তালাশ করে, কস্মিনকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত।" (সূরা আলে ইমরান-৮৫)

সুতরাং কাফেরদের আমল কখনই তাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করতে পারবে না। তবে শাস্তির মাত্রা হ্রাস করা হতে পারে। যেমনটি আবু তালিবের ক্ষেত্রে হয়েছে। কেননা সে মূর্তিপূজক ও মুশরিক হওয়া সত্ত্বেও নবীজীকে বিভিন্নক্ষেত্রে সহায়তা করার দরুন তার শাস্তি লাঘব করা হয়েছে। তবে কখনই সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। জাহান্নাম থেকে মুক্ত হতে পারবে না। আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّهُۥ مَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ ٱلۡجَنَّةَ وَمَأۡوَىٰهُ ٱلنَّارُۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنۡ أَنصَارٖ ٧٢﴾ المائدة: ٧٢

"নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। অত্যাচারীদের কোনো সাহায্যকারী নেই।" (সূরা মায়িদা-৭২)

জাহান্নামীদের পরিতাপ

পরকালের সুদীর্ঘ জীবনের তুলনায় ইহকালের দৃষ্টান্ত হলো, সমুদ্রের পানিতে কারো আঙুল ডুবিয়ে বের করা হলে আঙুলের অগ্রভাগে যতটুকু পানি অবশিষ্ট থাকে, সেই সামান্য পানি। জাহান্নামের শাস্তি প্রত্যক্ষ করার সাথে সাথে দুনিয়াতে ভোগ্য সকল বিলাসিতার কথা তারা ভুলে যাবে। কুফরীর দরুন তারা চরম অনুতাপ ও নিদারুণ পরিতাপ করতে থাকবে।

قال ﷺ : يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به ؟ فيقول نعم فيقول أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي

নবী করীম সা. বলেন, "কেয়ামতের দিন জাহান্নামের সর্বনিম্ন শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে আল্লাহ ডেকে বলবেন, দুনিয়াতে তোমার যা কিছু ছিল, তা পরিশোধ করে কি তুমি জাহান্নাম থেকে বের হতে চাও না? সে বলবে, হ্যাঁ..! আল্লাহ বলবেন, তুমি আদমের ঔরসে থাকাকালেই তোমার কাছে এর চেয়ে সামান্য বস্তু চেয়েছিলাম যে, আমার সাথে কাউকে শরীক করো না। কিন্তু তুমি তা না মেনে আমার সঙ্গে অংশীদার সাব্যস্ত করেছ!" (বুখারী-৬১৮৯)

ন্যায় বিচার,

সব কাফের আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করেছে,

তারপরও তাদের শাস্তিতে তারতম্য হবে।

জাহান্নামীদের পানিয়

আল্লাহ তা'লা জাহান্নামীদের পানিয়ের বিবরণ দিয়েছেন। সেটিও হবে তাদের জন্য একপ্রকার আযাব। কুরআনুল কারীমের একাধিক স্থানে এর বিবরণ উল্লেখ হয়েছে।



* পানিয়ের ধরণ কী হবে?
* কুরআনে সেগুলো উল্লেখের পেছনে কী প্রজ্ঞা?
* ইচ্ছাকৃতভাবেই কি তারা সেগুলো পান করবে?

ভূমিকা

জ্ঞানের দ্বারা মানুষের ঈমান বৃদ্ধি পায়। তার সত্যায়ন সুদৃঢ় হয়। আল্লাহ তা'লা আমাদের সামনে তার মনোনীত ধর্মের বিস্তারিত বিশ্লেষণ দিয়েছেন। বিমুখ ও মিথ্যুকদের পরিণতির ধরণ স্পষ্ট করেছেন। তন্মধ্যে তাদের পানিয়ের কথাও উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হলো,

(১) হামীম حميم

তা হলো জাহান্নামের আগুনের তাপে অতি-উষ্ণ ফুটন্ত পানি। পান করার সাথে পেটের নাড়িভুঁড়ি বিগলিত হয়ে যাবে। দেহের চামড়া খসে পড়বে। পাকস্থলী বেরিয়ে যাবে।

আল্লাহ বলেন,

﴿وَسُقُوا۟ مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمْ ۝١٥﴾ محمد: ١٥

“এবং যাদেরকে পান করতে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি অতঃপর তা তাদের নাড়িভুঁড়ি ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দেবে।” (সূরা মুহাম্মাদ-১৫)

(২) গাছছাক্ব غساق

তা হলো বরফের চেয়ে অতি শীতল পানিয়। অধিক ঠাণ্ডা হওয়ায় তা পানযোগ্য হবে না; বরং অপরাধীর জন্য তা শাস্তির উপকরণ হবে। আল্লাহ বলেন,

﴿هَـٰذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ ۝٥٧﴾ ص: ٥٧

“এটা উত্তপ্ত পানি ও অতি শীতল, অতঃপর তারা একে আস্বাদন করুক!” (সূরা ছাদ-৫৭)

(৩) ছাদীদ صديد

তা হলো অপরাধী ও কাফেরদের দেহনির্গত পচা ও দুর্গন্ধযুক্ত পানিয়। আল্লাহ বলেন,

﴿ مِّن وَرَآئِهِۦ جَهَنَّمُ وَيُسۡقَىٰ مِن مَّآءٖ صَدِيدٖ ١٦ يَتَجَرَّعُهُۥ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُۥ وَيَأۡتِيهِ ٱلۡمَوۡتُ مِن كُلِّ مَكَانٖ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٖۖ وَمِن وَرَآئِهِۦ عَذَابٌ غَلِيظٞ ١٧ ﴾ إبراهيم: ١٦ - ١٧

"তার পেছনে রয়েছে জাহান্নাম। তাতে পূঁজ মিশানো পানি পান করানো হবে। ঢোক গিলে তা পান করবে। এবং গলার ভেতরে প্রবেশ করাতে পারবে না। প্রতি দিক থেকে তার কাছে মৃত্যু আগমন করবে এবং সে মরবে না। তার পশ্চাতেও রয়েছে কঠোর আযাব।" (সূরা ইবরাহীম-১৬,১৭)

(৪) গলিত তাম্রসদৃশ পানিয় ماء كالمهل

سئل ابن عباس رضي الله عنه عن المهل فقال : غليظ كدردي الزيت

ইবনে আব্বাস রা. কে এর সংজ্ঞা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, "তৈলের নীচে জমাট গাড় বস্তুর ন্যায়"..

আল্লাহ তা'লা বলেন,

﴿ إِنَّآ أَعۡتَدۡنَا لِلظَّٰلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمۡ سُرَادِقُهَاۚ وَإِن يَسۡتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءٖ كَٱلۡمُهۡلِ يَشۡوِي ٱلۡوُجُوهَۚ بِئۡسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتۡ مُرۡتَفَقًا ٢٩ ﴾

الكهف: ٢٩

"… আমি জালেমদের জন্য অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছি, যার বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টন করে থাকবে। যদি তারা পানিয় প্রার্থনা করে, তবে পূঁজের ন্যায় পানিয় দেওয়া হবে যা তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে। কত নিকৃষ্ট পানিয় এবং খুবই মন্দ আশ্রয়।" (সূরা কাহফ-২৯)

ভিন্নপদ পানিয়

জাহান্নামীদের আরও কিছু পানিয়ের বিবরণ কুরআনে এসেছে। তন্মধ্যে.. আল্লাহ বলেন,

﴿هَٰذَا ۚ وَإِنَّ لِلطَّٰغِينَ لَشَرَّ مَـَٔابٍ ٥٥ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ
٥٦ هَٰذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ ٥٧ وَءَاخَرُ مِن شَكْلِهِۦٓ أَزْوَٰجٌ ٥٨

﴾ ص: ٥٥ - ٥٨

"এটাতো শুনলেন, এখন দুষ্টদের জন্যে রয়েছে নিকৃষ্ট ঠিকানা তথা জাহান্নাম। তারা সেখানে প্রবেশ করবে। অতএব, কত নিকৃষ্ট সেই আবাসস্থল। এটা উত্তপ্ত পানি ও পূঁজ; অতএব তারা একে আস্বাদন করুক। এ ধরনের আরও কিছু শাস্তি আছে।" (সূরা ছাদ ৫৫-৫৮)

ফুটন্ত পানি ও পুঁজ ছাড়াও ভিন্নপদের কিছু পানিয় রয়েছে, যেগুলো অতি পিপাসায় অপারগ হয়ে তারা পান করতে বাধ্য হবে।

পানে বাধ্যকরণ

অগ্নিবাসীরা এ সকল পানিয় বাধ্য হয়ে পান করবে এক ঢোক এক ঢোক করে। অতিশয় বিস্বাদ ও দুর্গন্ধের ফলে গলদগরণে কষ্ট হবে। পান করার সাথে সাথে পাকস্থলী বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে।

জিজ্ঞাসা,

উত্তপ্ত পানিয় পানের দরুন তারা কি মৃত্যুমুখে পতিত হবে না?

উত্তরঃ কৃতকর্ম গৃহীত হওয়ার একমাত্র পথ হলো ইসলাম। আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ٨٥﴾ آل عمران: ٨٥

“যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম তালাশ করে, কস্মিনকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত।” (সূরা আলে ইমরান-৮৫)

জাহান্নামে তারা বিভিন্নপ্রকার শাস্তির সম্মুখীন হবে। তবে কখনই তারা মৃত্যুবরণ করবে না। চিরস্থায়ী জাহান্নামের আগুনে নিমজ্জিত থাকবে। শাস্তির মাত্রা ও ধরণ প্রতিনিয়ত তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকবে।

মদ্যপ জাহান্নামে পূঁজ পান করবে

عن جابر : أن رجلا من جيشان وجيشان من اليمن قدم فسأل النبي ﷺ عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر فقال النبي ﷺ أو مسكر هو قال نعم قال رسول الله ﷺ كل مسكر حرام إن الله عهد إلي من شرب المسكر يسقيه من طينة الخبال قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار



ইয়েমেনের 'জিশান' থেকে আগমনকারী এক লোক তাদের অঞ্চলে পেয় ভূট্টা থেকে তৈরি 'মাযার' নামক একপ্রকার মদ সম্পর্কে নবীজীকে জিজ্ঞেস করলে তিনি প্রশ্ন করলেন, তা কি নেশাদায়ক? বলল, হ্যাঁ..! বললেন, প্রত্যেক নেশাদায়ক বস্তু নিষিদ্ধ। নেশা উদ্রেককর পানিয় পানকারীর জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুতি যে, অবশ্যই তিনি তাকে জাহান্নামে 'ত্বীনাতুল খাবাল' পান করাবেন। সবাই বলল, 'ত্বীনাতুল খাবাল' কী হে আল্লাহর রাসূল? বললেন, জাহান্নামীদের দেহনির্গত দুর্গন্ধযুক্ত পানিয়।" (মুসলিম-৫৩৩৫)

আল্লাহ আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে জান্নাতে চিরসুখে বসবাসের ব্যবস্থা করে দিন! জান্নাতের সুপেয় পানি, স্বচ্ছ দুধ ও সুমিষ্ট মধু ও পানি পান করার সৌভাগ্য দান করুন! আমীন!!..

মদ,
যে ব্যক্তি দুনিয়াতে তা পান করবে,
আখেরাতে তার জন্য 'ত্বীনাতুল খাবাল'..

জাহান্নামীদের খাদ্য

জাহান্নামবাসী পানিয়ের পাশাপাশি বিভিন্নরকম খাদ্যও আহার করবে।

* তবে কী সেই খাদ্য?
* কীভাবে খাবে?
* খাদ্যের নামগুলো কী?

ভূমিকা

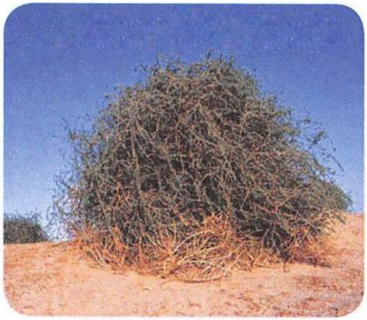
অপরাধীরা জাহান্নামে চিৎকার করতে থাকবে। স্বজোরে কাঁদতে থাকবে। আশ্রয় প্রার্থনা করবে। সেখানে তারা ক্ষুধার্ত হবে, তৃষ্ণার্ত হবে। ফলে তাদের ক্ষুধা নিবারণের জন্য এমনসব খাদ্য দেওয়া হবে, যার মাধ্যমে বস্তুত তাদের শাস্তির মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাবে।

(১) কাঁটাযুক্ত বস্তু

আল্লাহ বলেন,

﴿ لَّيۡسَ لَهُمۡ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٖ ۝٦ لَّا يُسۡمِنُ وَلَا يُغۡنِي مِن جُوعٖ ۝٧ ﴾

الغاشية: ٦ – ٧



"কণ্টক ঝাড় ব্যতীত তাদের জন্যে কোনো খাদ্য নেই।" (সূরা গাশিয়া-৬) তারা যখন খাদ্য প্রার্থনা করবে, তখন তাদেরকে এ কণ্টক ঝাড় দেওয়া হবে। যার মাধ্যমে তাদের ক্ষুধাও নিবারণ হবে না, তাদের কষ্টও দূর হবে না; বরং তা তাদের জন্য শাস্তি বৃদ্ধির উপকরণ হবে।

(২) জাহান্নামীদের পূঁজ

আল্লাহ বলেন,

﴿ فَلَيۡسَ لَهُ ٱلۡيَوۡمَ هَٰهُنَا حَمِيمٞ ۝٣٥ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنۡ غِسۡلِينٖ ۝٣٦ لَّا يَأۡكُلُهُۥٓ إِلَّا ٱلۡخَٰطِـُٔونَ ۝٣٧ ﴾ الحاقة: ٣٥ – ٣٧

"অতএব, আজকের দিন এখানে তার কোনো সুহৃদ নেই। এবং কোনো খাদ্য নেই ক্ষত-নিঃসৃত পূঁজ ব্যতীত। অপরাধী ব্যতীত কেউ এটা খাবে না।" (সূরা হাক্কা ৩৫-৩৭)

সুতরাং কেয়ামতের দিন কাফেররা কোনো বন্ধু পাবে না, প্রিয়জন খুঁজে পাবে না। কেউ তাদেরকে কঠিন শাস্তি হতে বাঁচাতে পারবে না। সেদিন সকলেই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। জাহান্নামে সেদিন তারা পচা রক্ত ও বিগলিত পুঁজ ব্যতীত আহারের কিছু পাবে না। দুনিয়াতে যেরকম তারা আল্লাহর নিষিদ্ধ বস্তু আস্বাদন করেছে, প্রতিদানস্বরূপ সেখানে তারা এসব নিকৃষ্ট খাদ্য আহার করবে।



আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّ لَدَيْنَآ أَنكَالًا وَجَحِيمًا ۝١٢ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ۝١٣ ﴾

المزمل: ١٢ – ١٣

"নিশ্চয় আমার কাছে আছে শিকল ও অগ্নিকুণ্ড। কাঁটাযুক্ত খাদ্য এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" (সূরা মুযযাম্মিল ১২-১৩)

(৩) যাক্কুম

তা হলো জাহান্নামের গহ্বর থেকে উদগত নিকৃষ্টতম বৃক্ষের ফল। যা বিস্বাদে ভরপুর এবং অতিদুর্গন্ধযুক্ত। অনিহাসত্ত্বেও অপরাধীরা তা ভক্ষণ করবে।

আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُّومِ ﴿٤٣﴾ طَعَامُ ٱلْأَثِيمِ ﴿٤٤﴾ كَٱلْمُهْلِ يَغْلِى فِى ٱلْبُطُونِ ﴿٤٥﴾ كَغَلْىِ ٱلْحَمِيمِ ﴿٤٦﴾ خُذُوهُ فَٱعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ صُبُّوا۟ فَوْقَ رَأْسِهِۦ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ ﴿٤٨﴾ ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ ﴿٤٩﴾ إِنَّ هَٰذَا مَا كُنتُم بِهِۦ تَمْتَرُونَ ﴿٥٠﴾ ﴾

الدخان: ٤٣ – ٥٠

"নিশ্চয় যাক্কুম বৃক্ষ পাপীর খাদ্য হবে; গলিত তাম্রের মতো পেটে ফুটতে থাকবে। যেরকম ফুটে পানি। একে ধর এবং টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যস্থলে, অতঃপর তার মাথার ওপর ফুটন্ত পানির আযাব ঢেলে দাও, স্বাদ গ্রহণ কর, তুমি তো সম্মানিত, সম্ভ্রান্ত। এ সম্পর্কে তোমরা সন্দেহে পতিত ছিলে।" (সূরা দুখান ৪৩-৫০)

দুনিয়াতে অপরাধীদেরকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে বলেন,

﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّآلُّونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ﴿٥١﴾ لَءَاكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ ﴿٥٢﴾ ﴾

الواقعة: ٥١ – ٥٢

"অতঃপর হে পথভ্রষ্ট, মিথ্যারোপকারীগণ! তোমরা অবশ্যই ভক্ষণ করবে যাক্কুম বৃক্ষ থেকে।" (সূরা ওয়াকিআ ৫১-৫২)

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّهَا شَجَرَةٞ تَخۡرُجُ فِيٓ أَصۡلِ ٱلۡجَحِيمِ ٦٤ طَلۡعُهَا كَأَنَّهُۥ رُءُوسُ
ٱلشَّيَٰطِينِ ٦٥ فَإِنَّهُمۡ لَأٓكِلُونَ مِنۡهَا فَمَالِـُٔونَ مِنۡهَا ٱلۡبُطُونَ ٦٦ ﴾

الصافات: ٦٤ - ٦٦

“এটি একটি বৃক্ষ, যা উদগত হয় জাহান্নামের মূলে। এর গুচ্ছ শয়তানের মস্তকের মতো। কাফেররা একে ভক্ষণ করবে এবং এর দ্বারা উদর পূর্ণ করবে।” (৬৪-৬৬)



প্রশ্ন,

মানুষ তো শয়তানের মস্তক দেখেনি, তবে কেন এর সাথে যাক্কুম বৃক্ষের উপমা?

উত্তরঃ মানুষ এতটুকু জানে যে, শয়তান অতি কুৎসিত। তাদের আকৃতি অতিশয় বিকৃত। শয়তানের সাথে তুলনা করে মানুষকে আল্লাহ সেই বৃক্ষের কদর্যতা সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন।

যাক্কুমের কদর্যতা

নবী করীম সা. যাক্কুমের কদর্যতা ও নিকৃষ্টতার বিবরণ এভাবে দিয়েছেন,

একদা তিনি নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করলেন,

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾ ﴾ آل عمران: ١٠٢

“হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিৎ ঠিক তেমন ভয় করতে থাক। এবং অবশ্যই মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।” (সূরা আলে ইমরান-১০২)

অতঃপর বললেন,

والذي نفسي بيده لو أن قطرة من الزقوم قطرت في بحار الأرض لفسدت

ঐ সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, যাক্কুমের এক ফোটা যদি পৃথিবীর কোনো সাগরে পতিত হতো, তবে সমুদ্রকুল বিনষ্ট হয়ে যেত।”

আল্লাহ তা‘লা আমাদের সকলকে জান্নাত দান করুন! জান্নাতের সুখ-শান্তি আমাদেরকে নসীব করুন! জাহান্নাম, তার শাস্তি এবং তার নিকৃষ্ট খাদ্য থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন! আমীন..!!

পরিস্থিতি,

জাহান্নামবাসী পানাহার করবে ঠিকই;

তবে কতইনা নিকৃষ্ট হবে তাদের পানাহার..!!

জাহান্নামীদের পোশাক ও শয্যা



অগ্নিবাসীও পানাহার করবে, পরিধেয় গ্রহণ করবে। তাদেরও শয্যা ও বস্ত্র থাকবে; তবে সবই হবে আগুনের, যা কেবল তাদের শাস্তিই বৃদ্ধি করবে।

* পোশাকের ধরণ কী?
* কীভাবে পরবে?
* তাদের বিছানা ও বস্ত্র কী?

ভূমিকা

আগুনের পরিধেয় ও সাজ-সজ্জা সম্পর্কে আল্লাহ তা'লাই সংবাদ দিয়েছেন,

﴿ ۞ هَٰذَانِ خَصۡمَانِ ٱخۡتَصَمُواْ فِي رَبِّهِمۡۖ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتۡ
لَهُمۡ ثِيَابٞ مِّن نَّارٖ يُصَبُّ مِن فَوۡقِ رُءُوسِهِمُ ٱلۡحَمِيمُ ١٩ ﴾ الحج: ١٩

"অতএব যারা কাফের, তাদের জন্যে আগুনের পোশাক তৈরি করা হয়েছে। তাদের মাথার ওপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেওয়া হবে।" (সূরা হজ্ব-১৯)

অগ্নিবস্ত্র পরিধান ও মাথায় ফুটন্ত পানি ঢালার ফলে তাদের মুখাবয়ব ও দেহ বিগলিত হয়ে যাবে।

বস্ত্রের পরিমাণে তারতম্য

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى حُجْزَتِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى تَرْقُوَتِهِ.

নবী করীম সা. বলেন, "অগ্নিবাসীদের কারো কারো পায়ের গোছা পর্যন্ত আগুন প্রজ্বলিত থাকবে। কারো হাঁটু পর্যন্ত, কারো কোমর পর্যন্ত। আবার কারো কারো চোয়াল পর্যন্ত থাকবে।" (মুসলিম-৭৩৪৮)

قال ﷺ : إن في أمتي أربع من أمر الجاهلية ليسوا بتاركيهن : الفخر في الأحساب ـ و الطعن في الأنساب ـ و الإستسقاء بالنجوم ـ و النياحة على الميت ـ فإن النائحة إذا لم تتب قبل أن تقوم فإنها تقوم يوم القيامة عليها سرابيل من قطران ثم يغلي عليهن دروع من لهب النار

নবী করীম সা. আরও বলেন, "মূর্খতাযুগের চারটি অভ্যাস আমার উম্মতের কেউ কেউ ত্যাগ করতে পারবে না- (১) বংশ

নিয়ে পরস্পর গর্ব, (২) বংশানুক্রমায় অপবাদ প্রদান, (৩) নক্ষত্রসমূহের কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা, (৪) মৃত ব্যক্তিকে নিয়ে আহাজারি। আহাজারিকারীরা যদি তাওবা না করে মারা যায়, তবে কেয়ামতের দিন তারা উত্তপ্ত আলকাতরার জামা পরে উঠবে। অতঃপর তাদেরকে অগ্নিদাহ্য লৌহ পোশাক পরিয়ে দেওয়া হবে।” (আল মুস্তাদরাক-১৪১৩)

শয্যা ও আবরণ

জাহান্নামীদের দেহের উপরে, নীচে ও সর্বত্রই থাকবে আগুন। আল্লাহ বলেন,

﴿لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٞ وَمِن فَوۡقِهِمۡ غَوَاشٖۚ وَكَذَٰلِكَ نَجۡزِي ٱلظَّٰلِمِينَ ٤١﴾

الأعراف: ٤١

“তাদের জন্যে নরকাগ্নি শয্যা রয়েছে এবং ওপর থেকে চাদর। আমি এমনিভাবে জালেমদেরকে শাস্তি প্রদান করব।” (সূরা আ’রাফ-৪১)

অন্যত্র বলেন,

﴿لَهُم مِّن فَوۡقِهِمۡ ظُلَلٞ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَحۡتِهِمۡ ظُلَلٞۚ﴾ الزمر: ١٦

“তাদের জন্যে ওপর দিক থেকে এবং নীচের দিক থেকে আগুনের মেঘমালা থাকবে।” (সূরা যুমার-১৬)

অগ্নিবাসীদের জন্য সবদিকেই বিশাল স্তুপাকৃতির অগ্নিকুণ্ড থাকবে।



প্রাসঙ্গিক

জাহান্নামীদের অবস্থা বিবরণে প্রজ্ঞা

কেয়ামতের দিন কাফের ও জাহান্নামীদের সার্বিক দুরবস্থার বিবরণ দিয়ে আমাদেরকে সতর্ক করছেন। যেন আমরা কুফর ও অন্যায় থেকে তাওবা করে বিরত হয়ে পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর আনুগত্যে প্রবেশ করি।

আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে সংশোধন হওয়ার তাওফিক দিন।

বাস্তবতা,
দুনিয়াতে মানুষের কৃতকর্মই..
আখেরাতে তার পরিণাম নির্ধারণ করে দেবে।

জাহান্নামবাসীর বিভৎস রূপ

তাদের আকৃতি এবং অবয়ব হবে কালো কুৎসিত। চেহারা হবে অতিশয় বিভৎস। অন্তর হবে যারপরনাই অনুতপ্ত। তাদের কৃতকর্ম হবে বিনষ্ট ও মূল্যহীন।

* তবে কীরূপ হবে তাদের আকৃতি?
* দৈহিক কোনো বিবর্তন ঘটবে কি?
* কী প্রজ্ঞা?

ভূমিকা

আল্লাহ ও তাঁর প্রেরিত রাসূলকে মিথ্যারোপ করা, আল্লাহর এবাদতে অংশীদার সাব্যস্ত করা এবং আল্লাহর কিতাবসমূহে অস্বীকার করার ফলে তারা কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হবে।

জাহান্নামে তাদের আকৃতি

অগ্নিবাসীরা জাহান্নামে বিরাট আকৃতিতে প্রবেশ করবে। তাদের দৈহিক বিশালতা সম্পর্কে আল্লাহ ব্যতীত কেউ জ্ঞাত নয়। ত্বক দগ্ধকরণ ও শাস্তির মাত্রাবৃদ্ধির লক্ষ্যে তাদের এ আকৃতি দেওয়া হবে।

قال ﷺ : ما بين منكبي الكافر مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع

নবী করীম সা. বলেন, "কাফেরের দুই স্কন্ধের মধ্যস্থল দ্রুতগামী আরোহীর তিনদিন ভ্রমণস্থলের সমপরিমাণ।" (বুখারী-৬১৮৫)



قال ﷺ : ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد وغلظ جلده مسيرة ثلاثة

নবী করীম সা. আরও বলেন, "জাহান্নামী কাফেরের দাঁত উহুদ পর্বত সদৃশ বিরাটকায় এবং তার চামড়ার পূরত্ব তিনদিন ভ্রমণস্থলের সমান।" (মুসলিম-৭৩৬৪)

وقال ﷺ : إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعا وإن ضرسه مثل أحد وإن مجلسه من جهنم كما بين مكة والمدينة

অন্যত্র নবী করীম সা. বলেন, "নিশ্চয় কাফেরের চামড়ার পূরত্ব বেয়াল্লিশ হাত, তার দাঁত উহুদ পাহাড় সদৃশ এবং জাহান্নামে তার উপবেশনস্থল মক্কা ও মদীনার মধ্যস্থল বরাবর।" (তিরমিযী-২৫৭৭)

বর্ণ

যন্ত্রণাদায়ক কঠিন আযাব ভোগের ফলে তাদের দেহগুলো কালো ও কুৎসিত হয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন,

﴿تَلۡفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمۡ فِيهَا كَٰلِحُونَ ۝١٠٤﴾ المؤمنون: ١٠٤

"আগুন তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে এবং তারা তাতে বীভৎস আকার ধারণ করবে।" (সূরা মুমিনুন-১০৪)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় নবী করীম সা. বলেন,

تشويه النار ، فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه ، وتسترخي شفته السفلى حتى تبلغ سرته

"তাদের মুখমণ্ডল এরকমভাবে দগ্ধ হবে যে, উপরের ঠোঁট আগুনের উত্তাপে মাথার মধ্যস্থলে চলে যাবে এবং নীচের ঠোঁট নাভী পর্যন্ত নেমে যাবে।" (আল মুস্তাদরাক-২৯৭১)

সুতরাং মুমিনমাত্রই এসকল ভয়ানক আযাব থেকে পরিত্রাণ পেতে সচেষ্ট হবে। একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর আনুগত্যে মনোনিবেশ করবে। কেননা, আল্লাহর শাস্তি অবশ্যম্ভাবী; যা কখনো প্রতিহত হবার নয়।

পরিতাপ,

শাস্তি ভোগ ও একে অন্যের দৈহিক বিবর্ণতা প্রত্যক্ষের ফলে তাদের অনুতাপ আরো বৃদ্ধি পাবে।

ভিন্নরকম শাস্তি

আল্লাহ তা'লা জাহান্নামীদের শাস্তি প্রদানের ধাপগুলো সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। জান্নাতের নেয়ামতসমূহের স্পষ্ট বিবরণ শুনিয়েছেন; যা আল্লাহ তা'লার চরম ন্যায়-নিষ্ঠার বহিঃপ্রকাশ। ফলে কাফেরদের আর অজুহাত দাঁড় করানোর সুযোগ থাকবে না।

তবে এটা ঠিক, আল্লাহর দয়া তাঁর ক্রোধের অগ্রগামী, তাঁর ক্ষমা তাঁর শাস্তির অগ্রগামী; কিন্তু তাঁর গ্রেফতার অত্যন্ত কঠিন এবং তাঁর শাস্তি বড়ই যন্ত্রণাদায়ক।

* জাহান্নামে শাস্তির কী সেই ধাপসমূহ?
* সবিস্তারে বর্ণনার পেছনে কী প্রজ্ঞা?
* এতদসত্ত্বেও অগ্নিবাসীর অবস্থা কী?

ভূমিকা

জাহান্নামে অপরাধীদের প্রজ্বলন দীর্ঘ ও কঠিন করতে সেখানে আল্লাহ বিভিন্ন রকম শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন। কুরআনুল কারীমে সেগুলো তিনি স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছেন,

বিশাল হাতুড়ি দিয়ে আঘাত

আল্লাহ বলেন,

﴿ فَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ

رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ ﴿١٩﴾ يُصْهَرُ بِهِۦ مَا فِى بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ ﴿٢٠﴾ وَلَهُم

مَّقَـٰمِعُ مِنْ حَدِيدٍ ﴿٢١﴾ ﴾ الحج: ١٩ - ٢١

"অতএব যারা কাফের, তাদের জন্যে আগুনের পোশাক তৈরি করা হয়েছে। তাদের মাথার ওপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেওয়া হবে। ফলে তাদের পেটে যা আছে, তা এবং চর্ম গলে বের হয়ে যাবে। তাদের জন্যে আছে লোহার হাতুড়ি।" (সূরা হজ্ব ১৯-২১)



প্রতীকী চিত্র
জাহান্নামের হাতুড়ি হবে আরও বিশাল

সুতরাং জাহান্নামে কাফেরদেরকে চাবুক এবং লোহার গরম ও ভারী হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে তাদের দেহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করা হবে। পুনরায় দেহ গঠন করে আবার একইভাবে আঘাত করে তাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করা হবে। এভাবেই চলতে থাকবে তার শাস্তি।

দগ্ধ হওয়ার পর নতুন চামড়া পুনস্থাপন

আগুনে দগ্ধ হবার ফলে অগ্নিবাসীর দেহের চামড়া পুড়ে যাবে। চামড়া ব্যথা অনুভবের অন্যতম অঙ্গ। তাই পুনর্দগ্ধ করতে তদস্থলে নতুন চামড়া পুনস্থাপন করা হবে।

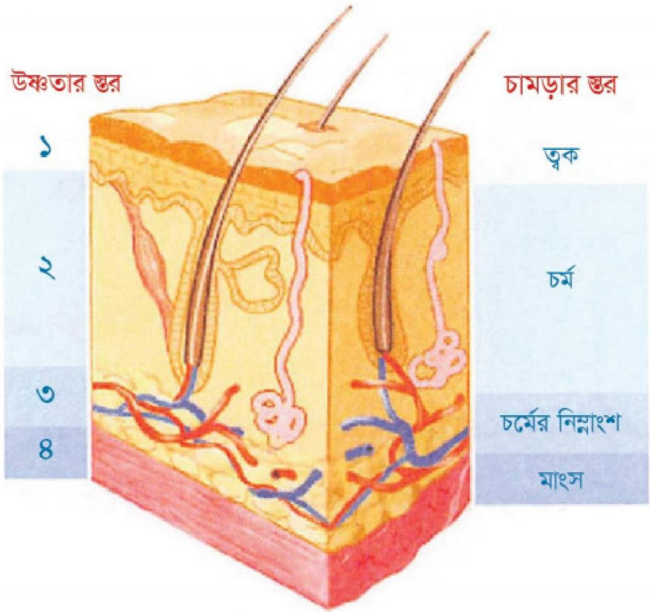
আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِـَٔايَٰتِنَا سَوۡفَ نُصۡلِيهِمۡ نَارٗا كُلَّمَا نَضِجَتۡ جُلُودُهُم بَدَّلۡنَٰهُمۡ جُلُودًا غَيۡرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلۡعَذَابَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمٗا ٥٦ ﴾

النساء: ٥٦

“এতে সন্দেহ নেই যে, আমার নিদর্শনসমূহের প্রতি যেসব লোক অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করবে, আমি তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করব। তাদের চামড়াগুলো যখন জ্বলে-পুড়ে যাবে, তখন আবার তা পাল্টে দেব অন্য চামড়া দিয়ে, যাতে তারা আযাব আস্বাদন করতে থাকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।” (সূরা নিসা-৫৬)

উপরোক্ত আয়াতটি চিকিৎসা বিজ্ঞানে আল-কুরআনের বিস্ময়কর এক বৈশিষ্ট্যরূপে সুপ্রসিদ্ধ হয়েছে। গবেষণায় জানা গেছে, দেহের উপরিভাগ হওয়ায় চামড়াই ব্যথা-যন্ত্রণা অনুভবের একমাত্র অঙ্গ। চামড়া যদি তিন ডিগ্রির উপরে দগ্ধতার শিকার হয়, তবে তা অনুভূতি শক্তি হারিয়ে ফেলে। ফলে শাস্তি অব্যাহত থাকা দগ্ধ চামড়ায় কোনো প্রভাব ফেলে না। এ কারণেই ব্যথার অনুভূতি অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে আল-কুরআনে নতুন চামড়া পুনস্থাপনের কথা বলা হয়েছে।



শিকল পরিয়ে টেনে হেঁচড়ে নেয়া হবে

আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّ لَدَيْنَآ أَنكَالًا وَجَحِيمًا ﴿١٢﴾ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٣﴾ ﴾

المزمل: ١٢ - ١٣

"নিশ্চয় আমার কাছে আছে শিকল ও অগ্নিকুণ্ড। গলগ্রহ হয়ে যায় এমন খাদ্য এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" (সূরা মুযযাম্মিল ১২,১৩)

অন্য আয়াতে বলেন,

﴿ إِذِ ٱلْأَغْلَٰلُ فِىٓ أَعْنَٰقِهِمْ وَٱلسَّلَٰسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿٧١﴾ فِى ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِى ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿٧٢﴾ ﴾ غافر: ٧١ - ٧٢

"যখন বেড়ি ও শৃঙ্খল তাদের গলদেশে পড়বে। তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে ফুটন্ত পানিতে, অতঃপর তাদেরকে আগুনে জ্বালানো হবে।" (সূরা গাফির-৭১,৭২)

অপর আয়াতে,

﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِى ضَلَٰلٍ وَسُعُرٍ ﴿٤٧﴾ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِى ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا۟ مَسَّ سَقَرَ ﴿٤٨﴾ ﴾ القمر: ٤٧ - ٤٨

"নিশ্চয় অপরাধীরা পথভ্রষ্ট ও বিকারগ্রস্ত। যেদিন তাদেরকে মুখ হেঁচড়ে টেনে নেয়া হবে জাহান্নামে, বলা হবে- অগ্নির খাদ্য আস্বাদন কর।" (সূরা ক্বামার-৪৭,৪৮)

উপুড় করে হেঁচড়ে নেয়া হবে

আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِى ضَلَٰلٍ وَسُعُرٍ ﴿٤٧﴾ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِى ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا۟ مَسَّ سَقَرَ ﴿٤٨﴾﴾ القمر: ٤٧ - ٤٨

"নিশ্চয় অপরাধীরা পথভ্রষ্ট ও বিকারগ্রস্ত। যেদিন তাদেরকে মুখ হেঁচড়ে টেনে নেয়া হবে জাহান্নামে, বলা হবে- অগ্নির খাদ্য আস্বাদন কর।" (সূরা ক্বামার-৪৭,৪৮)

এসময় তাদের হাত-পা বাঁধা থাকবে, যা তাদের যন্ত্রণাকে আরো বাড়িয়ে দেবে।

আল্লাহ বলেন,

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَٰدِلُونَ فِىٓ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ أَنَّىٰ يُصْرَفُونَ ﴿٦٩﴾ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِٱلْكِتَٰبِ وَبِمَآ أَرْسَلْنَا بِهِۦ رُسُلَنَا ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٧٠﴾ إِذِ ٱلْأَغْلَٰلُ فِىٓ أَعْنَٰقِهِمْ وَٱلسَّلَٰسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿٧١﴾ فِى ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِى ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿٧٢﴾﴾ غافر: ٦٩ - ٧٢

"আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা আল্লাহর আয়াত সম্পর্কে বিতর্ক করে, তারা কোথায় ফিরছে? যারা কিতাবের প্রতি এবং যে বিষয় দিয়ে আমি রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছি, সে বিষয়ের প্রতি মিথ্যারোপ করে। অতএব, সত্বরই তারা জানতে পারবে।

যখন বেড়ি ও শৃঙ্খল তাদের গলদেশে পড়বে। তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে ফুটন্ত পানিতে অতঃপর তাদেরকে আগুনে জ্বালানো হবে।" (সূরা গাফির ৬৯-৭২)

ফুটন্ত পানি দিয়ে বিগলিতকরণ

অপরাধীদের শরীরে ফুটন্ত পানি ঢেলে দেওয়া হবে, ফলে তাদের নাড়িভুঁড়ি ও পাকস্থলী গলে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন,

﴿فَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ ﴿١٩﴾ يُصْهَرُ بِهِۦ مَا فِى بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ ﴿٢٠﴾﴾ الحج: ١٩ – ٢٠

"অতএব যারা কাফের, তাদের জন্যে আগুনের পোশাক তৈরি করা হয়েছে। তাদের মাথার ওপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেওয়া হবে। ফলে তাদের পেটে যা আছে, তা এবং চর্ম গলে বের হয়ে যাবে।" (সূরা হজ্ব-১৯,২০)

মুখবয়ব দগ্ধকরণ

চেহারা মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ। আর তাই নবী করীম সা. কারো চেহারায় আঘাত করতে নিষেধ করেছেন। জাহান্নামে অপরাধীদের চেহারাসমূহ আগুনে দগ্ধ করা হবে। আল্লাহ বলেন,


প্রতীকী চিত্র

﴿تَلۡفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمۡ فِيهَا كَٰلِحُونَ ١٠٤﴾ المؤمنون: ١٠٤

"আগুন তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে এবং তারা তাতে বীভৎস আকার ধারণ করবে।" (সূরা মুমিনুন-১০৪)

অন্য আয়াতে বলেন,

﴿وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَكُبَّتۡ وُجُوهُهُمۡ فِي ٱلنَّارِ هَلۡ تُجۡزَوۡنَ إِلَّا مَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ٩٠﴾ النمل: ٩٠

"এবং যে মন্দ কাজ নিয়ে আসবে, তাকে অগ্নিতে অধঃমুখে নিক্ষেপ করা হবে। তোমরা যা করছিলে, তারই প্রতিফলন তোমরা পাবে।" (সূরা নামল-৯০)

অন্যত্র বলেন,

﴿سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٖ وَتَغۡشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ٥٠﴾ إبراهيم: ٥٠

"তাদের জামা হবে দাহ্য আলকাতরার এবং তাদের মুখমণ্ডলকে আগুন আচ্ছন্ন করে ফেলবে।" (সূরা ইবরাহীম-৫০)

আল্লাহ বলেন,

﴿أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجۡهِهِۦ سُوٓءَ ٱلۡعَذَابِ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۚ وَقِيلَ لِلظَّٰلِمِينَ ذُوقُواْ مَا كُنتُمۡ تَكۡسِبُونَ ٢٤﴾ الزمر: ٢٤

“যে ব্যক্তি কেয়ামতের দিন তার মুখ দ্বারা অশুভ আযাব ঠেকাবে এবং এরূপ জালেমদেরকে বলা হবে, তোমরা যা করতে তার স্বাদ আস্বাদন কর! সে কি তার সমান, যে এরূপ নয়?” (সূরা যুমার-২৪)

ওপরন্তু কেয়ামতের ময়দানে তাদেরকে অন্ধ, বধির ও মূক করে উঠানো হবে। আল্লাহ বলেন,

﴿ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا ۖ مَّأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَـٰهُمْ سَعِيرًا ﴿٩٧﴾ ﴾ الإسراء: ٩٧

“আমি কেয়ামতের দিন তাদের সমবেত করব তাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায়, অন্ধ অবস্থায়, মুক অবস্থায় এবং বধির অবস্থায়। তাদের আবাসস্থল হবে জাহান্নাম। যখনই নির্বাপিত হওয়ার উপক্রম হবে আমি তখন তাদের জন্যে অগ্নি আরও বৃদ্ধি করে দেব।” (সূরা ইসরা-৯৭)

জাহান্নামের শৃঙ্গে উঠতে বাধ্য করা হবে

এটাও হবে একপ্রকার অগ্নি-শাস্তি। আল্লাহ বলেন,

﴿ سَأُرْهِقُهُۥ صَعُودًا ﴿١٧﴾ ﴾ المدثر: ١٧

“আমি সত্ত্বরই তাকে শাস্তির পাহাড়ে আরোহণ করাব।” (সূরা মুদ্দাছছির-১৭)

চেহারা কালো ও কুৎসিত করে দেওয়া হবে

পরকালে অগ্নিবাসীর চেহারাগুলো কালো কুৎসিত করে দেওয়া হবে। আল্লাহ বলেন,

﴿ يَوۡمَ تَبۡيَضُّ وُجُوهٞ وَتَسۡوَدُّ وُجُوهٞۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسۡوَدَّتۡ وُجُوهُهُمۡ أَكَفَرۡتُم بَعۡدَ إِيمَٰنِكُمۡ فَذُوقُواْ ٱلۡعَذَابَ بِمَا كُنتُمۡ تَكۡفُرُونَ ١٠٦ ﴾ آل عمران: ١٠٦

"সেদিন কোনো কোনো মুখ উজ্জ্বল হবে, আর কোনো কোনো মুখ হবে কালো। বস্তুতঃ যাদের মুখ কালো হবে, তাদের বলা হবে, তোমরা কি ঈমান আনার পর কাফের হয়ে গিয়েছিলে? এবার সে কুফরীর বিনিময়ে আযাবের স্বাদ গ্রহণ কর।" (সূরা আলে ইমরান-১০৬)

সেই বীভৎস ও কুৎসিত চেহারা দেখে মনে হবে, তাদের চেহারায় যেন রাত্রির ঘন অন্ধকার নেমে এসেছে। আল্লাহ বলেন,

﴿ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّـَٔاتِ جَزَآءُ سَيِّئَةِۭ بِمِثۡلِهَا وَتَرۡهَقُهُمۡ ذِلَّةٞۖ مَّا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنۡ عَاصِمٖۖ كَأَنَّمَآ أُغۡشِيَتۡ وُجُوهُهُمۡ قِطَعٗا مِّنَ ٱلَّيۡلِ مُظۡلِمًاۚ أُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧ ﴾ يونس: ٢٧

"আর যারা সঞ্চয় করেছে অকল্যাণ অসৎ কর্মের বদলায় সে পরিমাণ অপমান তাদের চেহারাকে আবৃত করে ফেলবে। কেউ নেই তাদেরকে বাঁচাতে পারে আল্লাহর হাত থেকে। তাদের

মুখমণ্ডল যেন ঢেকে দেওয়া হয়েছে আঁধার রাতের টুকরো দিয়ে। এরা হলো জাহান্নামবাসী। এরা এতেই থাকবে অনন্তকাল।” (সূরা ইউনুস-২৭)

আগুন কাফেরদের বেষ্টন করে রাখবে

সামনে-পেছনে উপরে-নীচে সবদিক থেকেই আগুন তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে। আল্লাহ বলেন,

﴿يَوۡمَ يَغۡشَىٰهُمُ ٱلۡعَذَابُ مِن فَوۡقِهِمۡ وَمِن تَحۡتِ أَرۡجُلِهِمۡ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ٥٥﴾ العنكبوت: ٥٥

“যেদিন আযাব তাদেরকে ঘেরাও করবে মাথার ওপর থেকে এবং পায়ের নীচ থেকে। আল্লাহ বলবেন, তোমরা যা করতে, তার স্বাদ গ্রহণ কর।” (সূরা আনকাবুত-৫৫)

অন্যত্র বলেন,

﴿لَهُم مِّن فَوۡقِهِمۡ ظُلَلٞ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَحۡتِهِمۡ ظُلَلٞۚ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِۦ عِبَادَهُۥۚ يَٰعِبَادِ فَٱتَّقُونِ ١٦﴾ الزمر: ١٦

“তাদের জন্যে ওপর দিক থেকে এবং নীচের দিক থেকে আগুনের মেঘমালা থাকবে। এ শাস্তি দ্বারা আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে সতর্ক করছেন যে, হে আমার বান্দাগণ, আমাকে ভয় কর!” (সূরা যুমার-১৬)

আরও বলেন,

﴿ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌۢ بِٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٥٤﴾ ﴾

العنكبوت: ٥٤

"তারা আপনাকে আযাব ত্বরান্বিত করতে বলে; অথচ জাহান্নাম কাফেরদেরকে ঘেরাও করছে।" (সূরা আনকাবুত-৫৪)

আগুনের প্রাচীর

জাহান্নামে আগুনের প্রাচীর কাফেরদেরকে অবরোধ করে রাখবে, ফলে তারা সেখান থেকে কখনই বের হতে পারবে না। আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلظَّٰلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَاۚ وَإِن يَسْتَغِيثُوا۟ يُغَاثُوا۟ بِمَآءٍ كَٱلْمُهْلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوهَۚ بِئْسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٢٩﴾ ﴾

الكهف: ٢٩

"আমি জালেমদের জন্যে অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছি, যার বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টন করে থাকবে। যদি তারা পানিয় প্রার্থনা করে, তবে পুঁজের ন্যায় পানিয় দেওয়া হবে যা তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে। কত নিকৃষ্ট পানিয় এবং খুবই মন্দ আশ্রয়।" (সূরা কাহফ-২৯)

হৃদয় জ্বালিয়ে দেবে

জাহান্নামে অপরাধীদের দেহ বিশালকায় হবে, এতদসত্ত্বেও আগুন তাদের অন্তরীক্ষে গিয়ে পৌঁছুবে। আল্লাহ বলেন,

﴿كَلَّا ۖ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۝٤ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ۝٥ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ۝٦ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ ۝٧﴾ الهمزة: ٤ - ٧

"কখনও না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে পিষ্টকারীর মধ্যে। আপনি কি জানেন, পিষ্টকারী কী? এটা আল্লাহর প্রজ্বলিত অগ্নি, যা হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছুবে।" (সূরা হুমাযা ৪-৭)

পুড়তে পুড়তে যখন অন্তর পর্যন্ত পৌঁছুবে, তখন তার দেহ পুনর্গঠন করে দেওয়া হবে।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

﴿سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ۝٢٦ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ ۝٢٧ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ۝٢٨ لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ ۝٢٩﴾ المدثر: ٢٦ - ٢٩

"আমি তাকে দাখিল করব অগ্নিতে। আপনি কি বুঝলেন অগ্নি কী? এটা অক্ষত রাখবে না এবং ছাড়বেও না। মানুষকে দগ্ধ করবে।" (সূরা মুদ্দাছছির ২৬-২৯)

এখানে 'অক্ষত রাখবে না' অর্থ, হাড়, মাংস ও মস্তিষ্ক সবকিছুই আগুন দগ্ধ করে ফেলবে।

নবী করীম সা. থেকে বর্ণিত একটি হাদিসেও উপরোক্ত বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِى يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِى بَطْنِهِ فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ شَرِبَ سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا.

তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি ছুরিকাঘাতে আত্মহত্যা করল, জাহান্নামে সে অনন্ত-অসীমকাল তার পেটে ছুরিকাঘাত করতে থাকবে। যে বিষপানে আত্মহত্যা করল, জাহান্নামে সে অনন্ত-অসীমকাল বিষপান করে মৃত্যুর যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকবে। যে পর্বত-চূড়া থেকে পড়ে আত্মহত্যা করল, জাহান্নামে সে অনন্ত-অসীমকাল আগুনে নিপতিত হতে থাকবে।" (মুসলিম-৩১৩)

লজ্জা ও পরিতাপ

পরকালে কাফেররা যখন অগ্নি প্রত্যক্ষ করবে, তখন তারা নিদারুণ লজ্জিত ও চরম অনুতপ্ত হবে। কিন্তু সেখানে তাদের পরিতাপ কোনোই কাজে আসবে না। আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَوۡ أَنَّ لِكُلِّ نَفۡسٖ ظَلَمَتۡ مَا فِي ٱلۡأَرۡضِ لَٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُاْ ٱلۡعَذَابَۖ وَقُضِيَ بَيۡنَهُم بِٱلۡقِسۡطِ وَهُمۡ لَا يُظۡلَمُونَ ٥٤﴾

يونس: ٥٤

“বস্তুতঃ যদি প্রত্যেক অপরাধী যখন আযাব দেখবে, তখন তার কাছে যদি এত পরিমাণ থাকে যা আছে সমগ্র জমিনের মাঝে, তবে অবশ্যই সেগুলো নিজের মুক্তির বিনিময়ে দিতে চাইবে আর গোপনে গোপনে অনুতাপ করবে। বস্তুতঃ তাদের জন্য সিদ্ধান্ত হবে ন্যায়সঙ্গত এবং তাদের ওপর জুলুম হবে না।” (সূরা ইউনুস-৫৪)



قال ﷺ : يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول : نعم ، فيقال : قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك .

নবী করীম সা. বলেন, “কেয়ামতের দিন কাফেরকে সামনে এনে বলা হবে, তোমার যদি জমিন-ভর স্বর্ণ ভাণ্ডার থাকত, তুমি কি আজ সেগুলো তোমার মুক্তিপণ হিসেবে দিতে চাইতে? সে বলবে, হ্যাঁ..! তাকে বলা হবে, আমি তো দুনিয়াতে তোমার কাছে এর চেয়েও ক্ষুদ্র ও সামান্য বস্তু চেয়েছিলাম..” (বুখারী-৬১৭৩) অর্থাৎ দুনিয়াতে আল্লাহ তোমার কাছে ঈমান ও আল্লাহর একত্ববাদের সত্যায়ন চেয়েছিলেন। একনিষ্ঠভাবে তাঁরই এবাদত

কামনা করেছিলেন; যা তোমার জন্য অতি সামান্য ও অনেক সহজ ছিল, আর তুমি তা না করে মিথ্যারোপ করেছ ও বিমুখ থেকেছ। সুতরাং তোমার কোনো মুক্তিপণই আজ গৃহীত হবে না।

আগুনে নাড়িভুঁড়ি ছিড়ে পড়বে

আত্মপ্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সৎকাজের আদেশকারী অসদুদ্দেশ্যবান লোকদের ক্ষেত্রে এরূপ শাস্তি প্রযোজ্য হবে। নিজের খোদাভীরুতা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সে লোকদের মাঝে সৎকথা বলে বেড়াত, কিন্তু গোপনে সে নিজেই অসৎকাজে লিপ্ত হতো।

قال ﷺ : يُؤْتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بَطْنِهِ فَيَدُورُ بِهَا كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِالرَّحَى فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ فَيَقُولُونَ يَا فُلاَنُ مَا لَكَ أَلَمْ تَكُنْ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ فَيَقُولُ بَلَى قَدْ كُنْتُ آمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلاَ آتِيهِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ.

নবী করীম সা. বলেন, “কেয়ামতের দিন ব্যক্তিকে এনে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, অতঃপর তার পেটের নাড়িভুঁড়ি ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, গাঁধা যেমন চাকার পেছনে ঘুরতে থাকে, সেও এগুলোর পেছনে ঘুরতে থাকবে। অগ্নিবাসী তার কাছে সমবেত হয়ে বলবে, হে অমুক, তুমি কি সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করতে না? সে বলবে, হ্যাঁ.. করতাম। তবে অপরকে সৎকাজের আদেশ করে আমি তা পালন করতাম

না এবং অন্যকে নিষেধ করে নিজে তাতে লিপ্ত হতাম।” (মুসলিম-৭৬৭৪)

قال ﷺ : رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار ، كان أول من سيب السوائب

নবী করীম সা. বলেন, “আমি আমর বিন আমের খুযায়ীকে আগুনে তার নাড়িভুঁড়ি ছিড়ে ফেলতে দেখেছি। দুনিয়াতে সে সর্বপ্রথম জন্তু ছেড়েছিল।” (বুখারী-৪৩৪৭)

অর্থাৎ সে মূর্তির নামে পশু ছেড়ে দিত, কেউ সেগুলো ব্যবহার ও তাতে আরোহণ করতে পারত না। আমর বিন লুহাই সে-ই সর্বপ্রথম এ কুসংস্কার চালু করে এবং মানুষ পরবর্তীতে তা অনুসরণ করতে শুরু করে। কঠিন আযাবের ফলে তার নাড়িভুঁড়ি ছিড়ে পড়বে এবং সে তার চারপাশে প্রদক্ষিণ করতে থাকবে।

জাহান্নামে উপাস্যও উপাসনাকারীর সঙ্গী হবে

কাফের ও মুশরেকরা তাদের পূজ্য মূর্তি ও উপাস্যগুলোকে মহান মনে করত। তাদের নামে পশু বলি দিত। তাদের খুশি করতে জান-মাল ব্যয় করত। মনে করত, তারা উপকার ও অপকারের প্রভূ। কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা‘লা তাদের সাথে তাদের উপাস্যদেরকেও জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। তারা তো নিজেরাই মুক্ত হতে পারবে না, তবে অন্যদের কী করে মুক্ত করবে?

আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَٰرِدُونَ ﴿٩٨﴾ لَوْ كَانَ هَٰٓؤُلَآءِ ءَالِهَةً مَّا وَرَدُوهَا ۖ وَكُلٌّ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٩٩﴾ ﴾ الأنبياء: ٩٨ - ٩٩

"তোমরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের পুজা কর, সেগুলো জাহান্নামের ইন্ধন। তোমরাই তাতে প্রবেশ করবে। এই মূর্তিরা যদি উপাস্য হতো, তবে জাহান্নামে প্রবেশ করত না। প্রত্যেকেই তাতে চিরস্থায়ী হয়ে পড়ে থাকবে।" (সূরা আম্বিয়া ৯৮-৯৯)



চিৎকার ও আর্তনাদ

জাহান্নাম থেকে বের হওয়ার আশায় তারা সেখানে চিৎকার করতে থাকবে। আল্লাহ বলেন,

﴿ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَٰلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِى كُنَّا نَعْمَلُ ۚ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ ۖ فَذُوقُوا۟ فَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴿٣٧﴾ ﴾ فاطر: ٣٧

"সেখানে তারা আর্ত-চিৎকার করে বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, বের করুন আমাদেরকে, আমরা সৎকাজ করব, পূর্বে যা করতাম, তা করব না। (আল্লাহ বলবেন) আমি কি তোমাদেরকে এতটা বয়স দেইনি, যাতে যা চিন্তা করার বিষয় চিন্তা করতে পারতে? ওপরন্তু তোমাদের কাছে সতর্ককারীও আগমন করেছিল। অতএব আস্বাদন কর। জালেমদের জন্যে কোনো সাহায্যকারী নেই।" (সূরা ফাতির-৩৭)

হায় নিয়তি! কোথায় মূর্তির সামনে তোমাদের সেই ক্রন্দন ও মিনতি?! রাসূলদের মিথ্যাচারণ কী উপকার করেছে তোমাদের?!

পাপের স্বীকারোক্তি

শাস্তি প্রত্যক্ষ করে তারা তাদের ভ্রষ্টতা ও কুফুরী স্বীকার করে নেবে। আল্লাহ বলেন,

﴿ وَقَالُوا۟ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِىٓ أَصْحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ ﴿١٠﴾ فَٱعْتَرَفُوا۟ بِذَنۢبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ ﴿١١﴾ ﴾ الملك: ١٠ – ١١

"তারা আরও বলবে, যদি আমরা শুনতাম অথবা বুদ্ধি খাটাতাম, তবে আমরা জাহান্নামবাসীদের মধ্যে থাকতাম না। অতঃপর তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে। জাহান্নামীরা দূর হোক!" (সূরা মুলক ১০-১১)

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

﴿ قَالُواْ رَبَّنَا غَلَبَتۡ عَلَيۡنَا شِقۡوَتُنَا وَكُنَّا قَوۡمٗا ضَآلِّينَ ١٠٦ رَبَّنَآ أَخۡرِجۡنَا مِنۡهَا فَإِنۡ عُدۡنَا فَإِنَّا ظَٰلِمُونَ ١٠٧ ﴾ المؤمنون: ١٠٦ - ١٠٧

"তারা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা দুর্ভাগ্যের হাতে পরাভূত ছিলাম এবং আমরা ছিলাম বিভ্রান্ত জাতি। হে আমাদের পালনকর্তা, এ থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করুন; আমরা যদি পুনরায় তা করি, তবে আমরা গোনাহগার হব।" (সূরা মুমিনুন ১০৬-১০৭)

সেদিন তাদের কোনো মিনতিই কবুল হবে না, বরং বলা হবে,

﴿ قَالَ ٱخۡسَـُٔواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ١٠٨ ﴾ المؤمنون: ١٠٨

"তোমরা ধিকৃত অবস্থায় এখানেই পড়ে থাক এবং আমার সাথে কোনো কথা বলো না।" (সূরা মুমিনুন-১০৮)

জাহান্নামের প্রহরীদের কাছে তাদের দয়াভিক্ষা

আল্লাহর কাছে দয়াপ্রার্থনা করে যখন তারা নিরাশ হয়ে যাবে, তখন জাহান্নামের প্রহরীদের কাছে তারা দয়াভিক্ষা চাইবে। শাস্তি লাঘব করতে আল্লাহর কাছে তাদের সুপারিশ কামনা করবে। আল্লাহ বলেন,


প্রতীকী চিত্র

﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُوا۟ رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ ۝٤٩ قَالُوٓا۟ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ ۖ قَالُوا۟ بَلَىٰ ۚ قَالُوا۟ فَٱدْعُوا۟ ۗ وَمَا دُعَٰٓؤُا۟ ٱلْكَٰفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَٰلٍ ۝٥٠﴾ غافر: ٤٩ – ٥٠

"যারা জাহান্নামে আছে, তারা জাহান্নামের রক্ষীদেরকে বলবে, তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে বল, তিনি যেন আমাদের থেকে একদিনের আযাব লাঘব করে দেন। রক্ষীরা বলবে, তোমাদের কাছে কি সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ তোমাদের রাসূল আসেননি? তারা বলবে, হ্যাঁ..! রক্ষীরা বলবে, তবে তোমরাই দোয়া কর। বস্তুতঃ কাফেরদের দোয়া নিস্ফলই হয়।" (সূরা গাফির ৪৯-৫০)

মৃত্যু কামনা

শত আকুতির পরও যখন শাস্তি লাঘব হবে না, তখন তারা নিস্কৃতির উদ্দেশ্যে মৃত্যুকামনা করবে। আল্লাহ বলেন,

﴿وَنَادَوْا۟ يَٰمَٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ۖ قَالَ إِنَّكُم مَّٰكِثُونَ ﴿٧٧﴾﴾ الزخرف: ٧٧

"তারা ডেকে বলবে, হে মালেক, পালনকর্তা আমাদের কিসসাই শেষ করে দিন। সে বলবে, নিশ্চয় তোমরা চিরকাল থাকবে।" (সূরা যুখরুফ-৭৭)

তাদের বলা হবে,

﴿ٱصْلَوْهَا فَٱصْبِرُوٓا۟ أَوْ لَا تَصْبِرُوا۟ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ ۖ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾﴾ الطور: ١٦

"এতে প্রবেশ কর অতঃপর তোমরা সবর কর অথবা না কর, উভয়ই তোমাদের জন্য সমান। তোমরা যা করতে তোমাদেরকে কেবল তারই প্রতিফল দেওয়া হবে।" (সূরা তুর-১৬)

অতি সংকীর্ণ স্থলে নিক্ষিপ্ত হবে, নড়াচড়ার সুযোগ থাকবে না

জাহান্নাম সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

﴿ إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍۭ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ۝١٢ وَإِذَآ أُلْقُواْ
مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوْاْ هُنَالِكَ ثُبُورًا ۝١٣ لَّا تَدْعُواْ ٱلْيَوْمَ ثُبُورًا
وَٰحِدًا وَٱدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ۝١٤ ﴾ الفرقان: ١٢ - ١٤

"অগ্নি যখন দূর থেকে তাদেরকে দেখবে, তখন তারা শুনতে পাবে তার গর্জন ও হুঙ্কার। যখন এক শিকলে কয়েকজনকে বাঁধা অবস্থায় জাহান্নামের কোনো সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে, তখন সেখানে তারা মৃত্যু ডাকবে। বলা হবে, আজ তোমরা এক মৃত্যুকে ডেকো না অনেক মৃত্যুকে ডাক।" (সূরা ফুরকান ১২-১৪)

মিনতি ও ক্রন্দন

আল্লাহ বলেন,

﴿ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ۝١٠٦ ﴾ هود: ١٠٦

"সেখানে তারা আর্তনাদ ও চীৎকার করতে থাকবে।" (সূরা হূদ-১০৬)

উপদেশ,

জাহান্নাম থেকে বাঁচো.. খেজুরের একটি অংশ দান করে হলেও!..

জান্নাত ও জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী নারী

একাধিক হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যে, জান্নাতে পুরুষদের চেয়ে নারীদের সংখ্যা বেশি হবে । ঠিক তেমনি জাহান্নামেও।

* কীভাবে?
* কী প্রমাণ?
* কী প্রজ্ঞা?

ভূমিকা

এবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'লা নারী-পুরুষ সকলকে একই স্তরে রেখেছেন। তবে স্বভাবগত কিছু বিষয়ে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য দিয়েছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের পালনীয় একই; যেমন পাঁচওয়াক্ত নামায, রমযানের রোযা, সামর্থ্য থাকলে হজ্জে গমন, যাকাত প্রদান ইত্যাদি। উভয়ের জন্যই ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া, মিথ্যা বলা, মদপান করা..



ইত্যাদি যেমন হারাম করেছেন, তেমনি উভয়ের জন্যই জান্নাতের সুখরাজির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।



জিজ্ঞাসা

জান্নাতে কারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে, পুরুষ নাকি নারী?

উত্তরঃ প্রখ্যাত সাহাবী আবু হুরায়রা রা. এর সম্মুখে একবার কতিপয় লোক এ নিয়ে আলোচনা করছিল। তাদের আলোচনা শুনে তিনি বললেন, নবী করীম সা. কি বলেননি..

إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَالَّتِى تَلِيهَا عَلَى أَضْوَاءِ كَوْكَبٍ دُرِّىٍّ فِى السَّمَاءِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ اثْنَتَانِ يُرَى مُخُّ سُوقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ وَمَا فِى الْجَنَّةِ أَعْزَبُ .

"সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশকারী দল পূর্নিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল হবে। দ্বিতীয়দল আকাশে নক্ষত্রসমূহের ন্যায় আলোকিত হবে। তাদের প্রত্যেকের জন্য থাকবে দু'জন করে স্ত্রী, মাংসের নীচে তাদের মস্তিষ্কের অংশগুলোও দেখা যাবে। জান্নাতে কেউ অবিবাহিত থাকবে না।" (মুসলিম-৭৩২৫)

উপরোক্ত হাদিস স্পষ্টতই প্রমাণ করে, জান্নাতে নারীগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে। তারা পুরুষদের চেয়ে দ্বিগুণ সংখ্যক বা ততোধিক হবে।

জান্নাতে নারীদের শ্রেষ্ঠত্ব হুরদের চেয়েও অধিক হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ।

জিজ্ঞাসা

অপর হাদিসে জাহান্নামে নারীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার বিষয়টি পরিস্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে! এতদুভয়ের মাঝে সামঞ্জস্য কী করে সম্ভব?

উত্তরঃ দুনিয়াতে মূলত পুরুষদের চেয়ে নারীদের সংখ্যাই বেশী। হাদিসে এসেছে, কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে নারীদের সংখ্যা এত বেশী হবে যে, পঞ্চাশজন নারীর দায়িত্বভার একজন পুরুষ গ্রহণ করবে। বর্তমান সমাজে নারী জন্মের হার দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সম্প্রতি কোনো কোনো দেশে প্রতি পাঁচ নারীর বিপরীতে একপুরুষ অধিষ্ঠিত। এভাবেই সৃষ্টির ইতিহাসে নারীসম্প্রদায় অধিক থাকবে। অতঃপর দুনিয়ার অর্ধেক পুরুষ এবং অর্ধেক নারী যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখনও নারীদের সংখ্যা অধিকই থেকে যাবে। এভাবে জাহান্নামেও নারীদের সংখ্যা বেশী হয়ে যাবে।

"জাহান্নামে নারীদের সংখ্যা বেশী হবে" কথা দ্বারা নারী সম্প্রদায়কে অপমান করা উদ্দেশ্য নয়; বরং নারীদের অপরাধে লিপ্ত হওয়া পুরুষদের তুলনায় অধিক ক্ষতিকর বিধায় সেটি বলা হয়েছে।

বুদ্ধিদীপ্ত অধ্যয়ন,

হাদিস অধ্যয়নে বুঝা যায়, নারীরাই জান্নাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকবে।

জাহান্নামীদের ঝগড়া

দুনিয়াতে তারা গুনাহ ও অপরাধের ক্ষেত্রে পরস্পর সহায়তা করত। কিন্তু পরকালে জাহান্নামে তাদের পরস্পর সম্পর্ক হবে সম্পূর্ণ বিপরীত।



* কী অবস্থা হবে তাদের কেয়ামতের দিন?
* কোথায় তাদের বন্ধুত্ব?
* তারা কি পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হবে?

ভূমিকা

পাপ ও অপরাধের ভিত্তিতে সৃষ্ট সম্পর্ক কেয়ামতের দিন শত্রুতা ও বিদ্বেষে রূপ নেবে। দুনিয়ায় আপন ও অন্তরঙ্গ বন্ধু সেদিন চরম শত্রুতে পরিণত হবে।

পরস্পর অভিশাপ দান

এদের পরিণামের বিবরণ দিতে গিয়ে আল্লাহ বলেন,

﴿ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم
بَعْضًا وَمَأْوَىٰكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّـٰصِرِينَ ۝٢٥﴾

العنكبوت: ٢٥

"এরপর কেয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং একে অপরকে অভিশাপ দেবে। তোমাদের ঠিকানা জাহান্নাম এবং তোমাদের কোনো সাহায্যকারী নেই।" (সূরা আনকাবুত-২৫)

হ্যাঁ.. একে অপরকে অভিসম্পাত করতে থাকবে। পাপিষ্ঠ যখন দুনিয়ায় তাকে পাপাচারে প্ররোচনাকারী বন্ধুকে দেখবে, তখন রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠবে। কারণ, তার কারণেই আজ তার এই পরিণতি। অতঃপর একে অপরকে অভিশাপ দিতে থাকবে।

নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ

মানুষ নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে বিভেদপ্রবণ হয়ে থাকে। কেউ দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও নেতৃত্ব-যোগ্যতার বলে অনুসৃত হয়ে যায়। আবার কেউ দুর্বল মেধা ও অদক্ষতার ফলে অনুসারী রয়ে যায়। কেয়ামতের দিন পাপাচারে সকল অনুসারী তাদের অনসৃতদেরকে লা'নত করবে। একে অপরকে তিরষ্কার করবে। আল্লাহ বলেন,

﴿ وَبَرَزُوا۟ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضُّعَفَٰٓؤُا۟ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓا۟ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَىْءٍ ۚ قَالُوا۟ لَوْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ لَهَدَيْنَٰكُمْ ۖ سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أَجَزِعْنَآ أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ ﴿٢١﴾ ﴾ إبراهيم: ٢١

"সবাই আল্লাহর সামনে দন্ডায়মান হবে এবং দুর্বলেরা বড়দেরকে বলবেঃ আমরা তো তোমাদের অনুসারী ছিলাম- অতএব, তোমরা আল্লাহর আযাব থেকে আমাদেরকে কিছুমাত্র রক্ষা করবে কি? তারা বলবেঃ যদি আল্লাহ আমাদেরকে সৎপথ দেখাতেন, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সৎপথ দেখাতাম। এখন তো আমরা ধৈর্যচ্যুত হই কিংবা সবর করি-সবই আমাদের জন্যে সমান আমাদের রেহাই নেই।" (সূরা ইবরাহীম-২১)

দুর্ভোগ, পাপিষ্ঠ নেতৃবর্গের..! ধিক, ভ্রষ্টতার জনকদের..!

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

﴿ وَإِذْ يَتَحَآجُّونَ فِى ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَٰٓؤُا۟ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓا۟ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ ﴿٤٧﴾ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓا۟ إِنَّا كُلٌّ فِيهَآ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ﴿٤٨﴾ ﴾ غافر: ٤٧ - ٤٨

“যখন তারা জাহান্নামে পরস্পর বিতর্ক করবে, অতঃপর দুর্বলরা অহংকারীদেরকে বলবে, আমরা তোমাদের অনুসারী ছিলাম। তোমরা এখন জাহান্নামের আগুনের কিছু অংশ আমাদের থেকে নিবৃত করবে কি? অহংকারী বলবে, আমরা সবাই তো জাহান্নামে আছি। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ফয়সালা করে দিয়েছেন।” (সূরা গাফির ৪৭-৪৮)

অন্যত্র বলেন,

﴿ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَٰلَيْتَنَآ أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا۠ ﴿٦٦﴾ وَقَالُواْ رَبَّنَآ إِنَّآ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلَا۠ ﴿٦٧﴾ رَبَّنَآ ءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا ﴿٦٨﴾ ﴾

الأحزاب: ٦٦ - ٦٨

“যেদিন অগ্নিতে তাদের মুখমণ্ডল ওলট পালট করা হবে; সেদিন তারা বলবে, হায়! আমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য করতাম ও রাসূলের আনুগত্য করতাম। তারা আরও বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা আমাদের নেতা ও বড়দের কথা মেনেছিলাম, অতঃপর তারা আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল। হে আমাদের পালনকর্তা, তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দিন এবং তাদেরকে মহা অভিসম্পাত করুন।” (সূরা আহযাব- ৬৬-৬৮)

এই হলো পথভ্রষ্টদের পরিণতি। তারা তাদের আদর্শ ব্যক্তিদের অনুসারী ছিল। অন্যায় কাজে তাদের সাদৃশ্যতা অবলম্বন করত।

ফলে নিজেরা পথভ্রষ্ট হওয়ার পাশাপাশি অনুসারীদেরকেও পথহারা করে ফেলত। তাদেরকে পিতা-মাতার প্রতি আনুগত্য থেকে বিমুখ রাখত। সন্তানদের সুশিক্ষা প্রদান ভুলিয়ে দিত। নামায আদায় ও রোযা পালন থেকে বারণ করত। কেয়ামতের দিন তাদের সবার অপরাধ প্রকাশ করা হবে। সেদিন সকল অনুসৃত তাদের অনুসারীদের গালমন্দ ও তিরষ্কার করবে। সকলেই সেদিন চরম অনুতপ্ত হবে; কিন্তু তাদের সেই অনুতাপ শাস্তি বৃদ্ধি ছাড়া কোনো উপকারে আসবে না।

সমাপ্তি,

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনুদ্দেশ্য ব্যতীত সকল বন্ধুত্ব

কেয়ামতের দিন শত্রুতায় রূপ নেবে।

সর্বপ্রথম যাদের নিক্ষেপ করে জাহান্নামের আগুন প্রজ্বলিত করা হবে

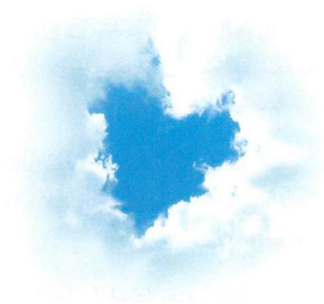
জাহান্নামের আগুন সর্বদা প্রজ্বলনশীল। সৃষ্টির পর থেকেই সে অবিরাম জ্বলছে। কেয়ামতের দিন যখন সকল সৃষ্টির হিসাব হবে, তখন কিছু ব্যক্তিকে আল্লাহ নিয়ে আসবেন, যাদের মাধ্যমে জাহান্নামের আগুন পুন-প্রজ্বলিত করবেন। সর্বপ্রথম তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

* তারা কারা?

* কী তাদের অপরাধ?

ভূমিকা

কৃতকর্ম গৃহীত হওয়ার প্রধান শর্ত হলো, কেবল আল্লাহর জন্য হওয়া এবং শরীয়তসম্মত পন্থায় হওয়া। পাশাপাশি লৌকিকতা ও অভিনব পদ্ধতি মুক্ত হওয়া। মানুষের কৃতকর্ম যদি সেমতে



হয়, তবেই তার কাজ গৃহীত হবে, ব্যক্তি মুক্ত ও সফল হয়ে যাবে।

শুফাই আল-আসবাহী থেকে বর্ণিত,

عن شفي الأصبحي: أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس فقال من هذا ؟ فقالوا أبو هريرة فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس فلما سكت وخلا قلت له أنشدك بحق وبحق لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله ﷺ عقلته وعلمته فقال أبو هريرة افعل لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله ﷺ عقلته وعلمته ثم نشغ أبو هريرة نشغة فمكث قليلا ثم أفاق فقال لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله ﷺ في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى ثم أفاق فمسح وجهه فقال لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله ﷺ وأنا وهو في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى ثم أفاق ومسح وجهه فقال أفعل لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله ﷺ وأنا معه في هذا البيت ما معه أحد غيري وغيره ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة ثم مال خارا على وجهه ثم أفاق فقال حدثني رسول الله ﷺ أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية فأول من يدعو به رجل جمع القرآن ورجل يقتتل في سبيل الله ورجل كثير المال فيقول الله للقارئ ألم أعلمك ما أنزلت على

رسولي ؟ قال بلى يا رب قال فماذا عملت فيما علمت ؟ قال كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار فيقول الله له كذبت وتقول له الملائكة كذبت ويقول الله بل أردت أن يقال إن فلانا قارئ فقد قيل ذاك ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد ؟ قال بلى يا رب قال فماذا عملت فيما آتيتك ؟ قال كنت أصل الرحم وأتصدق فيقول الله له كذبت وتقول له الملائكة كذبت ويقول الله تعالى بل أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذاك ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله له فيماذا قتلت ؟ فيقول أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت فيقول الله تعالى له كذبت وتقول له الملائكة كذبت ويقول الله بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذاك ثم ضرب رسول الله ﷺ على ركبتي فقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة

“একদা মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে দেখলাম, একজন লোকের পাশে অনেকলোক জমায়েত হয়েছে। জিজ্ঞেস করলাম, কে উনি? বলল, আবু হুরায়রা! অতঃপর আমি গিয়ে তার সামনে বসলাম, তিনি মানুষের কাছে হাদিস বর্ণনা করছিলেন। বর্ণনা শেষে নির্জন হলে জিজ্ঞেস করলাম, সত্য ও সত্যের প্রতিপালকের দোহাই দিয়ে বলছি, আমাকে এমন একটি হাদিস বলুন যা আপনি নবী করীম সা. এর মুখ থেকে শুনেছেন এবং

উত্তমরূপে জেনেছেন ও বুঝেছেন! আবু হুরায়রা বললেন, হ্যাঁ.. অবশ্যই আমি তোমাকে এমন একটি হাদিসই শুনাব, যা নবী করীম সা. আমার কাছে বর্ণনা করেছেন আর আমি তা উত্তমরূপে বুঝেছি ও জেনেছি। অতঃপর তিনি একটি দীর্ঘশ্বাস টেনে কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। অতঃপর স্বাভাবিক হয়ে বলতে লাগলেন, আমি তোমাকে এমন একটি হাদিস বলব, যা আল্লাহর রাসূল আমাকে বলেছেন, "সেদিন আমি এবং তিনি একটি কক্ষে বসা ছিলাম। সাথে তৃতীয় কেউ ছিল না।" অতঃপর আবু হুরায়রা আরো একটি দীর্ঘশ্বাস টেনে কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। অতঃপর স্বাভাবিক হয়ে নিজের চেহারা মুছলেন। বললেন, হ্যাঁ..! আমি তোমাকে এমন একটি হাদিস বলব, যা আল্লাহর রাসূল আমাকে বলেছেন, "সেদিন আমি এবং তিনি একটি কক্ষে বসা ছিলাম। সেখানে তৃতীয় কেউ ছিল না।" অতঃপর তিনি পুনরায় কর্কশ আঁওয়াজে দীর্ঘশ্বাস টেনে চেহারায় উপুড় হয়ে পড়ে গেলেন। এভাবে তার অবস্থা অস্বাভাবিক রূপ নিচ্ছিল। কিছুক্ষণ পর স্বাভাবিক হয়ে বলতে লাগলেন, নবী করীম সা. আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে,

"নিশ্চয় কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'লা বিচারকার্য সম্পাদনের জন্য অবতরণ করবেন। সকল উম্মত সেদিন নতজানু থাকবে। সর্বপ্রথম যাদের ডাকা হবে, তারা হলো কুরআন সংরক্ষণকারী, আল্লাহর রাস্তায় নিহত এবং অঢেল ধনৈশ্বর্যের অধিকারী।

আল্লাহ তা'লা কুরআনের পাঠককে বলবেন, আমার রাসূলের ওপর অবতরণকৃত কিতাব কি আমি তোমাকে শেখাইনি? সে বলবে, অবশ্যই হে প্রতিপালক! আল্লাহ বলবেন, তবে তুমি তোমার জ্ঞান অনুপাতে কী আমল করেছ? সে বলবে, আমি রাত-দিন নামাযে দাঁড়িয়ে



কুরআন পড়তাম। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ! ফেরেশতাগণও বলবে, তুমি মিথ্যা বলেছ! আল্লাহ বলবেন, বরং তুমি তো এই উদ্দেশ্যে পড়েছ যে, লোকে তোমাকে ক্বারী বলবে; আর তা তো তোমাকে বলা হয়েছে! অতঃপর ধনৈশ্বর্যের অধিপতিকে সামনে এনে আল্লাহ বলবেন, আমি কি তোমাকে ধন সম্বদ দিয়ে অমুখাপেক্ষী করিনি? সে বলবে, অবশ্যই হে প্রতিপালক! তবে তুমি আমার দেওয়া সম্পদ



পেয়ে কী আমল করেছ? সে বলবে, আমি আত্মীয়দের দেখাশুনা

করেছি, দান সাদকা করেছি! আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ! ফেরেশতাগণও বলবে, তুমি মিথ্যা বলছ! আল্লাহ বলবেন, বরং তোমার উদ্দেশ্য ছিল, লোকে যেন তোমাকে দানবীর বলে; আর সেটা তোমাকে বলা হয়েছে! অতঃপর আল্লাহর পথে নিহত ব্যক্তিকে উপস্থিত করে বলা হবে, কী উদ্দেশ্যে তুমি যুদ্ধ করেছ? সে বলবে, জিহাদের আদেশ হয়েছে, তাই আমি আপনার পথে যুদ্ধ করতে করতে নিহত হয়েছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ! ফেরেশতাগণও বলবে, তুমি মিথ্যা বলছ! আল্লাহ বলবেন, বরং তোমার উদ্দেশ্য ছিল, লোকে যেন বলে, অমুক অত্যন্ত সাহসী যোদ্ধাউ



আবু হুরায়রা বলেন, অতঃপর আল্লাহর রাসূল আমার হাঁটুতে হাত দিয়ে মৃদু আঘাত করে বললেন, হে আবু হুরায়রা, কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম এই তিনব্যক্তিকে নিক্ষেপ করে জাহান্নামের আগুন প্রজ্বলিত করা হবে।" (তিরমিযী-২৩৮২)

বুঝা গেল, কৃতকর্মে নিয়তের গুরুত্ব অপরিসীম। সকল কাজের পূর্বে নিয়তকে সংশোধন করে নেয়া অপরিহার্য। সবসময় অন্তরিচ্ছা নির্ভেজাল রাখা উচিত।

বুদ্ধিদীপ্ত বাণী,

প্রকৃত নিষ্ঠাবান সে, যে আপন সৎকর্মগুলোও গোপন রাখে ঠিকযেমন তার অসৎকর্মের কথা গোপন রাখে।

যে সকল অপরাধে জাহান্নাম প্রতিশ্রুত

আল্লাহ তা'লা মানুষের হেদায়েতের জন্য দুনিয়াতে অসংখ্য নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন। রাসূল কোনোসময় নিজের মন থেকে বানিয়ে কিছু বলেন না; যা বলেন, সবই আল্লাহর প্রেরিত ওহি। মানুষের কৃত অপরাধ বিভিন্ন ধরণের হয়ে থাকে, কিছু আল্লাহর অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট আর কিছু বান্দার অধিকারের সাথে সম্পৃক্ত। সকল অপরাধই লিপিবদ্ধ হচ্ছে; ছোট-বড় কোনো গুনাহই বাদ যাচ্ছে না। কতিপয় অপরাধীদের ব্যাপারে ভয়াবহ শাস্তির হুশিয়ারী বর্নিত হয়েছে।

* সেই অপরাধগুলো কী?
* কারা সেই অপরাধী?
* অন্যান্য অপরাধের তুলনায় এগুলোর শাস্তি কঠিন কেন?

ভূমিকা

পালনকর্তা মানুষের বাহ্যিক-আভ্যন্তরীণ সকলকিছু সম্পর্কে জ্ঞাত। বিচারে আল্লাহ থেকে অধিক ন্যায়পরায়ণ কেউ নয়। তিনিই দ্রুত বিচার সম্পাদনকারী, তিনিই সকল বিচারকের

বিচারক। যেসব অপরাধে কঠিন শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো হলো-

বিচারকার্যে দুর্নীতিকারী



ন্যায়সঙ্গতরূপে মানুষের মাঝে বিচারকার্য সম্পাদনকল্পে আল্লাহ তা'লা শরীয়ত (ইসলামী বিচারব্যবস্থা) অবতরণ করে বান্দাদেরকে ন্যায়বিচারের আদেশ করেছেন,

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَٰنِ وَإِيتَآئِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغْىِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝٩٠ ﴾

النحل: ٩٠

"আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসঙ্গত কাজ এবং অবাধ্যতা করতে বারণ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যাতে তোমরা স্মরণ রাখ।" (সূরা নাহলো-৯০)

সুতরাং যে ব্যক্তি বিচারকার্যে দুর্নীতি করল, অবিচার করল, অন্যায় করল, ঘুষ নিয়ে অসত্যকে সমর্থন করল, অবশ্যই সে নিজের ঠিকানা জাহান্নামে নির্ধারণ করল।

قَالَ ﷺ : الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ وَاحِدٌ فِى الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِى النَّارِ فَأَمَّا الَّذِى فِى الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِى الْحُكْمِ فَهُوَ فِى النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِى النَّارِ.

নবী করীম সা. বলেন, "বিচারকবৃন্দ তিনদলে বিভক্ত- একদল জান্নাতে এবং দুইদল জাহান্নামে যাবে। যে বিচারক ন্যায় জেনে তদনুযায়ী রায় দিয়েছে, সে জান্নাতে যাবে। যে বিচারক সত্য জেনেও অবিচার করেছে, সে জাহান্নামে যাবে। যে বিচারক না জেনে না বুঝে বিচার করেছে, সেও জাহান্নামে যাবে।" (আবু দাউদ-৩৫৭৫)

নবীজীর ওপর মিথ্যারোপ

জালহাদিস বর্ণনা করে তা আল্লাহর রাসূলের বাণী বলে প্রচার করা চরম অপরাধ ও নিদারুণ গর্হিত কাজ। এর ক্ষতির ব্যাপকতা বলার অপেক্ষা রাখে না; শরীয়তের বিধিবিধানে গরমিল দেখা দেবে। ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলীতে সংশয় প্রকাশ পাবে। এ কারণেই নবী করীম সা. এ ধরণের অপরাধীর জন্য জাহান্নামের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

قال ﷺ : لا تكذبوا علي ، فإنه من كذب علي متعمدا فليلج النار

বলেছেন, "আমার নামে মিথ্যা বলো না! যে আমার নামে মিথ্যা বলবে, অবশ্যই সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" (বুখারী-১০৬)

অন্যায়ভাবে হত্যা

হত্যা একটি নির্মম অপরাধ। কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম মানুষের রক্তের ফায়সালা হবে।

আল্লাহ বলেন,

﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمًا ۝٩٣ ﴾ النساء: ٩٣

"যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে মুসলমানকে হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম, তাতেই সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্যে ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।" (সূরা নিসা-৯৩)



قال ﷺ : لو أن الثقلين اجتمعوا على قتل مؤمن لأكبهم الله تعالى على مناخرهم في النار ، وإن الله تعالى حرم الجنة على القاتل والآمر به .

নবী করীম সা. বলেন, "সকল জ্বিন-ইনসান যদি একজন মুমিনকে হত্যা করতে একত্র হয়, তবে সকলকেই আল্লাহ

জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। হত্যাকারী ও হত্যার আদেশদাতার জন্য আল্লাহ জান্নাত হারাম করেছেন।” (আল মুস্তাদরাক-৮০৩৬

সুদ ভক্ষক সম্প্রদায়



ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। ধর্ম, সমাজ, অর্থনীতি.. সকল বিষয়ের সুস্পষ্ট নির্দেশনা ইসলামে বিদ্যমান। যার একটি সুদ নিষিদ্ধ হওয়া। আল্লাহ বলেন,

﴿ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ ﴾ البقرة: ٢٧٥

“আল্লাহ তা‘লা ক্রয়-বিক্রয় বৈধ করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন। অতঃপর যার কাছে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে, পূর্বে যা হয়ে গেছে, তা তার। তার ব্যাপার আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল। আর যারা পুনরায় সুদ নেয়, তারাই জাহান্নামে যাবে। তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে।” (সূরা বাক্বারা-২৭৫)

قال ﷺ : اجتنبوا السبع الموبقات قالوا : يا رسول الله ، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ،وأكل الربا

নবী করীম সা. বলেন, "তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক বিষয় থেকে বেঁচে থাকো। সকলেই জিজ্ঞেস করল, সেগুলো কী হে আল্লাহর রাসূল? বললেন, আল্লাহর সঙ্গে শিরিক, জাদু, অন্যায়ভাবে আল্লাহর অবৈধকৃত পন্থায় কোনো মানুষকে হত্যা, সুদ ভক্ষণ..." (বুখারী-২৬১৫)

অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ ভক্ষণকারী

আল্লাহ বলেন,

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَٰنًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾ ﴾ النساء: ٢٩ – ٣٠

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। কেবলমাত্র তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ। আর তোমরা নিজেদের কাউকে হত্যা করো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'লা তোমাদের প্রতি দয়ালু।

আর যে কেউ সীমালঙ্ঘন কিংবা জুলুমের বশবর্তী হয়ে এরূপ করবে, তাকে খুব শীঘ্রই আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। এটা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজসাধ্য।" (সূরা নিসা ২৯-৩০)

জালেমদের পক্ষে অবস্থানকারী



জুলুম বা অবিচারের পরিণাম খুবই ভয়াবহ। আল্লাহ তা'লা জুলুমকে নিজের ওপর হারাম করেছেন। পাশাপাশি বান্দাদের ওপরও তা নিষিদ্ধ করেছেন। সুতরাং কাউকে তার রিযিক, সম্মান, প্রসিদ্ধি কিংবা চাকুরীর ক্ষেত্রে অবিচার করা অথবা অবিচারকের পক্ষে অবস্থান নেয়া কঠিন অপরাধ। আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَا تَرْكَنُوٓاْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿١١٣﴾﴾ هود: ١١٣

"আর পাপিষ্ঠদের প্রতি ঝুঁকবে না। নতুবা তোমাদেরকেও আগুনে ধরবে। আর আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোনো বন্ধু নেই। অতএব, কোথাও সাহায্য পাবে না।" (সূরা হূদ-১১৩)

অর্থাৎ জালেমদের থেকে কোনোরূপ সহায়তার আশা করো না। তাদের দ্বারা প্রতারিত হয়ো না। যদি তোমরা তা কর, তবে

অবশ্যই জাহান্নাম তোমাদের পাকড়াও করবে। আল্লাহর আযাব থেকে কেউ তোমাদের রক্ষা করতে পারবে না।

জীবজন্তুকে শাস্তি প্রদান

قال ﷺ : عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار . لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها . ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض .

নবী করীম সা. বলেন, "জনৈক মহিলা একটি বিড়াল ছানাকে বন্দি করেছিল। এমতাবস্থায় মহিলার মৃত্যু হলে মহিলা জাহান্নামে প্রবেশ করেছিল। বন্দি করে সে বিড়ালছানাকে কোনো খাদ্য দেয়নি, পানি দেয়নি। জমিন থেকে ঘাষ (বা পোকামাকড়) খাওয়ার জন্য ছেড়েও দেয়নি।" (বুখারী-২২৩৬)

বস্ত্রবাহী নগ্নদেহ বিশিষ্ট নারী এবং মানুষকে প্রহারকারী সম্প্রদায়

অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা সমাজে অনৈতিক কর্মকাণ্ড উস্কিয়ে দেয়। এ থেকে রক্ষা পেতে আল্লাহ তা'লা মানুষকে পর্দা পালন ও সতিত্ব বজায় রাখার আদেশ করেছেন।

বেপর্দা ও অর্ধনগ্ন নারীদের ব্যাপারে নবীজী জাহান্নামের সংবাদ দিয়েছেন। তেমনি মানুষকে কষ্ট প্রদানকারী, লাঠি ও চাবুক দিয়ে প্রহারকারীদের ব্যাপারেও একই বাণী শুনিয়েছেন।

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا.

তিনি বলেন, “জাহান্নামী দু’টি দল এখনো আমি দেখিনি; একদলের সাথে ষাঁড়ের লেজসদৃশ চাবুক থাকবে, যা দিয়ে সে মানুষকে প্রহার করবে। আর বস্ত্রবাহী নগ্ন নারী সম্প্রদায়, যারা নিজেরাও হেলেদুলে থাকবে এবং অন্যদেরও আকৃষ্ট করবে, তাদের মুণ্ডু একপেশে লম্বা স্কন্ধ বিশিষ্ট উষ্ট্রীর কুঁজের মতো হবে; জান্নাত দূরের কথা, জান্নাতের সুঘ্রাণও তারা পাবে না, অথচ জান্নাতের সুগন্ধি তো এত এত দূর থেকেই অনুভব করা যায়।” (মুসলিম-৫৭০৪)



এখানে প্রহার বলতে অন্যায়ভাবে প্রহার উদ্দেশ্য। ন্যায়সঙ্গতভাবে শিষ্টাচার শিক্ষাদানকল্পে প্রহার বৈধ। আল্লাহ বলেন,

﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ ۖ﴾ النور: ٢

“ব্যভিচারিণী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ; তাদের প্রত্যেককে একশ’ করে বেত্রাঘাত কর।” (সূরা নূর-২)

আত্মহত্যা



আত্মহত্যা করা চরম অপরাধ। যে কোনো পন্থায় মানুষ নিজেকে হত্যা করুক; কবীরা গুনাহ হিসেবে বিবেচিত হবে।

عن أبي هريرة ﷺ : عن النبي ﷺ قال

من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا

নবী করীম সা. বলেন, "যে পর্বতচূড়া থেকে পড়ে আত্মহত্যা করল, জাহান্নামে সে অনন্ত-অসীমকাল আগুনে নিপতিত হতে থাকবে। যে বিষপানে আত্মহত্যা করল, জাহান্নামে সে অনন্ত-অসীমকাল বিষপান করে মৃত্যুর যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকবে। যে ব্যক্তি ছুরিকাঘাতে আত্মহত্যা করল, জাহান্নামে সে অনন্ত-অসীমকাল তার পেটে ছুরিকাঘাত করতে থাকবে।" (মুসলিম-৫৪৪২)

জ্ঞান অন্বেষণে অনিষ্ঠা

এখলাছ ও সুন্নতের অনুসরণই আমল কবুল হওয়ার মূল শর্ত। দ্বীনী জ্ঞান অন্বেষণ হলো সর্বোৎকৃষ্ট আমল; কারণ তা নবীদের ত্যাজ্যসম্পদ এবং মুমিনদের হেদায়েতের পথ। নিষ্ঠা ও সৎনিয়তের ফলে তা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এ জ্ঞান অন্বেষণে যার ভিন্ন উদ্দেশ্য থাকে, আত্মপ্রদর্শন কিংবা প্রসিদ্ধি অর্জনকল্পে যে এ পথ বেছে নেয়, নিঃসন্দেহে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।

قال ﷺ : من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة

নবী করীম সা. বলেন, "কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে জ্ঞান অর্জন করা হয়, তা যদি কেউ দুনিয়ার তুচ্ছ লাভের আশায় অর্জন করে, তবে কেয়ামতের দিন সে জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না।" (আবু দাউদ-৩৬৬৬)

স্বর্ণরূপার পাত্রে পান



আল্লাহ তা'লা মানুষের জন্য উৎকৃষ্ট বিষয়সমূহ বৈধ করেছেন। মানুষের খাদ্যগ্রহণের জন্য অগণিত ফল-ফসল তৈরি করে দিয়েছেন। সুতরাং স্বর্ণরূপার পাত্র ব্যতীত সকল পবিত্র পাত্র দিয়ে এগুলো পানাহার বৈধ।

قال ﷺ : الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في جوفه نار جهنم

নবী করীম সা. বলেন, "যে ব্যক্তি স্বর্ণ ও রূপার পাত্রে পান করল, নিশ্চয় সে তার পেটে আগুন প্রবেশ করাল।" (ইবনে হিব্বান-৫৩৪২)

অহংকার

অহংকার হলো, অন্যকে ছোট, হেয় ও তুচ্ছ মনে করা। অহংকার মানুষকে অপরের অধিকার স্বীকৃতি দানে বাঁধা সৃষ্টি করে। অহংকার আত্মীয়তার বন্ধন মিলনে অন্তরায় হয়। কখনো কখনো অহংকার সাধারণ দরিদ্র মানুষদের সাথে মিলে জামাতে নামায আদায় করা থেকেও বিরত রাখে।

عن أبي هريرة عن النبي ﷺ فيما يحكي عن الله جل وعلا قال : (الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني في واحدة منهما قذفته في النار ومن اقترب إلي شبرا اقتربت منه ذراعا ومن اقترب مني ذراعا اقتربت منه باعا ومن جاءني يمشي جئته أهرول ومن جاءني يهرول جئته أسعى ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ أكثر منهم وأطيب)

হাদিসে কুদসী বর্ণনা করতে গিয়ে নবীজী বলেন, "আল্লাহর বাণী, অহংকার হলো আমার চাদর, মহত্ব হলো আমার আঁচল।

এতদুভয়ের কোনো একটি নিয়ে যদি কেউ টানাটানি করে, তাকে আমি জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। যে আমার দিকে এক বিঘা আসবে, আমি তার দিকে একহাত নিকটবর্তী হব। যে আমার দিকে একহাত নিকটবর্তী হবে, আমি তার দিকে দুইহাত নিকটবর্তী হব। যে আমার দিকে হেটে আসবে, আমি তার দিকে দ্রুত যাব। যে আমার দিকে দ্রুত আসবে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাব। যে আমাকে মনে মনে স্মরণ করবে, আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করব। যে আমাকে জনসমাবেশে স্মরণ করবে, আমি তাদের চেয়ে উন্নত ও উৎকৃষ্ট সমাবেশে তাকে স্মরণ করব।" (ইবনে হিব্বান-৩২৮)

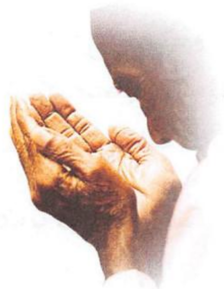
বাস্তবতা,

যে সৎকর্ম করল, তা নিজের জন্যই করল।

যে অসৎ করল, তার শাস্তি তাকেই ভোগ করতে হবে।

জাহান্নাম থেকে মুক্ত সর্বশেষ ব্যক্তি

নবী করীম সা. কেয়ামতের বিস্তারিত বিবরণ শুনিয়েছেন। মুমিন মাত্রই এগুলো পড়ে অধিক পরিমাণে আনুগত্য ও এবাদতে মনোনিবেশ করবে। অসৎকর্ম পরিত্যাগ করবে। নবী করীম সা. সর্বশেষ জাহান্নাম থেকে মুক্ত ও সর্বশেষ জান্নাতে প্রবেশকারী লোকের বিবরণ শুনিয়েছেন!



* কী তার বিবরণ?
* জাহান্নাম থেকে কীভাবে মুক্তি পাবে?
* জান্নাতে তার সুখ কীরূপ হবে?

ভূমিকা

নবী করীম সা. কখনো নিজ থেকে তৈরি করে কিছু বলেননি। সাহাবীগণ তাঁকে প্রশ্ন করতেন, তিনি উত্তর দিতেন। একদা তারা জান্নাতে মুমিনদের আল্লাহর দর্শন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন।

عن أبي هريرة قال : قال أناس يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال (هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب) . قالوا لا يا رسول الله قال (هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب) . قالوا لا

يا رسول الله قال (فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك يجمع الله الناس فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس ويتبع من كان يعبد القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله في غيرالصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا أتانا ربنا عرفناه فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه ويضرب جسر جهنم قال رسول الله ﷺ فأكون أول من يجيز ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم . وبه كلاليب مثل شوك السعدان أما رأيتم شوك السعدان) . قالوا بلى يا رسول الله قال (فإنها مثل شوك السعدان غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله فتخطف الناس بأعمالهم منهم الموبق بعمله ومنهم المخردل ثم ينجو حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود فيخرجونهم قد امتحشوا فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة فينبتون نبات الحبة في حميل السيل ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار فيقول يا رب قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فاصرف وجهي عن النار فلا يزال يدعو الله فيقول لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيره فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره فيصرف وجهه عن النار ثم

يقول بعد ذلك يا رب قربني إلى باب الجنة فيقول أليس قد زعمت أن لا تسألني غيره ويلك ابن آدم ما أغدرك فلا يزال يدعو فيقول لعلي إن أعطيتك ذلك تسألني غيره فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره فيعطي الله من عهود ومواثيق أن لا يسأله غيره فيقربه إلى باب الجنة فإذا رأى ما فيها سكت ما شاء الله أن يسكت ثم يقول رب أدخلني الجنة ثم يقول أوليس قد زعمت أن لا تسألني غيره ويلك يا ابن آدم ما أغدرك فيقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك فلا يزال يدعو حتى يضحك فإذا ضحك منه أذن له بالدخول فيها فإذا دخل فيها قيل تمن من كذا فيتمنى ثم يقال له تمن من كذا فيتمنى حتى تنقطع به الأماني فيقول له هذا لك ومثله معه)

قال أبو هريرة وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا

আবু হুরায়রা রা. হাদিসটি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, “কিছু লোক জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল, কেয়ামতের দিন আমরা কি আমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাব? উত্তরে তিনি বললেন, আকাশে যখন কোনো মেঘ না থাকে, তখন সূর্য দেখতে তোমাদের কোনো কষ্ট হয়? বলল, না হে আল্লাহর রাসূল! বললেন, আকাশে যখন কোনো জলধর না থাকে, পূর্ণিমার রাত্রিতে তখন চাঁদ দেখতে তোমাদের অসুবিধা হয়? তারা বলল, না হে আল্লাহর রাসূল! বললেন, নিশ্চয় পালনকর্তাকে তোমরা সেভাবেই পরিষ্কাররূপে দেখবে। কেয়ামতের দিন সকল মানুষকে একত্র করে আল্লাহ বলবেন,

যারা বস্তুর পূজা করত, তারা যেন তাদের পেছনে পেছনে চলে যায়! অতঃপর যারা সূর্যের পূজা করত তারা সূর্যের পেছনে, যারা চন্দ্রের পূজা করত তারা চন্দ্রের পেছনে, যারা শয়তানের অনুসারী ছিল তারা শয়তানের পেছনে পেছনে (জাহান্নামে) চলে যাবে। অবশেষে এই উম্মত অবশিষ্ট থাকবে, যাদের মাঝে মুনাফিকরাও অবস্থান করবে। অতঃপর প্রতিপালক অপরিচিত আকৃতিতে এসে বলবেন, আমিই তোমাদের প্রভূ! অতঃপর তারা বলবে, আমরা আল্লাহর কাছে তোমার থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। এই আমরা আমাদের প্রতিপালক না আসা পর্যন্ত এখানেই দাঁড়ালাম। আমাদের প্রতিপালক এলে আমরা ঠিকই চিনতে পারব। অতঃপর আল্লাহ তাদের পরিচিত আকৃতিতে তাদের সামনে আসবেন। বলবেন, আমিই তোমাদের প্রতিপালক! অতঃপর তারা বলবে, আপনিই আমাদের প্রতিপালক! অতঃপর তারা তাঁর অনুসরণ করবে। সিরাত স্থাপন করা হবে। সর্বপ্রথম আমিই (নবীজী) তা অতিক্রম করব। সেদিন সকল রাসূলের মুখে থাকবে, 'হে আল্লাহ! রক্ষা করুন! হে আল্লাহ! রক্ষা করুন!' সিরাতের ওপর ধারালো লোহা, পেরেক ও সা'দান বৃক্ষের ন্যায় কাঁটা বিছানো থাকবে। তোমরা কি সা'দান বৃক্ষের কাঁটা দেখেছ? সবাই বলল, হ্যাঁ.. হে আল্লাহর রাসূল! বললেন, সেগুলো হবে সা'দান বৃক্ষের কাঁটার মতো; তবে সেগুলোর বড়ত্ব সম্পর্কে আল্লাহ ছাড়া কেউ অবগত নয়। আমল অনুযায়ী সেগুলো মানুষকে আঘাত করবে। কেউ অসৎকর্মের দরুন ধ্বংস হয়ে

যাবে। কেউ আঘাতপ্রাপ্ত হয়েও মুক্তি পেয়ে যাবে। অতঃপর যখন আল্লাহ সকল মানুষের বিচারকার্য সমাধা করবেন এবং জাহান্নাম থেকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সাক্ষ্যদানকারীদের মধ্যে যাদের বের করার ইচ্ছা; বের করতে চাইবেন, তখন ফেরেশতাদেরকে তাদের বের করার আদেশ করবেন। ফেরেশতাগণ তাদেরকে সেজদার চিহ্ন দেখে চিহ্নিত করে বের করবেন। জাহান্নামের জন্য আল্লাহ সেজদার চিহ্ন দগ্ধকরণ হারাম করে দিয়েছেন। আগুনে পুড়ে অঙ্গার অবস্থায় তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। অতঃপর তাদের ওপর 'জীবনপানি' নামক এক পানিয় ঢালা হবে। ফলে তারা বহমান পানিতে উদগত চারাগাছের মতো উঠতে থাকবে। একব্যক্তি জাহান্নামে উপুড় হয়ে মুখের ওপর আগুনে দগ্ধ হতে থাকবে। সে বলবে, হে প্রতিপালক! জাহান্নামের দুর্গন্ধ আমার জন্য বিষাক্ত হয়ে গেছে। তার প্রজ্বলন আমাকে দগ্ধ করে দিয়েছে। সুতরাং আমার চেহারাটুকু জাহান্নামের আগুন থেকে সরিয়ে দিন। এভাবে সে অবিরাম দোয়া করতে থাকবে। প্রতিপালক বলবেন, আমি যদি তোমার দোয়া গ্রহণ করে নিই, তবে আর কিছু চাইবে না তো? সে বলবে, আপনার মর্যাদার শপথ, এছাড়া আর কিছুই চাইব না। অতঃপর তিনি তার চেহারা আগুন থেকে ফিরিয়ে দেবেন। এরপর সে বলতে থাকবে, হে প্রতিপালক, আমাকে জান্নাতের দরজার নিকটবর্তী করুন! প্রতিপালক বলবেন, তুমি তো বলেছিলে, আর কিছু চাইবে না? ধিক হে

আদমসন্তান! কত অবিশ্বস্ত তুমি! অবিরাম আল্লাহর কাছে সে এভাবে দোয়া করতে থাকবে। অতঃপর আল্লাহ বলবেন, যদি তোমার আবেদন পূর্ণ করি, তবে আর কিছু চাইবে না তো? সে বলবে, না হে প্রতিপালক, আপনার মর্যাদার শপথ, আমি আর কিছুই চাইব না। অতঃপর আল্লাহ তার কাছ থেকে ওয়াদা ও বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি নেবেন যেন আর কিছু না চায়। অতঃপর তিনি তাকে জান্নাতের দরজার নিকটবর্তী করবেন। অতঃপর সে জান্নাতের সুখ-শান্তি প্রত্যক্ষ করে কিছুকাল (যতদিন আল্লাহ চান) চুপ থাকবে। অতঃপর বলবে, হে প্রতিপালক! আমাকে জান্নাত প্রবেশ করান! তখন প্রতিপালক বলবেন, তুমি কি ইতিপূর্বে প্রতিশ্রুতি দাওনি- আর কিছুই চাইবে না? ধিক তোমার হে আদমসন্তান, কত অবিশ্বস্ত তুমি! সে বলবে, হে প্রতিপালক, আমাকে সৃষ্টির অভাগা বানাবেন না। এভাবে সে দোয়া করতে থাকবে। শেষপর্যন্ত প্রতিপালক হাসবেন। আর তিনি কারো জন্য হাসলে তাকে জান্নাতের অনুমতি দিয়ে দেবেন। জান্নাতে প্রবেশ করার পর তাকে বলা হবে, তুমি এসব থেকে কিছু চাও! সে চাইবে। অতঃপর বলা হবে, তুমি ওসব থেকে কিছু প্রার্থনা কর, সে প্রার্থনা করবে। চাইতে চাইতে তার সকল আশা পূরণ হয়ে যাবে। অতঃপর প্রতিপালক তাকে বলবেন, তুমি যা চেয়েছ, তা তোমার, সাথে আরও দশগুণ!

আবু হুরায়রা রা. বলেন, এই ব্যক্তিটিই সর্বশেষ জান্নাতে প্রবেশ করবে।” (বুখারী-৬২০৪)

জাহান্নামে প্রবেশ করার পর মুক্তি প্রাপ্ত

قال النَّبِيِّ ﷺ قال : أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة

নবী করী সা. বলেন, "আল্লাহ বলবেন, যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে এবং তার অন্তরে গমের দানা পরিমাণ ঈমান আছে, তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত কর! যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে এবং তার অন্তরে যবের দানা পরিমাণ ঈমান আছে, তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত কর! যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে এবং তার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান আছে, তাকেও জাহান্নাম থেকে মুক্ত কর!" (মুসলিম-৪৯৯)

জাহান্নামের চিরস্থায়ী বাসিন্দা

জাহান্নামে যারা অনন্ত অসীমকাল অবস্থান করবে, তারা হলো কাফের ও মুশরেক সম্প্রদায়। আল্লাহ বলেন,

﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ ٣٦ ﴾ فاطر: ٣٦

“আর যারা কাফের হয়েছে, তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাদেরকে মৃত্যুর আদেশও দেওয়া হবে না যে, তারা মরে যাবে এবং তাদের থেকে তার শাস্তিও লাঘব করা হবে না। আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি।” (সূরা ফাতির-৩৬)

অন্য আয়াতে বলেন,

﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَآ أُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٣٩ ﴾ البقرة: ٣٩

“আর যে লোক তা অস্বীকার করবে এবং আমার নিদর্শনগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পাবে, তারাই হবে জাহান্নামবাসী; অনন্তকাল সেখানে থাকবে।” (সূরা বাক্বারা-৩৯)

ভরসা,

আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসাই ব্যক্তিকে উত্তম কাজের উৎসাহ দেয় এবং বিপদে ধৈর্যের প্রেরণা দেয়।

জান্নাত-জাহান্নামবাসীর পরস্পর সম্বোধন

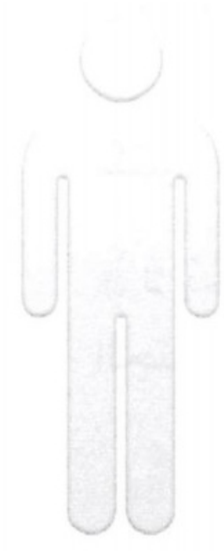
মুমিনগণ যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, জান্নাতের সুখ-শান্তি, মধু, পানিয় ও যাবতীয় বিলাসিতায় তারা মগ্ন থাকবে, আল্লাহর দর্শন লাভে ধন্য হবে, অপরদিকে জাহান্নামাবাসীও জাহান্নামে প্রবেশ করে সেথায় কঠিন শাস্তি ভোগ করতে থাকে, যাক্কুম আহরণ করবে, সেসময় তাদের পরস্পর কিছু কথাবিনিময় হবে।

* কী সেই সম্বোধন?
* উভয় দলের অবস্থা কীরূপ হবে?
* কীভাবে সেই আহ্বানের সমাপ্তি হবে?

ভূমিকা

আল্লাহ তা'লা মুমিনদেরকে জান্নাতের অঢেল সুখ-শান্তির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সেখানে তারা যা চাইবে, তাই পাবে। তাদের নয়ন প্রীত হবে। আশা পূরণ হবে। তাদের সন্তুষ্ট করতে দুনিয়াতে যারা তাদেরকে ঠাট্টাবিদ্রুপ করত, কষ্ট দিত- আল্লাহ জাহান্নামে তাদের অবস্থা ও আযাব প্রত্যক্ষ করাবেন।

প্রথম সম্বোধন



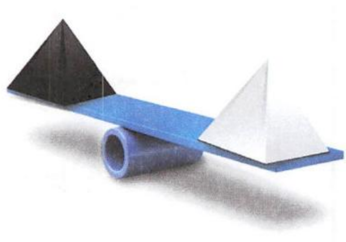
সেটি হবে জান্নাতবাসীর পক্ষ থেকে। কেননা, তারা জান্নাতের সুখ-শান্তি উপভোগ করতে থাকবে। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্যরূপে পাবে। কারণ, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, জান্নাতের সুখ ও জাহান্নামের শাস্তি সত্য। জান্নাতবাসী সেখানে দুনিয়াতে তাদের দোষারোপ ও মিথ্যা প্রতিপন্নকারী ব্যক্তিদের ব্যাপারে পরস্পর জিজ্ঞাসা করবে। যারা নির্বিঘ্নে ও নিশ্চিন্তে দুনিয়ায় জীবনযাপন করত, জান্নাত-জাহান্নামকে অসত্য সাব্যস্ত করত। সৎ ও অসতের মাঝে পার্থক্য নির্ণয়ে অনাগ্রহী ছিল। জাহান্নামবাসীদের প্রতি জান্নাতবাসীর সেই সম্বোধন আল-কুরআনে এভাবে এসেছে,

﴿وَنَادَىٰٓ أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَنَّةِ أَصۡحَٰبَ ٱلنَّارِ أَن قَدۡ وَجَدۡنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقّٗا
فَهَلۡ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمۡ حَقّٗاۖ قَالُواْ نَعَمۡۚ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُۢ بَيۡنَهُمۡ أَن لَّعۡنَةُ
ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ ٤٤ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبۡغُونَهَا عِوَجٗا وَهُم
بِٱلۡأٓخِرَةِ كَٰفِرُونَ ٤٥﴾ الأعراف: ٤٤ - ٤٥

“জান্নাতীরা জাহান্নামীদেরকে ডেকে বলবে, আমাদের সাথে আমাদের প্রতিপালক যে ওয়াদা করেছিলেন, তা আমরা সত্য

পেয়েছি! অতএব, তোমরাও কি তোমাদের প্রতিপালকের ওয়াদা সত্য পেয়েছ? তারা বলবে, হ্যাঁ..! অতঃপর একজন ঘোষক উভয়ের মাঝখানে ঘোষণা করবে, আল্লাহর অভিসম্পাত জালেমদের ওপর। যারা আল্লাহর পথে বাধা দিত এবং তাতে বক্রতা অন্বেষণ করত। তারা পরকালের বিষয়েও অবিশ্বাসী ছিল।” (সূরা আ’রাফ ৪৪-৪৫)

দ্বিতীয় সম্বোধন



সেটি হবে আ‘রাফবাসীর পক্ষ থেকে জান্নাতীদের প্রতি সম্বোধন। যাদের সৎকর্ম ও অসৎকর্ম বরাবর, তারা জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী আ‘রাফে অবস্থান করবে। তারা জান্নাতীদেরকে তাদের চেহারার ঔজ্জ্বল্য ও জ্যোতি দেখে চিনে নেবে। এমনকি কুৎসিত ও বিভৎস চেহারা দেখে জাহান্নামীদেরকেও চিনে ফেলবে। তারা জান্নাতবাসীদের ডেকে সালাম বলবে। আল্লাহ বলেন,

﴿ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۚ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ ۚ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ۚ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿٤٦﴾ ﴾

الأعراف: ٤٦

“উভয়ের মাঝখানে একটি প্রাচীর থাকবে এবং আ‘রাফের উপরে অনেক লোক থাকবে। তারা প্রত্যেককে তার চিহ্ন দেখে চিনে নেবে। তারা জান্নাতীদেরকে ডেকে বলবে, তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। তারা তখনও জান্নাতে প্রবেশ করবে না, কিন্তু প্রবেশ করার ব্যাপারে আগ্রহী হবে।” (সূরা আ’রাফ-৪৬)

তৃতীয় সম্বোধন

সেটি হবে আ‘রাফবাসীর পক্ষ থেকে জাহান্নামীদের প্রতি। তারা যখন জাহান্নামের কঠিন শাস্তি ও জাহান্নামীদের দগ্ধ দেহগুলো প্রত্যক্ষ করবে, শাস্তির কঠিন দৃশ্য ও তাদের রক্ত ও দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজ ভক্ষণ অবলোকন করবে, তখন প্রতিপালকের কাছে ফরিয়াদ করে বলতে থাকবে, হে আল্লাহ! আমাদেরকে এ সকল জালিমদের অন্তর্ভুক্ত করবেন না।

অতঃপর তারা জাহান্নামীদের প্রতি তিরস্কারের সুরে বলতে থাকবে, দুনিয়ায় অনিষ্টের পক্ষে তোমাদের অবস্থান তো আজ তোমাদের কোনোই উপকার করতে পারেনি। তোমাদের ধন-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি সবই নির্বিকার হয়েছে। তোমরা তো আজ সম্মিলিত আযাবে নিপতিত।

আল-কুরআনের ভাষায়,

﴿ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَٰرُهُمْ تِلْقَآءَ أَصْحَٰبِ ٱلنَّارِ قَالُوا۟ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ
ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٤٧﴾ وَنَادَىٰٓ أَصْحَٰبُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَٰهُمْ قَالُوا۟ مَآ أَغْنَىٰ

عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٨﴾ أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ
بِرَحْمَةٍ ۚ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٤٩﴾ الأعراف:
٤٩ – ٤٧

"যখন তাদের দৃষ্টি জাহান্নামীদের ওপর পড়বে, তখন বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে এ জালেমদের সাথী করবেন না! আ'রাফবাসীরা যাদেরকে তাদের চিহ্ন দ্বারা চিনবে, তাদেরকে ডেকে বলবে, তোমাদের দলবদল ও ঔদ্ধত্য তোমাদের কোনো কাজে আসেনি। এরা কি তারাই; যাদের সম্পর্কে তোমরা কসম খেয়ে বলতে যে, আল্লাহ এদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন না। প্রবেশ কর জান্নাতে। তোমাদের কোনো আশঙ্কা নেই এবং তোমরা দুঃখিত হবে না।" (সূরা আ'রাফ ৪৭-৪৯)

চতুর্থ সম্বোধন

সেটা হবে নিদারুণ লজ্জাজনক সম্বোধন। সেটা আযাবে নিপতিত অবস্থায় জাহান্নামীদের আর্তনাদ। যখন ফুটন্ত পানি তাদের দেহে ঢালা হবে, যাক্কুমের সেই কণ্টক ফল ভক্ষণ করে যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকবে, চিৎকার করে কাঁদতে থাকবে।



সেসময় তারা জান্নাতবাসীদের ডেকে তাদের কাছে নির্মল পানি ও উৎকৃষ্ট খাদ্য কামনা করবে। জান্নাতীগণ প্রতিউত্তরে বলবে, তোমরা বরং আগুনেই দগ্ধ হতে থাক! তোমরাই তো সীমালঙ্ঘন করেছ, জীবনের মূল্যবান মুহূর্তগুলো নষ্ট করেছ, হেলায়-ফেলায় সময় অতিবাহিত করেছ, পরকালকে মিথ্যারোপ করেছ! সুতরাং তোমরাই চির ক্ষতিগ্রস্ত!

আল-কুরআনের ভাষায়-

﴿وَنَادَىٰٓ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِ أَصۡحَٰبَ ٱلۡجَنَّةِ أَنۡ أَفِيضُواْ عَلَيۡنَا مِنَ ٱلۡمَآءِ أَوۡ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُۚ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلۡكَٰفِرِينَ ٥٠ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمۡ لَهۡوٗا وَلَعِبٗا وَغَرَّتۡهُمُ ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنۡيَاۚ فَٱلۡيَوۡمَ نَنسَىٰهُمۡ كَمَا نَسُواْ لِقَآءَ يَوۡمِهِمۡ هَٰذَا وَمَا كَانُواْ بِـَٔايَٰتِنَا يَجۡحَدُونَ ٥١﴾

الأعراف: ٥٠ - ٥١

“জাহান্নামীরা জান্নাতীদেরকে ডেকে বলবে, আমাদের ওপর সামান্য পানি নিক্ষেপ কর অথবা আল্লাহ তোমাদেরকে যে রুযী দিয়েছেন, তা থেকেই কিছু দাও। তারা বলবে, আল্লাহ এই উভয় বস্তু কাফেরদের জন্যে নিষিদ্ধ করেছেন, তারা স্বীয় ধর্মকে তামাশা ও খেলা বানিয়ে নিয়েছিল এবং পার্থিব জীবন তাদেরকে ধোকায় ফেলে রেখেছিল। অতএব, আমি আজকে তাদেরকে ভুলে যাব; যেমন তারা এ দিনের সাক্ষাতকে ভুলে গিয়েছিল

এবং যেমন তারা আয়াতসমূহকে অবিশ্বাস করত।” (সূরা আ‘রাফ ৫০-৫১)

আল্লাহ আমাদেরকে সকল ফেতনা ও ভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করে দয়া ও ক্ষমার চাদরে আবৃত করে নিন..! আমীন..!

জাহান্নামীদের বাসনা,

“আমাদের ওপর সামান্য পানি নিক্ষেপ কর অথবা আল্লাহ তোমাদেরকে যে রুযী দিয়েছেন, তা থেকেই কিছু দাও।”

ইবলিসের পরিণাম

ইবলিস (শয়তান) হলো সকল অনিষ্টের মূল, সকল আশা-ভরসা ব্যর্থকারী, সৎকর্মীদের চিরশত্রু, অপরাধীদের সহযোগী। যে তাকে অনুসরণ করবে, সে ধ্বংস। যে তার বিরুদ্ধাচারণ করবে, সে চিরসফল।

* কে এই শয়তান?
* কী তার কাহিনী?
* কেয়ামতের দিন কী হবে শয়তানের ভাষণ?
* সে তার অনুসারীদের কী বলবে?

ভূমিকা



কুরআনুল কারীমে শয়তানের নাম ৮৮ বার বর্ণিত হয়েছে। উদ্দেশ্য, তার প্রতারণা ও শত্রুতা সম্পর্কে সতর্ক করা। তার কুপরিকল্পণা ও পদক্ষেপসমূহ সম্পর্কে সচেতন করা।

কেয়ামতের দিন শয়তানের পরিণতি হবে সর্বভয়াবহ। আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে শয়তানের চক্রান্ত বর্ণনা করে তার প্রতি শত্রুতা পোষণের আদেশ করে বলেছেন,

﴿إِنَّ ٱلشَّيۡطَٰنَ لَكُمۡ عَدُوّٞ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّاۚ﴾ فاطر: ٦

"নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু; অতএব তাকে শত্রু রূপেই গ্রহণ কর।" (সূরা ফাতির-৬)

এমনকি নবীগণ পর্যন্ত স্বীয় সন্তান ও বংশধরকে শয়তান সম্পর্কে সতর্ক করে গেছেন। ইয়াকুব আ. তার সন্তান ইউসুফ আ. কে লক্ষ্য করে বলছিলেন,

﴿إِنَّ ٱلشَّيۡطَٰنَ لِلۡإِنسَٰنِ عَدُوّٞ﴾ يوسف: ٥

"নিশ্চয় শয়তান মানুষের শত্রু" (সূরা ইউসুফ-৫)

কাহিনীর সূত্রপাত

শয়তান জ্বিনজাতির অন্তর্গত। পৃথিবীতে মানুষের পূর্বে জ্বিনদের বসবাস ছিল। তারা বিশ্বময় অরাজকতা আর খুনাখুনি ছড়িয়ে ছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'লা ফেরেশতাদের বাহিনী প্রেরণ করে তাদেরকে সমুদ্রের বিভিন্ন দ্বিপদেশে বিতাড়িত করে দিয়েছিলেন। তখন ফেরেশতাগণ ইবলিসকে বন্দি করে নিয়েছিল। পরবর্তীতে নিজেকে সে অতি-সংশোধিত প্রকাশ করলে ফেরেশতাগণের সঙ্গী হয়ে সে এবাদত করত। অতঃপর

আল্লাহ যখন আদমকে সৃষ্টি করে সকল ফেরেশতাকে তাকে সেজদার আদেশ করেছিলেন, তখন তাদের মাঝে বিদ্যমান ইবলিস তাকে সেজদা না করে বরং অহংকার প্রকাশ করে বলেছিল,



﴿ءَأَسۡجُدُ لِمَنۡ خَلَقۡتَ طِينٗا ٦١﴾

الإسراء: ٦١

"আমি কি এমন ব্যক্তিকে সেজদা করব, যাকে আপনি মাটির দ্বারা সৃষ্টি করেছেন?" (সূরা ইসরা-৬১)

ফলে আল্লাহ তা'লা তাকে অভিশাপ করে স্বীয় রহমত থেকে বিতাড়িত করেছিলেন। পরবর্তীতে স্বীয় অহংকারে অনুতপ্ত না হয়ে ও প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা না চেয়ে বরং আদম ও তার সন্তানদের প্রতি সে চরম প্রতিহিংসা ও বিদ্বেষ পোষণ করল। কেয়ামত পর্যন্ত আগত সকল আদমসন্তানকে পথভ্রষ্ট করে তাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যেতে মনস্থ করল। বিস্তারিত বিবরণ আল্লাহ কুরআনে এভাবে বর্ণনা করেছেন,

﴿وَلَقَدۡ خَلَقۡنَٰكُمۡ ثُمَّ صَوَّرۡنَٰكُمۡ ثُمَّ قُلۡنَا لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ ٱسۡجُدُواْ لِأٓدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّآ إِبۡلِيسَ لَمۡ يَكُن مِّنَ ٱلسَّٰجِدِينَ ١١ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسۡجُدَ إِذۡ أَمَرۡتُكَۖ قَالَ أَنَا۠ خَيۡرٞ مِّنۡهُ خَلَقۡتَنِي مِن نَّارٖ وَخَلَقۡتَهُۥ مِن طِينٖ ١٢ قَالَ فَٱهۡبِطۡ

مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَٱخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّٰغِرِينَ ١٣ قَالَ أَنظِرْنِىٓ
إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١٤ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ١٥ قَالَ فَبِمَآ أَغْوَيْتَنِى لَأَقْعُدَنَّ
لَهُمْ صِرَٰطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ١٦ ثُمَّ لَءَاتِيَنَّهُم مِّنۢ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ
أَيْمَٰنِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ ۖ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَٰكِرِينَ ١٧ قَالَ ٱخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا
مَّدْحُورًا ۖ لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ١٨ ﴾ الأعراف: ١١ - ١٨

"আর আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এরপর আকার-অবয়ব, তৈরী করেছি। অতঃপর আমি ফেরেশতাদেরকে বলেছি, আদমকে সেজদা কর। তখন সবাই সেজদা করেছে, কিন্তু ইবলীস; সে সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। আল্লাহ বললেন, আমি যখন নির্দেশ দিয়েছি, তখন তোকে কীসে সেজদা করতে বারণ করল? সে বলল, আমি তার চাইতে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটির দ্বারা। বললেন, তুই এখান থেকে যা। এখানে অহংকার করার কোনো অধিকার তোর নেই। অতএব তুই বের হয়ে যা। তুই হীনতমদের অন্তর্ভুক্ত। সে বলল, আমাকে কেয়ামত দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। আল্লাহ বললেন, তোকে সময় দেওয়া হলো। সে বলল, আপনি আমাকে যেমন উদভ্রান্ত করেছেন, আমিও অবশ্য তাদের জন্যে আপনার সরল পথে বসে থাকব। এরপর তাদের কাছে আসব তাদের সামনের দিক থেকে, পেছন

দিক থেকে, ডান দিক থেকে এবং বাম দিক থেকে। আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না। আল্লাহ বললেন, বের হয়ে যা এখান থেকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে। তাদের যে কেউ তোর পথে চলবে, নিশ্চয় আমি তোদের সবার দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করে দিব।" (সূরা আ'রাফ ১১-১৮)

অতঃপর সেই ইবলিস আদম ও তার স্ত্রীকে প্ররোচনা দিয়ে জান্নাত থেকে বের করেছিল। এভাবে আদমসন্তানকেও সে জান্নাত থেকে বের করে অদ্যাবধি পথভ্রষ্ট ও প্ররোচিত করছে।



শয়তানের প্রতি আমাদের শত্রুতা পোষণ

এ কারণেই আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে তার প্রতি চরম শত্রুতা পোষণের আদেশ করেছেন। তার অনুগত হওয়া থেকে বারণ করেছেন। আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّ ٱلشَّيۡطَٰنَ لَكُمۡ عَدُوّٞ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّاۚ ﴾ فاطر: ٦

"শয়তান তোমাদের শত্রু; অতএব তাকে শত্রু রূপেই গ্রহণ কর।" (সূরা ফাতির-৬)

অন্য আয়াতে,

﴿ ۞ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَٰبَنِىٓ ءَادَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا۟ ٱلشَّيْطَٰنَ ۖ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝٦٠﴾ يس: ٦٠

"হে বনী আদম, আমি কি তোমাদেরকে বলে রাখিনি যে, শয়তানের এবাদত করো না, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু?" (সূরা ইয়াছিন-৬০)

শয়তান সৃষ্টিতে প্রজ্ঞা

কল্যাণ ও অকল্যাণ সবই আল্লাহর সৃষ্টি। এতদুভয় সৃজন করে তিনি মানুষের সামনে দু'টি পথ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّىٰهَا ۝٧ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰهَا ۝٨ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا ۝٩ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا ۝١٠﴾ الشمس: ٧ – ١٠

"শপথ প্রাণের এবং যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন, তাঁর। অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন। যে নিজেকে শুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয় এবং যে নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ মনোরথ হয়।" (সূরা শামস ৭-১০)

অন্য আয়াতে বলেন,

﴿ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ ﴿٣٧﴾ وَءَاثَرَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ﴿٣٨﴾ فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِىَ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿٣٩﴾ وَأَمَّا
مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ﴿٤٠﴾ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِىَ ٱلْمَأْوَىٰ
﴿٤١﴾ ﴾ النازعات: ٣٧ - ٤١

"তখন যে ব্যক্তি সীমালংঘন করেছে; এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং খেয়াল-খুশী থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে, তার ঠিকানা হবে জান্নাত।" (সূরা নাযিআত ৩৭-৪১)

ইবলিস মানুষকে চ্যালেঞ্জ করে তাদেরকে পথভ্রষ্ট করার অঙ্গীকার করেছে।

﴿ قَالَ أَرَءَيْتَكَ هَٰذَا ٱلَّذِى كَرَّمْتَ عَلَىَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ
لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُۥٓ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦٢﴾ ﴾ الإسراء: ٦٢

"সে বলল, দেখুন তো, এ না সেই ব্যক্তি, যাকে আপনি আমার চাইতেও উচ্চ মর্যাদা দিয়ে দিয়েছেন। যদি আপনি আমাকে কেয়ামত দিবস পর্যন্ত সময় দেন, তবে আমি সামান্য সংখ্যক ছাড়া তার বংশধরদেরকে সমূলে নষ্ট করে দেব।" (সূরা ইসরা-৬২)

যেন সে বলছে, যে মানুষকে আপনি সম্মান দিয়েছেন ও তাকে সেজদা করতে বলছেন, অচিরেই তারা দুনিয়াতে গিয়ে বিশৃঙ্খলা

করবে, খুনাখুনি-হানাহানি করবে। আমাকে সুযোগ দিন! আমিই তাদেরকে অনুপ্রেরণা দেব ও প্ররোচিত করব!

সে মুহূর্তে সঙ্গে সঙ্গে তার চ্যালেঞ্জ প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি প্রজ্ঞা অবলম্বন করে মানুষের ঈমানের পরীক্ষা করতে তাকে কেয়ামত পর্যন্তের জন্য অবকাশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

﴿ ٱلشَّيْطَٰنُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَآءِ ۖ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦٨﴾ ﴾ البقرة: ٢٦٨

"শয়তান তোমাদেরকে অভাব-অনটনের ভীতি প্রদর্শন করে এবং অশ্লীলতার আদেশ দেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ তোমাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও অধিক অনুগ্রহের ওয়াদা করেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সুবিজ্ঞ।" (সূরা বাক্বারা-২৬৮)

বান্দাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ

শয়তান মানুষকে ধীরে ধীরে পথভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যায়। ছোট গুনাহ থেকে বড় গুনাহের দিকে নিয়ে যায়। এভাবে পর্যায়ক্রমে তাকে শিরিক পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। কারণ, শিরিক হলো জাহান্নাম অবধারিত হওয়ার প্রধান উপকরণ। আল্লাহ বলেন,

﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾ ﴾ الإسراء: ١٥

"কোন রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত আমি কাউকেই শাস্তি দান করি না" (সূরা ইসরা-১৭)

শয়তানের পদক্ষেপ

শয়তান ধীর পদক্ষেপে মানুষকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। ছোট অপরাধ থেকে বড় অপরাধের দিকে নিয়ে যায়। এক পর্যায়ে সে শিরক এ লিপ্ত হয়ে যায়, যার পরিণতি চিরস্থায়ী জাহান্নাম। আল্লাহ বলেন,

﴿ وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾ ﴾

البقرة: ٢٠٨



"এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নিশ্চিতরূপে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" (সূরা বাক্বারা-২০৮)

অন্য আয়াতে বলেন,

﴿ ۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَإِنَّهُۥ يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ ﴾ النور: ٢١

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। যে কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, তখন তো শয়তান নির্লজ্জতা ও মন্দ কাজেরই আদেশ করবে।" (সূরা নূর-২১)

এর চেয়ে সুস্পষ্ট কথা আর কী হতে পারে?!!

ইবলিসের সিংহাসন

নবী করীম সা. সংবাদ দিয়েছেন যে, ইবলিসের আরশ সমুদ্রে। সেখান থেকেই মানুষকে পথভ্রষ্ট ও দিকভ্রান্ত করতে সে তার দলবল ও বাহিনী পাঠায়। সে তার সহযোগীদের নেতৃত্ব দেয়। সফলদের পুরষ্কৃত করে।

يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا . فيقول: ما صنعت شيئا . ثم يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا . فيقول: ما صنعت شيئا . ثم يجيء أحدهم فيقول : ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته . فيدينه منه ويقول: نعم

শয়তানের কাছে তার এক সহযোগী এসে বলে, আজ আমি এমন এমন করেছি, সে বলে, তুমি কিছুই করনি! অপরজন এসে বলে, আমি এরকম এরকম করেছি! সে বলে, তুমি কিছুই করতে পারনি! অন্যজন বলে, আজ আমি অমুক ও তার স্ত্রীর মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে এসেছি। শয়তান তাকে কাছে ডেকে নিয়ে বলে, তুমিই পেরেছ!" (মুসলিম)

সুতরাং জেনে রাখা উচিত, মানুষের মাঝে সৃষ্ট সকল প্রকার ঝগড়া-বিবাদ ও গোস্বা-কলহের মূল ইন্ধনদাতা শয়তান। সুতরাং সবসময় তার অনিষ্ট হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা ও তার চক্রান্ত সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি রাখা উচিত।



শয়তানের দল

শয়তানের অনুসারী ও তার দলবলের পরিণতি হলো জাহান্নাম। শয়তান সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّ ٱلشَّيۡطَٰنَ لَكُمۡ عَدُوّٞ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّاۚ إِنَّمَا يَدۡعُواْ حِزۡبَهُۥ لِيَكُونُواْ مِنۡ أَصۡحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ ٦ ﴾ فاطر: ٦

"শয়তান তোমাদের শত্রু; অতএব তাকে শত্রুরূপেই গ্রহণ কর। সে তার দলবলকে আহবান করে যেন তারা জাহান্নামী হয়।" (সূরা ফাতির-৬)

অন্যত্র বলেন,

﴿ أُوْلَٰٓئِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَٰنِۚ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَٰنِ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ ١٩ ﴾

المجادلة: ١٩

"তারা শয়তানের দল, সাবধান, শয়তানের দলই ক্ষতিগ্রস্ত।" (সূরা মুজাদালা-১৯)

প্রশ্ন,

ইবলিস তো আগুনের তৈরি, তবে আগুনের মাধ্যমে কীরূপে তাকে শাস্তি প্রদান করা হবে?

উত্তরঃ শয়তানের মূল সৃষ্টি হলো আগুন। কিন্তু এখন সে আগুন নয়। কেননা, মানুষ মাটির তৈরি, কিন্তু মাটির মাধ্যমেও মানুষকে শাস্তি দেওয়া যায়। কোনো মানুষ মাটিচাপা পড়লে অবশ্যই যন্ত্রণাবশতঃ শ্বাসরুদ্ধ হয়ে সে মৃত্যুবরণ করবে। তেমনি মাটি দিয়ে আঘাত করলে সে ব্যথা পাবে। এমনকি শক্ত মাটি দিয়ে আঘাত করলে তার মৃত্যুও হতে পারে।

তেমনি শয়তানের মূল সৃষ্টি আগুন থেকে এবং কেয়ামতের দিন জাহান্নামের এই আগুন দ্বারাই তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। তবে

বর্তমানে সে আগুন নয়; বরং তার স্বয়ংসম্পূর্ণ দেহ রয়েছে। রয়েছে তার মুখ।

كان النبي ﷺ يصلي فأتاه الشيطان ليؤذيه فقال ﷺ : أعوذ بالله منك ثم قال: ألعنك بلعنة الله ثلاثة . وبسط يده كأنه يتناول شيئا ، فلما فرغ من الصلاة ، قال الصحابة : يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك! ورأيناك بسطت يدك ! فقال: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي! فقلت : أعوذ بالله منك .. أعوذ بالله منك .. أعوذ بالله منك .. ثم قلت : ألعنك بلعنة الله التامة .. ألعنك بلعنة الله التامة .. ألعنك بلعنة الله التامة .. فلم يستأخر .. فأخذه النبي ﷺ بيده فخنقه قال ﷺ : حتى وجدت برد لسانه على يدي ، ولولا دعوة أخي سليمان عليه السلام لأصبح موثقا حتى يراه الناس ..

নবী করীম সা. একদা নামাযে ছিলেন। হঠাৎ তাঁকে বিরক্ত করতে শয়তান এলো, নবী করীম সা. তাকে দেখে বললেন, আল্লাহর কাছেই আমি তোর অনিষ্টতা হতে আশ্রয় চাই! অতঃপর বললেন, আমি তোকে আল্লাহর অভিশাপ দিচ্ছি (তিনবার)। একথা বলে তিনি হাত প্রসারিত করলেন, (মনে হচ্ছিল কী যেন ধরছেন)। নামায শেষে সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, নামাযে আপনি কী যেন বলছিলেন, আপনাকে তো নামাযে কখনো এরকম বলতে শুনিনি! আবার হাতও প্রসারিত

করছিলেন!? তিনি বললেন, আল্লাহর দুশমন ইবলিস আমার মুখ দগ্ধ করতে আগুনের মশাল নিয়ে এসেছিল। তাকে দেখে আমি বললাম, তোর অনিষ্টতা হতে আমি আল্লাহর আশ্রয় চাই! তোর অনিষ্টতা হতে আমি আল্লাহর আশ্রয় চাই! তোর অনিষ্টতা হতে আমি আল্লাহর আশ্রয় চাই! অতঃপর বললাম, আমি তোকে আল্লাহর অভিশাপ দিচ্ছি! আমি তোকে আল্লাহর অভিশাপ দিচ্ছি! অতঃপর সে অবিলম্ব পালাতে চাইলে নবীজী তাকে স্বহস্তে পাকড়াও করে তার গলাটিপে ধরলেন। নবীজী বলেন, এমনকি আমি আমার হাতে তার জিহ্বার শীতলতা অনুভব করলাম। যদি আমার ভাই সুলায়মানের দোয়া না থাকত, তবে অবশ্যই সে আজ গ্রেফতার হতো এবং মানুষ তাকে বাঁধা অবস্থায় দেখতে পেত।" (মুসলিম-১২৩৯)

বুঝা গেল, জ্বিন-শয়তান এখন আগুন নয়, যদি আগুন হতো তবে নবীজী তার জিহবার শীতলতা অনুভব করতেন না এবং মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে তাকে আবদ্ধ করার কথা বলতেন না।

قال ﷺ : إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم

অন্যত্র নবীজী বলেন, "নিশ্চয় শয়তান মানুষের রগ-রেশায় চলাফেরা করে।" (বুখারী-১৯৩৩)

যদি শয়তান আগুনই হতো, তবে মানুষ তো সে আগুনের পুড়ে ভষ্ম হয়ে যেত।

শয়তানের ভাষণ

যখন দুনিয়ার সমাপ্তি ঘটবে, কেয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে, মিযান স্থাপন করা হবে, আমলনামা বিতরণ করা হবে, মহান পালনকর্তা সৃষ্টির বিচারকার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে অবতরণ করবেন, সকল সৃষ্টিকে তার যথাযথ প্রাপ্য বুঝিয়ে দেওয়া হবে, জান্নাতবাসী জান্নাতে এবং জাহান্নামবাসী জাহান্নামে যাওয়ার চূড়ান্ত ফায়সালা হবে, ঠিক তখন শয়তান দাঁড়িয়ে ছোট্ট একটি ভাষণ দেবে, এ ভাষণের পর জাহান্নামবাসীর আর কিছু বলার থাকবে না। কী বলবে শয়তান সে ভাষণে?

সে ভাষণটিই আল্লাহ তা'লা কুরআনুল কারীমে এভাবে বর্ণনা করেছেন,

﴿ وَقَالَ ٱلشَّيْطَٰنُ لَمَّا قُضِىَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ۖ وَمَا كَانَ لِىَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَٰنٍ إِلَّآ أَن دَعَوْتُكُمْ فَٱسْتَجَبْتُمْ لِى ۖ فَلَا تَلُومُونِى وَلُومُوٓا۟ أَنفُسَكُم ۖ مَّآ أَنَا۠ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ أَنتُم بِمُصْرِخِىَّ ۖ إِنِّى كَفَرْتُ بِمَآ أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ ۗ إِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٢﴾ ﴾

إبراهيم: ٢٢

"যখন সব কাজের ফায়সালা হয়ে যাবে, তখন শয়তান বলবে, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে সত্য ওয়াদা দিয়েছিলেন এবং আমি তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছি, অতঃপর তা ভঙ্গ করেছি। তোমাদের ওপর তো আমার কোনো ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু এতটুকু যে, আমি তোমাদেরকে ডেকেছি, আর তোমরা আমার কথা মেনে নিয়েছ। অতএব, তোমরা আমাকে ভৎর্সনা করো না; বরং নিজেদেরকেই ভৎর্সনা কর। আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্যকারী নই। এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহায্যকারী নও। ইতিপূর্বে তোমরা আমাকে যে আল্লাহর শরীক করেছিলে, আমি তা অস্বীকার করি। নিশ্চয় যারা জালেম তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" (সূর ইবরাহীম-২২)

হ্যাঁ..! সে তার অনুসারীদের বলবে, 'আমাকে ভৎর্সনা করো!' কী আশ্চর্য! তবে কাকে ভৎর্সনা করবে?

কে তাদেরকে অশ্লীল কাজের দিকে আহ্বান করেছে? কে তাদেরকে রক্তপাতে উস্কিয়ে দিয়েছে? কে তাদের জন্য হারামকাজ সৌন্দর্যমণ্ডিত করে উপস্থাপন করেছে? কে তাদেরকে অসৎকর্মে উৎসাহ দিয়েছে? উত্তর আসবে, 'বরং নিজেদেরকেই তোমরা ভৎর্সনা কর!'



অতঃপর শয়তান তাদেরকে

সেই ঘোষণা শুনিয়ে দেবে, যা শুনে তাদের পরিতাপ আরো বৃদ্ধি পাবে। সে নিজেকে আল্লাহর অংশীদার সাব্যস্ত করা থেকে মুক্ত ঘোষণা করে বলবে, "ইতিপূর্বে তোমরা আমাকে যে আল্লাহর শরীক করেছিলে, আমি তা অস্বীকার করি।"

"আমার অনুসরণ বিন্দুমাত্র তোমাদের উপকারে আসবে না" কেবল তোমাদের সৎকর্ম ছাড়া। সর্বশেষ কথা হবে তার "নিশ্চয় যারা জালেম তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"

এভাবেই তার ভাষণ সমাপ্ত হবে। এই হলো কাফের সরদারের পরিণতি। এই হলো অপরাধীদের গডফাদারের সমাপ্তি।

বিশ্বসঘাতকতা,

ইবলিসের পক্ষ থেকে তার অনুসারীদের জন্য কোনোই প্রতিশ্রুতি নেই; সে তো কেবল তাদের অভিশাপ করবে এবং তাদের থেকে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করবে।

জান্নাত

জান্নাত হলো প্রতিযোগিদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু। মুমিনদের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। সকল প্রেমিকের প্রেমসূত্র। সকল উপাসনাকারীদের একমাত্র বাসনা। কতজন তাকে পেতে যন্ত্রণার শাস্তি ভোগ করেছে। কত বিপদসঙ্কুল পথ পাড়ি দিয়েছে। তা হলো শহীদ ও সৎকর্মশীলদের ঠিকানা। উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় এক পরিবেশ। সুগন্ধিতে ভরা চারপাশ। ফুলে-ফলে সুশোভিত চারিদিক। নিষ্ঠাবান আবিদগণ তাতে বিলাসপূর্ণ জীবনযাপন করবে। সেখানে পানাহার করবে, মল-মূত্র ত্যাগ করবে না। শুধুই হাসবে, কখনো কাঁদবে না। চিরকাল অবস্থান করবে, ছেড়ে যাবে না। অনন্ত অসীমকাল সেখানে জীবিত থাকবে, কখনো মৃত্যুবরণ করবে না। সেখানে তাদের চেহারা হবে আলোকিত হাস্যোজ্জ্বল।

* তবে কী সেই জান্নাত?

* কী তার বৈশিষ্ট্য?

* জান্নাতবাসী কারা?

* সেখানে যাওয়ার উপায়?

জান্নাতের নামসমূহ



(১) "দারুস সালাম" (শান্তির জগত) অর্থাৎ যেখানে বিপদ বলতে কিছু নেই।

(২) "দারুল খুলদ" (চিরস্থায়ী জগত) অর্থাৎ যেখানে কোনো মৃত্যু নেই, বৃদ্ধ হওয়ার আশঙ্কা নেই।

(৩) "দারুল মুক্কামা" (স্থায়ী বসবাসের জগত)। অর্থাৎ যেখান থেকে স্থানপরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই।

(৪) "জান্নাতুল মাওয়া" (আশ্রয়ের জান্নাত)। অর্থাৎ কবর, হাশর, বিচার.. ইত্যাদি শেষে জান্নাতই মুমিনদের আশ্রয়স্থল।

জান্নাতের অন্যান্য নামগুলো হলো,

(৫) "জান্নাতু আদন" (মনোরম বসবাসের জান্নাত)।

(৬) "দারুল হায়াওয়ান" (চিরবসবাসের জগত)।

(৭) "জান্নাতুল ফেরদাউস" (ফুলে-ফলে সুশোভিত মনোমুগ্ধকর বাগিচা)।

(৮) "জান্নাতুন্নাঈম" (অনুগ্রহভরা জান্নাত)।

(৯) "আল-মাক্কামুল আমীন" (নিরাপদ স্থান)

(১০) “মাক্বআদু সিদক” (যোগ্য আসন) ।

আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّٰتٍ وَنَهَرٍ ﴿٥٤﴾ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٥٥﴾ ﴾ القمر: ٥٤ – ٥٥

“খোদাভীরুগণ থাকবে জান্নাতে ও নির্ঝরিণীতে। যোগ্য আসনে, সর্বাধিপতি সম্রাটের সান্নিধ্যে।” (সূরা ক্বামার ৫৪-৫৫)

قال النبي ﷺ : قال الله تعالى : أعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ومصداق ذلك في كتاب الله عز و جل

﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾ ﴾ السجدة: ١٧

নবী করীম সা. বলেন, “আল্লাহ বলেন, আমি আমার বান্দাদের জন্য এমন সব ভোগবিলাস প্রস্তুত রেখেছি যা কোনো চক্ষু কোনোদিন প্রত্যক্ষ করেনি, কোনো কর্ণ সে সম্পর্কে শুনেনি এবং কোনো হৃদয়ে তার কল্পণা উদয় হয়নি। আল্লাহর কালামে সে ইঙ্গিতই রয়েছে- “কেউ জানে না তার জন্যে কৃতকর্মের কী কী নয়ন-প্রীতিকর প্রতিদান লুকায়িত আছে।” (সূরা সাজদা-১৭)

* জান্নাতের কী সেই নামসমূহ?

* সর্বপ্রথম কোন দল জান্নাতে প্রবেশ করবে? কী তাদের বৈশিষ্ট্য?

* সর্বশেষ কারা জান্নাতে প্রবেশ করবে?

* জান্নাতে সর্বনিম্নস্তরপ্রাপ্ত কে? আর সর্বোচ্চস্তরপ্রাপ্ত কে?

* জান্নাতের মার্কেট কী?

* পালনকর্তার কাছে জান্নাতীদের শুভাগমন এবং সেখানে তাদের চিরস্থায়ী নিবাস...

ভূমিকা

যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে, সে দুনিয়া ও তাতে দেখা সকল নেয়ামত ও ভোগ-বিলাসের কথা ভুলে যাবে।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُصْبَغُ فِى النَّارِ صَبْغَةً ثُمَّ يُقَالُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ فَيَقُولُ لاَ وَاللَّهِ يَا رَبِّ. وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِى الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِى الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ فَيَقُولُ لاَ وَاللَّهِ يَا رَبِّ مَا مَرَّ بِى بُؤْسٌ قَطُّ وَلاَ رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ .

নবী করীম সা. বলেন, “দুনিয়াতে সর্বোন্নত জীবনযাপনকারী জাহান্নামীকে নিয়ে আসা হবে, তাকে জাহান্নামে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে এসে বলা হবে, হে আদমসন্তান, তুমি কি কখনো কল্যাণ

দেখেছ? কখনো সুখ-শান্তি উপভোগ করেছ? সে বলবে, আল্লাহর শপথ, না হে প্রতিপালক। পক্ষান্তরে দুনিয়াতে সর্বনিম্নমানের জীবনযাপনকারী জান্নাতীকে জান্নাতের পাশে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে এসে বলা হবে, হে আদমসন্তান! তুমি কি কখনো অভাব-অনটন দেখেছ? দুর্বিসহ জীবনযাপন প্রত্যক্ষ করেছ? সে বলবে, আল্লাহর শপথ, না হে প্রতিপালক, অভাব কাকে বলে কখনো আমি দেখিনি! কোনোসময় দুর্বিসহ জীবনের সম্মুখীন হইনি!" (মুসলিম-৭২৬৬)

সাহাবীগণ জান্নাতের জন্য উদগ্রীব ছিলেন। সর্বদা জান্নাতের চিন্তায় ব্যস্ত থাকতেন। একদা জনৈক নবীজীকে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল, জান্নাতে কি ঘোড়া থাকবে? নবীজী বললেন,

إن الله أدخلك الجنة ، فلا تشاء أن تحمل فيها على فرس من ياقوتة حمراء ، يطير بك في الجنة حيث شئت إلا فعلت .

তোমাকে যদি আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করান, তবে জান্নাতে লালবর্ণের মোতিখচিত দ্রুতগামী বাহন তোমাকে যেথা ইচ্ছা নিয়ে যাবে।

তা পাওয়ার পর আর সে অশ্ব কামনা করবে না। অপর ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল, জান্নাতে কি উট থাকবে? নবীজী তখন প্রথমজনের মতো উত্তর না দিয়ে বললেন,

إن يدخلك الله الجنة يكن لك فيها ما اشتهت نفسك ، ولذت عينك

আল্লাহ তা'লা যদি তোমাকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করান, তবে সেখানে মনোচাহিদাপূরক এবং নয়ন-প্রীতিকর সবকিছুই তুমি পাবে।" (তিরমিযী-২৫৪৩)

অন্য একদিন জনৈক বেদুইন এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল, আমি অশ্ব পছন্দ করি, জান্নাতে কি অশ্ব থাকবে? নবীজী উত্তরে বললেন,

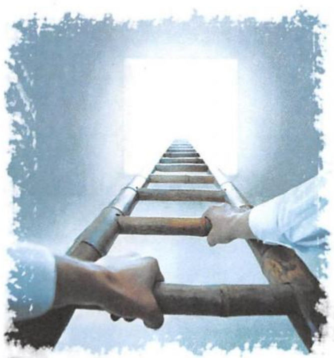
إن أدخلت الجنة أتيت بفرس من ياقوتة له جناحان فحملت عليه ثم طار بك حيث شئت

তোমাকে যদি জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়, তবে সেখানে তোমার জন্য মোতিখচিত দু'ডানা বিশিষ্ট অশ্ব থাকবে, যেখানেই তোমার যেতে ইচ্ছে হয়, সেখানেই সে তোমাকে বহন করে উড়ে যাবে।" (তিরমিযী-২৫৪৪)

দোয়া,

হে আল্লাহ! আমরা আপনার কাছে জান্নাত চাই
জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাই!

জান্নাতের উৎসাহপ্রদান



মানুষের মন যখনই কোনো কিছুর প্রতি আকৃষ্ট হয়, তখন সে তা অর্জনে সচেষ্ট হয়। আল্লাহ তা'লা জান্নাতের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। মানুষের জন্য তা সুসজ্জিত করেছেন। জান্নাতের দিকে মানুষকে আহবান করেছেন। তার প্রতি মানুষকে উৎসাহ প্রদান করেছেন।

قال النبي ﷺ ذات يوم لأصحابه : (ألا هل مشمر للجنة فإن الجنة لا خطر لها هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مطرد وفاكهة كثيرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة في مقام أبدا في حبرة ونضرة في دار عالية سليمة بهية) قالوا : نحن المشمرون لها يا رسول الله قال : (قولوا : إن شاء الله) ثم ذكر الجهاد وحض عليه

একদা নবী করীম সা. সাথীদের উদ্দেশ্যে বলছিলেন, "আছে কি জান্নাতের জন্য প্রস্তুত কেউ? নিশ্চয় জান্নাত এমন জগত, যার কল্পণা কারো হৃদয়ে উদয় হয়নি! কা'বার প্রতিপালকের শপথ,

নিশ্চয় তা আলোকজ্জ্বল চমকপ্রদ জগত, সুগন্ধিময় পরিবেশ, সুশোভিত প্রাসাদসমগ্র, বহমান নদীকুল, অসংখ্য পাকা ফলমূল, আবেদনময়ী সুন্দরী স্ত্রীবর্গ, মূল্যবান অলংকারসমগ্র, সুখ-শান্তি ও বিলাসিতায় ভরপুর চিরস্থায়ী উন্নত ও নিরাপদ আবাস।

সকলেই বলল, আমরা প্রস্তুত আছি হে আল্লাহর রাসূল! বললেন, বল 'ইনশাআল্লাহ' (আল্লাহ চাহেন তো) অতঃপর জিহাদের বিবরণ দিয়ে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করলেন। (ইবনে হিব্বান-৭৩৮)

قال النبي ﷺ : قال الله تعالى : أعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ومصداق ذلك في كتاب الله عز و جل

﴿فَلَا تَعۡلَمُ نَفۡسٞ مَّآ أُخۡفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعۡيُنٖ جَزَآءَۢ بِمَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ۝١٧﴾ السجدة: ١٧

নবী করীম সা. বলেন, "আল্লাহ বলেন, আমি আমার বান্দাদের জন্য এমন সব ভোগবিলাস প্রস্তুত রেখেছি যা কোনো চক্ষু কোনোদিন প্রত্যক্ষ করেনি, কোনো কর্ণ সে সম্পর্কে শুনেনি এবং কোনো হৃদয়ে তার কল্পণা উদয় হয়নি। আল্লাহর কালামে সে দিকেই ইঙ্গিত রয়েছে- "কেউ জানে না তার জন্যে কৃতকর্মের কী কী নয়ন-প্রীতিকর প্রতিদান লুকায়িত আছে।" (সূরা সাজদা-১৭) (বুখারী-৩০৭২)

যাদের পার্শ্ব শয্যা থেকে পৃথক

আল্লাহ বর্ণনা করেছেন যে, জান্নাতীগণ জান্নাত পাওয়ার জন্য আমল করবে, পরিশ্রম করবে।

عن سهل بن سعد قال : بينما نحن عند رسول الله ﷺ و هو يصف الجنة حتى انتهى ثم قال : فيها ما لا عين رأت و لا أذن سمعت و لا خطر على قلب بشر ثم قرأ

﴿تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿١٦﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِىَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾﴾ السجدة: ١٦ - ١٧

সাহল বিন সা'দ রা. বর্ণনা করে বলেন, আমি নবী করীম সা. এর একটি বৈঠকে শেষপর্যন্ত উপস্থিত ছিলাম যেখানে তিনি জান্নাতের বিবরণ শুনিয়েছেন। হাদিসের শেষাংশে তিনি বলেন, নবী করীম সা. বলেন, "এমনসব ভোগবিলাস প্রস্তুত রয়েছে, যা কোনো চক্ষু কোনোদিন প্রত্যক্ষ করেনি, কোনো কর্ণ সে সম্পর্কে শুনেনি এবং কোনো হৃদয়ে তার কল্পণাও উদয় হয়নি। অতঃপর নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন, "তাদের পার্শ্ব শয্যা থেকে আলাদা



থাকে। তারা তাদের পালনকর্তাকে ডাকে ভয়ে ও আশায় এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে। কেউ জানে না তার জন্যে কৃতকর্মের কী কী নয়ন-প্রীতিকর প্রতিদান লুকায়িত রয়েছে।" (সূরা সাজদা ১৬-১৭)

قال النبي ﷺ: لو أن ما يقل ظفر مما في الجنة بدا لتزخرفت له ما بين خوافق السموات والأرض ولو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدا أساوره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم

জান্নাতীদের বিবরণ দিতে গিয়ে নবীজী বলেন, "জান্নাতী কোনো লোকের নখ থেকে সামান্য পরিমাণ যদি দুনিয়াতে উদয় হয়ে যায়, তবে আসমানসমূহ ও যমিনের মধ্যস্থলগুলো সুশোভিত হয়ে উঠবে। জান্নাতী কোনো লোকের হাতে পরিহিত বালাসমগ্র যদি দুনিয়াতে প্রকাশ হয়, তবে সূর্যের আলো নিষ্প্রভ হয়ে যাবে, ঠিক যেমন সূর্যের আলোর সামনে তারকারাজীর আলো নিষ্প্রভ হয়ে যায়।" (তিরমিযী-২৫৩৮)

মুমিনগণ সফল

মুমিন বান্দাদের জন্য আল্লাহ তা'লা জান্নাতকে প্রতিনিয়ত সুসজ্জিত করছেন।

قال ﷺ : خلق الله جنة عدن بيده ، ودلى فيها ثمارها ، وشق فيها أنهارها ، ثم نظر إليها ، فقال : قد أفلح المؤمنون ، قال : وعزتي لا يجاورني فيك بخيل

নবী করীম সা. বলেন, "জান্নাতে আদনকে আল্লাহ নিজহাতে তৈরি করেছেন। তার ফল-ফলাদি নির্ধারণ করেছেন। তার নদীগুলোর প্রবাহপথ ঠিক করেছেন। অতঃপর তার দিকে তাকিয়ে বলেছেন, নিশ্চয় মুমিনগণ সফল হয়ে গেছে। আরো বলেন, আমার মর্যাদার শপথ, আমার পার্শ্ববর্তী এ জান্নাতে কোনো কৃপণের স্থান হবে না।" (আল মু'জামুল কাবীর-১২৭২৩)

وقال ﷺ : قيد سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا ومثلها معها . ولقاب قوس أحدكم في الجنة خير من الدنيا ومثلها معها . ولنصيف امرأة من الجنة خير من الدنيا ومثلها معها .

নবী করীম সা. আরও বলেন, "তোমাদের কারো জন্য জান্নাতে লাঠি ধারণস্থল পরিমাণ জায়গা দু'টি দুনিয়া অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তোমাদের কারো জন্য জান্নাতে ধনুক পরিমাণ জায়গা দু'টি দুনিয়া অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। জান্নাতে কোনো নারীর মস্তকাবরণ দু'টি দুনিয়া অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" (মুসনাদে আহমদ-১০২৭০)

قال ابن عباس رضي الله عنه : ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء

ইবনে আব্বাস রা. বলেন, "জান্নাতে নামছাড়া দুনিয়ার কোনো বস্তুই থাকবে না" (বায়হাকী)

আগ্রহ,

আছে কি জান্নাতের জন্য প্রস্তুত কেউ?

মুমিন মাত্রই জান্নাতের বিবরণ শুনে আমলে মনোনিবেশ করবে।

জান্নাতের পথসমূহ

কেবল খোদাভীরুগণই জান্নাতের বাসিন্দা হবে, যারা দুনিয়াতে আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজসমূহ থেকে বেঁচে থাকত, আল্লাহর বিধিবিধান মেনে চলত।

ইবাদতে সামান্য কিছু কষ্ট ও পরিশ্রম রয়েছে, যেগুলো বান্দার ঈমানকে সুদৃঢ় করে, প্রতিপালকের বিধানাবলীর গুরুত্ব বাড়িয়ে দেয়। ফলে সে অধিকতর আনুগত্যে লিপ্ত হতে চায়, অধিকতর হারাম থেকে বেঁচে থাকতে চায়।

জান্নাতের অনেক পথ রয়েছে; কুরআন হাদিসের পাতায় পাতায় যার বিবরণ বর্ণিত..

* কী সেই পথসমূহ?
* শ্রেষ্ঠপথ কোনটি?
* কীভাবে মানুষকে সে পথের দিকে আহ্বান করা যায়?

ভূমিকা

قال ﷺ : حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات

নবী করীম সা. বলেন, "জান্নাত কষ্টদায়ক বস্তুসমূহ দিয়ে বেষ্টিত এবং জাহান্নাম মনোবৃত্তিপূরক বস্তুসমূহ দিয়ে বেষ্টিত।" (মুসলিম-৭৩০৮)

মুমিন মাত্রই প্রতিপালকের আদেশকে সে মনোচাহিদার উপরে রাখে।

জান্নাত অর্জনে নবী করীম সা. অসংখ্য পথ ও পদ্ধতি বলে গেছেন। তন্মধ্যে কয়েকটি আমরা এখানে উল্লেখ করছি..

(১) আল্লাহর পথে জিহাদ (যুদ্ধ)

জিহাদ ইসলামের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ ও নবী রাসূলদের রীতি। যে ব্যক্তি ইসলামের জন্য জিহাদ না করে মৃত্যুবরণ করল, এমনকি তার অন্তরেও জিহাদের কোনো আগ্রহ ছিল না, সে একপ্রকার মুনাফেকী নিয়ে মৃত্যুবরণ করল। আল্লাহ তা'লা বলেন,

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾ ﴾ البقرة: ٢١٦

"তোমাদের ওপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে তোমাদের কাছে হয়তো কোনো একটা বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তবা কোনো একটি বিষয় তোমাদের কাছে

পছন্দনীয় অথচ তোমাদের জন্যে অকল্যাণকর। বস্তুতঃ আল্লাহই জানেন, তোমরা জান না।" (সূরা বাক্বারা-২১৬)

মুজাহিদীন (যোদ্ধা)দের জন্য আল্লাহ জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَضَمَّنَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِى سَبِيلِهِ لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ جِهَادًا فِى سَبِيلِى وَإِيمَانًا بِى وَتَصْدِيقًا بِرُسُلِى فَهُوَ عَلَىَّ ضَامِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ أَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِى خَرَجَ مِنْهُ نَائِلاً مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ. وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا مِنْ كَلْمٍ يُكْلَمُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهِ حِينَ كُلِمَ لَوْنُهُ لَوْنُ دَمٍ وَرِيحُهُ مِسْكٌ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْلاَ أَنْ يَشُقَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا قَعَدْتُ خِلاَفَ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِى سَبِيلِ اللَّهِ أَبَدًا وَلَكِنْ لاَ أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلَهُمْ وَلاَ يَجِدُونَ سَعَةً وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّى وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّى أَغْزُو فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَأُقْتَلُ ثُمَّ أَغْزُو فَأُقْتَلُ ثُمَّ أَغْزُو فَأُقْتَلُ.

নবী করীম সা. বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে বের হলো, তার জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুতি- "যে আমার ওপর বিশ্বাস রেখে এবং আমার রাসূলদের সত্যায়ন করে কেবলই আমার পথে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে বের হলো, অবশ্যই আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাব অথবা যে ঘর থেকে সে বেরিয়েছিল, সেখানে নিরাপদে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সহকারে পৌঁছে দেব।" ঐ সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, আল্লাহর পথে যে ব্যক্তি কোনো আঘাতপ্রাপ্ত

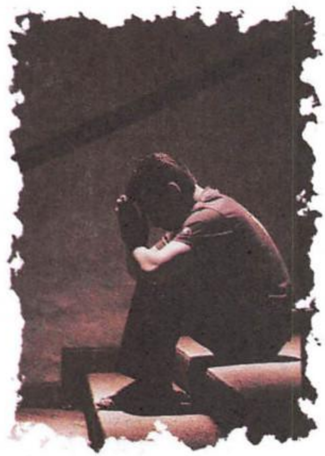
হলো, কেয়ামতের দিন সে ওই আঘাত নিয়ে উঠবে, ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরতে থাকবে, মিশকের সুগন্ধি বের হতে থাকবে। ওই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, মুসলমানদের ওপর চাপ সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা না করলে আমি আল্লাহর পথে বের হওয়া প্রতিটি সৈনিক দলের সাথেই বের হয়ে যেতাম। কিন্তু সে সুযোগ না থাকায় আমি তাদেরকে বিভিন্ন সেনাদলে ভাগ করে পাঠিয়ে দেই। জানি, আমাকে ছেড়ে যাওয়া তাদের মনে পীড়া দেয়। ওই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, অবশ্যই আমি পছন্দ করি যে, আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে নিহত হই, অতঃপর আবার যুদ্ধ করে আবার নিহত হই, অতঃপর আবার যুদ্ধ করে আবার নিহত হই।” (মুসলিম-৪৯৬৭)



(২) বিপদে ধৈর্যধারণ ও আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্টি

এটিও বান্দাদের প্রতি আল্লাহর রহমতের বহিঃপ্রকাশ যে, তাদেরকে বিভিন্ন বিপদাপদ দিয়ে পরীক্ষা করে তাদের জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।

আল্লাহ বলেন,



﴿أَمۡ حَسِبۡتُمۡ أَن تَدۡخُلُواْ ٱلۡجَنَّةَ وَلَمَّا يَعۡلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ مِنكُمۡ وَيَعۡلَمَ ٱلصَّٰبِرِينَ ١٤٢﴾ آل عمران: ١٤٢

"তোমাদের কি ধারণা, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ এখনও দেখেননি তোমাদের মধ্যে কারা জেহাদ করেছে এবং কারা ধৈর্য্যশীল।" (সূরা আলে ইমরান-১৪২)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ما يزال البلاء بالمؤمن في جسده وماله ، حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة

নবী করীম সা. বলেন, "মুমিনগণ সর্বদা তাদের দেহ ও সম্পদ নিয়ে বিপদে নিপতিত থাকে, শেষপর্যন্ত আল্লাহর সাথে সাক্ষাতকালে তার কোনো গুনাহ অবশিষ্ট থাকে না।" (আল মুস্তাদরাক-৭৮৭৯)

সুতরাং যে ব্যক্তি অসুস্থতা, দরিদ্রতা, সন্তানদের মৃত্যু, গ্রেফতারি ইত্যাদি বিপদাপদে ধৈর্যের পরিচয় দেবে, অবশ্যই সেগুলো তার জন্য গুনাহের কাফফারা হবে। নেক আমল বৃদ্ধি পাবে।

(৩) সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ

এটি একটি কষ্টসাধ্য এবাদত। এ কাজের জন্য অনেক সময় কষ্ট ও দুর্ভোগের সম্মুখীন হতে হয়। প্রজ্ঞাবান লুকমান তার ছেলেকে উপদেশ দানকালে বলেছিলেন,

﴿يَٰبُنَيَّ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَٱنۡهَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَٱصۡبِرۡ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنۡ عَزۡمِ ٱلۡأُمُورِ ١٧﴾ لقمان: ١٧

“হে বৎস, নামায কায়েম কর, সৎকাজে আদেশ দাও, মন্দকাজে নিষেধ কর এবং বিপদাপদে সবর কর। নিশ্চয় এটা সাহসিকতার কাজ।” (সূরা লুকমান-১৭)

(৪) ইসলামের বিভিন্ন কষ্টসাধ্য কাজ

ইসলামের বিধিবিধানসমূহে গবেষণা করলে দেখা যায়, তাতে পালনীয় প্রায় সকল এবাদতসমূহে যেমন, নামায, যাকাত, রোযা, হজ্জ্ব ইত্যাদি বান্দার ওপর কিছু কষ্ট আরোপিত হয়, চাপ প্রয়োগ হয়; কিন্তু এ সকল কষ্ট এবং পরিশ্রমের বিনিময়ে সে পুরষ্কৃত হবে। ঈমান যত বৃদ্ধি পাবে, ততই তার পক্ষে এবাদতসমূহ পালন সহজ হয়ে যাবে। কেননা, নামায দুর্বল হৃদয় সম্পন্ন লোকদের জন্য অত্যন্ত কঠিন। আল্লাহ বলেন,

﴿وَٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةِۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلۡخَٰشِعِينَ ٤٥﴾

البقرة: ٤٥

“ধৈর্য্যের সাথে সাহায্য প্রার্থনা কর নামাযের মাধ্যমে। অবশ্য তা যথেষ্ট কঠিন। কিন্তু বিনয়ী লোকদের পক্ষেই তা সম্ভব।” (সূরা বাক্বারা-৪৫)

এবং যাকাত, যা কৃপণ ব্যক্তিদের জন্য খুবই পীড়াদায়ক। তেমনি হজ্জ্ব অলস ব্যক্তিদের জন্য দুরূহ। বান্দা এ সকল এবাদতের ক্ষেত্রে যতটুকু অগ্রগামী হবে, ততটুকুই সে জান্নাতের নিকটবর্তী হতে থাকবে। পক্ষান্তরে এ সকল এবাদতে যতটুকু বিলম্ব ও অলসতার পরিচয় দেবে, ততটুকুই সে প্রতিপালকের অসন্তুষ্টি ও ক্ষতিগ্রস্ততার দিকে চলে যাবে।

প্রায় সকল এবাদতই জান্নাতে গমনের পথ। যেমনটি আল্লাহ বলেন,

﴿وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا وَمَسَٰكِنَ طَيِّبَةٗ فِي جَنَّٰتِ عَدۡنٖۚ وَرِضۡوَٰنٞ مِّنَ ٱللَّهِ أَكۡبَرُۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ٧٢﴾ التوبة: ٧٢

“আল্লাহ ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কাননকুঞ্জের, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় প্রস্রবণ। তারা সেগুলোরই মাঝে থাকবে। আর এসব কাননকুঞ্জে থাকবে পরিচ্ছন্ন বসবাসের ঘর। বস্তুতঃ এ সমুদয়ের মাঝে সবচেয়ে বড় হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি। এটিই মহান কৃতকার্যতা।” (সূরা তাওবা-৭২)

দয়া,

জান্নাতে গমনের জন্য আল্লাহ অসংখ্য পথ তৈরি করে রেখেছেন, যেন মানুষের পক্ষে সেগুলো অনুসরণ ও বাস্তবায়ণ সহজ হয়।

সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশকারী

জান্নাতীগণ সর্বসম্মানিত সম্প্রদায়। যে জান্নাতে প্রবেশ করবে, অবশ্যই সে চিরসফল। বান্দা জান্নাতে যতই তার স্তর উন্নীত করবে, ততই সেখানে তার মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে।

* কে তাহলে সর্বপ্রথম জান্নাতে যাবে?
* কোন সম্প্রদায় সর্বাগ্রে জান্নাতে প্রবেশ করবে?
* আগে কে, দরিদ্ররা নাকি ধনী ব্যক্তিবর্গ?

ভূমিকা



জান্নাতের দিকে প্রতিযোগিতা হলো মুমিনদের প্রধান কাজ। একত্ববাদে বিশ্বাসীদের প্রধান লক্ষ্য। সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবেন আমাদের নবী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। এটি হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জন্য সম্মান ও মর্যাদার বহিঃপ্রকাশ। সর্বপ্রথম তাঁর জন্যই জান্নাতের দরজা খোলা হবে। যেমনটি তিনি নিজেই বলেছেন,

أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة ، وأنا أول من يقرع باب الجنة .

"কেয়ামতের দিন সর্বাধিক অনুসারী হবে আমার! আমিই সর্বপ্রথম জান্নাতের ফটক উন্মোচন করব।" (মুসলিম-৫০৫)

অন্য হাদিসে তিনি বলেন,

آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح . فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد . فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك

"জান্নাতের গেটে এসে আমি তা খুলতে বলব। রক্ষী জিজ্ঞেস করবে, কে তুমি? আমি বলব, মোহাম্মাদ! অতঃপর সে বলবে, আপনার জন্যই খোলার আদেশ হয়েছে; আপনার পূর্বে অন্য কারো জন্যে নয়!" (মুসলিম-৫০৭)

আমাদের উম্মতই সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করব

কারণ, আমরাই সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত। জান্নাতের সর্বাধিক বসবাসকারী আমরাই। আমরাই কেয়ামতের দিন সকল উম্মতের ওপর সাক্ষ্যদান করব। পূর্ববর্তী নবীদের পক্ষে আমরা সাক্ষ্য দেব যে, তারা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে দ্বীন পৌঁছে দিয়েছেন।

قال ﷺ : نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة

নবী করীম সা. বলেন, "আমরা পশ্চাদবর্তী ও কেয়ামতের দিন অগ্রবর্তী সম্প্রদায়। আমরাই সর্বাগ্রে জান্নাতে প্রবেশ করব।" (মুসলিম-২০১৭)

উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম প্রবেশ করবেন আবু বকর রা.

আবু বকর রা. এর মর্যাদা, তাঁর নেতৃত্ব, দ্বীনের জন্য মহান ত্যাগ এবং আল্লাহর জন্য জান মাল ও জীবন উৎসর্গ এবং নবী করীম



সা. এর প্রতি পরম ভালোবাসার পুরষ্কারস্বরূপ তাকে এ মর্যাদা দেওয়া হবে। তিনি ছিলেন নবীজীর হিজরতসঙ্গী। তাঁর জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পর তার প্রধান প্রতিবেশী।

قال ﷺ : أتاني جبريل فأخذ بيدي فأراني باب الجنة الذي تدخل منه أمتي ، فقال أبو بكر: يا رسول الله وددت أني كنت معك حتى أنظر إليه فقال رسول الله ﷺ : أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي

নবী করীম সা. বলেন, “একদা জিবরীল এসে হাত ধরে নিয়ে গিয়ে আমাকে আমার উম্মতের জান্নাতে প্রবেশের দরজাটি দেখালেন। অতঃপর আবু বকর রা. বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমার মনে চাচ্ছে, আমিও যদি তখন আপনার সাথে থেকে তা প্রত্যক্ষ করতে পারতাম। তখন নবীজী বললেন, হে আবু বকর, তুমি হবে আমার উম্মতের মধ্যে সর্বাগ্রে জান্নাতে প্রবেশকারী।” (আবু দাউদ-৪৬৫৪)

দরিদ্র মুহাজিরগণ সম্মিলিতভাবে সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে

মুসলিম সম্প্রদায় সর্বাগ্রে কবর থেকে পুনরুত্থিত হবে, সর্বাগ্রে তারা হিসাব-নিকাশের জন্য দাঁড়াবে। তারাই সর্বাগ্রে আরশের ছায়ায় আশ্রয় নেবে, সর্বাগ্রে তাদের বিচারকার্য সমাধা করা হবে, সর্বাগ্রে তারা সিরাত অতিক্রম করবে, সর্বাগ্রে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। তবে এই উম্মতের শ্রেষ্ঠ মানবসম্প্রদায় হলেন সাহাবীগণ। তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন মুহাজিরগণ, যারা দ্বীনকে সহযোগিতা করতে নিজেদের সম্পদ, পরিবার ও দেশকে পরিত্যাগ করেছিল।

আল্লাহ তা‘লা বলেন,

﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡ أَعۡظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَآئِزُونَ ٢٠ يُبَشِّرُهُمۡ رَبُّهُم بِرَحۡمَةٖ مِّنۡهُ وَرِضۡوَٰنٖ وَجَنَّٰتٖ لَّهُمۡ فِيهَا نَعِيمٞ مُّقِيمٌ ٢١ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًاۚ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥٓ أَجۡرٌ عَظِيمٞ ٢٢﴾ التوبة: ٢٠ - ٢٢

"যারা ঈমান এনেছে, দেশত্যাগ করেছে এবং আল্লাহর রাহে নিজেদের জান ও মাল দিয়ে জেহাদ করেছে, তাদের বড় মর্যাদা রয়েছে আল্লাহর কাছে, আর তারাই সফলকাম। তাদের সুসংবাদ দিচ্ছেন তাদের প্রতিপালক স্বীয় দয়া ও সন্তোষের এবং জান্নাতের, সেখানে আছে তাদের জন্য স্থায়ী শান্তি। তথায় তারা থাকবে চিরদিন। নিঃসন্দেহে আল্লাহর কাছে আছে মহাপুরস্কার।" (সূরা তাওবা ২০-২২)

অন্যত্র বলেন,

﴿وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوٓاْ أَوۡ مَاتُواْ لَيَرۡزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزۡقًا حَسَنٗاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيۡرُ ٱلرَّٰزِقِينَ ٥٨ لَيُدۡخِلَنَّهُم مُّدۡخَلٗا يَرۡضَوۡنَهُۥۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٞ ٥٩﴾ الحج: ٥٨ - ٥٩

"যারা আল্লাহর পথে গৃহত্যাগ করেছে, এরপর নিহত হয়েছে অথবা মারা গেছে; আল্লাহ তাদেরকে অবশ্যই উৎকৃষ্ট জীবিকা দান করবেন এবং আল্লাহ সর্বোৎকৃষ্ট রিযিকদাতা। তাদেরকে

অবশ্যই এমন একস্থানে পৌঁছাবেন, যাকে তারা পছন্দ করবে। আর আল্লাহ জ্ঞানময়, সহনশীল।" (সূরা হজ্জ ৫৮-৫৯)

قال : (هل تدرون من أول من يدخل الجنة من خلق الله ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم قال : أول من يدخل الجنة الفقراء المهاجرون الذين يسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء فيقول الله لمن يشاء من ملائكته : ايتوهم فحيوهم فيقول الملائكة : ربنا نحن سكان سماواتك وخيرتك من خلقك أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء فنسلم عليهم ؟ قال : إنهم كانوا عبادا يعبدني ولا يشركوني بي شيئا وتسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء قال : فتأتيهم الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب :

﴿سَلَٰمٌ عَلَيۡكُم بِمَا صَبَرۡتُمۡۚ فَنِعۡمَ عُقۡبَى ٱلدَّارِ ٢٤﴾ الرعد: ٢٤

নবী করীম সা. বলেন, "তোমরা কি জান, আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে কারা সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে? সবাই বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন! বললেন, আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সর্বপ্রথম দরিদ্র মুহাজিরগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে, যাদের জন্য সীমান্ত বন্ধ ছল, সর্বদা নিপীড়িত ছিল। মৃত্যুর সময় তাদের প্রয়োজন অপূর্ণ থেকে যেত! সুতরাং আল্লাহ তা'লা ফেরেশতাদের লক্ষ্য করে বলবেন, তাদের কাছে গিয়ে সালাম

নিবেদন কর! ফেরেশতাগণ বলবে, হে প্রতিপালক, আমরা আপনার আসমানসমূহের বাসিন্দা, আপনার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি! আমাদেরকে তাদের কাছে গিয়ে সালাম নিবেদন করতে বলছেন! প্রতিপালক বলবেন, তারা ছিল আমার বান্দা, আমার এবাদত করত, কাউকে আমার সাথে শরীক করত না। তাদের জন্য সীমান্ত রুদ্ধ ছিল, সর্বদা নিপীড়িত ছিল। মৃত্যুর সময় তাদের প্রয়োজন অপূর্ণ থেকে যেত, পূরণ হতো না। অতঃপর ফেরেশতাগণ তার কাছে সকল দরজা দিয়ে প্রবেশ করে বলতে থাকে "তোমাদের সবরের কারণে তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আর তোমাদের এ পরিণামগৃহ কতই না চমৎকার।" (সূরা রা'দ-২৪)

সর্বাগ্রে জান্নাতে প্রবেশকারীদের বৈশিষ্ট্য

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر لا يبصقون فيها ولا يمخطون ولا يتغوطون آنيتهم فيها الذهب وأمشاطهم من الذهب والفضة ومجامرهم من الألوة ورشحهم المسك ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم قلب رجل واحد يسبحون الله بكرة وعشيا

নবী করীম সা. বলেন, “সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশকারী দলের চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মতো উজ্জ্বল ও আলোকিত হবে। জান্নাতে তারা থুথু নিক্ষেপ করবে না, নাক ঝাড়বে না, মলত্যাগ করবে না। তাদের পানপাত্র হবে স্বর্ণের। চিরুনী হবে স্বর্ণরূপা মিশ্রিত। তাদের ধূপাধার হবে অতি সুগন্ধিকাষ্ঠের। দেহসুবাস হবে মিশকের। তাদের প্রত্যেকের জন্য থাকবে দু'জন করে স্ত্রী; অতিসৌন্দর্যে মাংসের ভেতরে তাদের মস্তিষ্ক পর্যন্ত দেখা যাবে। সেখানে তাদের পরস্পর কোনো ভেদাভেদ ও প্রতিহিংসা থাকবে না। সকলের অন্তর হবে একই আত্মার ন্যায়। সকাল-সন্ধ্যা তারা আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করবে।” (বুখারী-৩১৪৯)

প্রশ্ন

পানাহার করার পরও কেন জান্নাতীদের মল-মূত্র ত্যাগের প্রয়োজন হবে না?

উত্তরঃ জান্নাতের সকল খাদ্যই অতিশয় সুস্বাদু; যা খেতে কোনো ধরণের কষ্ট বা পরিশ্রম হবে না এবং তা থেকে দেহনির্গত কোনো বর্জ্যও তৈরি হবে না; বরং জান্নাতের আহারকৃত খাদ্য রক্ত-মাংসে মিশ্রিত হয়ে সুগন্ধি ছড়াতে থাকবে।

أتى النبي ﷺ رجل من اليهود فقال : يا أبا القسام ألست تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون فيها ؟ فقال رسول الله ﷺ : (والذي نفسي بيده إن أحدهم ليعطى قوة مئة رجل في المطعم والمشرب والجماع) فقال :

الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة وليس في الجنة أذى!! فقال رسول الله ﷺ : حاجتهم عرق يفيض من جلودهم كرشح المسك

একদা আহলে কিতাবের একব্যক্তি নবী করীম সা. এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, হে আবুল কাসেম, আপনি তো মনে করেন, জান্নাতবাসী পানাহার করবে! নবীজী বললেন, হ্যাঁ..! জান্নাতী একজন ব্যক্তিকে পানাহার ও যৌনমিলনে দুনিয়ার একশতজন ব্যক্তির ক্ষমতা দেওয়া হবে। সে বলল, পানাহার করলে তো মল-মূত্র ত্যাগের প্রয়োজন হয়; অথচ জান্নাতে তো কষ্টদায়ক কিছু থাকবে না! উত্তরে নবীজী বললেন, আহারের পর তাদের প্রয়োজন তাদের দেহের প্রতিটি রগরেশায় মিশে যাবে, সেখান থেকে মিশকের সুঘ্রাণ বের হতে থাকবে।" (ইবনে হিব্বান-৭৪২৪)

জান্নাতে প্রবেশকারী প্রথম তিনব্যক্তি

قال النبي ﷺ : عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة : الشهيد وعبد مملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده وعفيف متعفف ذو عيال

নবী করীম সা. বলেন, "জান্নাতে প্রবেশকারী তিন ধরণের ব্যক্তিকে আমার সামনে উপস্থিত করা হয়েছে- (১) শহীদ (২) কৃতদাস, যে প্রতিপালকের এবাদতের পাশাপাশি আপন মনিবকেও সন্তুষ্ট করেছে (৩) পরিবার-প্রীত দরিদ্র সৎচরিত্রবান।" (ইবনে হিব্বান-৪৩১২)

মর্যাদাদান,

শ্রেষ্ঠনবী মুহাম্মাদ সা.

তিনিই সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবেন।

সর্বশেষ জান্নাতে প্রবেশকারী

আমল অনুযায়ী জান্নাতীদের জান্নাতে প্রবেশ অগ্র-পশ্চাত হবে। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে, সর্বপ্রথম প্রবেশ করবেন নবী মোহাম্মাদ সা.।



* সর্বশেষ জান্নাতে প্রবেশকারী কে?
* কী তার কাহিনী?

ভূমিকা

জান্নাত হলো মহা সুখ-শান্তির জগত; যেখানে রোগী তার রোগ ভুলে যাবে, বিপদগ্রস্ত তার বিপদ ভুলে যাবে, দরিদ্র তার দারিদ্র্য ভুলে যাবে, বন্দি তার বন্দিত্ব ভুলে যাবে, নিকৃষ্ট তার নিকৃষ্টতা ভুলে যাবে, নিপীড়িত তার নিপীড়ন ভুলে যাবে। সেখানে সম্পদ সঞ্চয়ের কোনো লিপ্সা থাকবে না। হীন পদোন্নতির বাসনা থাকবে না। অসুস্থতার ভয় থাকবে না। বন্দিত্বের আশঙ্কা থাকবে না। ঘর পুনর্নির্মাণের বাসনা থাকবে না। কোনো দুশমন থাকবে না। দুশ্চিন্তা থাকবে না; শুধুই সুখ আর সুখ, সর্বত্রই শান্তির জয়জয়কার! সালাম আর সালাম! সর্বনিম্নশ্রেণীর জান্নাতী ব্যক্তির

সংবাদ শুনেই অনুমান করা যায়, সর্বোচ্চ স্তরপ্রাপ্ত জান্নাতীর মর্যাদা কেমন!

সর্বশেষ জান্নাতে প্রবেশকারীর কাহিনী

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ آخِرُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلٌ فَهُوَ يَمْشِى مَرَّةً وَيَكْبُو مَرَّةً وَتَسْفَعُهُ النَّارُ مَرَّةً فَإِذَا مَا جَاوَزَهَا الْتَفَتَ إِلَيْهَا فَقَالَ تَبَارَكَ الَّذِى نَجَّانِى مِنْكِ لَقَدْ أَعْطَانِىَ اللَّهُ شَيْئًا مَا أَعْطَاهُ أَحَدًا مِنَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ. فَتُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ فَيَقُولُ أَىْ رَبِّ أَدْنِنِى مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا. فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا ابْنَ آدَمَ لَعَلِّى إِنْ أَعْطَيْتُكَهَا سَأَلْتَنِى غَيْرَهَا.

فَيَقُولُ لاَ يَا رَبِّ. وَيُعَاهِدُهُ أَنْ لاَ يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ لأَنَّهُ يَرَى مَا لاَ صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ فَيُدْنِيهِ مِنْهَا فَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ هِىَ أَحْسَنُ مِنَ الأُولَى فَيَقُولُ أَىْ رَبِّ أَدْنِنِى مِنْ هَذِهِ لأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا وَأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا لاَ أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا. فَيَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ أَلَمْ تُعَاهِدْنِى أَنْ لاَ تَسْأَلَنِى غَيْرَهَا فَيَقُولُ لَعَلِّى إِنْ أَدْنَيْتُكَ مِنْهَا تَسْأَلُنِى غَيْرَهَا . فَيُعَاهِدُهُ أَنْ لاَ يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ لأَنَّهُ يَرَى مَا لاَ صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ فَيُدْنِيهِ مِنْهَا فَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا. ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ هِىَ أَحْسَنُ مِنَ الأُولَيَيْنِ. فَيَقُولُ أَىْ رَبِّ أَدْنِنِى مِنْ هَذِهِ لأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا لاَ أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا. فَيَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ أَلَمْ تُعَاهِدْنِى أَنْ لاَ تَسْأَلَنِى غَيْرَهَا قَالَ

بَلَى يَا رَبِّ هَذِهِ لاَ أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا. وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ لأَنَّهُ يَرَى مَا لاَ صَبْرَ لَهُ عَلَيْهَا فَيُدْنِيهِ مِنْهَا فَإِذَا أَدْنَاهُ مِنْهَا فَيَسْمَعُ أَصْوَاتَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ أَىْ رَبِّ أَدْخِلْنِيهَا.

فَيَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ مَا يَصْرِينِى مِنْكَ أَيُرْضِيكَ أَنْ أُعْطِيَكَ الدُّنْيَا وَمِثْلَهَا مَعَهَا قَالَ يَا رَبِّ أَتَسْتَهْزِئُ مِنِّى وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. فَضَحِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ أَلاَ تَسْأَلُونِّى مِمَّ أَضْحَكُ فَقَالُوا مِمَّ تَضْحَكُ قَالَ هَكَذَا ضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم-. فَقَالُوا مِمَّ تَضْحَكُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مِنْ ضِحْكِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حِينَ قَالَ أَتَسْتَهْزِئُ مِنِّى وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَيَقُولُ إِنِّى لاَ أَسْتَهْزِئُ مِنْكَ وَلَكِنِّى عَلَى مَا أَشَاءُ قَادِرٌ.

فَيُقَالُ لَهُ أَتَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مُلْكِ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ رَضِيتُ رَبِّ. فَيَقُولُ لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ. فَقَالَ فِى الْخَامِسَةِ رَضِيتُ رَبِّ. فَيَقُولُ هَذَا لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ وَلَكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَذَّتْ عَيْنُكَ. فَيَقُولُ رَضِيتُ رَبِّ.

নবী করীম সা. বলেন, "সর্বশেষ জান্নাতে প্রবেশকারী ব্যক্তিটি (জাহান্নাম থেকে বের হওয়ার উদ্দেশ্যে) একবার চলবে তো একবার হোঁচট খাবে, আরেকবার আগুন তাকে ঝলসে দেবে.. এভাবে যখন সে জাহান্নাম অতিক্রম করে ফেলবে, তখন পেছনে তাকিয়ে বলবে, কল্যাণময় সেই সত্তা, যিনি তোর অনিষ্ট হতে আমাকে মুক্তি দিয়েছেন! আল্লাহ আমার ওপর যে অনুগ্রহ

করেছেন, তা পূর্ববর্তী পরবর্তী কারো ওপর করেননি! অতঃপর তার জন্য একটি বৃক্ষ প্রকাশ করা হবে। তা দেখে সে বলবে, হে প্রতিপালক, আমাকে একটু ওই বৃক্ষের নিকটবর্তী করুন, তার ছায়ায় একটু আশ্রয় নেব, তার প্রবাহিত পানি থেকে সামান্য পান করব! আল্লাহ তাকে বলবেন, হে আদমসন্তান, যদি আমি তোমার চাওয়া পূরণ করি, তবে কি আবারও কিছু চাইবে? সে বলবে, না হে প্রতিপালক! এভাবে সে প্রতিপালকের কাছে অন্যকিছু না চাওয়ার প্রতিশ্রুতি করবে। প্রতিপালকও তাকে অনুমতি দেবেন, কারণ সে এমনকিছু দেখেছে যা দেখার পর আর ধৈর্য্য ধরতে পারবে না। অতঃপর তাকে সেই বৃক্ষের নিকটবর্তী করলে তদতলে সে আশ্রয় নেবে, তার প্রবাহিত পানি সে পান করবে। অতঃপর তার সামনে দ্বিতীয় আরেকটি বৃক্ষ প্রকাশ করা হবে, যা প্রথমটির তুলনায় উৎকৃষ্ট ও অধিকতর দৃষ্টিনন্দন। সে বলবে, হে প্রতিপালক, ঐ যে বৃক্ষ..! যদি তার থেকে পান করতে পারতাম..! তার ছায়ায় আশ্রয় নিতে পারতাম..! আর কিছু চাইব না হে প্রতিপালক! প্রতিপালক বলবেন, হে আদমসন্তান, তুমি কি ইতিপূর্বে ওয়াদা করনি যে আর কিছুই চাইবে না? প্রতিপালক বলবেন, যদি তোমাকে এই বৃক্ষের নিকটবর্তী করি, তবে আর কিছু চাইবে না তো? সে প্রতিপালকের কাছে আর কিছুই চাইবে না বলে ওয়াদাবদ্ধ হবে। প্রতিপালকও তাকে অনুমতি দেবেন, কারণ সে এমনকিছু দেখেছে যা দেখার পর আর ধৈর্য্য ধরতে পারবে না। অতঃপর

তাকে সে বৃক্ষের নিকটবর্তী করা হলে তদতলে সে আশ্রয় নেবে এবং তার প্রবাহিত পানি সে পান করবে। অতঃপর তার সামনে জান্নাতের ফটকের কাছে তৃতীয় আরেকটি বৃক্ষ প্রকাশ করা হবে, যা পূর্বের দু'টি অপেক্ষা অধিক সুন্দর ও অধিকতর দৃষ্টিনন্দন। সে বলবে, হে প্রতিপালক! আমাকে একটু এই বৃক্ষের নিকটবর্তী করুন, তার ছায়ায় একটু আশ্রয় নেব, তার প্রবাহিত পানি থেকে সামান্য পান করব! আর কিছু চাইব না হে প্রতিপালক! প্রতিপালক বলবেন, যদি তোমাকে এই বৃক্ষের নিকটবর্তী করি, তবে আর কিছু চাইবে না তো? সে প্রতিপালকের কাছে ওয়াদাবদ্ধ হবে যে, আর কিছুই চাইবে না। প্রতিপালকও তাকে অনুমতি দেবেন, কারণ সে এমনকিছু দেখেছে যা দেখার পর সে আর ধৈর্য্য ধরতে পারবে না। অতঃপর তাকে বৃক্ষের নিকটবর্তী করা হলে সে জান্নাতবাসীদের আঁওয়াজ শুনতে পাবে। সে বলবে, হে প্রতিপালক! আমাকে তাতে প্রবেশ করান! প্রতিপালক বলবেন, হে আদমসন্তান! আমার কাছে চাইতে তোমাকে কে বারণ করছে?! আমি যদি তোমাকে দুনিয়া ও তদসদৃশ অন্যটি দেই, তুমি কি সন্তুষ্ট হবে? সে বলবে, হে প্রতিপালক, জগতসমূহের পালনকর্তা হওয়া সত্ত্বেও আপনি আমার সাথে ঠাট্টা করছেন?!

অতঃপর হাদিসের বর্ণনাকারী ইবনে মাসঊদ রা. হেসে দিয়ে বললেন, তোমরা জিজ্ঞেস করবে না কেন আমি হাসছি? সবাই বলল, কেন হাসছেন? বললেন, এভাবে নবী করীম সা. ও হেসে

দিয়ে আমাদের জিজ্ঞেস করেছিলেন "তোমরা জিজ্ঞেস করবে না কেন আমি হাসছি?" নবীজী বললেন, 'জগতসমূহের পালনকর্তা হওয়া সত্ত্বেও আপনি আমার সাথে ঠাট্টা করছেন?!' এ কথাটি শুনে প্রতিপালকের হাসির দরুন (আমি হাসছি)! প্রতিপালক বলবেন, আমি কারো সাথে ঠাট্টা করি না, আমি যা চাই, তাই করি! অতঃপর তাকে বলা হবে, আমি যদি তোমাকে দুনিয়ার বাদশাহদের মধ্যে একজনের সম্পূর্ণ রাজত্বের সমপরিমাণ দেই, তুমি সন্তুষ্ট হবে? সে বলবে, আমি সন্তুষ্ট হে প্রতিপালক! প্রতিপালক বলবেন, তোমাকে তা দিলাম, সাথে তদসদৃশ আরও, তদসদৃশ আরও, তদসদৃশ আরও এবং তদসদৃশ আরও দিলাম..! পঞ্চমবারের মাথায় সে বলবে, আমি সন্তুষ্ট হে প্রতিপালক! প্রতিপালক বলবেন, এগুলো তোমাকে দিলাম, সাথে তদসদৃশ আরও দশগুণ বাড়িয়ে দিলাম। সেখানে তোমার মন যা চায়, নয়ন প্রীত হয়.. সবই পাবে! সে বলবে, আমি সন্তুষ্ট হে প্রতিপালক!" (মুসলিম-৪৮১)

وفي رواية : .. إن الله تعالى يقوله له بعد ذلك : يا عبدي سل . فيقول : يا ربي ألحقني بالناس فيقول الحق الناس قال : فينطلق يرمل في الجنة حتى إذا دنا من الناس رفع له قصر من درة فيخر ساجدا فيقال له : ارفع رأسك مالك ؟ فيقول : رأيت ربي أو تراءى لي ربي فيقال له إنما هو منزل من منازلك قال : ثم يلقى رجلا فيتهيا للسجود له فيقال له : مالك ؟

فيقول : ارتأيت أنك ملك من الملائكة فيقول : إنما أنا خازن من خزانك وعبد من عبيدك فينطلق أمامه حتى يفتح له القصر فإذا هو درة مجوفة ، سقائفها وأبوابها وأغلاقها ومفاتيحها منها . هذا أدنى أهل الجنة منزلة .

অপর বর্ণনায়, "অতঃপর প্রতিপালক বলবেন, হে বান্দা, চাও! সে বলবে, হে প্রতিপালক আমাকে জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত করুন! আল্লাহ তা'লা বলবেন, যাও! তাদের সাথে গিয়ে মিলিত হও! অতঃপর সে দ্রুতপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যখন মানুষের নিকটবর্তী হবে, তখন তার জন্য মুক্তাখচিত একটি প্রাসাদ প্রকাশ করা হবে। তা দেখে সে সেজদায় লুটিয়ে পড়বে। তাকে বলা হবে, মাথা উঠাও! কী হলো তোমার! সে বলবে, আমি প্রতিপালককে দেখে ফেলেছি। তাকে বলা হবে, মাথা উঠাও! এটি তো কেবল তোমার একটি ঘর। অতঃপর এক ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তাকে দেখেও সে সেজদায় লুটিয়ে পড়তে চাইবে। বলা হবে, কী হলো তোমার! সে বলবে, কোনো মহান ফেরেশতার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হলো। সে বলবে, আমি তো কেবল তোমার একজন রক্ষী, তোমার কৃতদাসদের একজন। অতঃপর সে সামনে চলতে থাকবে, তার জন্য প্রাসাদ উন্মুক্ত করা হবে। দেখবে, সে তো এক মণিমুক্তাময়, যার দরজা, যার চৌকাঠ, জানালা, চাবি.. সবই হলো মণিমুক্তার। এই হলো সর্বনিম্নস্তরের জান্নাতীর মূল্যায়ন।" (আল মু'জামুল কাবীর-৯৭৬৩)

সর্বোচ্চ স্তরের জান্নাতী

أما أعلاهم منزلة فهم الذين غرس الله كرامتهم بيده وختم عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر .

হাদিসের শেষাংশে নবীজী বলেন, "আর সর্বোচ্চ স্তরের জান্নাতীদের অবস্থা হলো, যাদের আতিথেয়তা আল্লাহ নিজহাতে তৈরি করেছেন। অতঃপর মোহরাঙ্কিত করেছেন, যা কোনো চক্ষু কোনোদিন দেখেনি, কোনো কর্ণ সে সম্পর্কে শুনেনি এবং কোনো হৃদয়ে যার কল্পণাও কখনো উদয় হয়নি।" (মুসলিম)

وقال ﷺ : إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن يسير في ملكه وسرره ألف سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه ، وأرفعهم ينظر إلى ربه بالغداة والعشي

নবী করীম সা. আরও বলেন, "সর্বনিম্ন স্তরের জান্নাতী ব্যক্তি একহাজার বৎসর ভ্রমণ করে তার রাজ্যসীমার সূচনা ও সমাপ্তি প্রত্যক্ষ করবে। আর সর্বোচ্চ স্তরের জান্নাতী ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যা আপন প্রতিপালকের দর্শন লাভ করবে।" (তিরমিযী)

অনুগ্রহ,

আল্লাহর দয়া তাঁর ক্রোধের অগ্রগামী,

তাওবার দরজা উন্মুক্ত; ফলে অপরাধীদের কোনো অজুহাতও আর গৃহীত হবে না।

জান্নাতী পুরুষদের নেতা

আমল অনুপাতে জান্নাতীদের স্তরে তারতম্যের পাশাপাশি আল্লাহর কাছেও তাদের মর্যাদা ব্যবধানময় হবে।

* সর্বোচ্চ মর্যাদাপ্রাপ্ত কারা?
* কে হবেন মধ্যবয়সী জান্নাতীদের নেতা?
* যুবক জান্নাতীদের প্রধানই বা কে?

ভূমিকা

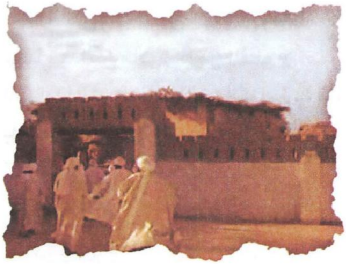
সর্বোচ্চ স্তরে সমাসীন হবেন নবী রাসূলগণ। তারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানব সম্প্রদায়। সত্যের আহবায়ক। পৃথিবীবাসীর প্রতি আল্লাহর বার্তাবাহক।

মধ্যবয়সী জান্নাতীদের নেতা

আবু বকর ও উমর রা.। উভয়েই নবী করীম সা. এর জীবদ্দশায় তাঁর প্রধান সহযোগী ছিলেন। মৃত্যুর পরও রাসূলের পাশেই তাদের কবর হয়েছে।

قال ﷺ : أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين

নবী করীম সা. বলেন, "আবু বকর ও উমর হলো নবী-রাসূলগণ ব্যতীত পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মধ্যবয়সী জান্নাতীদের নেতা।" (ইবনে হিব্বান-৬৯০৪)



প্রশ্ন

আবু বকর ও উমর রা. কীভাবে মধ্যবয়সী জান্নাতীদের নেতা হবেন? অথচ জান্নাতে প্রবেশকারী সকলেরই বয়স হবে তেত্রিশ। সকলেই হবেন যুবক।

উত্তরঃ এখানে মধ্যবয়সী বলতে ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছর বয়সের মধ্যে যে সকল মুসলমান মৃত্যুবরণ করেছিল, তারা জান্নাতে প্রবেশ করলে তাদের নেতা হবেন আবু বকর ও উমর রা.। আর যুবক অবস্থায় (অনূর্ধ্ব ত্রিশ) মৃত্যুবরণ করে জান্নাতে প্রবেশ করলে তাদের নেতা হবেন হযরত হাসান ও হুসাইন রা.।

জান্নাতে নবী করীম সা. উমরের জন্য নির্মিত প্রাসাদ প্রত্যক্ষ করেছেন। অনিন্দ সুন্দর সেই প্রাসাদ! চার পাশে নদ-নদী প্রবাহিত! বৃক্ষমালা সারিবদ্ধভাবে রোপিত! হ্যাঁ.. তাঁর সততা,

দ্বীনের জন্য তাঁর আত্মত্যাগ, তার এবাদত ও খোদাভীরুতার দরুন সত্যিই উমর বিন খাত্তাব রা. সেই সুসংবাদ পাওয়ার যোগ্য!

قال ﷺ : دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب ، فقلت : لمن هذا فقالوا لرجل من قريش ، فما منعني أن أدخله يا ابن الخطاب إلا ما أعلم من غيرتك . فقال عمر: وعليك أغار يا رسول الله ؟

নবী করীম সা. বলেন, "আমি জান্নাতে প্রবেশ করে স্বর্ণখচিত একটি প্রাসাদ দেখতে পেলাম। বললাম, কার জন্য এটি? তারা বলল, এক কুরায়শী ব্যক্তির! হে ইবনুল খাত্তাব, তাতে আমি প্রবেশ করতাম, কিন্তু তুমি ঈর্ষান্বিত হবে ভেবে করিনি। উত্তরে উমর রা. বললেন, আপনার ওপরও আমি ঈর্ষা করব হে আল্লাহর রাসূল?" (বুখারী-৬৬২১)

জান্নাতী যুবকদের নেতা

তারা হলেন হযরত আলী ও ফাতেমা রা. এর দুইপুত্র হাসান ও হুসাইন রা.। দুনিয়াতে তাদের ত্যাগ-তিতিক্ষা ও দ্বীনের খাতিরে আত্মোৎসর্গমূলক অবদানের জন্যই আল্লাহ তা'লা তাদেরকে সেই সম্মানে ভূষিত করবেন।

قال ﷺ : الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة

যেমনটি নবী করীম সা. বলেছেন, "হাসান ও হুসাইন জান্নাতী যুবকদের সরদার।" (তিরমিযী-৩৭৬৮)

জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশব্যক্তি

নবী করীম সা. আপন সঙ্গীদের মধ্যে দশজন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ শুনিয়েছেন। ইসলামের জন্য তারা ছিলেন সর্বদা অগ্রগামী, জিহাদ ও ত্যাগে তারা ছিলেন আদর্শ। তাই বলে এটা উদ্দেশ্য নয় যে, বাকী সাহাবীগণ জান্নাতে যাবে না; বরং সকল সাহাবীর ক্ষেত্রেই সুসংবাদ বর্ণিত হয়েছে। যেমন, বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ৩১৩ জন সাহাবীর ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে,

قال ﷺ : ما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم .

নবী করীম সা. বলেন, "তোমার কী মনে হয়, হয়ত বদরে অংশগ্রহণকারী যুদ্ধাদেরকে আল্লাহ বলে দেবেন যে, তোমাদের যতটুকু মনে চায় আমল কর, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিলাম।" (মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা-৩২৩৪৬)

তেমনি ঐতিহাসিক হুদায়বিয়ার সন্ধি সম্পাদনকালে যে ১৪০০ সাহাবী বৃক্ষের নীচে নবীজীর হাতে যুদ্ধের জন্য বায়আত গ্রহণ করেছিলেন, তাদের ব্যাপারে নবী করীম সা. বলেন,

ليدخلن الجنة من بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل الأحمر

"লাল উষ্ট্রীবাহী লোকটি ব্যতীত বৃক্ষের নীচে যারাই ছিল, সকলেই জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (তিরমিযী-৩৮৬৩)

তবে এই দশজনের মর্যাদা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তাদের নাম উল্লেখ করে নবীজী তাদের জান্নাতী হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন,

قال ﷺ : عشرة في الجنة ، أبو بكر في الجنة ، وعمر في الجنة ، وعثمان في الجنة ، وعلي في الجنة ، والزبير في الجنة ،وطلحة في الجنة ، وابن عوف في الجنة ، وسعد في الجنة ، وسعيد بن زيد في الجنة ، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة .

তিনি বলেন- "দশজন জান্নাতে যাবে- আবু বকর জান্নাতে যাবে, উমর জান্নাতে যাবে, উসমান জান্নাতে যাবে, আলী জান্নাতে যাবে, যুবাইর জান্নাতে যাবে, তালহা জান্নাতে যাবে, আব্দুর রহমান বিন আউফ জান্নাতে যাবে, সা'দ জান্নাতে যাবে, সাইদ বিন যাইদ জান্নাতে যাবে এবং আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ জান্নাতে যাবে।" (আবু দাউদ-৪৬৫১)

প্রত্যয়ন,

কুরআন-সুন্নাহে স্পষ্ট উল্লেখ ব্যতীত নির্দিষ্ট কাউকে জান্নাতী বলে সাক্ষ্য দেওয়া যাবে না।

জান্নাতী নারীদের নেত্রীবর্গ

মুমিন পুরুষ ও মুমিনা নারী সকলের জন্যই আল্লাহ তা'লা জান্নাত তৈরি করেছেন। দুনিয়াতে পুরুষরা যেমন দিনের বেলায় রোযা পালন করে এবং শেষরাত্রিতে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করে, তেমনি নারীরাও..!

* কোনো নারীর জন্য কি নবীজী জান্নাতের সাক্ষ্য দিয়েছেন?
* তারা কারা?



ভূমিকা

দুনিয়াতে বহু নারী আমলে পুরুষদের অগ্রগামী হয়েছেন! এবাদত, নুসরত, আল্লাহর পথে ব্যয় ও জ্ঞানচর্চায় পুরুষদের ছাড়িয়ে গেছেন! বরং ইতিহাস অধ্যয়ন করলে লক্ষ্য করা যায় যে, শ্রেষ্ঠ সব আমলের মূলেই রয়েছে নারীর অবদান।

সর্বপ্রথম যিনি মক্কায় বসবাস করেছেন, জমজমের পানি পান করেছেন, সাফা-মারওয়া পর্বতদ্বয়ে সাঈ করেছেন, তিনি একজন নারী! 'হাজেরা', ইসমাইল আ. এর সম্মানিত মাতা। সর্বপ্রথম যিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন ও নবীজীকে সর্বাত্মক সহযোগিতা

করেছেন, তিনি হলেন একজন নারী; উম্মুল মুমিনীন খাদিজাতুল কুবরা রা.। সর্বপ্রথম যাঁকে আল্লাহর পথে শাস্তি দিয়ে শহীদ করা হয়েছিল, তিনিও নারী; আম্মার বিন ইয়াসির রা. এর মাতা সুমাইয়া রা.।

নবী করীম সা. কতিপয় নারীর ব্যাপারেও জান্নাতের সুসংবাদ শুনিয়েছেন। তারা কারা?

উম্মুল মুমিনীন খাদিজাতুল কুবরা রা.

তিনি হলেন সকল মুমিন-মুমিনা'র মাতা, সতী নারীদের আদর্শ, খোদাভীরু মহিলাদের সরদার। জ্ঞান-বুদ্ধি, প্রজ্ঞা ও ত্যাগে যিনি ছিলেন অতুলনীয়।

তার সম্পর্কে নবী করীম সা. বলেন,

بشروا خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب

"খাদিজাকে জান্নাতে একটি মোতিখচিত বাড়ীর সুসংবাদ দাও! সেখানে কোনো হৈ-হুল্লোড় নেই, কান্তি-পরিশ্রম কিছু নেই।" (বুখারী-১৬৯৯)

قال أبو هريرة : أتى جبريل النبي ﷺ فقال: يا رسول الله ، هذه خديجة أتتك بإناء فيه طعام وشراب ، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها من ربها السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب.

আবু হুরায়রা রা. বলেন, "একদা জিবরীল আ. নবীজীর কাছে এসে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহর রাসূল, ওই যে খাদিজা খাদ্য

ও পানিয় নিয়ে আপনার কাছে আসছেন। তিনি এলে তাকে তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সালাম বলবেন এবং জান্নাতে এমন একটি মোতিখচিত প্রাসাদের সুসংবাদ দেবেন যেখানে কোনো হৈ-হুল্লোড় নেই এবং ক্লান্তি ও পরিশ্রম নেই।" (মুসলিম-৬৪২৬)

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা.

তিনি হলেন আবু বকর সিদ্দীক রা. এর কন্যা। নবী করীম সা. এর প্রিয়তম স্ত্রী। স্বয়ং আল্লাহ তা'লা কুরআনুল কারীমে যার সচ্চরিত্র ও পরিবত্রতার ঘোষণা দিয়েছেন।

قال رسول الله ﷺ (كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام)

নবী করীম সা. বলেন, "পুরুষদের মধ্যে অসংখ্য ব্যক্তি পুর্ণতা অর্জন করেছে, তবে মহিলাদের মধ্যে কেবল ইমরানের স্ত্রী মারিয়াম এবং ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া। পক্ষান্তরে সকল নারীদের ওপর আয়েশা'র মর্যাদা সকল খাদ্যের ওপর ছারীদ (রুটি ও গোশতের সমন্বয়ে তৈরী মণ্ডবিশেষ) এর মর্যাদাসদৃশ।" (বুখারী-৩২৩০) সেটি ছিল নবী করীম সা. এর প্রিয় খাদ্য।

وقال ﷺ لعائشة : أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة؟ قلت : بلى والله. قال: فأنت زوجتي في الدنيا والآخرة.

আয়েশা রা. কে উদ্দেশ্য করে নবীজী বলেছিলেন, সন্তুষ্ট হবে কি যদি দুনিয়াতে ও আখেরাতে তুমি আমার স্ত্রী হিসেবে থাক? বললেন, হ্যাঁ.. আল্লাহর শপথ! বললেন, তবে তুমি দুনিয়া ও আখেরাতে আমারই স্ত্রী থাকবে।" (ইবনে হিব্বান-৭০৯৫)

ফাতেমা রা.

তিনি হলেন নবী করীম সা. এর কন্যা, তাঁর সর্বাধিক স্নেহের পাত্রী, তাঁর কলিজার টুকরা, তাঁর চাচাতো ভাই আলী রা. এর স্ত্রী, হাসান ও হুসাইন রা. এর মাতা।

قال ﷺ : إن هذا ملك لم ينزل الأرض قط قبل هذه الليلة استأذن ربه أن يسلم علي ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة

নবীজী বলেন, "নিশ্চয় সে এক ফেরেশতা, এই রাত্রির পূর্বে আর পৃথিবীতে আসেনি। সে প্রতিপালকের অনুমতি চেয়ে আমাকে সালাম নিবেদন করতে এসেছে, সুসংবাদ দিচ্ছে, নিশ্চয় ফাতেমা জান্নাতে সকল নারীদের নেত্রী এবং হাসান ও হুসাইন জান্নাতী সকল যুবকের নেতা।" (তিরমিযী-৩৭৮১)

ইমরানের স্ত্রী মারিয়াম ও মুযাহিম-তনয়া আসিয়া

তারা হলেন পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের শ্রেষ্ঠ রমণী। তারা ঈমান, আনুগত্য এবং আল্লাহর জন্য ধৈর্যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।

মারিয়াম হলেন ঈসা আ. এর মাতা। আল্লাহ তা‘লা কুরআনুল-কারীমে তাঁর ঘটনা উল্লেখ করে তাঁকে সম্মানিত করেছেন। অপরদিকে মুযাহিম-তনয়া আসিয়া হলেন ফেরাউনের পত্নী। কঠিন আযাবের সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও তিনি ঈমানের ওপর অবিচল ছিলেন। মৃত্যুর সময় তিনি বলেছিলেন,

﴿ رَبِّ ٱبۡنِ لِي عِندَكَ بَيۡتٗا فِي ٱلۡجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرۡعَوۡنَ وَعَمَلِهِۦ وَنَجِّنِي مِنَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ١١ ﴾ التحريم: ١١

“হে আমার পালনকর্তা, আপনার সন্নিকটে জান্নাতে আমার জন্যে একটি গৃহ নির্মাণ করুন, আমাকে ফেরাউন ও তার দুষ্কর্ম থেকে উদ্ধার করুন এবং আমাকে যালেম সম্প্রদায় থেকে মুক্তি দিন।” (সূরা তাহরীম-১১)

عن ابن عباس قال : خط رسول الله ﷺ في الأرض خطوطا أربعة قال : (أتدرون ما هذا) ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم فقال رسول الله ﷺ : (أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد و فاطمة بنت محمد و مريم بنت عمران و آسية بنت مزاحم امرأة فرعون)

ইবনে আব্বাস রা. বলেন, “একদা নবী করীম সা. মাটিতে চারটি রেখা এঁকে বললেন, জানো এগুলো কী? সবাই বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন! বললেন, নিশ্চয় জান্নাতের শ্রেষ্ঠ নারীগণ হলেন খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ,

ফাতেমা বিনতে মোহাম্মাদ, মারইয়াম বিনতে ইমরান ও ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া বিনতে মুযাহিম।

যার সংবাদ স্বয়ং আল্লাহই আল-কুরআনে উল্লেখ করেছেন,

﴿ رَبِّ ٱبۡنِ لِي عِندَكَ بَيۡتٗا فِي ٱلۡجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرۡعَوۡنَ وَعَمَلِهِۦ وَنَجِّنِي مِنَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ١١ ﴾ التحريم: ١١

"হে আমার পালনকর্তা, আপনার সন্নিকটে জান্নাতে আমার জন্যে একটি গৃহ নির্মাণ করুন, আমাকে ফেরাউন ও তার দুষ্কর্ম থেকে উদ্ধার করুন এবং আমাকে যালেম সম্প্রদায় থেকে মুক্তি দিন।" (সূরা তাহরীম-১১) (আল মুস্তাদরাক)

আসিয়া বিনতে মুযাহিম ও মারিয়াম বিনতে ইমরান আ. এর ব্যাপারে আল্লাহ বলেন,

﴿ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلٗا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمۡرَأَتَ فِرۡعَوۡنَ إِذۡ قَالَتۡ رَبِّ ٱبۡنِ لِي عِندَكَ بَيۡتٗا فِي ٱلۡجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرۡعَوۡنَ وَعَمَلِهِۦ وَنَجِّنِي مِنَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ١١ وَمَرۡيَمَ ٱبۡنَتَ عِمۡرَٰنَ ٱلَّتِيٓ أَحۡصَنَتۡ فَرۡجَهَا فَنَفَخۡنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتۡ بِكَلِمَٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِۦ وَكَانَتۡ مِنَ ٱلۡقَٰنِتِينَ ١٢ ﴾ التحريم: ١١ - ١٢

"আল্লাহ তা'লা মুমিনদের জন্যে ফেরাউন-পত্নীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। সে বলল, হে আমার পালনকর্তা, আপনার সন্নিকটে

জান্নাতে আমার জন্যে একটি গৃহ নির্মাণ করুন, আমাকে ফেরাউন ও তার দুষ্কর্ম থেকে উদ্ধার করুন এবং আমাকে যালেম সম্প্রদায় থেকে মুক্তি দিন। আর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন এমরান-তনয়া মারিয়মের, যে তার সতীত্ব বজায় রেখেছিল। অতঃপর আমি তার মধ্যে আমার পক্ষ থেকে জীবন ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং সে তার পালনকর্তার বাণী ও কিতাবকে সত্যে পরিণত করেছিল। সে ছিল বিনয় প্রকাশকারীনীদের একজন।”
(সূরা তাহরীম ১১-১২)

এই হলো সত্যের ওপর আমৃত্যু অবিচল থাকা আদর্শ নারীদের স্মৃতিকথা। ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান মুমিনা, আর ফেরাউন ছিল প্রতাপশালী জালেম শাসক। কিন্তু কখনই স্বামীর কুফুরী তাকে আপন প্রতিপালকের আনুগত্য থেকে বিরত রাখতে পারেনি। যেন মানুষ বুঝতে পারে যে, আল্লাহ হলেন চির-ন্যায়বান। একজনের অপরাধের দরুন অন্যকে দোষারোপ করবেন না। তিনি প্রতিপালকের কাছে তার সান্নিধ্য অর্জনের দোয়া করেছিলেন, ফেরাউনের দুষ্কর্ম ও অনিষ্ট থেকে রক্ষা করে জান্নাতে তার জন্য একটি বাড়ী প্রস্তুত রাখার আশা ব্যক্ত করেছিলেন। দয়াময় আল্লাহও তার দোয়া ও কামনা কবুল করে নিয়েছিলেন।

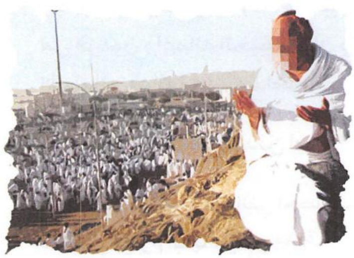
অপরদিকে ইমরান-তনয়া মারিয়ম আ.। যিনি প্রতিপালককে ভয় করেছিলেন, ফলে আল্লাহও তাঁকে ও তাঁর সন্তান ঈসাকে সম্মানিত করেছিলেন।

সুতরাং ওহে সম্মানিত মা বোন..! স্নেহের কন্যাগণ..! আসুন, তাদের অনুসরণ করে আমরাও উভয় জগতে সফলতা অর্জনে সচেষ্ট হই!

সৌভাগ্যশীল নারীবৃন্দ,
জান্নাত পুরুষ-নারী সকলের ঠিক..! তবে কত মুমিনা নারী পুরুষদের অগ্রগামী হয়েছে..!

জান্নাতীদের জান্নাতে প্রবেশের বিবরণ

জান্নাত হলো সর্বোন্নত নিবাস। সুমহান আশ্রয়। পরম সৌভাগ্য, যার পর কোনো দুর্ভাগ্য নেই। পরম শান্তি, যার পর কোনো ক্লান্তি নেই। সকল ক্লান্তি ও পরিশ্রম ভুলে গিয়ে সন্তুষ্টচিত্তে তারা তাতে প্রবেশ করবে।



* কীভাবে জান্নাতের দিকে নেয়া হবে?
* তাদের সৌন্দর্য ও দৈহিক দৈর্ঘ্যের বিবরণ কী?
* জান্নাতের দরজাসমূহের আয়তন কতটুকু?
* প্রবেশকালে কি জন-জটের সম্মুখীন হবে?

ভূমিকা

জান্নাতীদের জান্নাতের প্রবেশের বিবরণ আল্লাহ এভাবে দিয়েছেন,

﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوۡاْ رَبَّهُمۡ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ زُمَرًاۖ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتۡ أَبۡوَٰبُهَا وَقَالَ لَهُمۡ خَزَنَتُهَا سَلَٰمٌ عَلَيۡكُمۡ طِبۡتُمۡ فَٱدۡخُلُوهَا خَٰلِدِينَ ٧٣ ﴾ الزمر: ٧٣

"যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করত তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা উন্মুক্ত দরজা দিয়ে জান্নাতে পৌঁছুবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখে থাক, অতঃপর সদাসর্বদা বসবাসের জন্যে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর।" (সূরা যুমার-৭৩)

দরজাসমূহের প্রশস্ততা

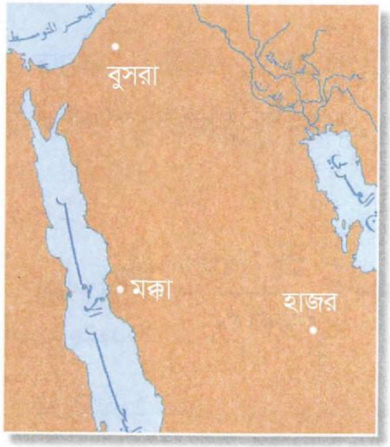
প্রবেশকারীদের সংখ্যাধিক্য দরজাসমূহের সুপ্রশস্ততা কামনা করে। জান্নাতের দরজাসমূহের সুপ্রশস্ততার বিবরণ দিতে গিয়ে নবী করীম সা. বলেন,

ما بين كل مصراعين من مصاريع الجنة سبعين سنة، وإن في الجنة بحر الماء ، وبحر الخمر ، وبحر اللبن وبحر العسل ، ثم تشقق منه بعد الأنهار .

"জান্নাতের কপাটসমূহের দুই কপাটের মাঝে সত্তর বৎসর ভ্রমণস্থলের ব্যবধান। জান্নাতে পানির সমুদ্র থাকবে, থাকবে শরাবের সমুদ্র, দুধের সমুদ্র, মধুর সমুদ্র.. সেগুলো থেকে শাখারূপে নদ-নদী ছড়াবে।" (আল-মাছানী ইবনে আসেম)

وقال ﷺ : والذي نفسي بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى

অন্যত্র নবীজী বলেন, "ঐ সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ, নিশ্চয় জান্নাতের কপাটসমূহের দুই কপাটের মধ্যে মক্কা এবং 'হাজার' এলাকার দূরত্বসম ব্যবধান। অথবা মক্কা এবং বাসরা'র দূরত্বসম ব্যবধান।" (মুসলিম-৫০২)



দরজা দিয়ে প্রবেশের বিবরণ

সকল জান্নাতবাসী হবে একই আত্মার মতো, সবাই হবে একই বিশ্বাসে বিশ্বাসী, তাদের মাঝে কোনো ভেদাভেদ থাকবে না, প্রতিহিংসা থাকবে না। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হাতে হাত ধরে তারা জান্নাত প্রবেশ করবে।

قال ﷺ : ليدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفا أو سبعمأة ألف -شك في أحدهما - متماسكين ، آخذ بعضهم ببعض ، حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة ووجوههم على ضوء القمر ليلة البدر

নবী করীম সা. বলেন, “আমার উম্মতের সত্তরহাজার অথবা সাতলক্ষ লোক (বর্ণনাকারী সন্দিহান) জান্নাতে প্রবেশ করবে। একে অন্যের হাত ধরে তারা জান্নাতে ঢুকবে। তাদের চেহারা হবে পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল।” (বুখারী-৬১৭৭)

সকলেই একসাথে একসারিতে প্রবেশ করবে।

জান্নাতের দরজাসমূহ

আল্লাহ তা'লা বলেন,

﴿جَنَّٰتِ عَدۡنٖ مُّفَتَّحَةٗ لَّهُمُ ٱلۡأَبۡوَٰبُ ۝٥٠﴾ ص: ٥٠

“তথা স্থায়ী বসবাসের জান্নাত; তাদের জন্যে তার দ্বার উন্মুক্ত রয়েছে।” (সূরা ছাদ-৫০)

জান্নাতের রয়েছে আটটি দরজা

দরজাসমূহের সুপ্রশস্ততা ও বিশালতা সত্ত্বেও তার দরজা হবে একাধিক।

قال ﷺ : في الجنة ثمانية أبواب ، فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون

নবী করীম সা. বলেন, “জান্নাতের রয়েছে আটটি দরজা। তন্মধ্যে একটি হলো ‘রাইয়ান ফটক’; কেবল রোযাদারগণই সে ফটক দিয়ে প্রবেশ করবে।” (বুখারী-৩০৮৪)

عن أبي هريرة : أن رسول الله ﷺ قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان فقال أبو بكر بأبي أنت وأمي ما على من دعي من هذه الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها ؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم

অন্যত্র নবীজী বলেন, “আল্লাহর রাস্তায় যে ব্যক্তি জোড়া বস্তু (অশ্ব, ঊট, কৃতদাস ইত্যাদি) সাদাকারূপে দান করল, কেয়ামতের দিন তাকে ডেকে বলা হবে, হে আল্লাহর বান্দা, এই হলো কল্যাণের দরজা..! নামাযীদেরকে নামাযের দরজা দিয়ে ডাকা হবে। মুজাহিদীনকে জিহাদের ফটক থেকে ডাকা হবে। রোযাদারদেরকে ‘রাইয়ান’ গেট থেকে আহ্বান করা হবে। সাদকাকারীদেরকে সাদকার জন্য নির্ধারিত দরজা থেকে ডাকা হবে। আবু বকর রা. বললেন, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হে আল্লাহর রাসূল! একজনকে সকল দরজা থেকে আহ্বানে কোনো অসুবিধে নেই তো! একজনকে সকল দরজা থেকে ডাকা হবে কি? নবীজী বললেন, হ্যাঁ.. আমি আশা করছি তুমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে!” (বুখারী-১৭৯৮)

প্রশ্ন

যে ব্যক্তি সকল এবাদত পালন করবে, তাকে কি সকল দরজা থেকে আহ্বান করা হবে?

উত্তরঃ যে আমলটি তার থেকে অধিক ও সুচারুরূপে পালিত হবে, তাকে সেই দরজা থেকেই আহ্বান করা হবে। সেটি নামায হোক, রোযা হোক কিংবা অন্য কোনো এবাদত!

প্রবেশকালে তাদের বয়স

জান্নাতীগণ সুপরিণত বয়স অর্থাৎ তেত্রিশ বছর বয়সী অবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করবে। এ বয়সে তাদের যৌবন ও শক্তি-সামর্থ্য সুপরিণত হয়।

قال ﷺ : يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين أبناء ثلاثين أو ثلاث وثلاثين سنة .

নবীজী বলেন, "জান্নাতীগণ কেশবিহীন দেহ, দাড়িবিহীন চেহারা ও চোখে সুরমা লাগানো অবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা হবে তেত্রিশ বছরের পরিণত যুবক।" (তিরমিযী-২৫৪৫)

চিরযুবক, কখনো বৃদ্ধ হবে না

قال ﷺ : أهل الجنة جرد مرد كحل لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم

নবী করীম সা. বলেন, "জান্নাতীগণ কেশবিহীন দেহ, দাড়িবিহীন চেহারা ও চোখে সুরমা লাগানো অবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করবে।

তাদের যৌবন বিলীন হবে না এবং তাদের পোশাক কখনো নোংরা হবে না।" (তিরমিযী-২৫৩৯)

দেহ, আকৃতি ও সৌন্দর্যে কখনোই বার্ধক্যের ছাপ পড়বে না। কাপড় ময়লাযুক্ত হবে না; সর্বদা সুন্দর ও অপরিবর্তিত থাকবে।

তাদের দৈর্ঘ্য

জান্নাতীদের দেহগুলো দৈর্ঘ্য-প্রস্থে পরিপূর্ণ থাকবে, সুন্দর ও সুগঠনশীল দেহের অধিকারী হবে।

قال ﷺ : يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا بيضا جعادا مكحلين أبناء ثلاث وثلاثين عل خلق آدم طوله ستون ذراعا في عرض سبعة أذرع

নবী করীম সা. বলেন, "জান্নাতীগণ কেশবিহীন দেহ, দাড়িবিহীন চেহারা ও চোখে সুরমা লাগানো অবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা হবে তেত্রিশ বছরের পরিণত যুবক; ঠিক যেমন আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছিল, তার দৈর্ঘ্য ছিল ষাট এবং প্রস্থ ছিল সাত হাত।" (মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা-৩৪০০৬)

তাদের চক্ষু হবে সুরমাযুক্ত, ত্বক হবে অতিমসৃণ, বর্ণ হবে শুভ্রতাসমৃদ্ধ, কেশগুচ্ছ হবে কোমল ও কুঁকড়ো। বয়সে তারা হবে তেত্রিশের পরিণত যুবক। দৈর্ঘ্য হবে ষাট ও প্রস্থ হবে সাত হাত। যেন জান্নাতের নেয়ামতসমূহ উত্তমরূপে ভোগ করতে পারে। পূর্ণরূপে স্বাদ গ্রহণ করতে পারে।

সৌন্দর্য,

জান্নাতীদের সুখ বেড়ে যাবে,

তাদের সুদর্শন চেহারা ও সুগঠিত দেহবয়বে..!

জান্নাতের স্তরসমূহ

জান্নাতের রয়েছে অনেকগুলো স্তর। আমল অনুযায়ী নির্ধারিত স্তরে তাদের নিবাস হবে। আল্লাহ বলেন,

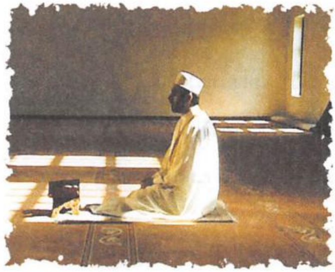
﴿وَمَن يَأۡتِهِۦ مُؤۡمِنٗا قَدۡ عَمِلَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَأُوْلَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَٰتُ ٱلۡعُلَىٰ ٧٥﴾ طه: ٧٥

"আর যারা তাঁর কাছে আসে ঈমানদার হয়ে এমতাবস্থায় যে সে সৎকর্ম সম্পাদন করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে সুউচ্চ মর্তবা" (সূরা ত্বাহা-৭৫)

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

﴿لَا يَسۡتَوِي مِنكُم مَّنۡ أَنفَقَ مِن قَبۡلِ ٱلۡفَتۡحِ وَقَٰتَلَۚ أُوْلَٰٓئِكَ أَعۡظَمُ دَرَجَةٗ مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنۢ بَعۡدُ وَقَٰتَلُواْۚ وَكُلّٗا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلۡحُسۡنَىٰۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ١٠﴾ الحديد: ١٠

"তোমাদের মধ্যে যে মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও জেহাদ করেছে সে সমান নয়। এরূপ লোকদের মর্যাদা বড় তাদের অপেক্ষা, যারা পরে ব্যয় করেছে ও জেহাদ করেছে। তবে আল্লাহ উভয়কে কল্যাণের ওয়াদা দিয়েছেন। তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।" (সূরা হাদীদ-১০)



* তবে কী সেই স্তরসমূহ?
* ব্যবধান কীরূপ?
* স্তর উন্নীত করার উপায় কী?

ভূমিকা

জান্নাত হলো বিভিন্ন স্তর। মর্যাদা ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিক থেকে সেগুলোতে অনেক ব্যবধান থাকবে। মুমিনগণ তাদের ঈমান ও তাকওয়ার ভিত্তিতে বিভিন্ন স্তরে উন্নীত হবে।

عن أبي سعيد الخدري : عن النبي ﷺ قال (إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم) . قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم قال (بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين)

নবী করীম সা. বলেন, “নিশ্চয় জান্নাতবাসী তাদের উপরের স্তরের জান্নাতীদের ঘরসমূহ দেখতে পাবে, যেমন দুনিয়াতে তোমরা পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্তে তারকারাজি দেখতে পাও! কৃত আমল অনুপাতে তাদের স্তরে এরকম তারতম্য হবে। সবাই বলল, হে আল্লাহর রাসূল, ওগুলো কি নবী রাসূলদের স্তর যেখানে অন্য কেউ পৌঁছুতে পারবে না? উত্তরে বললেন, ওই

সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, আল্লাহর ওপর ঈমান আনয়নকারী এবং রাসূলদের সত্যায়নকারী সকল ব্যক্তিবর্গই এ স্তরে পৌঁছুবে।" (বুখারী-৩০৮৩)

জান্নাতের একশত স্তর

নবী করীম সা. সংবাদ দিয়েছেন যে, জান্নাতের একশটি স্তর রয়েছে। প্রতিটি স্তরের মাঝে বিস্তর ব্যবধান।

قال رسول الله ﷺ من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها) . فقالوا يا رسول الله أفلا نبشر الناس ؟ قال (إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض فإذا سالتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة - أراه - فوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة

নবীজী বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আনবে, নামায কায়েম করবে এবং রমযানের রোযা পালন করবে, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহর অধিকার হয়ে যাবে। চায় সে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করুক কিংবা জন্মস্থানে বসে থাকুক! সকলেই বলল, হে আল্লাহর রাসূল, মানুষকে এ সম্পর্কে অবহিত করব? তিনি বললেন, নিশ্চয় জান্নাতে একশটি স্তর রয়েছে যেগুলো মুজাহিদীন (আল্লাহর পথের যুদ্ধাদের) জন্য

তৈরি করেছেন। প্রতিটি স্তরের মাঝে আসমান-জমিনের ব্যবধান। তোমরা আল্লাহর কাছে চাইলে জান্নাতুল ফেরদাউস চেয়ো! কারণ, সেটি হলো মধ্যবর্তী সর্বোচ্চ স্তরের জান্নাত। তার ওপর আমি আল্লাহর আরশ দেখেছি, যা থেকে জান্নাতের নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত।” (বুখারী-২৬৩৭)

প্রশ্ন

জান্নাতুল ফেরদাউস একইসাথে কীভাবে মধ্যবর্তী ও সর্বোচ্চস্তরের জান্নাত হতে পারে?

উত্তরঃ এখানে মধ্যবর্তী বলতে সকল জান্নাতের মধ্যস্থলে অবস্থিত এবং অন্যান্য জান্নাতের তুলনায় তার স্তর উঁচু। কারণ, তার ছাদ হলো আল্লাহর আরশ।

জিজ্ঞাসা

এসকল উঁচুস্তরসমূহ কি কেবলই মুজাহিদীনের জন্য?

উত্তরঃ উঁচুস্তরসমূহ কেবল মুজাহিদীনের জন্যই নয়; বরং সকল সফলকাম মুমিনদের জন্যও..! নবীজী বলেন,

قال ﷺ : في الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين مائة عام

“জান্নাতে একশতটি স্তর রয়েছে, প্রতিটি স্তরের মাঝে একশত বছর ভ্রমণস্থলের ব্যবধান।” (তিরমিযী-২৫২৯)

জান্নাতের অসংখ্য কানন

হারেসা বিন ছুরাকা একজন আনসারী তরুণ সাহাবী। তার একটি চমৎকার ঘটনা বর্ণিত রয়েছে। উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের সাথে তিনিও অংশগ্রহণ করেছিলেন। যুদ্ধ শুরুর কিছুপূর্বে তিনি একটি কূপ থেকে পানি পান করতে গেলেন, হঠাৎ একটি তীর এসে তার গলদেশে আঘাত করলে সাথে সাথে তিনি শহীদ হয়ে যান।

যুদ্ধশেষে নবীজী সঙ্গীদের নিয়ে যখন মদীনায় ফিরে এলেন, তখন হারেসা'র মাতা নবীজীর কাছে আসল, তিনি বয়োবৃদ্ধ, বয়সের ভারে হাড়গুলো নরম হয়ে গেছে, চলনে কষ্ট হচ্ছে। ছেলের মৃত্যুতে তিনি নিদারুণ ব্যথিত।

তিনি এসে নবীজীকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, হারেসার পরিণাম সম্পর্কে আমাকে বলুন, যদি সে জান্নাতে গিয়ে থাকে, তবে আমি সবর করব অন্যথায় অচিরেই আল্লাহ দেখবেন আমি কী করি! (অর্থাৎ আহাজারি ও রোনাজারিতে আকাশ-বাতাস ভারি করে তুলব, মৃতের জন্য কান্নাকাটির বিষয়টি তখন পর্যন্ত নিষিদ্ধ ছিল না) নবীজী তাকে বললেন,

ويحك! أهبلت! إنها جنان ثمان .. وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى

"ধিক তোমার! তুমি কি পাগল হয়ে গেছ! সে তো একটি জান্নাত নয়.. আটটি জান্নাত..! আর তোমার ছেলে জান্নাতুল ফেরদাউস লাভ করেছে!" (বুখারী-২৬৫৮)

ন্যায়বিচার,

মুমিনগণ তাদের আমল অনুপাতে জান্নাতের স্তরে উন্নীত হবে।

জান্নাতের রক্ষীগণ

জান্নাতের জন্য আল্লাহ তা'লা অসংখ্য রক্ষীও তৈরি করেছেন।

* কারা সেই রক্ষী?
* তারা কি ফেরেশতা?
* তাদের সংখ্যা?
* কী তাদের দায়িত্ব?



ভূমিকা

জান্নাতের রক্ষী হিসেবে আল্লাহ তা'লা ফেরেশতাদের নিযুক্ত করেছেন। তারা জান্নাতীদেরকে সম্ভাষণ জানাবে, সংবর্ধনা দেবে। আল্লাহ বলেন,

﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوۡاْ رَبَّهُمۡ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ زُمَرًاۖ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُوهَا
وَفُتِحَتۡ أَبۡوَٰبُهَا وَقَالَ لَهُمۡ خَزَنَتُهَا سَلَٰمٌ عَلَيۡكُمۡ طِبۡتُمۡ فَٱدۡخُلُوهَا
خَٰلِدِينَ ٧٣ ﴾ الزمر: ٧٣

"যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করত তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা উন্মুক্ত দরজা

দিয়ে জান্নাতে পৌঁছুবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখে থাক, অতঃপর সদাসর্বদা বসবাসের জন্যে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর।" (সূরা যুমার-৭৩)

قال ﷺ : آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح ، فيقول الخازن : من أنت؟ فأقول : محمد . فيقول : بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك.

নবী করীম সা. বলেন, "কেয়ামতের দিন আমি জান্নাতের ফটকের কাছে এসে তা খুলতে বলব, রক্ষী বলবে, কে তুমি? বলব, আমি মোহাম্মাদ! সে বলবে, আপনার জন্যই খোলার আদেশ হয়েছে; আপনার পূর্বে অন্য কারো জন্যে নয়!" (মুসলিম-৫০৭)

বুঝা গেল, জান্নাতের অসংখ্য রক্ষী রয়েছে। পাশাপাশি নবী করীম সা. এর মর্যাদার বিষয়টিও স্পষ্ট হয়েছে। কেয়ামতের দিন তিনিই হবেন সকল বনী আদমের সরদার।

তাদের সংখ্যা

ফেরেশতাদের সঠিক সংখ্যা সম্পর্কে আল্লাহ ব্যতীত কেউ অবগত নয়। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি, জান্নাতের অগণিত রক্ষী রয়েছে। সেখানে অবিরাম তারা তাদের দায়িত্ব পালন করে যাবে। কখনই তারা আল্লাহর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করবে না।

তাদের দায়িত্ব

তাদের দায়িত্ব হবে অনেক; কেউ কেউ জান্নাতীদের ইস্তেকবাল (সম্ভাষণ) ও সংবর্ধনা প্রদানের কাজে নিয়োজিত থাকবে। কেউ জান্নাতের দরজা উন্মোচনের কাজে থাকবে। কেউ কেউ জান্নাতীদের সেবায় তাদের দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে।

মর্যাদা দান,

সম্মানিত ফেরেশতাবৃন্দ মুমিনদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে,

মুমিনদের জন্য এতো এক বিরাট মর্যাদার বিষয়..!

জান্নাতের ভিত্তি এবং অবকাঠামো

জান্নাতীগণ পরম সুখ ও অগণিত ভোগ বিলাসে মত্ত থাকবে। বহমান নির্ঝরিণী, পাকা ফল-মূল, মোতিখচিত তাবু, স্বর্ণরূপার ঘর.. সুখময় হোক তাদের জান্নাতী জীবন..!

* জান্নাতে ঘরবাড়ীর ভিত্তি কী হবে?
* জান্নাতে নির্মিত পাথরগুলো কীসের হবে?

ভূমিকা

সাহাবীগণ প্রায়ই নবীজীর কাছে জান্নাতের বিবরণ চাইতেন, নবীজীও তাদেরকে জান্নাতের বিবরণ শুনাতেন।

قال أبو هريرة رضي الله عنه قلنا : يا رسول الله إنا إذا كنا عندك رقت قلوبنا كنا من أهل الآخرة وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشممنا النساء والأولاد فقال : (لو تكونون على كل حال على الحال الذي أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة بأكفكم ولو أنكم في بيوتكم ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر لهم)

আবু হুরায়রা রা. বলেন, আমরা বললাম হে আল্লাহর রাসূল! যখন আমরা আপনার কাছে থাকি, তখন আমাদের অন্তর নম্র

থাকে, আখেরাত আমাদের সামনে থাকে। কিন্তু যখনই আপনার থেকে পৃথক হয়ে যাই, দুনিয়া আমাদের কাছে ভালো লাগতে থাকে, স্ত্রী-সন্তানের সাহচর্য উপভোগ্য মনে হয়। তিনি বললেন, আমার কাছে থাকাবস্থায় তোমাদের যে অবস্থা থাকে, তা যদি সবসময় থাকত তবে তো ফেরেশতাগণ এসে তোমাদের হাত ধরে মুসাফাহা করত। ঘরে থাকাবস্থায় তোমাদের দ্বারা যদি অপরাধ না হয়, তবে আল্লাহ এমন সম্প্রদায় নিয়ে আসবেন, যারা অপরাধ করবে, যেন আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। (সহীহ ইবনে হিব্বান-১৬/৭৩৮৭)

জান্নাতের ভিত্তি

قَالَ أبو هريرة : قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَدِّثْنَا عَنْ الْجَنَّةِ مَا بِنَاؤُهَا قَالَ لَبِنَةٌ ذَهَبٍ وَلَبِنَةٌ فِضَّةٍ وَمِلَاطُهَا الْمِسْكُ الْأَذْفَرُ وَحَصْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ وَتُرَابُهَا الزَّعْفَرَانُ مَنْ يَدْخُلُهَا يَنْعَمُ وَلَا يَبْأَسُ وَيَخْلُدُ وَلَا يَمُوتُ لَا تَبْلَى ثِيَابُهُ وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُ

আবু হুরায়রা রা. বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমাদেরকে জান্নাত ও তার বসত সম্পর্কে বলুন, তিনি বলতে লাগলেন, একটি ইট স্বর্ণের এবং আরেকটি ইট রূপার। যার প্রলেপ হবে ঘনসুগন্ধিযুক্ত কস্তূরী। যার পাথরগুলো হবে মণিমুক্তা ও মোতিখচিত। যার মাটি হবে জাফরান। যে তাতে প্রবেশ করবে, সে চিরসুখী; কখনই সে বিতৃষ্ণ হবে না। চিরকাল

বসবাস করবে, কখনই মৃত্যুবরণ করবে না। পোশাক কখনই ময়লাযুক্ত হবে না। যৌবনে কখনই ভাটা পড়বে না।" (সহীহ ইবনে হিব্বান-১৬/৭৩৮৭)

قال ﷺ : إن حائط الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة

নবীজী আরও বলেন, "নিশ্চয় জান্নাতের দেওয়ালের একটি ইট স্বর্ণের, অপরটি রূপার (স্থাপিত থাকবে)" (আল-বা'ছু ওয়ান্নুশুর বায়হাকী- ২৪৬)



দুনিয়াতে যেমন আমরা দেখে থাকি, তবে আখেরাতে এগুলো হবে আরো বিশাল আরো সুন্দর

পরম সুখ,

জান্নাতের ভিত্তি স্বর্ণরূপা, মণিমুক্তা ও মোতিখচিত..

যাতে জান্নাতীদের আরাম-আয়েশ দৃষ্টিনন্দন হয়।

জান্নাতের কক্ষ ও তাবুসমগ্র

জান্নাতে থাকবে সুশোভিত প্রাসাদ ও অট্টালিকা। আল্লাহ বলেন,

﴿ لَٰكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوۡاْ رَبَّهُمۡ لَهُمۡ غُرَفٞ مِّن فَوۡقِهَا غُرَفٞ مَّبۡنِيَّةٞ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُۖ وَعۡدَ ٱللَّهِ لَا يُخۡلِفُ ٱللَّهُ ٱلۡمِيعَادَ ٢٠ ﴾ الزمر: ٢٠

"কিন্তু যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে, তাদের জন্যে নির্মিত রয়েছে প্রাসাদের ওপর প্রাসাদ। এগুলোর তলদেশে নদী প্রবাহিত। আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আল্লাহ প্রতিশ্রুতির খেলাফ করেন না।" (সূরা যুমার-২০)

* প্রাসাদের আকৃতি কীরূপ?
* কারা তাতে বসবাস করবে?
* তাবুসমূহ কোথায় স্থাপিত হবে?

ভূমিকা

সৎকর্মীদের পুরস্কার আল্লাহ বিনষ্ট করবেন না। তাদের জন্য প্রস্তুত থাকবে সুউচ্চ বাড়ী। একটির ওপর একটি। যার তলদেশে নদ-নদী প্রবাহিত হবে। আল্লাহ বলেন,

﴿ وَمَآ أَمۡوَٰلُكُمۡ وَلَآ أَوۡلَٰدُكُم بِٱلَّتِي تُقَرِّبُكُمۡ عِندَنَا زُلۡفَىٰٓ إِلَّا مَنۡ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحٗا فَأُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ جَزَآءُ ٱلضِّعۡفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمۡ فِي ٱلۡغُرُفَٰتِ ءَامِنُونَ ٣٧ ﴾ سبأ: ٣٧



"তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করবে না। তবে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, তারা তাদের কর্মের বহুগুণ প্রতিদান পাবে এবং তারা সুউচ্চ প্রাসাদে নিরাপদে থাকবে।" (সূরা সাবা-৩৭)



সৎকর্ম অনেক..! যে ব্যক্তি টাকা ব্যয় করে মসজিদ নির্মাণ করবে, কুরআন বিতরণ করবে, এতিমের ভরণপোষণ করবে, সন্তানকে হাফেজ, আলেম ও আল্লাহর পথের আহ্বায়করূপে গড়ে তুলবে, তার সম্পদ ও সন্তানই তার উপকারে আসবে।

বরং সৎকর্মের প্রতিফল দশগুণ থেকে সাতশতগুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে দেওয়া হবে। প্রতিদানস্বরূপ তাকে জান্নাত দেওয়া হবে। সেখানে সে মনোচাহিদা অনুযায়ী পরম সুখে জীবনযাপন করবে।

প্রাসাদগুলোর বাসিন্দানের বৈশিষ্ট্য

তাদের কৃতকর্মের বিবরণ নবী করীম সা. এভাবে দিয়েছেন,

إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها ، وباطنها من ظاهرها ، أعدها الله لمن : أطعم الطعام ، وأفشى السلام ، وصلى بالليل والناس نيام .

"নিশ্চয় জান্নাতে এরকম অনেক প্রাসাদ থাকবে যেগুলো ভেতর থেকে বাইরে এবং বাইরে থেকে ভেতরে দেখা যাবে। এগুলো আল্লাহ তা'লা প্রস্তুত করেছেন ওই সকল ব্যক্তিদের জন্য, যারা খাদ্যদান করবে, অধিক পরিমাণে সালাম বিনিময় করবে এবং মানুষের নিদ্রামুহূর্তে শেষরাত্রিতে আল্লাহর এবাদত করবে।" (ইবনে হিব্বান-২/২৬২)

অর্থাৎ জান্নাতে কিছু প্রাসাদ থাকবে এরকম, যেগুলো হবে অত্যন্ত স্বচ্ছ ও পরিষ্কার। এগুলো আল্লাহ তৈরি করেছেন তাদের জন্যে, যারা কথাবার্তায় বিনম্র হবে, মানুষের প্রতি দয়াশীল হবে, মানুষকে কষ্ট দেবে না, মনে আঘাত করবে না, কেউ কষ্ট দিলে সৎচরিত্র দিয়ে তার মন জয় করে নেবে।

তেমনি যারা অপরকে খাদ্যদান করবে, ধনী-গরীব, মিসকীন ও সাধারণ-অসাধারণ সকলকে খাবার দেবে। শেষরাত্রিতে যখন

সকল মানুষ গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকে, তখন আল্লাহর এবাদতে মশগুল থাকবে, আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি ও ক্ষমাপ্রার্থনা করবে।

জিজ্ঞাসা

জান্নাতীগণ কীভাবে তাদের বসত চিনবে?

উত্তরঃ জান্নাতীগণ জান্নাতে প্রবেশের পরপরই নিজ নিজ বাসস্থান চিনে ফেলবে। যেমনটি আল্লাহ তা'লা বলেন,

﴿وَٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعۡمَٰلَهُمۡ ٤ سَيَهۡدِيهِمۡ وَيُصۡلِحُ بَالَهُمۡ ٥
وَيُدۡخِلُهُمُ ٱلۡجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمۡ ٦﴾ محمد: ٤ - ٦

"যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয়, আল্লাহ কখনই তাদের কর্ম বিনষ্ট করবেন না। তিনি তাদেরকে পথপ্রদর্শন করবেন এবং তাদের অবস্থা ভালো করবেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যা তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন।" (সূরা মুহাম্মাদ ৪-৬)

অর্থাৎ জান্নাতে প্রবেশের পর তাদেরকে তাদের বাসস্থান জানিয়ে দেবেন।

قال رسول الله ﷺ (يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى

إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا)

নবী করীম সা. বলেন, "মুমিনগণ 'সিরাত' অতিক্রম করার পর জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী একটি সেতুতে তাদের আবদ্ধ করা হবে, সেখানে তাদের পারস্পরিক কেসাস ও দুনিয়াতে তাদের পাওনা পরিশোধ করা হবে। পরিশেষে সকলেই যখন স্বচ্ছ ও ত্রুটিমুক্ত হয়ে যাবে, তখন তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে। ওই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, জান্নাতীগণ তাদের বাসস্থান চিনতে পারবে, ঠিক যেমন দুনিয়াতে তাদের ঘরসমূহ চিনে থাকে।" (বুখারী-৬১৭০)

জান্নাতের তাঁবুসমূহ

বসবাসস্থল একাধিক ও ভিন্নভিন্ন হলে বসবাসকারী আনন্দ পায়, কোনোসময় স্বর্ণরোপাখচিত প্রাসাদে আবার কোনোসময় শরাবের নদ-নদীসমূহের পাশে নির্মিত তাবুতে পরিবার ও বান্ধবদের নিয়ে আনন্দ-ফুর্তিতে মগ্ন থাকবে।

তাবুগুলো প্রাসাদের ভেতরে নয়; বরং সম্পূর্ণ পৃথক স্থানে নির্মিত হবে।

قَالَ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّ لِلْمُؤْمِنِ فِي الْجَنَّةِ لَخَيْمَةً مِنْ لُؤْلُؤَةٍ وَاحِدَةٍ مُجَوَّفَةٍ طُولُهَا سِتُّونَ مِيلاً لِلْمُؤْمِنِ فِيهَا أَهْلُونَ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُ فَلاَ يَرَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا.

নবীজী বলেন, “নিশ্চয় মুমিনের জন্য জান্নাতে মোতিখচিত তাবু নির্মিত হবে, যার দৈর্ঘ্য হবে ষাট মাইল। সেখানে মুমিনের একাধিক পরিবার থাকবে, এক পরিবার অন্য পরিবারকে দেখতে পাবে না।” (মুসলিম-৭৩৩৭)

তিনি আরও বলেন,

إن الخيمة درة طولها ستون ميلا ، في كل زاوية منها أهل للمؤمن ، لا يراهم غيرهم .

“নিশ্চয় তাবু হবে মোতিখচিত, যার দৈর্ঘ্য হবে ষাট মাইল, তাবুর প্রতিটি পার্শ্বে মুমিনের ভিন্নভিন্ন পরিবার থাকবে, যাদেরকে অন্য পরিবারগণ দেখতে পাবে না।” (মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা-১৩/১০৫)

দুনিয়াতে আরব বেদুইনদের নির্মিত তাবু চতুষ্কোণ ও মোটা চাদরে নির্মিত হয়। তাঁবুর বিবরণ কুরআনেও বর্ণিত হয়েছে,



﴿حُورٌ مَّقۡصُورَٰتٌ فِي ٱلۡخِيَامِ ۝٧٢﴾ الرحمن: ٧٢

“তাঁবুতে অবস্থানকারিণী হুরগণ।” (সূরা আর-রাহমান-৭২)

অবশ্যই জান্নাতের সেই সুউচ্চ মনোমুগ্ধকর তাঁবুগুলোতে পালঙ্ক ও ফার্নিচার থাকবে..!

জান্নাতের পালঙ্ক ও সোফা

জান্নাতের সুসজ্জিত চৌকাঠ, দৃষ্টিনন্দন পালঙ্ক, সুশোভিত সোফা দেখে মুমিন তুষ্ট হয়ে যাবে। কুরআনুল-কারীমে আল্লাহ তা'লা এসব কিছুরই প্রশংসনীয় বিবরণ উল্লেখ করেন,

﴿ فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ ۝١٣ وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ ۝١٤ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ۝١٥ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ ۝١٦ ﴾ الغاشية: ١٣ - ١٦

“তথায় থাকবে উন্নত ও সুসজ্জিত আসন, সংরক্ষিত পানপাত্র, সারি সারি গালিচা এবং বিস্তৃত বিছানো কার্পেট।” (সূরা গাশিয়া ১৩-১৬)

সম্মান,

মানুষের রুচিবোধ ও স্বভাব যেমন ভিন্নরকম,

তেমনি জান্নাতের প্রাসাদ ও তাঁবুগুলোও ভিন্নরকম থাকবে।

জান্নাতের সুঘ্রাণ

জান্নাতের সুবাস ও সুগন্ধি জান্নাতের বাইরে পর্যন্ত অনুভূত হবে। মুমিনগণ অনেক দূর থেকেই জান্নাতের সুঘ্রাণ পাবেন। কতিপয় অপরাধী জান্নাত তো দূরে থাক, জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না।

* কোন অপরাধ জান্নাতের সুঘ্রাণ থেকে বঞ্চিত করে?
* তাহলে কি তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না?
* তারা কি চিরকাল জাহান্নামে থাকবে?

ভূমিকা

নবী করীম সা. কতিপয় অপরাধের বিবরণ দিয়েছেন, যাতে লিপ্ত ব্যক্তিরা জান্নাতের সুঘ্রাণ পর্যন্ত পাবে না। যেমন, মদ্যপ, খোটাদানে অভ্যস্ত .. ইত্যাদি। তারা কাফের নয়; বরং অপরাধের দরুন তাদের জন্য এ এক চরম হুমকি। বিচার ও শাস্তি শেষে তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে ঠিক; তবে জান্নাতের সুঘ্রাণ থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে।

জান্নাতের সুঘ্রাণ হতে বঞ্চিত অপরাধী

(১) মদ্যপ

মদ হলো সকল অপরাধের মূল। সকল অশ্লীলতার জনক। দুনিয়াতে যে মদপান করবে, আখেরাতে সে জান্নাতের শরাব থেকে বঞ্চিত হবে। দুনিয়াতে যে মদপান করবে, আখেরাতে আল্লাহ তাকে 'ত্বীনাতুল খাবাল' পান করাবেন।



قيل يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار

"জিজ্ঞেস করা হলো, 'ত্বীনাতুল খাবাল' কী? বললেন, জাহান্নামীদের দেহনির্গত পুঁজ।" (মুসনাদে আহমদ)

মদ্যপ কেয়ামতের দিন জান্নাতের সুবাস পাবে না। তবে যদি মৃত্যুর পূর্বে তাওবা করে নেয় এবং আল্লাহ তার তাওবা কবুল করে থাকেন, তাহলে ভিন্ন কথা..!

(২) মানুষকে প্রহারে অভ্যস্ত ও বস্ত্রবাহী নগ্ন নারী

عن أبي هريرة : عن رسول الله ﷺ قال : (صنفان من أمتي لم أرهما :
قوم معهم سياط مثل أذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات

عاريات مائلات مميلات رؤوسهن مثل أسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا)

নবী করীম সা. বলেন, "আমার উম্মতের জাহান্নামী দু'টি দল এখনো আমি দেখিনি; একদলের সাথে ষাঁড়ের লেজসদৃশ চাবুক থাকবে, যা দিয়ে তারা মানুষকে প্রহার করবে। অপরদল বস্ত্রবাহী নগ্ন নারী সম্প্রদায়, যারা নিজেরাও হেলেদুলে থাকবে এবং অন্যদেরও আকৃষ্ট করবে, তাদের মাথা হবে একপেশে লম্বা স্কন্ধবিশিষ্ট উষ্ট্রীর কুঁজের মতো; জান্নাত দূরের কথা, জান্নাতের সুঘ্রাণও তারা পাবে না, অথচ জান্নাতের সুগন্ধি তো এত এত দূর থেকেই অনুভব করা যায়।" (মুসলিম-৫৭০৪)

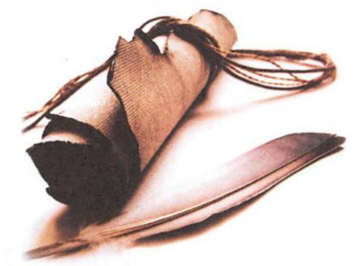




উপরোক্ত হাদিসে নবীজী অন্যায়ভাবে মানুষকে প্রহার করা থেকে সতর্ক করেছেন।

তেমনি সতর্ক করছেন নারী সম্প্রদায়কেও, যারা আল্লাহর আদেশ পর্দা ছেড়ে দিয়ে নিজেদের অর্ধনগ্ন দেহগুলো প্রদর্শন করে থাকে।

(৩) জিম্মিকে নির্যাতন



জিম্মি হলো, যার জিম্মাদারী (নিরাপত্তার দায়িত্ব) মুসলিমগণ গ্রহণ করেছেন। সে খৃষ্টান হোক কিংবা ইহুদী। তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে না, তাকে নির্যাতন করা যাবে না, তার অধিকার খর্ব করা যাবে না।

قال ﷺ : ألا من ظلم معاهدا وانتقصه ، وكلفه فوق طاقته ، أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه ، فأنا حجيجه يوم القيامة . ثم أشار رسول الله ﷺ بإصبعه إلى صدره وقال: ألا ومن قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله حرم الله عليه ريح الجنة وإن ريحها لتوجد من مسيرة سبعين خريفا .

নবী করীম সা. বলেন, ".. তবে কেউ যদি জিম্মীকে নির্যাতন করে, তার অধিকার খর্ব করে, সামর্থ্যের ঊর্ধ্বে তার ওপর চাপিয়ে দেয় কিংবা অন্যায়ভাবে তার কাছ থেকে কিছু ছিনিয়ে নেয়, তবে কেয়ামতের দিন আমি নিজে তার বিরুদ্ধে অবস্থান

নেব। অতঃপর নবীজী স্বীয় বক্ষের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, জেনে রেখ, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসূল কর্তৃক নিরাপত্তা প্রদানকৃত ব্যক্তিকে হত্যা করল, তার ওপর আল্লাহ জান্নাতের সুঘ্রাণ পর্যন্ত হারাম করে দেবেন; অথচ জান্নাতের সুঘ্রাণ তো সত্তর বৎসর ভ্রমণ দূরত্ব স্থল থেকেও অনুভব করা যায়।" (সুনানুল কুবরা-৯/২০৫)

(৪) পিতা-মাতার অবাধ্যতা

পিতা-মাতার অবাধ্যতা একটি চরম গর্হিত অপরাধ। আল্লাহ তা'লা নিজের অধিকারের সাথে সাথে পিতা-মাতার অধিকার জুড়ে দিয়ে বলেছেন,

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا﴾ الإسراء: ٢٣

"তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারো এবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর।" (সূরা ইসরা-২৩)

অন্য আয়াতে আল্লাহ নিজের কৃতজ্ঞতার পাশাপাশি পিতা-মাতার কৃতজ্ঞতা আদায়েরও আদেশ করেছেন,

﴿أَنِ ٱشْكُرْ لِى وَلِوَٰلِدَيْكَ إِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ ١٤﴾ لقمان: ١٤

"নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও!" (সূরা লুকমান-১৪)

পিতা-মাতার আনুগত্য উভয়জগতে সৌভাগ্যশীল হওয়ার পথ।

قال ﷺ : من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه .

নবী করীম সা. বলেন, "যে চায় তার রিযিকে বরকত হোক এবং তার সুনাম বৃদ্ধি পাক; সে যেন আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখে।" (বুখারী-১৯৬১)

(৫) খোটাদানকারী কৃপণ



পর্যাপ্ত ধন-সম্পদ থাকা সত্ত্বেও দান খায়রাতে সংকোচ বোধকারীকে 'কৃপণ' বলা হয়। যে মেহমানের আপ্যায়নে অনিহা দেখায়, আত্মীয়দেরকে অবহেলা করে, সেই প্রকৃত কৃপণ। ব্যয়কুণ্ঠতা এক মারাত্মক ব্যাধি।

পক্ষান্তরে খোটাদানকারী দান করার পর বারবার দানের কথা বলে। বারবার তা স্মরণ করিয়ে দানপ্রাপ্তকে ছোট করে।

قال ﷺ : ثلاثة لا يجدون ريح الجنة ، وإن ريحها لتوجد من مسيرة خمسمأة عام : العاق لوالديه ومدمن الخمر والبخيل المنان .

নবী করীম সা. বলেন, "তিন ধরণের ব্যক্তি জান্নাতের সুঘ্রাণপ্রাপ্ত হবে না; অথচ জান্নাতের সুবাস তো পাঁচশত বছর দূর থেকেই

অনুভব করা যায়- পিতা-মাতার অবাধ্য, মদ্যপ এবং খোটাদানকারী কৃপণ।” (তাহযীবুল আছার-১৫৬৬)

প্রশ্ন

এক হাদিসে সত্তর বছর দূরত্ব এবং অন্য হাদিসে পাঁচশত বছর দূরত্বের কথা বলা হয়েছে; এতদুভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য কী করে সম্ভব?

উত্তরঃ জান্নাতের সুঘ্রাণ পাওয়া ব্যক্তির ঈমান ও আমলের সাথে সম্পৃক্ত। কেউ কেউ বহু দূর থেকেই সুঘ্রাণ পেয়ে যাবে, আবার অনেকে খুব কাছে গিয়ে সুঘ্রাণ পাবে। এটি ব্যক্তির ঘ্রাণশক্তির ওপর নির্ভরশীল নয়।

আল্লাহ আমাদের সকলকে জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত করুন..!

প্রার্থনা,

আল্লাহ সকলকে জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে জান্নাতবাসীর অন্তর্ভুক্ত করুন..!

জান্নাতের বৃক্ষ ও ফল-মূল

জান্নাতের সবুজ শ্যামল দৃশ্য এবং হাজারো স্বাদ ও বর্ণসম্বলিত ফল-মূল জান্নাতীর চোখ জুড়িয়ে দেবে। স্বয়ং আল্লাহ তা'লা জান্নাতের ফল-মূলের প্রশংসা করে বলছেন,

﴿وَأَصۡحَٰبُ ٱلۡيَمِينِ مَآ أَصۡحَٰبُ ٱلۡيَمِينِ ٢٧ فِي سِدۡرٖ مَّخۡضُودٖ ٢٨ وَطَلۡحٖ مَّنضُودٖ ٢٩ وَظِلّٖ مَّمۡدُودٖ ٣٠﴾ الواقعة: ٢٧ - ٣٠

"যারা ডান দিকে থাকবে, তারা কত ভাগ্যবান! তারা থাকবে কাঁটাবিহীন বদরিকা বৃক্ষে এবং কাঁদি কাঁদি কলায়, দীর্ঘ ছায়ায়, প্রবাহিত পানিতে এবং প্রচুর ফল-মূলে।" (সূরা ওয়াকিআ ২৭-৩১)

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

﴿ذَوَاتَآ أَفۡنَانٖ ٤٨﴾ الرحمن: ٤٨

"উভয় উদ্যানই ঘন শাখা-পল্লববিশিষ্ট।" (সূরা আররাহমান-৪৮)

আরও বলেন,

﴿فِيهِمَا فَٰكِهَةٞ وَنَخۡلٞ وَرُمَّانٞ ٦٨﴾ الرحمن: ٦٨

"তথায় আছে ফল-মূল, খর্জুর ও আনার।" (সূরা আররাহমান-৬৮)

জান্নাতের বৃক্ষসমূহ হবে সুবিস্তর ছায়াদার ও দৃষ্টিনন্দন।

قال ﷺ : إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها ، واقرءوا إن شئتم :

﴿وَظِلٍّ مَّمۡدُودٍ ﴿٣٠﴾﴾ الواقعة: ٣٠

নবীজী বলেন, "নিশ্চয় জান্নাতে একটি বৃক্ষ এমন, আরোহী যা একহাজার বৎসর পর্যন্ত চলেও অতিক্রম করতে পারবে না। চাইলে এই আয়াতটি পাঠ কর- "সুদীর্ঘ ছায়াবিশিষ্ট" (সূরা ওয়াকিআ-৩০) (বুখারী-৪৮৮১)



দুনিয়াতে যেমন আমরা দেখে থাকি, তবে আখেরাতে তা হবে আরো বিশাল আরো সুন্দর

قرأ البراء بن عازب رضي الله عنه قوله تعالى :

﴿وَدَانِيَةً عَلَيۡهِمۡ ظِلَٰلُهَا وَذُلِّلَتۡ قُطُوفُهَا تَذۡلِيلٗا ﴿١٤﴾﴾ الإنسان: ١٤

فقال: إن أهل الجنة يأكلون من ثمار الجنة قياما وقعودا ومضطجعين ، على أي حال شاءوا .

বারা বিন আযিব রা. নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করলেন, “তার বৃক্ষছায়া তাদের ওপর ঝুঁকে থাকবে এবং তার ফলসমূহ তাদের আয়ত্তাধীন রাখা হবে।” (সূরা ইনসান-১৪) এবং বললেন, জান্নাতবাসী সেই বৃক্ষের ফল-মূল দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে.. যেকোনো অবস্থায় চায়- খেতে পারবে।” (আল-বা‘ছু ওয়ান্নুশুর বায়হাকী-২৭৩)

স্বাদ,

দুনিয়াতে আহার করি ক্ষুধা নিবারণকল্পে,

তবে আখেরাতে ভোজন কেবলই স্বাদ ও ভোগের নিমিত্তে।

জান্নাতীদের খাদ্য

জান্নাতীদের জন্য ফল-মূল ও পাখির গোশত তৈরি থাকবে। সেখানে তারা যা খেতে চাইবে, তাই পাবে। সুদর্শন বালকবৃন্দ খাদ্য নিয়ে তাদের আশপাশে প্রদক্ষিণ করতে থাকবে।



* খাদ্যের প্রকৃতি কীরূপ?
* প্রকারগুলো কী কী?
* আহারের পর দেহে কীরূপ প্রতিক্রিয়া অনুভূত হবে?

ভূমিকা

সুস্বাদু খাদ্য জীবনকে সুন্দর ও রঙিন করে তুলে। সুস্বাস্থ্য অর্জিত হয়। জান্নাতের খাদ্যগুলো হবে অধিক সুস্বাদু ও নয়ন-প্রীতিকর। সরবরাহ ও পরিবেশনের দায়িত্বে নিয়োজিত সুশ্রী বালকদের দেখে খাদ্যের প্রতি আকর্ষণ আরো বেড়ে যাবে।

জান্নাতের ফল-মূল

আল্লাহ বলেন,

﴿وَفَٰكِهَةٖ كَثِيرَةٖ ۝٣٢ لَّا مَقۡطُوعَةٖ وَلَا مَمۡنُوعَةٖ ۝٣٣﴾ الواقعة: ٣٢ - ٣٣

"এবং প্রচুর ফল-মূল, যা শেষ হবার নয় এবং নিষিদ্ধও নয়।" (সূরা ওয়াকিআ ৩২-৩৩)

একদা নবী করীম সা. সূর্যগ্রহণের নামায পড়ছিলেন। নামায শেষে বললেন,

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ هَذَا ثُمَّ رَأَيْنَاكَ كَفَفْتَ. فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودًا وَلَوْ أَخَذْتُهُ لأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا

"নিশ্চয় চন্দ্র-সূর্য আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন। যা কারো মৃত্যু বা জীবনপ্রাপ্তিকে কেন্দ্র করে গ্রহণ হয় না; যখন তোমরা তা দেখতে পাও, তখন আল্লাহকে স্মরণ কর। সবাই বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা দেখলাম আপনি নামাযে হাত বাড়িয়ে কী যেন ধরতে চাচ্ছিলেন, এরপর কী মনে করে যেন হাত পেছনে নিয়ে আসলেন। উত্তরে তিনি বললেন, তখন আমি জান্নাত দেখছিলাম, সেখান থেকে একগুচ্ছ ফল নিতে চাচ্ছিলাম। যদি নিতে পারতাম, তবে কেয়ামত পর্যন্ত তোমরা তা থেকে আহরণ করতে পারতে।" (বুখারী-১০০৪)

জান্নাতে বৃক্ষের ফল-মূল তাদের হাতের কাছে থাকবে। আল্লাহ বলেন,

﴿وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا ﴿١٤﴾﴾ الإنسان: ١٤

"তার বৃক্ষছায়া তাদের ওপর ঝুঁকে থাকবে এবং তার ফলসমূহ তাদের আয়ত্তাধীন রাখা হবে।" (সূরা ইনসান-১৪)

তাদের শ্বাস-প্রশ্বাস হবে তাছবিহ

জান্নাতীগণ সর্বদা তাছবিহ-তাহমিদ (ছুবহানাল্লাহ ও আলহামদুলিল্লাহ) পাঠ করবে। সেখানে পানাহার করবে, তবে মল-মূত্র ত্যাগ করবে না।

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ وَلاَ يَتَغَوَّطُونَ وَلاَ يَمْتَخِطُونَ وَلاَ يَبُولُونَ وَلَكِنْ طَعَامُهُمْ ذَاكَ جُشَاءٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ يُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالْحَمْدَ كَمَا يُلْهَمُونَ النَّفَسَ.

নবী করীম সা. বলেন, "জান্নাতীগণ জান্নাতে খাবে, পান করবে; তবে মল-মূত্র ত্যাগ করবে না, নাক ঝাড়বে না। এক ঢেকুরে তাদের খাদ্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গে প্রবাহিত হয়ে মিশকের সুগন্ধি ছড়াবে। শ্বাস-নিশ্বাসের মতো তারা তাছবিহ-তাহমিদ পাঠ করবে।" (মুসলিম-৭৩৩৩)

জান্নাতীগণ সর্বদা তাছবিহ-তাহমিদ পাঠ করবে, আল্লাহর প্রতি তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। এজন্য অতিরিক্ত কষ্ট করতে হবে না, বরং শ্বাস-নিশ্বাসের মতোই সেগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে মুখ থেকে বের হতে থাকবে।

জান্নাতীদের প্রথম খাদ্য

কী হবে মুমিনদের প্রথম খাদ্য?

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ لَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أُسْلِمَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ إِنِّي سَائِلُكَ فَقَالَ سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ قَالَ قُلْتُ مَا أَوَّلُ مَا يَأْكُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وفيه قال: زيادة كبد الحوت .

আব্দুল্লাহ বিন সালাম রা. বলেন, আমি যখন ইসলাম গ্রহণে আগ্রহী হলাম, তখন নবী করীম সা. এর কাছে এসে বললাম, আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই! তিনি বললেন, যা মনে উদয় হয়, জিজ্ঞেস কর! বললাম, জান্নাতীদের প্রথম খাদ্য কী হবে? (দীর্ঘ হাদিসের শেষাংশে) নবীজী উত্তরে বলেন, মাছের কলিজা সংলগ্ন অতিরিক্ত অংশ।" (মুসনাদে আহমদ-১২৩৮৫)

عن ثوبان رضي الله عنه قَالَ: كُنْتُ قَائِمًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَ حَبْرٌ مِنْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ. فَدَفَعْتُهُ دَفْعَةً كَادَ يُصْرَعُ مِنْهَا فَقَالَ لِمَ تَدْفَعُنِى فَقُلْتُ أَلاَ تَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ الْيَهُودِىُّ إِنَّمَا نَدْعُوهُ بِاسْمِهِ الَّذِى سَمَّاهُ بِهِ أَهْلُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اسْمِى مُحَمَّدٌ الَّذِى سَمَّانِى بِهِ أَهْلِى. فَقَالَ الْيَهُودِىُّ جِئْتُ أَسْأَلُكَ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيَنْفَعُكَ شَىْءٌ إِنْ حَدَّثْتُكَ. قَالَ أَسْمَعُ بِأُذُنَىَّ فَنَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعُودٍ مَعَهُ. فَقَالَ سَلْ. فَقَالَ الْيَهُودِىُّ أَيْنَ يَكُونُ النَّاسُ يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ

وَالسَّمَوَاتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُمْ فِي الظُّلْمَةِ دُونَ الْجِسْرِ. قَالَ فَمَنْ أَوَّلُ النَّاسِ إِجَازَةً قَالَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ. قَالَ الْيَهُودِيُّ فَمَا تُحْفَتُهُمْ حِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَالَ زِيَادَةُ كَبِدِ النُّونِ قَالَ فَمَا غِذَاؤُهُمْ عَلَى إِثْرِهَا قَالَ يُنْحَرُ لَهُمْ ثَوْرُ الْجَنَّةِ الَّذِى كَانَ يَأْكُلُ مِنْ أَطْرَافِهَا قَالَ فَمَا شَرَابُهُمْ عَلَيْهِ قَالَ مِنْ عَيْنٍ فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلاً. قَالَ صَدَقْتَ.

সাওবান রা. বলেন, "একবার আমি নবী করীম সা. এর সন্নিকটে দাঁড়িয়ে ছিলাম, এমনসময় এক ইহুদী পণ্ডিত এসে বলল, তোমার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক হে মুহাম্মাদ! একথা শুনে আমি তাকে স্বজোরে ধাক্কা দিলাম, এমনকি সে পড়ে যাবার উপক্রম হলো। সে বলল, আমাকে ধাক্কা দিচ্ছ কেন? বললাম, তুমি 'হে আল্লাহর রাসূল' বলতে পার না? ইহুদী বলল, তার পরিবার তাকে যে নাম দিয়েছে, সে নামেই তো আমি ডাকলাম! নবীজী বললেন, আমার পরিবারের দেওয়া নাম হলো মোহাম্মাদ! ইহুদী বলল, আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে এসেছি। নবীজী বললেন, আমি যদি উত্তর দেই, তবে কি তোমার কোনো উপকারে আসবে? সে বলল, আমি দুই কান দিয়ে শুনব! একথা শুনে নবীজী তার লাঠি দিয়ে ইহুদীকে গুঁতো দিয়ে বললেন, জিজ্ঞেস কর! ইহুদী বলল, যেদিন পৃথিবীকে পরিবর্তিত করা হবে অন্য পৃথিবীতে, সেদিন মানুষ কোথায় থাকবে? নবীজী বললেন, সেসময় তারা সিরাত-এর পেছনে ঘোর অন্ধকারে অবস্থান করবে। ইহুদী বলল, সর্বপ্রথম কাদেরকে (সিরাত পার

হওয়ার পর জান্নাতে প্রবেশের) অনুমতি দেওয়া হবে? বললেন, দরিদ্র মুহাজিরদেরকে! ইহুদী বলল, জান্নাতে প্রবেশের পর সর্বপ্রথম প্রদেয় উপঢৌকন কী হবে? বললেন, মাছের কলিজা সংলগ্ন অতিরিক্ত অংশ! বলল, অতঃপর তাদের খাদ্য কী হবে? বললেন, জান্নাতের ষাঁড় জবাই হবে, তারা তার অঙ্গের গোশত ভক্ষণ করবে। বলল, তাদের পানিয় কী হবে? বললেন, ছালছাবীল ঝর্ণা থেকে। সে বলল, আপনি সত্যই বলেছেন!” (মুসলিম-৭৪২)





প্রশ্ন

মল-মূত্র যদি না-ই ত্যাগ করে, তবে এতসব খাদ্য যাবে কোথায়?

উত্তরঃ জান্নাতে অপবিত্র ও আবর্জনা বলতে কিছুই থাকবে না। আহারকৃত খাদ্য এক ঢেকুরে সারা দেহে ছড়িয়ে মিশকের সুঘ্রাণ ছড়াবে।

قال رسول الله ﷺ : إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة مئة رجل في الأكل والشرب والشهوة والجماع فقال رجل من اليهود : فإن الذي يأكل

ويشرب تكون له الحاجة فقال رسول الله ﷺ : حاجة أحدهم عرق يفيض من جلده فإذا بطنه قد ضمر

নবী করীম সা. বলেন, “জান্নাতী একজনকে পানাহার ও যৌনচাহিদা পূরণে একশতজনের সম-ক্ষমতা দেওয়া হবে। তখন এক ইহুদী বলল, পানাহার করলে তো মল-মূত্র ত্যাগের প্রয়োজন হয়! তখন নবীজী বললেন, এক ঢেকুরে তাদের খাদ্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গে প্রবাহিত হয়ে মিশকের সুগন্ধি ছড়াবে।” (মুসলিম-৭৩৩৩)

প্রস্তুতকৃত খাদ্য

খাদ্য বা পানিয় তৈরির কষ্ট করতে হবে না।

قال ابن مسعود ﷺ : إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه فيجيء مشويا بين يديك .

ইবনে মাসঊদ রা. বলেন, “জান্নাতে তুমি পাখির দিকে তাকাবে, মনে মনে তা আহারের সংকল্প করলে সাথে সাথে তা ভূনা হয়ে তোমার সামনে চলে আসবে।” (মুসনাদে বাযযার)

নাম অভিন্ন, স্বাদ ভিন্ন

জান্নাতের খাদ্যের একটি ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য হলো, জান্নাতী ব্যক্তি একদিন এক ফল খাবে, একরকম স্বাদ পাবে, অন্যদিন একই

ফল খাবে তো ভিন্ন স্বাদ অনুভব করবে। কত সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন আল্লাহ কুরআনে,

﴿وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ ۖ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُواْ هَٰذَا ٱلَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ ۖ وَأُتُواْ بِهِۦ مُتَشَٰبِهًا ۖ وَلَهُمْ فِيهَآ أَزْوَٰجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَهُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٥﴾ البقرة: ٢٥

"আর হে নবী, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজসমূহ করেছে, আপনি তাদেরকে এমন জান্নাতের সুসংবাদ দিন, যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবহমান থাকবে। যখনই তারা খাবার হিসেবে কোনো ফল প্রাপ্ত হবে, তখনই তারা বলবে, এ তো অবিকল সে ফলই যা আমরা ইতিপূর্বে লাভ করেছিলাম। বস্তুতঃ তাদেরকে একই প্রকৃতির ফল প্রদান করা হবে। এবং সেখানে তাদের জন্য শুদ্ধচারিনী রমণীকুল থাকবে। আর সেখানে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে।" (সূরা বাক্বারা-২৫)

দেখতে অভিন্ন, স্বাদ ভিন্ন!!

চিরস্থায়ী খাদ্য

কোনোসময় সেখানে খাদ্যের ঘাটতি দেখা দেবে না। আল্লাহ বলেন,

﴿ مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِى وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ ۖ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ ۖ أُكُلُهَا دَآئِمٌ وَظِلُّهَا ۚ تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا۟ ۖ وَّعُقْبَى ٱلْكَـٰفِرِينَ ٱلنَّارُ ﴿٣٥﴾ ﴾ الرعد: ٣٥

"খোদাভীরুদের জন্য প্রতিশ্রুত জান্নাতের অবস্থা এই যে, তার নিম্নে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হয়। তার ফলসমূহ চিরস্থায়ী এবং ছায়াও। এটা তাদের প্রতিদান যারা সাবধান হয়েছে এবং কাফেরদের প্রতিফল অগ্নি।" (সূরা রা'দ-৩৫)

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّ هَـٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُۥ مِن نَّفَادٍ ﴿٥٤﴾ ﴾ ص: ٥٤

"এটা আমার দেওয়া রিযিক যা শেষ হবার নয়।" (সূরা ছাদ-৫৪)



আরও বলেন,

﴿ وَفَـٰكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ﴿٣٢﴾ لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ﴿٣٣﴾ ﴾ الواقعة: ٣٢ – ٣٣

"এবং প্রচুর ফল-মূলে, যা শেষ হবার নয় এবং নিষিদ্ধও নয়।" (সূরা ওয়াকিআ-৩২-৩৩)

হে আল্লাহ! আমাদেরকে জান্নাতবাসী করুন..!

জ্ঞান,

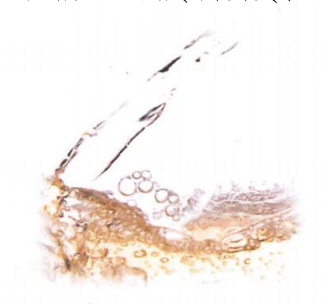
মানুষের চাহিদা বিচিত্র,

তাই জান্নাতেও তাদের জন্য আল্লাহ সেরকমই ব্যবস্থা রেখেছেন!

জান্নাতীদের পানিয়

জান্নাতীদের ভোগ-বিলাসে পূর্ণতা দেবে তাদের পানিয়। খাদ্য সুস্বাদু পানিয় চায় যা আহারকে পরিপূর্ণ করে তুলে, খাদ্যের হজমক্রিয়া সহজ করে দেয়। আল্লাহ তা'লা জান্নাতীদের পানীয়ের বিবরণ দিয়ে মানুষকে তা লাভে উৎসাহ দিয়েছেন।

* কী হবে তাদের পানিয়?
* কী মিশ্রিত হবে তা?
* পানপাত্রের ধরণ কী হবে?



ভূমিকা

কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'লা মুমিনদের পান করার বিবরণ দিয়ে বলেছেন,

﴿ إِنَّ ٱلۡأَبۡرَارَ يَشۡرَبُونَ مِن كَأۡسٖ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۝٥ عَيۡنٗا يَشۡرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ
يُفَجِّرُونَهَا تَفۡجِيرٗا ۝٦ ﴾ الإنسان: ٥ - ٦

"নিশ্চয়ই সৎকর্মশীলরা পান করবে কাফুর মিশ্রিত পানপাত্রে। এটি একটি ঝর্ণা, যা থেকে আল্লাহর বান্দাগণ পান করবে- তারা একে প্রবাহিত করবে।" (সূরা ইনসান ৫-৬)

যখন ইচ্ছা তারা তা পান করতে পারবে।
অর্থাৎ যেদিকে ইচ্ছা সেদিকেই তারা নদীর গমনপথ তৈরি করে দিতে পারবে। আল্লাহ বলেন,

﴿ وَيُسۡقَوۡنَ فِيهَا كَأۡسٗا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا ۝١٧ عَيۡنٗا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلۡسَبِيلٗا ۝١٨ ﴾

الإنسان: ١٧ – ١٨

“তাদেরকে সেখানে পান করানো হবে ‘যানজাবীল’ মিশ্রিত পানপাত্র। এটা জান্নাতস্থ ‘সালসাবীল’ নামক একটি ঝর্ণা।” (সূরা ইনসান ১৭-১৮)





দুনিয়াতে আমরা যেমন দেখে থাকি,
তবে আখেরাতে তা হবে আরো বড় আরো সুন্দর

একবার কাফুর মিশ্রিত, আরেকবার যানজাবীল (আদা) মিশ্রিত শরাব তাদেরকে পান করতে দেওয়া হবে। কারণ, আদা হলো ঝাল আর কাফুর হলো মিষ্টি (ঝাল নিবারক)।
সুঘ্রাণযুক্ত হওয়ায় সাধারণত মানুষ আদা মিশ্রিত পানিয় পান করতে পছন্দ করে।

পবিত্র পানিয়

আল্লাহ বলেন,

﴿وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴿٢١﴾﴾ الإنسان: ٢١

"তাদের পালনকর্তা তাদেরকে পান করাবেন 'পবিত্র শরবত'।" (সূরা ইনসান-২১)

হ্যাঁ.. এমন পবিত্র শরবত, যা তাদের পেট ও আত্মাকে হিংসা-বিদ্বেষ ও অশ্লীলতা থেকে পবিত্র করে দেবে।

قال عبد الله رضي الله عنه : إن الرجل من أهل الجنة ليؤتى بالكأس وهو جالس مع زوجته فيشربها ، ثم يلتفت إلى زوجته فيقول: قد ازددت في عيني سبعين ضعفا حسنا .

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. বলেন, "স্ত্রীর সাথে বসে থাকা অবস্থায় জান্নাতী ব্যক্তির কাছে পানপাত্র নিয়ে আসা হলে তা থেকে সে পান করবে এবং স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলবে, তুমি তো আমার চোখে আগের চেয়ে সত্তর গুণ অধিক সুন্দর হয়ে গেছ!" (ইবনে আবি শাইবা)

জান্নাতের ঝর্ণাসমূহ

জান্নাতের অপার সৌন্দর্যের বহিঃপ্রকাশ হলো, তাতে অবস্থিত মনোমুগ্ধকর নদ-নদী ও ঝর্ণাসমূহ, যা থেকে বিভিন্ন স্বাদের ও বিভিন্ন বর্ণের শরাব প্রবাহিত হতে থাকবে।

জান্নাতের ঝর্ণাসমূহের বিবরণ আল্লাহ তা'লা এভাবে দিয়েছেন,

﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ ﴾ الحجر: ٤٥

“নিশ্চয় খোদাভীরুগণ বাগান ও নির্ঝরিণীসমূহে থাকবে।” (সূরা হিজর-৪৫)

মুমিনদের উৎসাহ প্রদানকল্পে কুরআনের একাধিক স্থানে এর বিবরণ এসেছে। আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٥﴾ ءَاخِذِينَ مَآ ءَاتَىٰهُمْ رَبُّهُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَبْلَ ذَٰلِكَ مُحْسِنِينَ ﴿١٦﴾ كَانُوا۟ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَبِٱلْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿١٨﴾ وَفِيٓ أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾ ﴾ الذاريات: ١٥ - ١٩

“খোদাভীরুগণ জান্নাতে ও প্রস্রবণে থাকবে! এমতাবস্থায় যে, তারা গ্রহণ করবে যা তাদের পালনকর্তা তাদেরকে দেবেন। নিশ্চয় ইতিপূর্বে তারা ছিল সৎকর্মপরায়ণ, তারা রাত্রির সামান্য অংশেই নিদ্রা যেত, রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমাপ্রার্থনা করত এবং তাদের ধন-সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতের হক ছিল।” (সূরা যারিয়াত ১৫-১৯)

সালসাবিল ঝর্ণা

এমনকি কতিপয় ঝর্ণার নামও আল্লাহ কুরআনে উল্লেখ করেছেন,

﴿ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا ﴿١٨﴾ ﴾ الإنسان: ١٨

“এটা জান্নাতস্থ ‘সালসাবীল’ নামক একটি ঝর্ণা।” (সূরা ইনসান-১৮)

অন্যত্র বলেন,

﴿عَيۡنٗا يَشۡرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفۡجِيرٗا ٦﴾ الإنسان: ٦

“এটা একটা ঝরণা, যা থেকে আল্লাহর বান্দাগণ পান করবে, তারা একে (যেথা ইচ্ছা) প্রবাহিত করবে।” (সূরা ইনসান-৬)

এ সকল ঝরণা থেকে স্বচ্ছ ও সুমিষ্ট পানিবিশিষ্ট নদীসমূহ প্রবাহিত হবে..

* তবে জান্নাতের নদীসমূহ কী?
* পানির প্রকারগুলো কী?
* কীভাবে তা থেকে পান করবে?

বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে ইনশাল্লাহ..

পরম সুখ,
যা লাভে কোনো কষ্ট করতে হবে না,
যার রঙ ও স্বাদ হবে ভিন্ন..!

জান্নাতের নদীসমগ্র

জান্নাতে থাকবে অসংখ্য নদী-নালা। যেগুলো আল্লাহ তা'লা কুরআনে উল্লেখ করেছেন, মানুষকে তার দিকে উৎসাহিত করেছেন।

* নদীর প্রকারগুলো কী?
* নদীগুলোর রঙ কী হবে?
* নদীগুলোর নাম কী?



ভূমিকা

আল্লাহ বলেন,

﴿ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ ۖ كُلَّمَا رُزِقُوا۟ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوا۟ هَٰذَا ٱلَّذِى رُزِقْنَا مِن قَبْلُ ۖ وَأُتُوا۟ بِهِۦ مُتَشَٰبِهًا ۖ وَلَهُمْ فِيهَآ أَزْوَٰجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَهُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٥﴾ ﴾ البقرة: ٢٥

"আর হে নবী! যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজসমূহ করেছে, আপনি তাদেরকে এমন জান্নাতের সুসংবাদ দিন, যার পাদদেশে

নহরসমূহ প্রবহমান। যখনই তারা খাবার হিসেবে কোনো ফল প্রাপ্ত হবে, তখনই তারা বলবে, এতো অবিকল সে ফলই যা আমরা ইতিপূর্বে লাভ করেছিলাম। বস্তুতঃ তাদেরকে একই প্রকৃতির ফল প্রদান করা হবে। এবং সেখানে তাদের জন্য শুদ্ধচারিনী রমণীকুল থাকবে। আর সেখানে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে।" (সূরা বাক্বারা-২৫)

অন্য আয়াতে বলেন,

﴿ ۞ قُلۡ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيۡرٖ مِّن ذَٰلِكُمۡۖ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوۡاْ عِندَ رَبِّهِمۡ جَنَّٰتٞ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا وَأَزۡوَٰجٞ مُّطَهَّرَةٞ وَرِضۡوَٰنٞ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ بَصِيرُۢ بِٱلۡعِبَادِ ١٥ ﴾ آل عمران: ١٥

"বলুন, আমি কি তোমাদেরকে এসবের চাইতেও উত্তম বিষয়ের সন্ধান বলবো?- যারা পরহেযগার, আল্লাহর নিকট তাদের জন্যে রয়েছে বেহেশত, যার তলদেশে প্রস্রবণ প্রবাহিত- তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল। আর রয়েছে পরিচ্ছন্ন সঙ্গিনীগণ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি। আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি সুদৃষ্টি রাখেন।" (সূরা আলে ইমরান-১৫)

প্রকৃতই সেখানে নদী থাকবে, যেগুলো প্রাসাদের তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত থাকবে।

প্রবাহিত পানি

আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَآءٖ مَّسۡكُوبٖ ٣١﴾ الواقعة: ٣١

"এবং প্রবাহিত পানিতে" (সূরা ওয়াকিআ-৩১)

অর্থাৎ তার পানি কোনো গর্ত ও নীচু ভূমিতে নয়; বরং সমতল ভূমিতে জমিনের ওপর দিয়ে স্বাভাবিকভাবে প্রবাহিত হতে থাকবে।

নদীর প্রকারসমূহ

নদীগুলো হবে বৈচিত্রময়। আল্লাহ বলেন,

﴿مَّثَلُ ٱلۡجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلۡمُتَّقُونَۖ فِيهَآ أَنۡهَٰرٞ مِّن مَّآءٍ غَيۡرِ ءَاسِنٖ وَأَنۡهَٰرٞ مِّن لَّبَنٖ لَّمۡ يَتَغَيَّرۡ طَعۡمُهُۥ وَأَنۡهَٰرٞ مِّنۡ خَمۡرٖ لَّذَّةٖ لِّلشَّٰرِبِينَ وَأَنۡهَٰرٞ مِّنۡ عَسَلٖ مُّصَفّٗىۖ وَلَهُمۡ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ وَمَغۡفِرَةٞ مِّن رَّبِّهِمۡۖ كَمَنۡ هُوَ خَٰلِدٞ فِي ٱلنَّارِ وَسُقُواْ مَآءً حَمِيمٗا فَقَطَّعَ أَمۡعَآءَهُمۡ ١٥﴾ محمد: ١٥

"খোদাভীরুদেরকে যে জান্নাতের ওয়াদা দেওয়া হয়েছে, তার অবস্থা নিম্নরূপঃ তাতে আছে পানির নহর, নির্মল দুধের নহর যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, পানকারীদের জন্যে সুস্বাদু শরাবের নহর এবং পরিশোধিত মধুর নহর। তথায় তাদের জন্যে আছে রকমারি ফল-মূল ও তাদের পালনকর্তার ক্ষমা। খোদাভীরুগণ কি তাদের মতো, যারা জাহান্নামে থাকবে অনন্তকাল এবং

যাদেরকে পান করতে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি অতঃপর তা তাদের নাড়িভুঁড়ি ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দেবে?!" (সূরা মুহাম্মাদ-১৫)



দুনিয়াতে যেমন আমরা দেখে থাকি, তবে আখেরাতে তা হবে আরো বিশাল আরো সুন্দর

দুনিয়াতে দুধের স্বাদ পরিবর্তিত হয়ে টক হয়ে যায়। কিন্তু জান্নাতে দুধের স্বাদ কখনো পরিবর্তিত হবে না।

দুনিয়াতে বেশিসময় একস্থলে জমাট থাকার কারণে পানির ঘ্রাণ নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু জান্নাতে পানির স্বাদ ও ঘ্রাণ কখনই নষ্ট হবে না।

দুনিয়ার মদ হয় বিশ্রী ও দুর্গন্ধযুক্ত, তবে জান্নাতের শরাব হবে সুপেয়, সুমিষ্ট ও সুগন্ধিযুক্ত।

দুনিয়ার মধুতে অনেক কাঁটা বা ছোট ছোট দানাবিশিষ্ট ময়লা থাকে, কিন্তু জান্নাতের মধু হবে নির্মল স্বচ্ছ ও পরিষ্কার।

জান্নাতের শরাবে কোনো নেশা হবে না। মাথা ঝিমঝিম করবে না।

কোত্থেকে প্রবাহিত এ সকল নদী?

জান্নাতের সকল নদী উঁচু থেকে প্রবাহিত।

قال ﷺ : إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ،ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض ، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس ، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ، أراه فوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة .

নবী করীম সা.বলেন, "নিশ্চয় জান্নাতে একশটি স্তর রয়েছে, যেগুলো আল্লাহ তা'লা মুজাহিদদের জন্য তৈরি করেছেন। প্রতিটি স্তরের মাঝে আসমান ও জমিনের মধ্যস্থল পরিমাণ ব্যবধান। তোমরা আল্লাহর কাছে চাইলে জান্নাতুল ফেরদাউস চেয়ো! কারণ, তা জান্নাতের মধ্যবর্তী ও সর্বোচ্চ জান্নাত। ঠিক তার ওপরেই আল্লাহর আরশ, সেখান থেকেই জান্নাতের নদীগুলো প্রবাহিত।" (বুখারী-২৬৩৭)

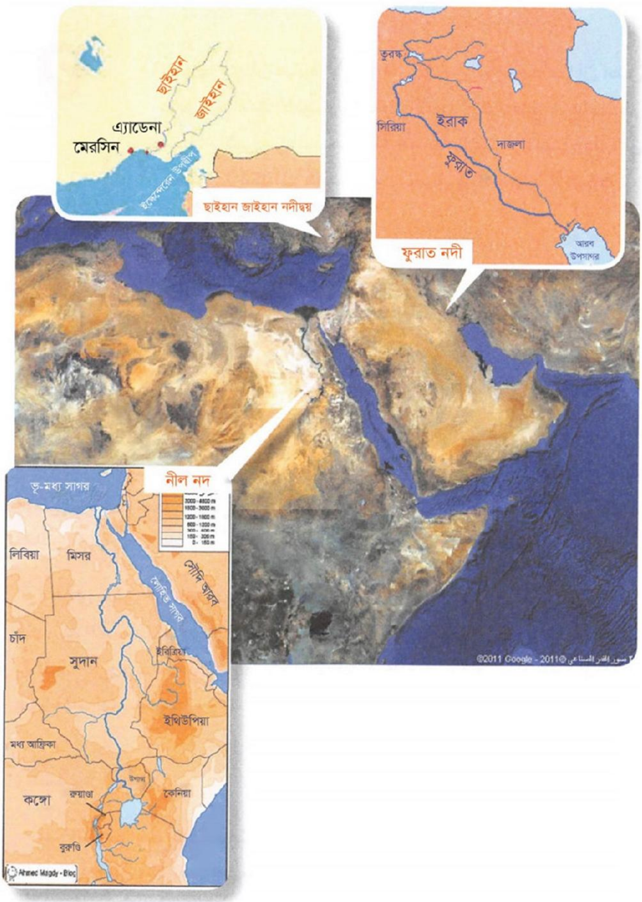
দুনিয়ায় প্রবাহিত চারটি নদী জান্নাতের

قال ﷺ : سيحان وجيحان والفرات كل من أنهار الجنة .

নবী করীম সা. বলেন, "ছাইহান, জাইহান, ফুরাত ও নীল এ সবকটিই জান্নাতের নদী!" (মুসলিম-৭৩৪০)

وقال ﷺ : يخرج من أصل سدرة المنتهى أربعة أنهار الجنة : النيل والفرات وسيحان وجيحان .

অন্য হাদিসে বলেন, “সিদরাতুল মুনতাহা’র মূল থেকে জান্নাতের চারটি নদী প্রবাহিত- নীল, ফুরাত, সাইহান ও জাইহান।” (মুসলিম)



প্রশ্ন

এ সকল নদী তো দুনিয়াতে প্রবাহিত, তবে কীরূপে সেগুলো জান্নাতের নদী হয়?

উত্তরঃ উদ্দেশ্য হলো, এ সকল নদীর পানির উৎস জান্নাত। ঠিক যেমন অধিকাংশ নদ-নদীর পানির উৎস বৃষ্টি। বৃষ্টিও তো আসমান থেকেই বর্ষিত হয়। এই নদীগুলোর পানি জান্নাত থেকে সিঞ্চিত।

জান্নাতের সর্ববৃহৎ নদী হলো 'কাউসার'

কাউসার হলো সেই নদী, যেখান থেকে হাউযে পানি সরবরাহ হবে।

* কাউসার নদীর পানির কী বৈশিষ্ট্য?
* তাতে মনোমুগ্ধকর ও নয়ন-প্রীতিকর কী রয়েছে?

আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّآ أَعۡطَيۡنَٰكَ ٱلۡكَوۡثَرَ ١﴾ الكوثر: ١

"আমি আপনাকে দান করেছি 'কাউসার' (সূরা কাউসার-১)

কেয়ামতের দিন বিশাল হাউয স্থাপন করা হবে। কাউসার নদী থেকে সেই হাউযে পানি সরবরাহ করা হবে।

কাউসার নদীর বৈশিষ্ট্য

কাউসার হলো জান্নাতের একটি নদী। জান্নাতের নদীসমগ্রের সৌন্দর্য ও তার স্বাদ কোনো চক্ষু কখনো প্রত্যক্ষ করেনি, কোনো কর্ণ সে সম্পর্কে শুনেনি এবং কোনো হৃদয়ে তার ধারণা উদয় হয়নি।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ بَيْنَ أَظْهُرِنَا إِذْ أَغْفَى إِغْفَاءَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّمًا فَقُلْنَا مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « أُنْزِلَتْ عَلَىَّ آنِفًا سُورَةٌ ». فَقَرَأَ « بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ إِنَّآ أَعۡطَيۡنَٰكَ ٱلۡكَوۡثَرَ ۝١ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ ۝٢ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلۡأَبۡتَرُ ۝٣﴾ الكوثر: ١ - ٣

ثُمَّ قَالَ « أَتَدْرُونَ مَا الْكَوْثَرُ ». فَقُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ « فَإِنَّهُ نَهْرٌ وَعَدَنِيهِ رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ هُوَ حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ آنِيَتُهُ عَدَدُ النُّجُومِ فَيُخْتَلَجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ فَأَقُولُ رَبِّ إِنَّهُ مِنْ أُمَّتِى. فَيَقُولُ مَا تَدْرِى مَا أَحْدَثَتْ بَعْدَكَ ».

আনাছ রা. বলেন, "একদা রাসূল সা. আমাদের সামনে বসা ছিলেন, হঠাৎ তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে গেলেন, কিছুক্ষণ পর হাস্যোজ্জ্বল অবস্থায় মাথা উঠালেন। জিজ্ঞেস করলাম, কেন হাসছেন হে আল্লাহর রাসূল? বললেন, সবেমাত্র আমার ওপর

একটি সূরা অবতীর্ণ হলো। অতঃপর পড়লেন (সূরা কাউসার) “পরম করুণাময় আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি। নিশ্চয় আমি আপনাকে কাওসার দান করেছি। অতএব আপনার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে নামায পড়ুন এবং কোরবানী করুন। যে আপনার শত্রু, সেই তো লেজকাটা, নির্বংশ।” (সূরা কাউসার) অতঃপর বললেন, তোমরা কি জানো ‘কাউসার’ কী? বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন! বললেন, সেটি হলো একটি নদী, যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ তা‘লা আমাকে দিয়েছেন। এতে আছে অসংখ্য কল্যাণ। তা হলো একটি জলাশয়, কেয়ামতের দিন সেখানে আমার উম্মত উপনীত হবে। যার পানপাত্র সংখ্যা আকাশে তারকারাজির মতো অধিক। কিছুলোক সেখানে বাধাগ্রস্ত হবে। আমি বলব, হে প্রতিপালক, তারা তো আমারই উম্মত! প্রতিপালক বলবেন, আপনি জানেন না আপনার মৃত্যুর পর তারা কী কাণ্ড ঘটিয়েছে!” (মুসলিম-৯২১)

দুই পার্শ্ব হবে সুউচ্চ গোলাকার মণিমুক্তার

ডান ও বামপার্শ্বগুলো হবে সুউচ্চ গোলাকার মণিমুক্তার।

قال رسول الله ﷺ : (بينا أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف فقال الملك الذي معه : أتدري ما هذا ؟ هذا الكوثر الذي أعطاك ربك وضرب بيده إلى أرضه فأخرج من طينه المسك

নবী করীম সা. বলেন, একদা আমি জান্নাতে ঘুরছিলাম, হঠাৎ আমার সামনে একটি নদী প্রকাশ করা হলো যার দুই পার্শ্ব সুউচ্চ গোলাকার মণিমুক্তার। জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরীল- এটা কী? বললেন, এটিই হলো সেই কাউসার যা আল্লাহ তা'লা আপনাকে দান করেছেন। অতঃপর তিনি তার মাটিতে মৃদু আঘাত করলে সেখান থেকে মিশক (কস্তূরী) বের হলো।" (বুখারী)



দুনিয়াতে আমাদের দেখা মুক্তা, তবে আখেরাতের মুক্তা হবে আরো বড় আরো সুন্দর

প্রবাহিত হবে মোতি ও মুক্তার ওপর..

কস্তূরীময় ভূমির ওপর মণিমুক্তার অবস্থান তার শোভা ও সৌন্দর্য বহুগুণে বাড়িয়ে দেবে।



দুনিয়াতে আমাদের দেখা মণিমুক্তা, তবে আখেরাতের মণিমুক্তা হবে আরো বড় আরো সুন্দর

قال ﷺ: الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب . مجراه على الياقوت والدر . تربته أطيب من المسك . وماؤه أحلى من العسل ، وأشد بياضا من الثلج .

নবী করীম সা. বলেন, “কাউসার হলো জান্নাতের একটি নদী। যার দুইপার্শ্ব হলো স্বর্ণের। যার প্রবাহ মণিমুক্তার ওপর, যার ভূমি মিশক অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। যার পানি মধু অপেক্ষা মিষ্ট এবং বরফের চেয়েও সাদা।” (তিরমিযী-৩৩৬১)

কাউসারে উটপাখি সদৃশ অনেক পাখি থাকবে

কাউসারের আশপাশে অসংখ্য পাখি প্রদক্ষিণ করতে থাকবে। যা দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। পাখিগুলো দেখতে হবে অতিশয় মনোমুগ্ধকর।

قال أنس رضي الله عنه : سئل رسول الله ﷺ ما الكوثر؟ قال: ذاك نهر أعطانيه الله ، أشد بياضا من اللبن ، وأحلى من العسل ، في طير أعناقها كأعناق الجزر ، قال عمر : إن هذه لناعمة ! فقال رسول الله ﷺ : أكلتها أنعم منها .

আনাছ রা. বলেন, “একদা নবী করীম সা. কে জিজ্ঞেস করা হলো, ‘কাউসার কী?’ তিনি বললেন, তা একটি নদী, আল্লাহ আমাকে তা দান করেছেন, যার পানি দুধের চেয়ে সাদা, মধুর চেয়ে মিষ্টি, যাতে উটের দীর্ঘ গলাসদৃশ অনেক পাখি থাকবে। উমর বললেন, এগুলোর গোশত তো অনেক সুস্বাদু! নবীজী বললেন, ওগুলোর গোশত আরও অধিক সুস্বাদু হবে।” (মুসনাদে আহমদ-১৩৩৩০)

নদীর পাশে স্থাপিত হবে অসংখ্য দৃষ্টিনন্দন তাঁবু।

قال ﷺ : دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ ، فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا مسك أذفر ، قلت : ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاكه الله .

নবী করীম সা. বলেন, “একদা আমি জান্নাতে প্রবেশ করে হঠাৎ নিজেকে একটি নদীর ধারে আবিষ্কার করলাম, যার উভয় পার্শ্ব সুউচ্চ গোলাকার মণিমুক্তার তৈরি। অতঃপর আমি প্রবাহিত পানির নিম্নভূমিতে মৃদু আঘাত করলে সেখান থেকে সুগন্ধিময় মিশক বের হলো। বললাম, হে জিবরীল! কী এটা? বললেন, এটা হলো সেই কাউসার, যা আল্লাহ তা‘লা আপনাকে দান করেছেন।” (মুসনাদে আহমদ-১২০২৭)

কাউসার থেকে প্রবাহিত সেই হাউয থেকে নবী করীম সা. পান করবেন অতঃপর তাঁর উম্মত পান করবে।

আল্লাহ তা‘লা আমাদের সকলকে সেখানে উপনীত হয়ে পানি পান করার তাওফিক দিন..!

প্রসঙ্গত,

দুনিয়াতেও আল্লাহ জান্নাতের চারটি নদী দিয়েছেন,

সাইহান, জাইহান, নীল, ফুরাত!

জান্নাতের পানপাত্র

সুন্দর ও সুশোভিত পাত্র পানে ভিন্নস্বাদ তৈরি করে। পানে আকৃষ্ট করে তুলে। পানিয়ের পাশাপাশি পাত্রও যখন উৎকৃষ্ট হবে, তখন স্বাদেও ভিন্নরকম অনুভূতি সৃষ্টি করবে।

* কী সেই পানপাত্র?
* কোন প্রকারের?
* কিসের তৈরি?

পানপাত্র জান্নাতীদের আশপাশে প্রদক্ষিণ করবে

পাত্র নেয়ার জন্য উঠে যেতে হবে না; বরং পানপাত্রই জান্নাতী ব্যক্তির কাছে চলে আসবে। আল্লাহ বলেন,

﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ ۖ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ ۖ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٧١﴾ ﴾ الزخرف: ٧١

"তাদের কাছে পরিবেশন করা হবে স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র এবং তথায় রয়েছে মনে যা চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়। তোমরা তথায় চিরকাল অবস্থান করবে।" (সূরা যুখরুফ-৭১)

এই সুখ-শান্তি কখনই শেষ হবার নয়; অনন্ত অসীমকাল তারা সেখানে পরম সুখে জীবনযাপন করতে থাকবে। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

﴿ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِـَٔانِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا۠ ۝١٥ قَوَارِيرَا۠ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ۝١٦ ﴾ الإنسان: ١٥ – ١٦

"তাদেরকে পরিবেশন করা হবে রূপার পাত্রে এবং স্ফটিকের মতো পানপাত্রে। রূপালি স্ফটিক পাত্রে, পরিবেশনকারীরা তা পরিমাপ করে পূর্ণ করবে।" (সূরা ইনসান ১৫-১৬)

পাত্রের প্রকার

আল-কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে কখনো তাদের পানপাত্র ছোট আবার কখনো বড় বলা হয়েছে। কখনো ছোট গ্লাস আবার কখনো জগ বর্ণিত হয়েছে।



পাত্রের ধরণ

জান্নাতীদের পানপাত্র হবে স্বর্ণ-রূপার তৈরি। একারণেই দুনিয়াতে পুরুষদের জন্য স্বর্ণ-রূপার ব্যবহার হারাম।

قال ﷺ : لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافها ، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة .

নবী করীম সা. বলেন, “তোমরা রেশম ও রেশমী বস্ত্র পরিধান করো না। স্বর্ণ-রূপার পাত্র দিয়ে পান করো না। স্বর্ণ-রূপার তৈরি প্লেটে খাবার খেয়ো না; কারণ, বিধর্মীদের জন্য সেগুলো দুনিয়াতে, আর আমাদের জন্য আখেরাতে।” (বুখারী-৫১১০)

قال ﷺ : الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم .

অন্যত্র নবীজী বলেন, “যে ব্যক্তি রূপার পাত্র দিয়ে পান করবে, সে যেন নিজের পেটে জাহান্নামের আগুন ভর্তি করবে।” (বুখারী-৫৩১১)

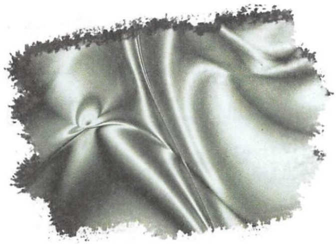
অভিজ্ঞতা,

সুন্দর পানপাত্র পানে ভিন্ন আকর্ষণ তৈরি করে

জান্নাতীদের পোশাক

পোশাক হলো ব্যক্তির সৌন্দর্যবর্ধক। সুস্থ্য হৃদয়ের বহিঃপ্রকাশ। জান্নাতীদের ত্বক ও পোশাক হবে অতিসুন্দর ও সুদর্শন, যা ব্যক্তির সৌন্দর্যকে বহুগুনে বৃদ্ধি করে দেবে।

* পোশাকের ধরণ কী হবে?
* পোশাকের প্রয়োজন হবে কি?
* পোশাকে পরস্পর তারতম্য হবে কি?



ভূমিকা

আল্লাহ তা'লা জান্নাতীদের পোশাকের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন,

﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى مَقَامٍ أَمِينٍ ﴿٥١﴾ فِى جَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٢﴾
يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَٰبِلِينَ ﴿٥٣﴾ ﴾ الدخان: ٥١ - ٥٣

"নিশ্চয় খোদাভীরুগণ নিরাপদ স্থানে থাকবে, উদ্যানরাজি ও নির্ঝরিণীসমূহে। তারা পরিধান করবে চিকন ও পুরু রেশমীবস্ত্র, মুখোমুখি হয়ে বসবে।" (সূরা দুখান ৫১-৫৩)

অন্য আয়াতে বলেন,

﴿أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ جَنَّٰتُ عَدۡنٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهِمُ ٱلۡأَنۡهَٰرُ يُحَلَّوۡنَ فِيهَا مِنۡ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٖ وَيَلۡبَسُونَ ثِيَابًا خُضۡرٗا مِّن سُندُسٖ وَإِسۡتَبۡرَقٖ مُّتَّكِـِٔينَ فِيهَا عَلَى ٱلۡأَرَآئِكِۚ نِعۡمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتۡ مُرۡتَفَقٗا ٣١﴾ الكهف: ٣١

"তাদেরই জন্যে আছে বসবাসের জান্নাত। তাদের পাদদেশে প্রবাহিত হয় নহরসমূহ। তাদের তথায় স্বর্ণ-কংকনে অলংকৃত করা হবে এবং তারা পাতলা ও মোটা রেশমের সবুজ কাপড় পরিধান করবে এমতাবস্থায় যে, তারা সিংসাহসনে সমাসীন হবে। চমৎকার প্রতিদান এবং কত উত্তম আশ্রয়।" (সূরা কাহফ-৩১)

আল্লাহ তা'লা আরও বলেন,

﴿جَنَّٰتُ عَدۡنٖ يَدۡخُلُونَهَا يُحَلَّوۡنَ فِيهَا مِنۡ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٖ وَلُؤۡلُؤٗاۖ وَلِبَاسُهُمۡ فِيهَا حَرِيرٞ ٣٣﴾ فاطر: ٣٣

"তারা প্রবেশ করবে বসবাসের জান্নাতে। তথায় তারা স্বর্ণনির্মিত, মোতিখচিত কংকন দ্বারা অলংকৃত হবে। সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের।" (সূরা ফাতির-৩৩)

পোশাকের ধরণ

জান্নাতীদের বস্ত্র হবে পাতলা ও মোটা রেশমের সবুজ কাপড়ের তৈরি। নবী করীম সা. ও সাহাবীদের অন্তর সর্বদা জান্নাতের দিকে আকৃষ্ট থাকত। জান্নাত পাওয়ার জন্য উদগ্রীব থাকত। একদা নবী করীম সা. এর কাছে একটি রেশমী চাদর উপহার এলে তিনি সেটিকে উল্টিয়ে উল্টিয়ে দেখছিলেন। সৌন্দর্য ও কোমলতা দেখে মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন, চাদরটি কি তোমাদের মুগ্ধ করেছে? সকলেই বলল, হ্যাঁ.. হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন,

والذي نفسي بيده لمناديل سعد في الجنة خير منها

ঐ সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, নিঃসন্দেহে জান্নাতে সা'দ এর হাতরুমালও এর চেয়ে উৎকৃষ্ট।" (বুখারী-৩৫৯১)

এখানে সা'দ বলতে নবীজী সা'দ বিন মুয়ায রা. কে উদ্দেশ্য করেছেন, যিনি খন্দক যুদ্ধের পর শহীদ হয়েছিলেন।

কাপড় নোংরা হবে না

জান্নাতীদের কাপড় অধিক সময় ধরে পরিধানের দরুন ময়লা, নোংরা ও পুরাতন হবে না।

قال ﷺ : من يدخل الجنة ينعم لا يبأس لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه .

নবী করীম সা. বলেন, "যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে, সে চিরসুখে থাকবে। তার কাপড় কখনই নোংরা হবে না। যৌবনে ভাটা পড়বে না।" (মুসলিম-৭৩৩৫)

জান্নাতের বিছানা

এতসব নেয়ামতের পাশাপাশি তাদের কক্ষগুলোতে বিছানো থাকবে সুপ্রশস্ত বিছানা। থাকবে না মৃত্যুর ভয়, অসুস্থ হওয়ার দুশ্চিন্তা, চেহারাগুলো হবে হাস্যোজ্জ্বল, দেহগুলো হবে পূর্ণ শক্তিময়। চারপাশে থাকবে সুশ্রী সেবকদল। কী নয়ন-প্রীতিকর পরিবেশ!

জান্নাতের বিছানাগুলো হবে অত্যধিক সুন্দর ও কোমল। অধিক ব্যবহারে এর সৌন্দর্য ও কোমলতা বিনষ্ট হবে না।

যার বিবরণ দিতে গিয়ে আল্লাহ বলেন,

﴿وَفُرُشٍ مَّرۡفُوعَةٍ ۝٣٤﴾ الواقعة: ٣٤

"আর থাকবে সমুন্নত শয্যায়" (সূরা ওয়াকিআ-৩৪)

قال ﷺ : ارتفاعها كما بين السماء والأرض ومسيرة ما بينهما خمسمأة عام

নবী করীম সা. বলেন, "তার উচ্চতা হবে জমিন থেকে আসমান সমতুল্য, উভয়ের মাঝে ব্যবধান হবে পাঁচশত বছরের পথ বরাবর।" (তিরমিযী-৩২৯৪)

আল্লাহ বলেন,

﴿ مُتَّكِـِٔينَ عَلَىٰ فُرُشٍۭ بَطَآئِنُهَا مِنۡ إِسۡتَبۡرَقٍۚ وَجَنَى ٱلۡجَنَّتَيۡنِ دَانٖ ٥٤ ﴾

الرحمن: ٥٤

"তারা তথায় রেশমের আস্তরবিশিষ্ট বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে। উভয় উদ্যানের ফল তাদের নিকট ঝুলবে।" (সূরা আর-রাহমান-৫৪)

প্রতিদান,

যে ব্যক্তি দুনিয়াতে হারাম পোশাক ত্যাগ করল,

আখেরাতে জান্নাতের পোশাকই তার জন্য যথেষ্ট..!

জান্নাতে মুমিনদের শিশুগণ

দুনিয়াতে কেউ মারা যায় শৈশবে, কেউ যুবক হয়ে, আবার কেউ বার্ধক্যে উপনীত হয়ে। যৌবনকালে বা বৃদ্ধ হয়ে মারা গেলে কেয়ামতের দিন তাদের হিসাব নেয়া হবে; তবে যদি শৈশবে মারা যায়?



* কী হবে আখেরাতে তার পরিণাম?

* হিসাব হবে কি?

* নাকি পিতা-মাতার সাথে গিয়ে মিলিত হবে?

ভূমিকা

আল্লাহ তা'লা পরম দয়ালু। দয়া তাঁর ক্রোধের অগ্রগামী। সহনশীলতা তাঁর গোস্বার অগ্রবর্তী। ক্ষমা ও মাগফেরাত তাঁর কাছে শাস্তি ও আযাব অপেক্ষা অধিক পছন্দনীয়।

মুমিনদের যে সব শিশুসন্তান প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পূর্বেই মারা যায়, তারা জান্নাতী হবে। জান্নাতে তাদের পরিবার পরিজনের সাথে গিয়ে মিলিত হবে। আল্লাহ তা'লা বলেন,

﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱتَّبَعَتۡهُمۡ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَٰنٍ أَلۡحَقۡنَا بِهِمۡ ذُرِّيَّتَهُمۡ وَمَآ أَلَتۡنَٰهُم مِّنۡ عَمَلِهِم مِّن شَيۡءٖۚ كُلُّ ٱمۡرِيِٕۭ بِمَا كَسَبَ رَهِينٞ ٢١ ﴾ الطور: ٢١

"যারা ঈমানদার এবং যাদের সন্তানরা ঈমানে তাদের অনুগামী, আমি তাদেরকে তাদের পিতৃপুরুষদের সাথে মিলিত করে দেব এবং তাদের আমল বিন্দুমাত্রও হ্রাস করব না। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী।" (সূরা তূর-২১)

একদা ইবনে উমর রা. নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করলেন,

﴿ كُلُّ نَفۡسِۭ بِمَا كَسَبَتۡ رَهِينَةٌ ٣٨ إِلَّآ أَصۡحَٰبَ ٱلۡيَمِينِ ٣٩ ﴾ المدثر: ٣٨ – ٣٩

"প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের জন্য দায়ী; কিন্তু ডানদিকস্থরা" (সূরা মুদ্দাছছির ৩৮-৩৯) অতঃপর বললেন, তারা হলো মুসলিমদের শিশু সন্তানগণ, তারা আপন কৃতকর্মের জন্য দায়ী হবে না; বরং পিতৃপুরুষদের সাথে গিয়ে মিলিত হবে।" (মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা)

قال ﷺ : ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهم الله وإياهم بفضل رحمته الجنة يقال لهم : ادخلوا الجن . فيقولون حتى يجيء أبوانا حتى يجيء أبوانا حتى يجيء أبوانا . فيقال لهم : ادخلوا أنتم وأبواكم .

নবী করীম সা. বলেন, "কোনো মুসলিমের যদি প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পূর্বেই তিনটি সন্তান মারা যায়, তবে আল্লাহ মৃত সন্তান

ও পিতাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। বলবেন, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর! তারা বলবে, পিতা-মাতা না আসা পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করব না! পিতা-মাতা না আসা পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করব না! পিতা-মাতা না আসা পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করব না! অতঃপর বলা হবে, তোমরা তোমাদের পিতা-মাতাকে নিয়েই জান্নাতে প্রবেশ কর।" (মুসনাদে আহমদ-১০৬২২)

قال ﷺ : ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد إلا أدخل الله والديهما الجنة بفضل رحمته . قالوا : واثنين يا رسول الله ؟ قال: واثنين . قالوا : وواحد يا رسول الله ؟ قال : وواحد . ثم حدث أن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة .



নবী করীম সা. বলেন, মুসলিম দম্পতির যদি তিনটি সন্তান মারা যায়, তবে পিতা-মাতাকে আল্লাহ স্বীয় কৃপায় জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তারা বলল, যদি দু'জন মারা যায় হে আল্লাহর রাসূল! বললেন, দু'জন মারা গেলেও! তারা বলল, যদি একজন মারা যায় হে আল্লাহর রাসূল! বললেন, এমনকি একজন মারা গেলেও! নবীজী একথাও বললেন যে, এমনকি মায়ের পেট থেকে জন্মের পূর্বেই পতিত বাচ্চা নাভি দিয়ে টেনে

ধরে তার মাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে।” (আল মু‘জামুল কাবীর-৩০০)

জিজ্ঞাসা

মুমিনদের মৃত শিশুসন্তানরা এখন কোথায় আছে?

উত্তরঃ তারা এখন হযরত ইবরাহীম আ. এর তত্ত্বাবধানে আছে। যেমনটি নবী করীম সা. বলেন,

ذراري المسلمين في الجنة يكفلهم إبراهيم عليه السلام

“মুসলিমদের সন্তানগণ জান্নাতে আছে, ইবরাহীম আ. তাদের তত্ত্বাবধান করছেন।” (মুসনাদে আহমদ-৮৩২৪)

কৃপা,

মৃত সন্তান পিতা-মাতার জন্য কৃপার পাত্র হবে,

কেয়ামতের দিন সে পিতা-মাতার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে।

জান্নাতের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী

জান্নাতীগণ তাদের আমল ও বৈশিষ্ট্যের গুণে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সাথে থাকবে আল্লাহর দয়া ও করুণা। নবী করীম সা. জান্নাতের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসীদের বিবরণ দিয়ে গেছেন।

* তারা কারা?

* কেন তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে?

ভূমিকা

জান্নাতে প্রবিষ্ট অধিকাংশই হবে হতদরিদ্র ও জীর্ণশীর্ণ ব্যক্তিবর্গ, দুনিয়াতে যাদের কোনো মূল্যায়ন ছিল না; তবে এবাদত, স্বভাব-চরিত্র এবং পরিপূর্ণ উপাসনায় তারা ছিলেন আল্লাহর প্রিয়পাত্র।

قال ﷺ : ألا أخبركم بأهل الجنة ؟ كل ضعيف ، متضعف ، لو أقسم على الله لأبره . ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل ، جواظ ، مستكبر ..

নবী করীম সা. বলেন, "আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতীদের বৈশিষ্ট্য বলব? প্রত্যেক দুর্বল, বিনয়ী; যদি আল্লাহর নামে কোনো শপথ করে বসে, তবে অবশ্যই আল্লাহ তাদের শপথ পূরণ

করবেন। আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামীদের বৈশিষ্ট্য বলব? প্রত্যেক রূঢ়, ধনী কৃপণ এবং অহংকারী!" (বুখারী-৪৬৩৪)

قال ﷺ : قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين ، وأصحاب الجد محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار .

নবী করীম সা. বলেন, "একদা আমি জান্নাতের ফটকে দাঁড়ালাম। দেখলাম অধিকাংশ অধিবাসীই দরিদ্র মিসকীন। ধনী ব্যক্তিবর্গ বাধাপ্রাপ্ত হবে (দরিদ্রদের পর জান্নাতে প্রবেশ করবে)। জাহান্নামবাসীকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার আদেশ হবে।" (বুখারী-৪৯০০)



قال ﷺ : اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء

অন্য হাদিসে বলেন, "একদা আমি জান্নাতে প্রবেশ করে দেখলাম, অধিকাংশ অধিবাসীই দরিদ্রদের থেকে।" (বুখারী-৩০৬৯)



জিজ্ঞাসা

জান্নাতে কারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে, পুরুষ নাকি নারী?

উত্তরঃ

تذاكر الصحابة ذلك في حضرة أبي هريرة فقال أبو هريرة : أولم يقل أبو القاسم ﷺ : إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والتي تليها على أضوء كوكب دري في السماء ، لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان يري مخ سوقهما من وراء اللحم ، وما في الجنة أعزب .

আবু হুরায়রা রা. এর সামনে একবার কতিপয় সাহাবী এ নিয়ে আলাপরত ছিলেন। আবু হুরায়রা রা. বললেন, আবুল কাসেম সা. কি বলে যাননি যে, "জান্নাতে গমনকারী প্রথম দল পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল ও জ্যোতির্ময় হবে। তৎপরবর্তী দল আকাশে প্রজ্বলিত নক্ষত্ররাজির মতো চমকপ্রদ থাকবে। সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তির দু'জন করে স্ত্রী থাকবে, অতিশয় সৌন্দর্যে গোশতের ভেতরে তাদের গোছার হাড় পর্যন্ত দেখা যাবে। জান্নাতে কোনো অবিবাহিত থাকবে না।" (মুসলিম-৭৩২৫)

বুঝা গেল, জান্নাতে মহিলাদের সংখ্যা পুরুষের দ্বিগুণ হবে।

জান্নাতে মুমিন নারীদের সুখ, সৌন্দর্য ও মর্যাদা হুরদের চেয়েও অধিক হবে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ।



প্রশ্ন

অপর হাদিসে জাহান্নামে নারীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার বিষয়টি স্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়েছে! এতদুভয়ের মাঝে সামঞ্জস্য কী করে সম্ভব?

উত্তরঃ মূলত দুনিয়াতে পুরুষদের চেয়ে নারীদের সংখ্যাই বেশী। হাদিসে এসেছে, কেয়ামতের পূর্বমুহূর্তে নারীদের সংখ্যা এত বেশী হবে যে, পঞ্চাশজন মহিলার দায়িত্বভার একজন পুরুষ গ্রহণ করবে। বর্তমান সমাজে নারী জন্মের হার দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সম্প্রতি কোনো কোনো দেশে প্রতি পাঁচ নারীর বিপরীতে একজন পুরুষ গণ্য। এভাবেই সৃষ্টির ইতিহাসে নারীসম্প্রদায় অধিক থাকবে। অতঃপর দুনিয়ার অর্ধেক পুরুষ এবং অর্ধেক নারী যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখনও সেখানে নারীদের সংখ্যা অধিকই থেকে যাবে। এভাবে জাহান্নামেও নারীদের সংখ্যা বেশি হয়ে যাবে।

“জাহান্নামে নারীদের সংখ্যা বেশী হবে” কথা দ্বারা নারী সম্প্রদায়কে অপমান করা উদ্দেশ্য নয়; বরং নারীদের অপরাধে লিপ্ত হওয়া পুরুষদের তুলনায় অধিক ক্ষতিকর বিধায় এভাবে বলা হয়েছে।

বুদ্ধিদীপ্ত বাণী,

জীবনে সম্পদশালী হলেই প্রকৃত সফলকাম হবে না,

কারণ, সম্পদশালীরা জান্নাতে প্রবেশকালে বাধাগ্রস্ত হবে।

মুসলিমদের কতজন জান্নাতে?

জান্নাত হলো সকল মুমিনের চিরআশ্রয়। সেখানে তারা সুখ ভাগাভাগি করে নেবে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক জান্নাতে অবস্থান করবে।



* কোন সম্প্রদায় সংখ্যায় অধিক হবে?
* মুসলিম সম্প্রদায়ের পরিমাণ কত হবে?

ভূমিকা

আমাদের নবী মোহাম্মাদ সা. এর সাথে অসংখ্য মুসলমান জান্নাতে প্রবেশ করবে; যাদের সঠিক সংখ্যা কেবল আল্লাহই ভালো জানেন।

قال رسول الله ﷺ عرضت علي الأمم فجعل النبي يمر ومعه الأمة ، والنبي يمر معه النفر ، والنبي يمر معه العشرة ، والنبي يمر معه الخمسة ، والنبي يمر وحده ، فنظرت فإذا سواد كثير ، قلت : يا جبريل : هؤلاء أمتي ؟ قال : لا ، ولكن انظر إلى الأفق ، فنظرت فإذا سواد كثير ، قال :

هؤلاء أمتك ، وهؤلاء سبعون ألفا قدامهم ، لا حساب عليهم ولا عذاب . قلت : ولم؟ قال: كانوا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون

নবী করীম সা. বলেন, "আমার সামনে সকল উম্মতকে পেশ করা হলো। অতঃপর এক নবী উম্মতকে নিয়ে অতিক্রম করল, অপর নবী কয়েকজনকে নিয়ে অতিক্রম করল। আরেক নবী দশজনকে নিয়ে অতিক্রম করল। আরেক নবী পাঁচজনকে নিয়ে অতিক্রম করল। আরেকজন নবী কেবল একাই অতিক্রম করল। অতঃপর আমি এক সুবিশাল জনসমাবেশের দিকে তাকালাম। বললাম, হে জিবরীল, এরা কি আমার উম্মত? বললেন, না! বরং উপরের দিকে তাকান! দেখলাম, সেখানেও সুবিশাল জনসমাবেশ। বললেন, ওরাই আপনার উম্মত! তাদের সম্মুখভাগ থেকে সত্তর হাজার বিনা-হিসাব ও বিনা-শাস্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করবে। জিজ্ঞেস করলাম, কেন? বললেন, কারণ আরোগ্য লাভে তারা আগুন দিয়ে ছেক দিক না, ঝাড়ফুঁক চাইত না, অশুভ লক্ষণ বিশ্বাস করত না, কেবল আল্লাহর ওপরই ভরসা করত।" (বুখারী-৫৩৭৮)

'উকাশা' তোমায় অগ্রগামী হয়েছে

فقام إليه عكاشة بن محصن فقال ادع الله أن يجعلني منهم قال اللهم اجعله منهم . ثم قام إليه رجل آخر قال ادع الله أن يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشة

উপরোক্ত হাদিস বর্ণনা শেষ করলে 'উকাশা বিন মিহসান রা.' দাঁড়িয়ে বললেন, দোয়া করুন আল্লাহ যেন আমাকেও সেই সত্তর হাজারের অন্তর্ভুক্ত করেন। নবীজী দোয়া করলেন, হে আল্লাহ, তাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন! অতঃপর দ্বিতীয় আরেকজন দাঁড়িয়ে বলল, দোয়া করুন আল্লাহ যেন আমাকেও সেই সত্তর হাজারের অন্তর্ভুক্ত করেন! তখন নবীজী বললেন, উকাশা তোমার অগ্রগামী হয়েছে।" (বুখারী-৫৩৭৮)

আশি কাতার

জান্নাতে উম্মতের সংখ্যাধিক্যের বিবরণ দিতে গিয়ে নবীজী বলেন,

أهل الجنة يوم القيامة عشرون ومئة صف ، أنتم ثمانون صفا

"জান্নাতবাসী কেয়ামতের দিন একশ বিশ কাতার হবে। তন্মধ্যে তোমরাই হবে আশি কাতার।" (মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা-৩১৭১৫)

وقال ﷺ لأصحابه يوما : والذي نفسي بيده ، إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة . فكبر الصحابة فرحا واستبشارا .. فقال: أرجو أن تكونوا

ثلث أهل الجنة . فكبروا . فقال: أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة . فكبروا . فقال ﷺ : ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض أو كعشرة بيضاء في جلد ثور أسود

একদা নবীজী আপন সাহাবীদের লক্ষ্য করে বললেন, "ওই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, আমি আশা করি তোমরা জান্নাতের এক চতুর্থাংশ হবে। একথা শুনে সাহাবীগণ খুশিতে ও আনন্দে তাকবীর ধ্বনি দিলেন। নবীজী বললেন, আমি আশা করি তোমরা জান্নাতের একতৃতীয়াংশ হবে। একথা শুনে আবারো তারা তাকবীর দিলেন। অতঃপর বললেন, আশা করি তোমরা জান্নাতের অর্ধেক হবে। একথা শুনে আবারো তারা তাকবীর ধ্বনি দিলেন। অতঃপর তিনি কেয়ামতের দিন অন্যান্য উম্মতের তুলনায় এই উম্মতের পরিমাণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, কেয়ামতের দিন তোমরা সাদা ষাঁড়ের দেহে একটি কালো লোমসদৃশ হবে অথবা কালো ষাঁড়ের দেহে একটি সাদা লোমসদৃশ হবে।" (বুখারী-৩১৭০)

সকল উম্মতের মধ্যে সত্যায়নের দিক থেকে নবী করীম সা. এর প্রাধান্যের দিকটি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

أنا أول شفيع في الجنة لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت ، وإن من الأنبياء نبيا ما يصدق من أمته إلا رجل واحد .

"জান্নাতের ব্যাপারে সর্বপ্রথম আমিই সুপারিশ করব। আমি যতটুকু সত্যায়িত হয়েছি কোনো নবী ততটুকু সত্যায়িত হয়নি।

সেদিন এমন নবীও থাকবে, যাকে কেবল একজন লোক সত্যায়ন করেছে।” (মুসলিম-৫০৬)



ফায়দা

নবী মুহাম্মাদ সা. এর অনুসারী অধিক হওয়ার রহস্য,

উম্মতের মাঝে পূর্ববর্তী নবীদের অবস্থানের তুলনায় নবী মুহাম্মাদ সা. এর অবস্থান খুবই অল্প; এমনকি একথা বলারও সুযোগ নেই যে, পূর্ববর্তী নবীদের উম্মত সংখ্যায় কম ছিল। পূর্ববর্তী অনেক নবীর অধিক উম্মত হওয়ার বিষয়টি আল্লাহ নিজেই বলেছেন,

﴿ كَٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ كَانُوٓاْ أَشَدَّ مِنكُمۡ قُوَّةٗ وَأَكۡثَرَ أَمۡوَٰلٗا وَأَوۡلَٰدٗا ﴾

التوبة: ٦٩

“যেমন করে তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তোমাদের চেয়ে বেশী ছিল শক্তিতে এবং ধন-সম্পদের ও সন্তান-সন্ততির অধিকারীও ছিল বেশী।” (সূরা তাওবা-৬৯)

মূল কারণ হলো (আল্লাহই অধিক অবগত) আল্লাহর রাসূলের মু’জেযা পবিত্র আল-কুরআনের কল্যাণেই তা সম্ভব হয়েছে। কারণ, এ কুরআন কেবল ওহি-ই নয়; এ তো মানুষের সকল সমস্যার সমাধানকারী ও অন্তরাত্মা জয়কারী এক অলৌকিক গ্রন্থ, যা মানুষের সকল সমস্যার সমাধান দিয়ে তাদের সৌভাগ্যশীল

করেছে। কেয়ামত পর্যন্ত তার এই অলৌকিকত্ব অব্যাহত থাকবে। সে দিকে ইঙ্গিত করেই নবী করীম সা. বলেন,

ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر ، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة .

"সকল নবীকেই আল্লাহ একটি প্রামাণ্য দিয়েছিলেন, যা দেখে মানুষ তার ওপর ঈমান আনত। আর আমাকে যা দেওয়া হয়েছে তা আল্লাহর প্রেরিত ওহি। তাই, আশা করি কেয়ামতের দিন আমিই সর্বাধিক অনুসারীপ্রাপ্ত হব।" (বুখারী-৪৬৯৬)

প্রতিযোগিতা,
উকাশা'র সৎসাহস ও দূরদর্শিতার ফল,
অন্যদের ওপর তার অগ্রগামিতা..!

জান্নাতীদের সেবক

জান্নাতবাসীর অপার ভোগবিলাস ও অসীম সুখসাচ্ছন্দ্যে নতুনমাত্রা যোগ করবে তাদের সেবকবৃন্দ। তাদের দেখে জান্নাতীদের নয়ন প্রীত হবে। অন্তরাত্মা তুষ্ট হয়ে যাবে।

* কারা জান্নাতীদের সেবক?
* সেবকদের বৈশিষ্ট্য কী হবে?

ভূমিকা

জান্নাতীদের সেবায় তাদের আশপাশে প্রদক্ষিণ করতে থাকবে অতিসুশ্রী কোমলমতি কিশোরবৃন্দ। মনে হবে, তারা যেন মণিমুক্তার তৈরি।



আল্লাহ বলেন,

﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ ﴿٢٤﴾﴾ الطور:

٢٤

“সুরক্ষিত মোতিসদৃশ কিশোররা তাদের সেবায় ঘুরাফেরা করবে।” (সূরা তুর-২৪)

অন্য আয়াতে বলেন,

﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا ﴿١٩﴾ ﴾

الإنسان: ١٩

“তাদের কাছে ঘোরাফেরা করবে চির কিশোরগণ। আপনি তাদেরকে দেখে মনে করবেন যেন বিক্ষিপ্ত মণিমুক্তা।” (সূরা ইনসান-১৯)

জান্নাতেই তাদের সৃজন হবে।

জিজ্ঞাসা

সেবকদের সংখ্যা কত?

উত্তরঃ অনেক..!

قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه : ما من أهل الجنة أحد إلا يسعى عليه ألف خادم ، كل غلام على عمل ليس عليه صاحبه .

আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. বলেন, “একজন জান্নাতীর সেবায় একহাজার সেবক নিয়োজিত থাকবে। প্রত্যেকের স্বতন্ত্র দায়িত্ব থাকবে, যা অন্য সেবকদের থাকবে না।” (যুহদ, ইবনুল মুবারক)

পরম সুখ,

জান্নাতের সুউচ্চ প্রাসাদ, নয়নাভিরাম দৃশ্য, মনোমুগ্ধকর নদীনালা, সুন্দরী আবেদনময়ী হুর..

প্রতিপালকের প্রক্ষ থেকে তাদের জন্য এ যে বিরাট সম্মান..!

জান্নাতে নারীগণ

জান্নাত হলো নারী-পুরুষ উভয়েরই ভোগ-বিলাসের স্থান। আল্লাহ তা‘লা বলেন,

﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا وَمَسَٰكِنَ طَيِّبَةً فِى جَنَّٰتِ عَدْنٍ ۚ وَرِضْوَٰنٌ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿٧٢﴾ ﴾ التوبة: ٧٢

“আল্লাহ ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কাননকুঞ্জের, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় প্রস্রবণ। তারা সেগুলোরই মাঝে থাকবে। আর এসব কাননকুঞ্জে থাকবে পরিচ্ছন্ন ঘর। বস্তুতঃ এ সমুদয়ের মাঝে সবচেয়ে বড় হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি। এটিই মহান কৃতকার্যতা।” (সূরা তাওবা-৭২)

নবী করীম সা. থেকে বর্ণিত অসংখ্য হাদিসে জান্নাতী পুরুষদের দৈহিক সৌন্দর্যের বিবরণ বর্ণিত হয়েছে। যেন তাদের থেকে স্ত্রীগণও সমান তৃপ্তি পায়, সুখ ও আনন্দ লাভ করে।

তেমনি জান্নাতী নারীদের সৌন্দর্যেরও বিবরণ এসেছে। যেন তাদের দেখে পুরুষদের নয়ন প্রীত হয়। পরিপূর্ণ সুখী দাম্পত্য জীবন লাভ করতে পারে।

* জান্নাতী নারীদের কী বৈশিষ্ট্য?
* জান্নাতে কি তাদের আকৃতির পরিবর্তন ঘটবে?
* সেখানে কার মর্যাদা বেশী হবে, হুর নাকি মুমিন নারী?

ভূমিকা



আল্লাহ তা‘লা কুরআনুল কারীমে জান্নাতী হুরদের সৌন্দর্যের বিবরণ দিয়ে তাদের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ রূপ-লাবণ্যের প্রশংসা করেছেন। কিন্তু সেখানে মুমিন নারীদের সৌন্দর্য ও রূপ-লাবণ্য হুরদের চেয়েও অধিক হবে। কারণ, কেবল ভোগ বিলাসের উপকরণরূপে সৃষ্ট হুরদের স্তর কখনই দুনিয়াতে এবাদতকারী, নামায-রোযা পালনকারী, রাত্রিবেলায় তাহাজ্জুদ আদায়কারী এবং হারাম থেকে বিরত মুমিন নারীদের স্তরের সমান হতে পারে না।

যতগুলো বৈশিষ্ট্য হুরদের দেওয়া হবে, এর চেয়ে বেশি মুমিনা নারীদেরকে দেওয়া হবে।

عن أم سلمة ﵂ قالت : قلت : يا رسول الله أنساء الدنيا أفضل أم الحور العين ؟ قال : بل نساء الدنيا أفضل من الحور العين كفضل الظهارة على البطانة) قلت : يا رسول الله وبما ذاك ؟ قال : (بصلاتهن وصيامهن وعبادتهن لله ألبس الله وجوههن النور وأجسادهن الحرير بيض الألوان خضر الثياب صفراء الحلي مجامرهن الدر وأمشاطهن الذهب يقلن ألا نحن الخالدات فلا نموت أبدا ونحن الناعمات فلا نبؤس أبدا ونحن المقيمات فلا نظعن أبدا ألا ونحن الراضيات فلا نسخط أبدا طوبى لمن كنا له وكان لنا

নবীজীর স্ত্রী উম্মে সালামা রা. একদা আল্লাহর রাসূলকে জিজ্ঞেস করলেন, "দুনিয়ার মুমিন নারী উত্তম নাকি হুর? উত্তরে নবীজী বললেন, দুনিয়ার মুমিনা নারী হুরদের চেয়ে উত্তম হবে। ঠিক যেমন দেহের নীচের অদৃশ্য কাপড়ের তুলনায় উপরের দৃশ্যমান কাপড় মূল্যবান হয়। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, কীসের বিনিময়ে তাদের এ মূল্যায়ন? বললেন, আল্লাহর জন্য তাদের নামায, তাদের রোযা ও এবাদতের দরুন! তাদের চেহারায় আল্লাহ একপ্রকার জ্যোতি দিয়ে দেবেন। তাদের দেহ হবে সাদা ধবধবে রেশমের ন্যায়, কাপড় হবে সবুজ, অলঙ্কারগুলো হবে পিতম বর্ণের, তাদের ধুপাদারগুলো হবে মোতিখচিত, তাদের চিরুনী হবে স্বর্ণখচিত। তারা বলতে থাকবে, শুন, আমরাই চিরস্থায়ী বসবাসকারী, কখনই মৃত্যুবরণ করব না। শুন, আমরাই

চিরসুখী, কখনই ক্ষতিগ্রস্ত হব না। শুন, আমরাই অনন্তকালের বাসিন্দা, কখনই প্রস্থান করব না। আমরাই চিরসন্তুষ্ট। অভিনন্দন, যাদের জন্য আমরা এবং আমাদের জন্য যারা।” (তাবারানী- মু‘জামুল আওসাত)

এসকল মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের বিবরণ শুনে মুমিনা নারীদেরকে অবশ্যই অধিক আমলের দিকে মনযোগী হওয়া উচিত। কল্যাণকর কাজ ও অধিক পরিমাণে এবাদতে আত্মনিয়োগ করা উচিত।

জান্নাতে নারীদের আরও যেসকল বৈশিষ্ট্যের বিবরণ এসেছে,

(১) সুন্দরী,

আল্লাহ বলেন,

﴿كَذَٰلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ ۝٥٤﴾ الدخان: ٥٤

“এরূপই হবে এবং আমি তাদেরকে আনতলোচনা স্ত্রী দেব।” (সূরা দুখান-৫৪)

মুমিনগণ জান্নাতে দুনিয়ার স্ত্রীর সাথে নতুন করে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবে। তাদের উভয় চোখ হবে অতিসুন্দর। চেহারা হবে অতি লাবণ্যময়। হবে পূর্ণযৌবনা কোমল দেহের অধিকারী।

(২) কামিনী ও সমবয়স্কা,

যা তাদের স্বামীদের জন্য অতি প্রিয় ও সুখকর হবে। আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّآ أَنشَأۡنَٰهُنَّ إِنشَآءٗ ٣٥ فَجَعَلۡنَٰهُنَّ أَبۡكَارًا ٣٦ عُرُبًا أَتۡرَابٗا ٣٧ لِّأَصۡحَٰبِ ٱلۡيَمِينِ ٣٨ ﴾ الواقعة: ٣٥ - ٣٨



"আমি জান্নাতী রমণীগণকে বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তাদেরকে করেছি চিরকুমার। কামিনী ও সমবয়স্কা। ডানদিকের লোকদের জন্য।" (সূরা ওয়াকিআ ৩৫-৩৮)

তারা হবে পূর্ণযৌবনা।

قالت عائشة ﵂ : أن النبي ﷺ أتته امرأة عجوز من الأنصار فقال: يا رسول الله ، ادع الله أن يدخلني الجنة ، فقال لها النبي ﷺ مازحا : إن الجنة لا تدخلها عجوز . فذهبت العجوز حزينة . فلما رجع النبي ﷺ إلى عائشة ، قالت عائشة : لقد لقيت من كلمتك مشقة وشدة . فقال ﷺ : إن ذلك كذلك ، إن الله إذا أدخلهن الجنة حولهن أبكارا .

আয়েশা রা. বর্ণনা করে বলেন, একদা নবী করীম সা. এর কাছে এক আনসারী বৃদ্ধা এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল, দোয়া করুন আল্লাহ যেন আমাকে জান্নাত দান করেন! অতঃপর নবীজী রসিকতার সুরে বললেন, কোনো বৃদ্ধা জান্নাতে প্রবেশ

করবে না। একথা শুনে বৃদ্ধা অতিশয় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে ফিরে গেল। ভাবল, বাস্তবেই সে জান্নাতে যেতে পারবে না। অতঃপর নবীজী নামায পড়ে ঘরে ফিরে এলে আয়শা রা. বললেন, আপনার কথায় আজ আমি অনেক কষ্ট ও আঘাত পেয়েছি! নবীজী বললেন, হ্যাঁ.. যা বলেছি তাই ঠিক! নিশ্চয় তাদেরকে আল্লাহ পূর্ণ যুবতী বানিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।" (আবু নুআইম)

হ্যাঁ.. বৃদ্ধাদের যৌবন ফিরিয়ে এনে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।

(৩) সেখানে তাদের ঋতুস্রাব হবে না

আল্লাহ তা'লা বলেন,

﴿لَّهُمْ فِيهَآ أَزْوَٰجٌ مُّطَهَّرَةٌ﴾ النساء: ٥٧

"সেখানে তাদের জন্য থাকবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন স্ত্রীগণ।" (সূরা নিসা-৫৭)

অর্থাৎ জান্নাতে তারা হবেন ঋতুস্রাব ও প্রসবোত্তর স্রাব থেকে মুক্ত ও পবিত্র। মল-মূত্রের ঝামেলা থেকে নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত। তাদের আচরণও হবে অত্যন্ত কোমল ও আবেদনময়; যেখানে কোনো অশ্লীলতা কিংবা নোংরামি পরিলক্ষিত হবে না।

(৪) তারা স্বামীদেরকে শ্রেষ্ঠ সুদর্শনরূপে দেখবে

এটি হবে তাদের দাম্পত্য জীবনের পূর্ণতা। আল্লাহ বলেন,

﴿وَعِندَهُمْ قَٰصِرَٰتُ ٱلطَّرْفِ عِينٌ ٤٨﴾ الصافات: ٤٨

"তাদের কাছে থাকবে নত, আয়তলোচনা তরুণীগণ।" (সূরা সাফফাত-৪৮)

অর্থাৎ কেবল তারা স্বামীদেরকেই দেখবে, অন্যদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে না। তাদের প্রতি আসক্ত হবে না। স্বামীকেই সে শ্রেষ্ঠ সুদর্শন পুরুষরূপে পাবে।

(৫) দৈহিক সৌন্দর্য

সুন্দর চেহারার পাশাপাশি তাদের দেহকেও আল্লাহ তা'লা নিখুঁত ও নিষ্কলুষ করে দেবেন। আল্লাহর বাণী,

﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ٣١ حَدَآئِقَ وَأَعْنَٰبًا ٣٢ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ٣٣﴾ النبأ: ٣١ - ٣٣

"পরহেযগারদের জন্যে রয়েছে সাফল্য। উদ্যান, আঙ্গুর, সমবয়স্কা, পূর্ণযৌবনা তরুণী।" (সূরা নাবা ৩১-৩৩)

(৬) স্বামীদের প্রতি নমনীয়

জান্নাতে নারীগণ তাদের স্বামীদের প্রতি অতিসহনশীল হবে, অনমনীয় হবে না। তাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ বলেন,

﴿عُرُبًا أَتۡرَابًا ٣٧﴾ الواقعة: ٣٧

"কামিনী, সমবয়স্কা।" (সূরা ওয়াকিআ-৩৭)

(৭) সমবয়স্কা ও পূর্ণযৌবনা

আল্লাহর বাণী,

﴿ فِيهِنَّ قَٰصِرَٰتُ ٱلطَّرۡفِ لَمۡ يَطۡمِثۡهُنَّ إِنسٌ قَبۡلَهُمۡ وَلَا جَآنٌّ ٥٦ ﴾

الرحمن: ٥٦

"তথায় থাকবে আনতনয়ন রমণীগণ, কোনো জিন ও মানব পূর্বে যাদের ব্যবহার করেনি।" (সূরা আররাহমান-৫৬)

(৮) ত্বক হবে অতিমসৃণ

তাদের দেহের বিবরণ দিতে গিয়ে আল্লাহ বলেন,

﴿ كَأَنَّهُنَّ ٱلۡيَاقُوتُ وَٱلۡمَرۡجَانُ ٥٨ ﴾ الرحمن: ٥٨



"প্রবাল ও পদ্মরাগ সদৃশ রমণীগণ।" (সূরা আর-রাহমান ৫৮)

قال النبي ﷺ : أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر ، والذين على إثرهم كأشد إضاءة ، قلوبهم على قلب رجل واحد ، لا

اختلاف بينهم ولا تباغض . لكل امرئ منهم زوجتان ، كل واحدة منهما يرى مخ ساقها من وراء لحمها من الحسن

নবী করীম সা. বলেন, "জান্নাতে গমনকারী প্রথম দল পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল ও জ্যোতির্ময় হবে। তৎপরবর্তী দল আকাশে প্রজ্বলিত নক্ষত্ররাজির মতো চমকপ্রদ হবে। সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তির দু'জন করে স্ত্রী থাকবে, অতিশয় সৌন্দর্যে গোশতের ভেতরে তাদের গোছার হাড় পর্যন্ত দেখা যাবে।" (মুসলিম-৭৩৩০)

(৯) সচ্চরিত্রবান নারীগণ

তাদের সচ্চরিত্রের বিবরণ দিতে গিয়ে আল্লাহ বলেন,

﴿فِيهِنَّ خَيۡرَٰتٌ حِسَانٞ ٧٠﴾ الرحمن: ٧٠

"সেখানে থাকবে সচ্চরিত্রা সুন্দরী রমণীগণ।" (সূরা আর-রাহমান-৭০)

(১০) তাদের চেহরায় থাকবে জ্যোতি ও ঔজ্জ্বল্য

قال ﷺ : لو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما ، ولملأت ما بينهما ريحا ، ولنصيفها خير من الدنيا وما فيها

নবী করীম সা. বলেন, "জান্নাতী কোনো রমণী যদি পৃথিবীতে উদয় হতো, তবে পৃথিবীর চারপাশ আলোকিত হয়ে উঠত।

আকাশ বাতাস তার সুগন্ধিতে ভরে উঠত। তার মস্তকাবরণ নিঃসন্দেহে দুনিয়া ও তাতে অবস্থিত সকল কিছু থেকে উত্তম।” (বুখারী-৬১৯৯)

وقال النبي ﷺ في قوله تعالى :

﴿ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ۝٥٨ ﴾ الرحمن: ٥٨

ينظر إلى وجهه في خدها أصفى من المرأة ، وإن أدنى لؤلؤة عليها لتضيء ما بين المشرق والمغرب ، وإنها يكون عليها سبعون ثوبا ينفذها بصره حتى يرى مخ ساقها من وراء ذلك .

“প্রবাল ও পদ্মরাগ সদৃশ রমণীগণ” এর ব্যাখ্যায় নবী করীম সা. বলেন, “স্বামী তার চেহারার গণ্ডদেশে তাকাবে, তাকে আয়নার থেকেও স্বচ্ছ ও পরিস্কার দেখতে পাবে। নিশ্চয় রমণীর সামান্য অলংকার (প্রকাশিত হলে) পৃথিবীর পুরো প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আলোকিত করে তুলবে। দেহে সত্তরটি বস্ত্র পরিহিত থাকবে; তদুপরি অতিষয় সৌন্দর্যে গোশতের ভেতরে তাদের গোছার হাড় পর্যন্ত দেখা যাবে।” (আল মুস্তাদরাক-৩৭৭৪)

ন্যায়বিচার,
খোদাভীরু ও সচ্চচরিত্রা নারী,
জান্নাতী হুর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

ইহ-পরকালের সহধর্মিণী



দুনিয়াতে মুমিনের স্ত্রী যদি সৎ ও স্বামীভক্ত হয় এবং স্বামীও তাকে ভালোবাসে,

* তবে সেই স্ত্রী কি তার সাথে জান্নাতে থাকবে?
* তাদের স্তরে কী তারতম্য হবে?

ভূমিকা

দুনিয়াতে মুমিনের স্ত্রী জান্নাতেও তার স্ত্রী হিসেবেই থাকবে। তবে সেখানে তাদের উভয়ের রূপ-সৌন্দর্যকে আল্লাহ হাজারো গুণ বাড়িয়ে দেবেন।

স্বামী যদি উন্নত স্তরে হয়, তবে স্ত্রীকেও আল্লাহ তা'লা সেই স্তরে পৌঁছে দেবেন, পক্ষান্তরে স্ত্রী যদি উন্নত মর্যাদা পায়, তবে স্বামীকেও সেই মর্যাদায় ভূষিত করবেন।

যেমনটি আল্লাহ তা'লা বলেন,

﴿ جَنَّٰتُ عَدۡنٖ يَدۡخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنۡ ءَابَآئِهِمۡ وَأَزۡوَٰجِهِمۡ وَذُرِّيَّٰتِهِمۡۖ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ
يَدۡخُلُونَ عَلَيۡهِم مِّن كُلِّ بَابٖ ﴿٢٣﴾ سَلَٰمٌ عَلَيۡكُم بِمَا صَبَرۡتُمۡۚ فَنِعۡمَ عُقۡبَى ٱلدَّارِ ﴿٢٤﴾ ﴾

الرعد: ٢٣ - ٢٤

“তা হচ্ছে বসবাসের বাগান। তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের সৎকর্মশীল বাপ-দাদা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানেরা। ফেরেশতারা তাদের কাছে আসবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে। বলবে, তোমাদের সবরের কারণে তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আর তোমাদের এ পরিণাম-গৃহ কতই না চমৎকার।” (সূরা রা’দ ২৩-২৪)

কতই না উত্তম পরিণামগৃহ

সুউচ্চ জান্নাতে প্রবেশের পর সেখানে স্থায়ী সুখ-শান্তিতে বসবাস করবে। ভোগ-বিলাসের উপকরণগুলো প্রতিনিয়তই নতুন ও আধুনিক হতে থাকবে।

সেখানে প্রতিপালক তাদেরকে তাদের বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ও পিতৃপুরুষদের সাথে মিলিয়ে দেবেন। ফলে তাদের অন্তরাত্মা শীতল হবে। ফেরেশতাগণ প্রত্যেক দরজা দিয়ে প্রবেশ করে তাদেরকে সম্ভাষণ জানাবে। চিরস্থায়ী শান্তির বার্তা দিতে থাকবে। বলবে, দুনিয়াতে তোমাদের সৎকর্ম ও আল্লাহর জন্য কষ্ট-ক্লেশের প্রতিদানস্বরূপ তোমরা চিরসুখে বসবাস করতে

থাক। তোমাদের পরিণামগৃহ কতই না চমৎকার। তোমাদের পুরস্কার কতই না মহান।

ফেরেশতাদের সাথে মানুষের সেই প্রীতিকর সম্পর্ক নতুন নয়; বরং দুনিয়াতে অবস্থানকালেই তারা সেই সৎ বান্দাদের জন্য দোয়া করত। তাদের ক্ষমা ও স্তরবৃদ্ধি প্রার্থনা করত।

আল্লাহ বলেন,

﴿ ٱلَّذِينَ يَحۡمِلُونَ ٱلۡعَرۡشَ وَمَنۡ حَوۡلَهُۥ يُسَبِّحُونَ بِحَمۡدِ رَبِّهِمۡ وَيُؤۡمِنُونَ بِهِۦ وَيَسۡتَغۡفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْۖ رَبَّنَا وَسِعۡتَ كُلَّ شَيۡءٖ رَّحۡمَةٗ وَعِلۡمٗا فَٱغۡفِرۡ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَٱتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمۡ عَذَابَ ٱلۡجَحِيمِ ۝٧ ﴾

غافر: ٧

"যারা আরশ বহন করে এবং যারা তার চারপাশে আছে, তারা তাদের পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করে, তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মুমিনদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে, হে আমাদের পালনকর্তা, আপনার রহমত ও জ্ঞান সবকিছুতেই পরিব্যাপ্ত। অতএব, যারা তওবা করে এবং আপনার পথে চলে, তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন।" (সূরা গাফির-৭)

জান্নাতীগণ ব্যস্ত থাকবে

হ্যাঁ.. তবে কষ্ট ও ক্লান্তিকর কাজে নয়; বরং চির সুখ-শান্তি ও সুন্দরী স্ত্রীদের নিয়ে ব্যস্ত থাকবে।

আল্লাহ তা'লা বলেন,

﴿ إِنَّ أَصۡحَٰبَ ٱلۡجَنَّةِ ٱلۡيَوۡمَ فِي شُغُلٖ فَٰكِهُونَ ٥٥ هُمۡ وَأَزۡوَٰجُهُمۡ فِي ظِلَٰلٍ عَلَى ٱلۡأَرَآئِكِ مُتَّكِـُٔونَ ٥٦ ﴾ يس: ٥٥ - ٥٦

“এদিন জান্নাতীরা আনন্দে মশগুল থাকবে। তারা এবং তাদের স্ত্রীরা উপবিষ্ট থাকবে ছায়াময় পরিবেশে আসনে হেলান দিয়ে।” (সূরা ইয়াছিন ৫৫-৫৬)

অন্য আয়াতে বলেন,

﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِـَٔايَٰتِنَا وَكَانُواْ مُسۡلِمِينَ ٦٩ ٱدۡخُلُواْ ٱلۡجَنَّةَ أَنتُمۡ وَأَزۡوَٰجُكُمۡ تُحۡبَرُونَ ٧٠ ﴾ الزخرف: ٦٩ - ٧٠

“তোমরা আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলে এবং তোমরা আজ্ঞাবহ ছিলে। জান্নাতে প্রবেশ কর তোমরা এবং তোমাদের স্ত্রীগণ সানন্দে।” (সূরা যুখরুফ ৬৯-৭০)

প্রশ্ন

যেসব নারী দুই স্বামীর সংসার করেছে, তাদের কী পরিণতি হবে?

উত্তরঃ একই প্রশ্ন উম্মে হাবীবা রা. (নবীজীর স্ত্রী) করেছিলেন,

يا رسول الله ، المرأة منا يكون لها في الدنيا زوجان ، ثم تموت ، فتدخل الجنة هي وزوجاها ، لأيهما تكون، للأول أو للأخير؟ فقال ﷺ : تخير أحسنهما خلقا كان معها في الدنيا فيكون زوجها في الجنة . ثم قال ﷺ : يا أم حبيبة ، ذهب حسن الخلق بخير الدنيا وخير الآخرة .

হে আল্লাহর রাসূল, দুনিয়াতে যে নারীর দু'জন স্বামী ছিল। সে এবং তার উভয় স্বামী যখন জান্নাতে যাবে, তখন সে কার স্ত্রী হবে? প্রথমজনের, নাকি দ্বিতীয়জনের? উত্তরে নবীজী বললেন, দুনিয়াতে যে স্বামী তার সাথে অধিক সচ্চরিত্রবান ছিল, সে তার স্ত্রী হিসেবে থাকবে। অতঃপর বললেন, হে উম্মে হাবিবা, সৎচরিত্রবানগণ উভয়জগতের কল্যাণ হাতিয়ে নিয়েছে।" (আবদ বিন হুমাইদ)

প্রতিশ্রুতি পূরণ,
দ্বীনের বিষয়ে যদি তারা পরস্পর সহযোগী হয়,
তবে জান্নাতে আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে মিলিত করবেন।

জান্নাতের মার্কেট

জান্নাতে সুখ ও ভোগের উপকরণ থাকবে অনেক। খাদ্য, পানিয়, পোশাক ও সজ্জার পাশাপাশি প্রতিনিয়ত তারা নতুন নতুন উপভোগ্য বিষয় দেখতে পাবে। তন্মধ্যে একটি হলো জান্নাতের মার্কেট..



* কী সেই জান্নাতের মার্কেট?
* তাতে কীসের কেনাবেচা হবে?
* উপভোগ্য কী থাকবে তাতে? চাহিদাপূরক সকলকিছু সেখানে পাওয়া যাবে কি?

ভূমিকা

জান্নাতে তাদের অগণিত বিনোদন ও সম্ভোগের পাশাপাশি তাদের জন্য সেখানে মার্কেট ও সম্মিলনের ব্যবস্থা করা হবে। কারণ, দুনিয়ার সমাজে আমরা দেখে থাকি, অনেক লোকেই

বাজার ও মার্কেটে গিয়ে মানুষদের সাথে সাক্ষাত ও দীর্ঘ আলাপচারিতা পছন্দ করে।

মার্কেটের শোভা

দুনিয়ার সাধারণ মার্কেটগুলোর মতো নয়;

قال ﷺ : إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة ، فتهب ريح الشمال ، فتحثو في وجوههم وثيابهم ، فيزدادون حسنا وجمالا . فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا ، فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا .

নবী করীম সা. বলেন, "নিশ্চয় জান্নাতে একটি মার্কেট থাকবে, জান্নাতীগণ প্রত্যেক জুমুআয় সেথায় একত্রিত হবে। অতঃপর উত্তর দিক থেকে একপ্রকার সুবাতাস বয়ে তাদের চেহারা ও বস্ত্রগুলো ছুঁয়ে যাবে। ফলে তাদের সৌন্দর্য ও শোভা আরো বেড়ে যাবে। এভাবে পরিবারের কাছে ফিরে এলে তারা বলতে থাকবে, আল্লাহর শপথ, তোমরা তো পূর্বের চেয়ে অধিক সুন্দর ও সুদর্শন হয়ে গেছো! উত্তরে তারা বলবে, আল্লাহর শপথ, তোমরাও পূর্বের তুলনায় অনেক সুন্দরী ও সুদর্শনা হয়ে গেছো!" (মুসলিম-৭৩২৪)

মার্কেট করতে তারা উদগ্রীব থাকবে

عن سعيد بن المسيب أنه لقي أبا هريرة فقال أبو هريرة : أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة قال سعيد : أو فيها سوق ؟ قال : نعم أخبرني رسول الله ﷺ أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون الله جل وعلا ويبرز لهم عرشه ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة فيوضع لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من ياقوت ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة ويجلس أدناهم ـ وما فيهم دني ـ على كثبان المسك والكافور ما يرون أن أصحاب الكراسي أفضل منهم مجلسا

قال أبو هريرة : فقلت : يا رسول الله وهل نرى ربنا ؟ قال : نعم هل تتمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر ؟ قلنا لا قال : كذلك لا تتمارون في رؤية ربكم ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره الله محاضرة حتى إنه ليقول للرجل منهم : يا فلان أتذكر يوم عملت كذا وكذا ؟ يذكره بعض غدراته في الدنيا فيقول : يا رب أفلم تغفر لي فيقول : بلى فبسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه قال : فبينا هم كذلك غشيتهم سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طيبا لم يجدوا مثل ريحه شيئا قط ثم يقول جل وعلا : قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة فخذوا ما اشتهيتم قال : فنأتي سوقا قد حفت به الملائكة ما لم تنظر العيون إلى مثله ولم تسمع الآذان ولم يخطر على القلوب قال : فيحمل لنا ما اشتهينا ليس يباع فيه

شيء ولا يشترى وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضا قال : فيقبل الرجل ذو المنزلة المرتفعة فيلقى من هو دونه وما فيهم دني فيروعه ما يرى عليه من اللباس فما ينقضي آخر حديثه حتى يتمثل عليه بأحسن منه وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها قال : ثم ننصرف إلى منازلنا فتلقانا أزواجنا فيقلن : مرحبا وأهلا بحبنا لقد جئت وإن بك من الجمال والطيب أفضل مما فارقتنا عليه فيقول : إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار ويحقنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا

একদা সাইদ ইবনুল মুছাইয়িব রহ. আবু হুরায়রা রা. এর সাথে সাক্ষাৎ করলে আবু হুরায়রা রা. তাকে লক্ষ্য করে বললেন, আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি, জান্নাতের মার্কেটে তিনি যেন আমাদেরকে একত্রিত করে দেন! সাইদ বললেন, জান্নাতে কি মার্কেট থাকবে? বললেন, হ্যাঁ..! নবী করীম সা. সংবাদ দিয়েছেন, "জান্নাতীগণ যখন জান্নাতে প্রবেশ করে তাদের কৃতকর্ম অনুযায়ী মর্যাদাপ্রাপ্ত হবে, তখন এক সপ্তাহ অন্তরন্তর তাদেরকে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। তাদের সামনে আল্লাহর আরশ প্রকাশ করা হবে। অতঃপর জান্নাতের কোনো একটি কাননে পালনকর্তা তাদের সামনে অতি উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ হবেন। অতঃপর তাদের সামনে কিছু জ্যোতির্ময়, কিছু মোতিখচিত, কিছু মুক্তাখচিত, কিছু মণিখচিত, কিছু স্বর্ণখচিত আর কিছু রূপাখচিত উপবেশনস্থল বসানো হবে। তাদের সর্বনিম্ন

স্তরের ব্যক্তি (সেখানে নিম্নশ্রেণীর বলতে কেউ থাকবে না) কস্তূরী ও কাফুর মাখা মৃদু উঁচুস্থলে থাকবে। তারা চেয়ারে বসা লোকদেরকে তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠস্থলে বসে আছে ভাববে না।

আবু হুরায়রা বলেন, অতঃপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা কি প্রতিপালককে দেখতে পাব? বললেন, হ্যাঁ..! সূর্য ও পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে তোমাদের কোনো অসুবিধা হয়? বললাম, না। বললেন, তেমনি তোমাদের প্রতিপালককে দেখতেও তোমাদের কোনো অসুবিধা হবে না। সে মজলিসে বসা প্রত্যেককেই আল্লাহ উত্তমরূপে সম্বোধন করবেন। এমনকি একজনকে বলবেন, হে অমুক, স্মরণ আছে, তুমি অমুক দিন এমন এমন কাজ করেছিলে? এভাবে তার কিছু অপরাধের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। সে বলবে, হে প্রতিপালক, আপনি তো আমাকে ক্ষমাই করে দিয়েছেন! বলবেন, হ্যাঁ.. ক্ষমার কারণেই তো আজ তুমি এ স্তরে পৌঁছুতে পেরেছ! এভাবে কথাবিনিময় চলতে থাকবে; এমনসময় মেঘমালা ওপর থেকে তাদের আচ্ছন্ন করে ফেলবে, অতঃপর তাদের ওপর এমন উত্তম ও মনোমুগ্ধকর বৃষ্টি বর্ষণ হবে, যার সুঘ্রাণ ইতিপূর্বে কোনোদিনই তারা পায়নি। অতঃপর আল্লাহ তা'লা বলবেন, তোমাদের জন্য তৈরি শ্রেষ্ঠত্বের প্রাসাদগুলোতে (মার্কেট) যাও! সেখান থেকে যা চাও উপভোগ কর! অতঃপর আমাদেরকে একটি মার্কেটে আনা হবে, ফেরেশতাগণ যাকে বেষ্টন করে রাখবেন; এত মনোমুগ্ধকর ও নয়নাভিরাম প্রাসাদসমগ্র ইতিপূর্বে কোনো চোখ প্রত্যক্ষ

করেনি, কোনো কর্ণ ওগুলো সম্পর্কে শুনেনি এবং কোনো হৃদয়েও সেগুলোর কল্পণা উদয় হয়নি। অতঃপর আমাদের জন্য মনোচাহিদাপূরক বস্তুসমূহ নিয়ে আসা হবে; সেখানে ক্রয়-বিক্রয় বলতে কিছুই থাকবে না। সে মার্কেটে জান্নাতবাসী পরস্পর সাক্ষাতে লিপ্ত হবে।

অতঃপর উঁচুস্তরপ্রাপ্ত একব্যক্তি নিচুস্তরের (সেখানে নিচুস্তর বিশিষ্ট কেউ থাকবে না) ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাত করলে তার পরিহিত বস্ত্র দেখে সে অভিভূত হবে। তাদের কথাবার্তা শেষ হতে না হতে তাকেও এর চেয়ে উৎকৃষ্ট পোশাক পরিয়ে দেওয়া হবে। কারণ, জান্নাতে অনুতাপ বলতে কিছু নেই। অতঃপর ঘরে ফিরে এলে স্ত্রীগণ আমাদেরকে দেখে বলতে থাকবে, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন গ্রহণ কর! তুমি তো পূর্বের তুলনায় উত্তম ও উৎকৃষ্ট রূপে ফিরে এসেছ! সে বলবে, হ্যাঁ.. আজ আমরা প্রতিপালকের সাক্ষাত লাভ করেছিলাম। আর তা লাভ করার পর আমাদের তো এরকম উৎকৃষ্ট রূপে ফিরে আসাটাই বাঞ্ছনীয়।” (ইবনে হিব্বান-৭৪৩৮)

প্রজ্ঞা,

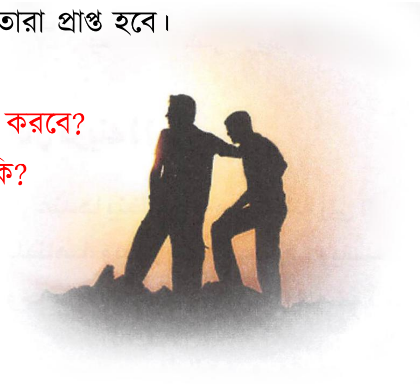
প্রতিপালক জানেন যে, মানুষের রুচিবোধ বৈচিত্রময়,

তাই ভোগ-বিলাসের উপকরণসমূহেও তাদের জন্য বৈচিত্র রেখেছেন।

আমার তো এক বন্ধু ছিল

জান্নাতীগণ চিরসুখে জীবন যাপন করতে থাকবে, সেখানে মনোচাহিদাপূরক সকলকিছুই তারা প্রাপ্ত হবে।

* সেখানে কি দুনিয়াকে স্মরণ করবে?
* জাহান্নামীদের খোঁজ নেবে কি?
* তাদের পরস্পর বাক্যালাপ কীরূপ হবে?



ভূমিকা

জান্নাতীগণ পরস্পর আলাপচারিতায় লিপ্ত হবে। গল্পের আসর জমাবে। কখনো কখনো দুনিয়াতে সংঘটিত বিভিন্ন বিষয় নিয়েও আলোচনা করবে। সেখানে তারা জাহান্নামীদের স্মরণ করবে। জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য তারা প্রতিপালকের কৃতজ্ঞতা আদায় করবে।

বন্ধুর গল্প

জান্নাতীগণ পরস্পর সাক্ষাতে মিলিত হবে। একে অপরকে দেখতে যাবে। দুনিয়াতে সংঘটিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করবে।

দুনিয়াতে তাদের সঙ্গে থাকা বন্ধুদের সম্পর্কে জানতে চাইবে। জান্নাতে তারা উন্নত বিছানা ও নরম সোফায় বসে গল্পগুজবে মেতে উঠবে। এমনকি তাদের কেউ কেউ এমন ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা উঠাবে, যে পরকাল অবিশ্বাস করত, আল্লাহর সাক্ষাতলাভ ও হিসাব-নিকাশ অস্বীকার করত। কুরআনুল কারীমে তাদের এ আলাপচারিতা এভাবে ফুটে উঠেছে-

﴿فَأَقۡبَلَ بَعۡضُهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ يَتَسَآءَلُونَ ٥٠ قَالَ قَآئِلٞ مِّنۡهُمۡ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٞ ٥١ يَقُولُ أَءِنَّكَ لَمِنَ ٱلۡمُصَدِّقِينَ ٥٢ أَءِذَا مِتۡنَا وَكُنَّا تُرَابٗا وَعِظَٰمًا أَءِنَّا لَمَدِينُونَ ٥٣﴾ الصافات: ٥٠ - ٥٣

"অতঃপর তারা একে অপরের দিকে মুখ করে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। তাদের একজন বলবে, আমার এক সঙ্গী ছিল। সে বলত, তুমি কি বিশ্বাস কর, আমরা যখন মরে যাব এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হব, তখনও কি আমরা প্রতিফলপ্রাপ্ত হব?" (সূরা সাফফাত ৫০-৫৩)

তখনই তারা বুঝতে পারবে যে, সে লোকটি জান্নাতে নেই। তখন কতিপয় মুমিন জাহান্নামে তার অবস্থান দেখতে চাইবে। যেমনটি আল্লাহ বলবেন,

﴿قَالَ هَلۡ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ ٥٤﴾ الصافات: ٥٤

"তোমরা কি তাকে উঁকি দিয়ে দেখতে চাও?" (সূরা সাফফাত-৫৪)

বন্ধুর পরিণাম

তখন সে এবং তার সাথীগণ জাহান্নামে তাকাবে। দেখবে, সে জাহান্নামের অগ্নির স্তরসমূহে উলট পালট খাচ্ছে, দগ্ধ হচ্ছে, চিৎকার করে পরিত্রাণদাতাকে ডাকছে; কিন্তু কেউ তাকে পরিত্রাণ দিতে আসছে না। তার চতুর্পার্শ্বে থাকবে বিষধর অগ্নি-সাপসমূহ। আল্লাহ বলেন,

﴿فَٱطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلۡجَحِيمِ ٥٥﴾ الصافات: ٥٥

"অতঃপর সে উঁকি দিয়ে দেখবে এবং তাকে জাহান্নামের মাঝখানে দেখতে পাবে।" (সূরা সাফফাত-৫৫)

হ্যাঁ.. তাকে সে জাহান্নামের মধ্যস্থলে দেখবে। চামড়াগুলো তার পুড়ে কালো হয়ে গেছে। অঙ্গগুলো কেটে পড়ছে। চরম শাস্তিতে দিনযাপন করছে। এটাই হলো সীমালঙ্ঘনকারীদের শাস্তি। এটাই অহংকারীদের পরিণতি! তখনই জান্নাতী ব্যক্তিটি আনন্দে নেচে উঠবে, প্রতিপালকের প্রশংসা করে বলবে,

﴿قَالَ تَٱللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرۡدِينِ ٥٦ وَلَوۡلَا نِعۡمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ ٱلۡمُحۡضَرِينَ ٥٧ أَفَمَا نَحۡنُ بِمَيِّتِينَ ٥٨ إِلَّا مَوۡتَتَنَا ٱلۡأُولَىٰ وَمَا نَحۡنُ بِمُعَذَّبِينَ ٥٩ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ٦٠ لِمِثۡلِ هَٰذَا فَلۡيَعۡمَلِ ٱلۡعَٰمِلُونَ ٦١﴾ الصافات: ٥٦ - ٦١

"আল্লাহর শপথ, তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করে দিয়েছিলে। আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ না হলে আমিও যে গ্রেফতারকৃতদের সাথেই উপস্থিত হতাম। এখন আমাদের আর মৃত্যু হবে না, আমাদের প্রথম মৃত্যু ছাড়া এবং আমরা শাস্তি প্রাপ্তও হব না। নিশ্চয় এটি মহাসাফল্য। এমন সাফল্যের জন্যে পরিশ্রমীদের পরিশ্রম করা উচিত।" (সূরা সাফফাত ৫৬-৬১)

সুযোগ,

জীবন হলো এক মহা সুযোগ, যা দ্বিতীয়বার আর আসবে না;

সুতরাং এ মূল্যবান জীবনকে অসৎ সঙ্গে নষ্ট করে দিয়ো না!

প্রতিপালকের দর্শনলাভ

জান্নাতে প্রতিপালকের দর্শনলাভ হবে মুমিনদের সর্বোচ্চ আকাঙ্খা, মহান অনুগ্রহ এবং চূড়ান্ত বাসনা। এ অনুগ্রহের সামনে জান্নাতের কৃপা তুচ্ছ মনে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে সে অনুগ্রহ লাভের তাওফিক দিন!



* তবে কখন মুমিনগণ প্রতিপালকের দর্শন লাভ করবে?
* এ বিষয়ে প্রমাণগুলো কী কী?
* কী পরিতুষ্টি?

ভূমিকা

আল্লাহ তা'লা আল-কুরআনে বলেছেন, একান্ত অনুগত মুমিনগণই কেবল প্রতিপালকের দর্শনলাভে ধন্য হবে। আল্লাহ বলেন,

﴿ لِّلَّذِينَ أَحۡسَنُواْ ٱلۡحُسۡنَىٰ وَزِيَادَةٞۖ ﴾ يونس: ٢٦

“যারা সৎকর্ম করেছে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং তার চেয়েও বেশী কিছু।” (সূরা ইউনুস-২৬)

অন্য আয়াতে বলেন,

﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ۝٢٢ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۝٢٣﴾ القيامة: ٢٢ – ٢٣

“সেদিন অনেক মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে। তারা আপন প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে।” (সূরা ক্বিয়ামাহ ২২-২৩)

قَالَ ﷺ إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ - قَالَ - يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ فَيَقُولُونَ أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ - قَالَ - فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ. ثم تلا هذه الآية :

﴿ ۞ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۖ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ۝٢٦﴾ يونس: ٢٦

নবী করীম সা. বলেন, “জান্নাতীগণ জান্নাতে প্রবেশ করার পর আল্লাহ বলবেন, তোমরা কি এমন কিছু চাও, যা তোমাদের সুখকে অনেক বাড়িয়ে দেবে? তারা বলবে, আপনি কি আমাদের চেহারা উজ্জ্বল করেননি?! আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাননি?! জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেননি?! অতঃপর প্রতিপালক পর্দা উঠিয়ে দেবেন। সেদিন মুমিনদের সর্বভোগ্য বিষয় হবে পালনকর্তার দর্শন। অতঃপর নবীজী এই আয়াত পাঠ করলেন,

"যারা সৎকর্ম করেছে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং তার চেয়েও বেশি। আর তাদের মুখমণ্ডল আবৃত করবে না মলিনতা কিংবা অপমান। তারাই হলো জান্নাতবাসী, এতেই তারা বসবাস করতে থাকবে অনন্তকাল।" (সূরা ইউনুস-২৬)

আল্লাহর দর্শনলাভে সাহাবীদের অতি আগ্রহ

সাহাবীগণই হচ্ছেন উম্মতের শ্রেষ্ঠাংশ, সৎকর্মীদের আদর্শ। আল্লাহর মহব্বতে যাদের অন্তর ছিল পূর্ণ।

سأل بعض الصحابة رسول الله ﷺ : قالوا : يا رسول الله ، هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال ﷺ : هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر . قالوا: لا يا رسول الله فقال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب . قالوا : لا يا رسول الله. قال : فإنكم ترونه كذلك

কতিপয় সাহাবী নবী করীম সা. কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, কেয়ামতের দিন আমরা কি প্রতিপালককে দেখতে পাব? উত্তরে নবীজী বললেন, পূর্ণিমার রাত্রিতে চাঁদ দেখতে তোমাদের কোনো কষ্ট হয়? বলল, না হে আল্লাহর রাসূল! বললেন, স্বচ্ছ আকাশে সূর্য অবলোকন করতে তোমাদের অসুবিধা হয়? বলল, না হে আল্লাহর রাসূল! বললেন, তেমনি প্রতিপালককেও তোমরা সেখানে দেখতে পাবে।" (মুসলিম-৪৬৯)

জিজ্ঞাসা

কখন তারা প্রতিপালকের দর্শন লাভ করবে?

উত্তরঃ

تلا رسول الله ﷺ هذه الآية

﴿ ۞ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۖ ﴾ يونس: ٢٦

وقال (إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة أن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه) . فيقولون وما هو ؟ ألم يثقل الله موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجنا من النار ؟ قال (فيكشف الحجاب فينظرون إليه . فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر يعني إليه وهي الزيادة) .

নবী করীম সা. পাঠ করলেন, "যারা সৎকর্ম করেছে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং তারও চেয়ে বেশী।" (সূরা ইউনুস-২৬) অতঃপর বললেন, জান্নাতীগণ জান্নাতে এবং জাহান্নামীগণ জাহান্নামে প্রবেশ করার পর এক ঘোষকের ঘোষণা ভেসে আসবে, হে জান্নাতবাসী, আল্লাহর কাছে তোমাদের একটি প্রতিশ্রুতি রয়েছে, আল্লাহ তোমাদের জন্য সেটি পূর্ণ করতে চান! তারা বলবে, সেটা কী? তিনি কি আমাদের মীযান ভারী করেননি! আমাদের চেহারা উজ্জ্বল করেননি! আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাননি! জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেননি! অতঃপর প্রতিপালক পর্দা সরিয়ে দেবেন। মুমিনদের সেদিন সর্বোৎকৃষ্ট

বিষয় হবে পালনকর্তার দর্শন। এটিই সংযুক্ত কৃপা।" (তিরমিযী-৩১০৫)

আল্লাহর চিরসন্তুষ্টি ও তাঁর দর্শনলাভ

قال النبي ﷺ إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك وسعديك والخير في يديك فيقول هل رضيتم ؟ فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك ؟ فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا

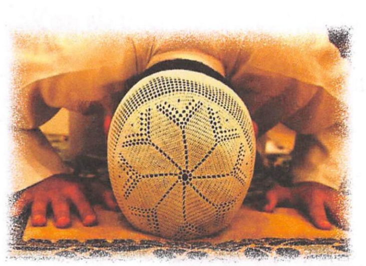
নবী করীম সা. বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তা'লা জান্নাতীদের লক্ষ্য করে বলবেন, হে জান্নাতবাসী! সকলেই বলবে, আমরা উপস্থিত হে প্রতিপালক! বলবেন, তোমরা কি সন্তুষ্ট আছ? তারা বলবে, কেনই বা সন্তুষ্ট হব না! অথচ আপনি আমাদেরকে যা দিয়েছেন আপনার কোনো সৃষ্টিকেই তা দেননি! তিনি বলবেন, আমি তোমাদেরকে এর চেয়ে উত্তম বস্তু দেব! তারা বলবে, হে প্রতিপালক, এর চেয়ে উত্তম কী? বলবেন, তোমাদের ওপর আমি আমার সন্তুষ্টিকে স্থায়ী করে দিলাম, আর কখনো তোমাদের ওপর অসন্তুষ্ট হব না।" (বুখারী-৬১৮৩)

নামাযীগণ আল্লাহর দর্শনলাভের অধিক হকদার

নবী করীম সা. প্রায়ই সাহাবীদের নিয়ে জান্নাতের আলোচনা করতেন, প্রতিপালকের দর্শন সম্পর্কে তাদের অন্তর আকৃষ্ট করতেন। বলতেন, যারা ফজর ও আসরের নামায নিয়মিতভাবে উত্তমরূপে আদায় করবে, তারা প্রতিপালকের দর্শন লাভের উপযুক্ত হবে।

عن جرير قال : كنا عند النبي ﷺ فنظر إلى القمر ليلة - يعني البدر - فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا

জারীর রা. বলেন, পূর্ণিমার রাত্রিতে আমরা নবী করীম সা. এর সান্নিধ্যে বসা ছিলাম, তিনি চন্দ্রের দিকে তাকিয়ে বললেন, নিশ্চয় তোমরা প্রতিপালককেও এভাবে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবে। তাকে দেখতে তোমাদের কোনো অসুবিধা হবে না। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বের নামাযদ্বয়কে তোমরা উত্তমরূপে আঁকড়ে ধর। কখনই যেন নামাযদ্বয় তোমাদের থেকে ছুটে না যায়।" (বুখারী-৫৪৭)



অর্থাৎ নিদ্রা কিংবা ব্যস্ততা দিয়ে যেন শয়তান তোমাদেরকে নামাযদ্বয় থেকে বিমুখ না করে ফেলে।

আল্লাহর দর্শনলাভই জান্নাতের সর্বোৎকৃষ্ট কৃপা

قال ﷺ : جنتان من فضة ، آنيتهما وما فيهما . وجنتان من ذهب ، آنيتهما وما فيهما .وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن

নবী করীম সা. বলেন, “রূপাখচিত দু’টি জান্নাত থাকবে, যার পানপাত্র ও তদস্থলে অবস্থিত সকলকিছুই হবে রূপার। স্বর্ণখচিত দু’টি জান্নাত থাকবে, যার পানপাত্র ও তদস্থলে অবস্থিত সকলকিছুই হবে স্বর্ণের। তাদের এবং প্রতিপালকের মাঝখানে থাকবে শুধুই তাঁর অহংকার ও মহত্বের আবরণ। এটি হবে জান্নাতে আদনে।” (বুখারী-৪৫৯৭)

সর্বোচ্চস্তরের জান্নাতী সকাল-সন্ধ্যা প্রতিপালকের দর্শনলাভ করবে

قال ﷺ : إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن يسير في ملكه وسرره ألف سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه ، وأرفعهم ينظر إلى ربه بالغداة والعشي

নবী করীম সা. বলেন, “সর্বনিম্নস্তরের জান্নাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি একহাজার বৎসর পর্যন্ত অতিক্রম করে তার রাজ্য ও বিলাসোপকরণের সূচনা ও প্রান্তসীমা দেখতে পাবে। আর সর্বোচ্চস্তরের জান্নাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা প্রতিপালকের দর্শনলাভ করবে।” (তিরমিযী-২৫৫৩)

উপভোগ্য,

আল্লাহর শপথ, জান্নাতে যদি প্রতিপালকের দর্শনলাভ না হতো,

তবে আল্লাহওয়ালাদের সকল স্বাদ বিস্বাদে পরিণত হতো।

জান্নাতীদের বাসনা

সেখানে জান্নাতীদের কোনো চাওয়াই অপূর্ণ থাকবে না। তাদের কামনা বাসনা সেখানে রুচিবোধের ভিন্নতার কারণে বৈচিত্রময় হবে। তন্মধ্যে..

কৃষিকাজে আসক্তি



দুনিয়াতে মানুষ বেঁচে থাকার তাগিদে খাদ্যোপকরণ অবলম্বন করে। কৃষিকাজে প্রচুর শ্রম ও সময় ব্যয় করে। কিন্তু জান্নাতে কষ্ট-ক্লেশ বলতে কিছুই থাকবে না। সেখানে খাদ্যোপকরণ হিসেবে কৃষিকাজের প্রয়োজন হবে না।

তবে একব্যক্তি জান্নাতে কৃষিকাজে আগ্রহী হবে.. কী তার বিবরণ..!

عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية فقال ﷺ: أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال له

ألست فيما شئت ؟ قال بلى ولكني أحب أن أزرع قال فبذر فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده فكان أمثال الجبال فيقول الله دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء . فقال الأعرابي والله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا فإنهم أصحاب زرع وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع فضحك النبي ﷺ

আবু হুরায়রা রা. বলেন, একদা নবী করীম সা. সাহাবীদের সামনে আলোচনা করছিলেন, তাদের মাঝে এক বেদুইন ছিল। নবীজী বললেন, নিশ্চয় জান্নাতে একব্যক্তি প্রতিপালকের কাছে কৃষিকাজের অনুমতি চাইলে প্রতিপালক বলবেন, তোমার চাহিদাগুলো কি পূরণ হচ্ছে না? সে বলবে, অবশ্যই পূরণ হচ্ছে হে প্রতিপালক! তবে আমার কৃষিকাজের আগ্রহ হচ্ছে! অতঃপর সে বীজ বপন করবে। চোখের পলকেই বীজ উৎপন্ন হয়ে বড় হয়ে যাবে, পেকে পাহাড়সম রূপ ধারণ করবে। প্রতিপালক বলবেন, কী হলো হে আদমসন্তান! কোনোকিছুই তোমাকে পরিতৃপ্ত করছে না!

ওই বেদুইন নবীজীর বিবরণ শুনে বলল, আল্লাহর শপথ, ব্যক্তিটি নিশ্চয় কুরাইশ কিংবা আনসারী হবে! কারণ, তারাই কৃষিকাজে অভ্যস্ত! আর আমরা তো কৃষিকাজে অভ্যস্ত নই! বেদুইনের কথা শুনে নবীজী হেসে দিলেন।” (বুখারী-২২২১)

সন্তান কামনা



জান্নাতে মুমিনদের সাথে তাদের পরিবার-পরিজন সকলকে একত্র করে দেওয়া হবে। তথাপি কোনো কোনো মুমিন সেখানে সন্তান কামনা করলে মুহূর্তের মধ্যে তার স্ত্রী গর্ভবতী হয়ে সন্তান প্রসব করবে। সেখানে সন্তানের জন্য দশমাস দশদিন অপেক্ষা করতে হবে না। সন্তান প্রসবেও স্ত্রীর কোনো কষ্ট হবে না।

قال ﷺ : إن المؤمن أذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وشبابه كما يشتهي في ساعة

নবী করীম সা. বলেন, "কোনো মুমিন যদি জান্নাতে সন্তান কামনা করে, তবে সন্তান গর্ভধারণ, প্রসব ও বেড়ে উঠা তার চাওয়া অনুযায়ী মুহূর্তের মধ্যে সম্পাদন হবে।" (ইবনে হিব্বান-৭৪০৪)

ক্ষমতা,

জান্নাত হলো পূর্ণ উপভোগের স্থল,

সেখানে মুমিনগণ যা চাইবে, তাই পাবে।

মৃত্যুকে জলাঞ্জলি

জান্নাতীদের চক্ষুশীতলকারী বস্তু হবে সেখানে তাদের চিরকাল বসবাস। যেখানে কখনো তারা আর মৃত্যুর সম্মুখীন হবে না, ধ্বংস হবে না, অসুস্থ হবে না এবং চিন্তিতও হবে না।



* কীভাবে চিরকাল থাকবে?

* মৃত্যুর কী দশা হবে?

ভূমিকা

দুনিয়াতে একটি চিন্তাই মানুষকে ধন সম্পদ ও ভোগ-বিলাস থেকে নিবৃত করে ফেলে, আর তা হলো মৃত্যু। এ দুনিয়া তো চিরকাল ভোগ করা যাবে না।

তবে জান্নাতের ভোগ-বিলাস চিরস্থায়ী। আল্লাহ বলেন,

﴿ قُلۡ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيۡرٖ مِّن ذَٰلِكُمۡۖ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوۡاْ عِندَ رَبِّهِمۡ جَنَّٰتٞ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا وَأَزۡوَٰجٞ مُّطَهَّرَةٞ وَرِضۡوَٰنٞ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ بَصِيرُۢ بِٱلۡعِبَادِ ١٥ ﴾ آل عمران: ١٥

"বলুন, আমি কি তোমাদেরকে এসবের চাইতেও উত্তম বিষয়ের সন্ধান বলব? যারা পরহেযগার, আল্লাহর নিকট তাদের জন্যে রয়েছে জান্নাত, যার তলদেশে প্রস্রবণ প্রবাহিত- তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল। আর রয়েছে পরিচ্ছন্ন সঙ্গিনীগণ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি। আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি সুদৃষ্টি রাখেন।" (সূরা আলে ইমরান-১৫)

চিরকাল বসবাস

আল্লাহ তা'লা বলেন,

﴿ أُوْلَٰٓئِكَ جَزَآؤُهُم مَّغۡفِرَةٞ مِّن رَّبِّهِمۡ وَجَنَّٰتٞ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَاۚ وَنِعۡمَ أَجۡرُ ٱلۡعَٰمِلِينَ ١٣٦ ﴾ آل عمران: ١٣٦

"তাদেরই জন্য প্রতিদান হলো তাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত হচ্ছে প্রস্রবণ যেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল। যারা (পুণ্যের) কাজ করে তাদের জন্য কতই না চমৎকার প্রতিদান।" (সূরা আলে ইমরান-১৩৬)

অন্য আয়াতে বলেন,

﴿ ۞ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِى ٱلْجَنَّةِ خَٰلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ۖ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ ﴿١٠٨﴾ ﴾ هود: ١٠٨

"আর যারা সৌভাগ্যবান তারা জান্নাতের মাঝে, সেখানেই থাকবে, যতদিন আসমান ও জমিন বর্তমান থাকবে। তবে তোমার প্রভু অন্য কিছু ইচ্ছা করলে ভিন্ন কথা। এ দানের ধারাবাহিকতা কখনো ছিন্ন হওয়ার নয়।" (সূরা হূদ-১০৮)

قال ﷺ : من يدخل الجنة يحيا فيها فلا يموت ، وينعم فيها فلا ييأس . لاتبلى ثيابه ، ولا يفنى شبابه

নবী করীম সা. বলেন, "যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে, কখনই সে মৃত্যুবরণ করবে না। চিরসুখে থাকবে, ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। কখনই তার কাপড় নোংরা হবে না। যৌবনে ভাটা পড়বে না।"

قال ﷺ: ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا ،وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا ، وإن لكم أن تشبوا فلاتهرموا أبدا . وإن لكم أن تنعموا فلا تبتئسوا أبدا . فذلك قوله تعالى :

﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِى صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِى مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَٰرُ ۖ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى هَدَىٰنَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَآ أَنْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ ۖ لَقَدْ

جَآءَتۡ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلۡحَقِّۖ وَنُودُوٓاْ أَن تِلۡكُمُ ٱلۡجَنَّةُ أُورِثۡتُمُوهَا بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ﴿٤٣﴾ الأعراف: ٤٣

নবী করীম সা. আরও বলেন, "ঘোষকের ঘোষণা ভেসে আসবে, তোমরা চিরকাল সুস্থ থাকবে, কখনই অসুস্থ হবে না! তোমরা অনন্তকাল জীবিত থাকবে, কখনই মৃত্যুবরণ করবে না! তোমাদের যৌবন চিরকাল থাকবে, কখনই তোমরা বৃদ্ধ হবে না! চিরসুখে বসবাস করবে, কখনই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না! এটিই আল্লাহর বাণীর সত্যায়ন.. "তাদের অন্তরে যা কিছু দুঃখ ছিল, আমি তা বের করে দেব। তাদের তলদেশ দিয়ে নির্ঝরিণী প্রবাহিত হবে। তারা বলবে, আল্লাহর কৃতজ্ঞতা, যিনি আমাদেরকে এ পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন। আমরা কখনও পথ পেতাম না, যদি আল্লাহ আমাদেরকে পথ প্রদর্শন না করতেন। আমাদের প্রতিপালকের রাসূল আমাদের কাছে সত্যকথা নিয়ে এসেছিলেন। আঁওয়াজ আসবে, এটি জান্নাত। তোমরা এর উত্তরাধিকারী হলে তোমাদের কর্মের প্রতিদানে।" (সূরা আ'রাফ-৪৩) (মুসলিম-৭৩৩৬)

মৃত্যুকে জবাই

শিশুর মৃত্যু হলে তার জীবন শেষ হয়ে যায়, ব্যবসায়ীর মৃত্যু হলে তার ব্যবসা বিনষ্ট হয়ে যায়। অসুস্থের মৃত্যু হলে আরোগ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। পৃথিবীতে সকলেই মৃত্যু আস্বাদন

করবে। মৃত্যু ছোট-বড় চেনে না। ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য বুঝে না। মৃত্যুর দরজা দিয়ে সকলকেই প্রবেশ করতে হবে। তবে জান্নাতে মৃত্যু বলতে কিছুই থাকবে না।

قال رسول الله ﷺ : إذا دخل أهل النار النار وأدخل أهل الجنة الجنة يجاء بالموت كأنه كبش أملح فينادي مناد يا أهل الجنة تعرفون هذا قال فيشرئبون وينظرون وكل قد رأوه فيقولون نعم هذا الموت ثم ينادي يا أهل النار تعرفون هذا فيشرئبون وينظرون وكلهم قد رأوه فيقولون نعم هذا الموت فيؤخذ فيذبح ثم ينادي يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت فذلك قوله

﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٩﴾ ﴾

مريم: ٣٩

নবী করীম সা. বলেন, “জাহান্নামীরা জাহান্নামে এবং জান্নাতীগণ জান্নাতে প্রবেশের পর মৃত্যুকে নিয়ে আসা হবে। দেখতে সাদা-কালো বর্ণমিশ্রিত ভেড়াসদৃশ হবে। অতঃপর এক ঘোষক ঘোষণা করবে, হে জান্নাতবাসী, চিনতে পেরছ এটা কী? অতঃপর তারা চোখ উঠিয়ে ভালো করে লক্ষ্য করে দেখে বলবে, হ্যাঁ..! এটা হলো মৃত্যু। অতঃপর ঘোষণা করবে, হে জাহান্নামবাসী, চিনতে পেরছ এটা কী? অতঃপর তারা চোখ উঠিয়ে ভালো করে লক্ষ্য করে দেখে বলবে, হ্যাঁ..! এটা হলো মৃত্যু। অতঃপর তাকে ধরে জবাই করে দেওয়া হবে। ঘোষণা করা হবে, হে জান্নাতবাসী,

চিরকাল বসবাস কর, আজকের পর কোনো মৃত্যু নেই। ওহে জাহান্নামবাসী, অনন্তকাল শাস্তি ভোগ কর, আজকের পর কোনো মৃত্যু নেই। এটিই হলো আল্লাহর বাণীর সত্যায়ন.. "আপনি তাদেরকে পরিতাপের দিবস সম্পর্কে হুশিয়ার করে দিন যখন সব ব্যাপারে মীমাংসা হয়ে যাবে। এখন তারা অসাবধানতায় আছে এবং তারা বিশ্বাস স্থাপন করছে না।" (সূরা মারিয়াম-৩৯) (মুসনাদে আহমদ-১১০৮১)

একথা শুনার পর জান্নাতীদের খুশি ও আনন্দের সীমা থাকবে না। পক্ষান্তরে জাহান্নামবাসীরও দুঃখ ও পরিতাপের সীমা রইবে না।



দর্শন,

জান্নাত ও জাহান্নামবাসী সকলেই মৃত্যুকে জবাইকৃত দেখবে,

যেন অনন্তকাল বসবাস তারা নিশ্চিত বুঝতে পারে।


“সংস্কারকবৃন্দ”
নিত্যদিন আপনাদের জন্য
তৈরি করছে প্রয়োজনীয় ইসলামী জ্ঞানসম্বলিত
অত্যাধুনিক গ্রাফিক পোস্টার
facebook.com/Moslehoon.BN
www.moslehoon.net
মৃত্যু
আসার আগেই
নামায
কায়েম কর
নবী করীম সা. বলেন,
যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করবে,
আল্লাহ তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করবেন।
(মুসলিম)
চরিত্রে চরিত্রবান
হবে
স্ত্রী